ভজন সন্দর্ভ

দ্বিতীয় বেত্ত (খণ্ড)
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

॥ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ভজন সন্দর্ভ

দ্বিতীয় বেদ্য (খণ্ড) [দ্বিতীয় সংস্করণ]

মহাজনগণের প্রকাশিত ও প্রশংসিত সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সার সংগৃহীত ও গুম্ফিত গ্রন্থ। ইহা সকল সন্দেহ ও অপসিদ্ধান্তের সুমীমাংসক গ্রন্থ। ভজনের বিষয়সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব-ত্রয়ে বিভাগপূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় সুমীমাংসিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

অনুকম্পিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীবামনদেবের আবির্ভাব তিথি

২৬শে ভাদ্র ১৩৯৬ ইং ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, মঙ্গলবার

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান

পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আনুকূল্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত ও অপর্ণা সাহা কর্ত্তৃক চর-স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া; পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

বোধনী

শ্রীভজন সন্দর্ভ (দ্বিতীয় বেদ্য) দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হওয়ায়—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই বেদ্যে (খণ্ডে) সম্বন্ধতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিচার দেখান হইয়াছে। সমস্ত অবতারাবলীর বিশেষ বিচার দেখান হইয়াছে। নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বিরোধীবাক্য সকল উদ্ধার করিয়া শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রমাণাদির দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, পুরাণ-সকল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রামানিক শাস্ত্রসমূহ এবং সর্ব্বসিদ্ধান্তরত্ন শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকরত্ন উদ্ধার করিয়া ভজনের সকল বিষয় বিচারিত হইয়াছে এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ চার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভুষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের প্রকাশিত সিদ্ধান্তসমূহ উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

সম্বন্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে যতপ্রকার জ্ঞাতব্যবিষয় হইতে পারে তাহা সংগ্রহের যথাসম্ভব চেষ্টা হইয়াছে। বিরোধী-ভাব ও বিচারগুলি যথাসম্ভব সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সুমীমাংসিত হইয়াছে এবং যতপ্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে তাহাও যথাসম্ভব উত্থাপিত করিয়া সুমীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি কোনপ্রকার ভ্রম বা দোষাদি থাকে সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন,—ইহাই সকার প্রার্থনায়। ইতি—প্রকাশক।

বিষয়-জ্ঞাপনী (সূচী) দ্বিতীয় সংস্করণ

॥ ভজন সন্দর্ভ। তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। দ্বিতীয় বেদ্য ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন সন্দর্ভ

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়

প্রথম উপলব্ধি

বন্দেগুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ-তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
বন্দেঽদ্ভুতকৃপামূর্ত্তিং শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতীম্।
নিগূঢ় তত্ত্ববিজ্ঞানং স্ফুরতিযদনুগ্রহাৎ॥
স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ননে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥

যংব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তিযংসামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃসুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

শিমুলিয়ার যুবকচতুষ্টয়ের সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণের পিপাসা দিন দিন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎপরদিন তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাইয়া চারিজনে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব সাধুর নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইতে প্রস্তুত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে শুনিতে পাইলেন, কাহারা যেন কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন কয়েকজন মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন। আহা! তাঁহাদের কি অপূর্ব্ব ভাব, কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়াছেন। কখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দ। এই পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, চক্ষে অবিরাম অশ্রুধারা, স্খলিতপদ হইয়া তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন॥ কখন কখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া হা শচীনন্দন! হা নিতাই! বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া যুবক চতুষ্টয় বলাবলি করিতে লাগিলেন; এমন মধুর ভাব ত' আর কভু দেখি নাই। অনেক পরিক্রমাকারীর কীর্ত্তন শুনিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই নিজদিগকে প্রচার করিবার জন্য লোকজন বাদ্যাদি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। কিন্তু ইঁহাদের ভাব তাহা অপেক্ষা বিলক্ষণ। ইঁহারা যেন মণিহারা ফণির ন্যায় ব্যাকুল হইয়া প্রবল আর্ত্তিভরে তাঁহাদের প্রাণকোটিসর্ব্বস্বনিধিক খুঁজিতেছেন। তাঁহারা যেন সকলের কৃপাপ্রার্থী হইয়া ব্যাকুল-ভাবে, শ্রীগৌর ও গৌরভক্তের সন্ধান করিতেছেন এবং যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন সকলেই তাঁহাদের ভাবে

বিভাবিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। যুবক চতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের কীর্ত্তনের দোঁহার করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহারা কখনও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন, কখনও বা "কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে, 'হা রাধে! হা কৃষ্ণ! বলে'। কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি, নানালতাতরুতলে॥ শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-জল। পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি কৃষ্ণ-কোলাহল॥ ধামবাসি জনে, প্রণতি করিয়া, মগিব কৃপার লেশ। বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-গায় মাখি, ধরি অবধূত-বেশ॥ গৌর-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ, স্ফূরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী॥ ইত্যাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তথায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "হা বিশ্বম্ভর! হা শচীনন্দন! হা জগন্নাথ-তনয়!" বলিতে লাগিলেন। পরে সকলে স্থানে-স্থানে চলিয়া গেলেন। তন্মধ্যে চারিজন শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সহিত যুবক চতুষ্টয়ও শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের ভাবে বিভাবিত হইয়া যুবক চতুষ্টয় ব্যাকুল হইয়া পূর্ব্বকথিত সেই সাধুর নির্দ্দিষ্ট এই বৈষ্ণবগণই বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহারা স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সেবন করিতে বসিলেন। যুবক চতুষ্টয় একটু সঙ্গোপনে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। আহা! তাঁহাদের সকল ভাবই যেন বড় মধুর, প্রসাদ পাইবার সময় সাষ্টাঙ্গে প্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদ মাহাত্ম্য-সূচক কীর্ত্তন মধ্যে মধ্যে করিতে করিতে প্রসাদ সেবা সমাধা করিয়া সবাইয়ের পত্র বাহিরে ফেলিয়া দিয়া মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া সকলে শ্রীবাস অঙ্গনের মাধবী মণ্ডপের নীচে বসিয়া শ্রীনাম মালিকা লইয়া শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন। যুবক চতুষ্টয় তাঁহাদের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা গর্ত্ত হইতে সেই পত্রে সংলগ্ন মহা-মহাপ্রসাদ অতি সন্তর্পনে লইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, "ভক্তপদ ধূলি, আর ভক্তপদ জল, ভক্ত-ভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল," ইহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উচ্ছিষ্ট সেবনে যুবক চতুষ্টয় নিজদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন, তৎপরে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া সেই বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে তাঁহাদের সন্মুখে দীনভাবে বসিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা পরিচয় দিয়া প্রয়াগতীর্থের সাধুগণের বিষয় নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"আমরা আপনাদিগের কৃপাপ্রার্থী। কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনাদের অযোগ্য ভৃত্য জ্ঞানে কৃপা করুন। বর্ত্তমানে আমাদিগকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া আপনাদিগের সেবায় নিযুক্ত করুন, ইহাই প্রার্থনা।'

বৈষ্ণবগণ সকলে বিচার করিয়া শ্রীঅদ্বৈত দাসকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। শ্রীঅদ্বৈত দাস প্রভু তাঁহাদের ও বৈষ্ণবগণের ইচ্ছায় বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্ত্তনৈক-পিতরৌকমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ বন্দেজগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ"॥

বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১)। বাস্তব বস্তু যাহা তাহাই তত্ত্ব। বস্তু শব্দে "বস্তুদ্বিতীয় তন্নিষ্ঠং," "তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্'," "একমেবাদ্বিতীয়ম" ইত্যাদি প্রমাণ বলে পরব্রহ্মই বস্তু। আদিমধ্যাবসানে যিনি স্থির, তিনিই বস্তু শব্দের প্রতিপাদ্য। আর বাস্তব বলিতে, পরব্রহ্মবস্তুর অংশ, শক্তি এবং কার্য্যকে বুঝায়। বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর কার্য্য জগৎ, বস্তুর শক্তি মায়া, এই সকলকেই বাস্তব বলা যায়। ঈশ্বর, জীব, কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতি এই পাঁচটীই বাস্তব বস্তু। শ্রীধর স্বামিপাদের মতে; ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও মায়া এই চারিটী বাস্তব বস্তু। কারন ভগবদ্বহিরঙ্গা শক্তি জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী

মায়ার দুইটী অংশ, একটি গুণরূপ নিমিত্তাংশ, অন্যটী দ্রব্যরূপ উপাদানাংশ। মায়ার নিমিত্তাংশই কাল ও কর্ম্ম, আর উপাদানাংশই প্রকৃতি। জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য, কিন্তু জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম লইয়াই জগৎকার্য্য; ভিন্ন স্বতন্ত্র কার্য্য জগৎ নহে। অতএব জগৎকে পৃথকরূপে ধরা হয় নাই। এই ভেদ নির্ণয় হইলেও ঈশ্বরই একমাত্র পরমস্বতন্ত্র আর জীবাদি সকলই ঈশ্বরের শক্তি, অতএব ঈশ্বরাধীন। অতএব অদ্বয় জ্ঞান বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্ববস্তু। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্। ইহা পরতত্ত্ব বা সম্বন্ধিতত্ত্ব। বিভিন্ন আচার্য্যগণ সেই সম্বন্ধি তত্ত্ব যেভাবে প্রকট জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন তাহা এবং শাস্ত্রের আবাহন দ্বারা পরতত্ত্ব বা সম্বন্ধিতত্ত্বের আলোচনা হইবে—যথা ঋক্‌বেদে-১।১।১)—

''ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারংরত্নধাতমম্॥

যজ্ঞস্য (নাম-যজ্ঞের) পুরোহিতং (অভীষ্ট-সম্পাদক) ঋত্বিজং (প্রত্যেক উৎপত্তিকালে সংসারের সঙ্গতিকারী) হোতারং (শরণাগতের আহ্বানকারী) রত্নধাতমমং (সকল কর্ম্মফলরূপ রত্নগুলিকে অতিশয়রূপে পালনকারী) দেবং (অপ্রাকৃত ক্রীড়াতে নিরতিশয়রূপে দীপ্তিশালী) অগ্নিম্ (অগ্রনায়ক ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী শ্রীনন্দনন্দনকে) [আমি] ঈলে (শব্দের যথাযথ অর্থনির্ণয়-পূর্ব্বকস্তবকরি)।

.'ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগংপ্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা ব স্তেন ঈশতা মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি। (যজুঃ ১।১)

[হে গোপেশ্বর!] সবিতা (সকলজগৎ প্রসবকারী) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিশালী দেবতা) [শ্রীকৃষ্ণ] ত্বা (আপনাকে) ইষে (অন্নের নিমিত্ত) উর্জে (কার্ত্তিকমাসে) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধন বিজয়রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিতে) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টরূপে যোজন করুন)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বম (ভাগ বাড়াইবেন না)। অস্মিন্ গোপতো (এই গোবর্দ্ধন পূজিত হইলে) বঃ (আপনাদের) [গোসমূহ] অঘ্ন্যাঃ (বর্দ্ধনযোগ্য ও বিনাশের অযোগ্য হইয়া) প্রজাবতীঃ (বহুবৎস যুক্ত) [এবং] অনমীবা (কৃমিদুষ্টাদি ক্ষুদ্ররোগ) [বা] অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রবল রোগ হইতে বিমুক্ত) [হইবে]। [তথা] স্তেনঃ (চৌর) [হরণে] মা ঈশত (সমর্থ হইবে না), মা অঘশংসঃ (তীব্রপাপ ভক্ষণাদি দ্বারা ঘাতক ব্যাঘ্রাদিও হিংসা করিবে না), (হে বৎসগণ!) বায়বঃ স্থ (তোমার মাতার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে অধিকার পাইবে)। ধ্রুবাঃ (চিরন্তনী) বহ্বীঃ (বহুবিধ পুষ্পাদি) স্যাৎ (হইতে থাকুক)। [হে গোপতে গোবর্দ্ধন!] যজমানস্য (যজমান গোপরাজের) পশূন্ (গো-বৎসাদি) পাহি (উত্তমরূপে রক্ষা কর)। (ইহার দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অনুভবের উপায় মায়াত্যাগের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইল)।

আচার্য্যগণেরসিদ্ধান্ত। সম্বন্ধিতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য—পরমার্থতঃ 'নির্গুণব্রহ্ম' বস্তুস্বরূপভাবে সম্বন্ধ-রহিত; এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার; কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। (শাঃ ভাঃ ১।১।১১।২৪)। ব্যবহারিক স্তরে 'সগুণব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর' উপাস্য। (শাঃ ভাঃ ২।৩।৪৩)

শ্রীভাস্কর—পরতত্ত্ব—নিরাকার শুদ্ধকারণ-রূপ 'ব্রহ্ম'। নিরাকার শুদ্ধকারণ রূপই উপাস্য (সূত্রভাষ্য)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য—ভগবান্ নারায়ণ পুরুষোত্তম (শ্রীভাষ্য,) ; চিদচিদ্‌বিশিষ্ট 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য বিষ্ণ্বাখ্য পরবাসুদেব নারায়ণ। (যতীন্দ্র মত দীপিকা ১০ অঃ, উপসংহার)।

শ্রীমধ্বাচার্য্য—বিষ্ণু-ভগবান্। শ্রীগোপাল। (অনুভাষ্য ১।১।১, সূঃ ভাঃ ১।১।১)।

শ্রীনিম্বার্ক—সর্ব্বভিন্নাভিন্ন ভগবান্ বাসুদেব (বেদান্তপরিজাতসৌরভ ১।১।৪) ; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ (দশ শ্লোকী ৪-৫ শ্লোক।)

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—হ্লাদিনী-সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ 'ঈশ্বর' (ভাবার্থ দীপিকা) সচ্চিন্নিত্য-নিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ 'পরতত্ত্ব' (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)।

শ্রীধরস্বামী—শ্রীকৃষ্ণ (ভাবার্থ দীপিকা) ; শ্রীমাধব (সুবোধিনী)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য—শুদ্ধ পুরুষোত্তম (তত্ত্বার্থ দীপ নিবন্ধন) ; অনন্তগুণপরিপূর্ণ সাকার পুরুষোত্তম 'শ্রীকৃষ্ণ' (অণুভাষ্য) ; শ্রীযশোদোৎসঙ্গ-লালিত পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' (অণুভাষ্য উপসংহার)।

শ্রীজীবপাদ—পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ পরতত্ত্বরূপ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধিতত্ত্ব (ভক্তিসন্দর্ভ,)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' (যুগলিত শ্রীরাধামাধব) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তত্ত্বসন্দর্ভ)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীকৃষ্ণ=শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপশক্তিরূপে হয় তাঁর অবস্থান॥'' "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়। বিশুদ্ধ-নির্ম্মলপ্রেম, সর্ব্বরসময়॥ সকল সদ্‌গুণ-বৃন্দরত্ন-রত্নাকর। বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিকশেখর॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ=শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (সারার্থদর্শিনী ১।১।১, ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ=শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশুদ্ধানন্তগুণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম (গোঃ ভাঃ ১।১।১১) ; বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবান্ পুরুষোত্তম ঈশ্বর (বেদান্তস্যমন্তক) ; শ্রীরাধাবন্ধু শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীশ্যামসুন্দর (গোঃ ভাঃ উপসংহার ; সিদ্ধান্তরত্ন ৮।২৪)।

"বৈষ্ণব দর্শনে ভাগবতীয় বিচারে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। 'ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেরূপ মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর-বস্তুর সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন, সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তু মাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ দ্বিতীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়। মায়িক জ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্ম' শব্দ 'ভগবৎ'শব্দের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। কৃষ্ণ শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁহারই প্রকাশ বলদেব—যাঁহা হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহা হইতে মহা-বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহা হইতে অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকাশিত। এই সকলেরই মূলবস্তু শ্রীবলদেব। আবার বলদেবের মূল স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ। 'প্রাভব', 'বিলাস', 'অংশ', 'কলা' 'বিকলা' প্রভৃতি সংজ্ঞা 'বিষ্ণু'শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। আর 'কৃষ্ণ'শব্দে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ' উদ্দিষ্ট হন—শুধু উদ্দিষ্ট নহে নাম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না।

ভগবদ্বস্তু খণ্ডিত জড় বস্তুর ন্যায় চিন্তনীয় নহেন, তিনি অচিন্ত্য। তিনি কেবল অচিন্ত্য নহেন—সেবোন্মুখের চিন্ত্য, চিন্ময়। তিনি অব্যক্ত অপ্রকাশিত ; কিন্তু তাঁহার রূপ আছে। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। যাঁহার রূপ নাই, তিনি—অব্যক্ত। যাঁহার রূপ আছে, তিনি—ব্যক্ত। ভগবদ্বস্তুতেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সমূহের সমন্বয় ; এই ভাবটী আবার অচিন্ত্য। তিনি নির্গুণ বস্তু। সগুণবস্তুরই উপলব্ধি হয় ; যাহা সগুণ নহে, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। গুণত্রয়ের অতীতবস্তু অথবা নির্গুণ হইয়াও তিনি

গুণাত্মা—সকল কল্যাণগুণৈকবারিধি, তিনি যুগপৎ চিদ্‌গুণে গুণী ও নির্গুণ। সমস্ত গুণই তাঁহাতে আছে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে অধিগত হইবার যোগ্যতা যাঁহার আছে—সেই জগৎকে তিনি ধারণ করিয়াছেন। তিনি জগতের আধার-মূর্ত্তি। তিনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি নহে—জগতের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমান তিনিই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা যাহার উপলব্ধি ঘটে—তাহা ভোগের বস্তু। জগৎ তিনি নহেন—জগৎ তাঁহার আধার। একাধারে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত যে বস্তু, তাহা তিনিই। তিনিই ব্রহ্মবস্তু। অপূর্ণ বস্তুটী পূর্ণে অবস্থিত। আমরা নমস্কার ব্যতীত ('ন'—'নিষেধ' ম'—অহঙ্কার)—অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়িলে তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। জগতে অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, গুণ, ক্রিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মবস্তু—'বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম'। তিনি সীমাবিশিষ্ট কোন বস্তু নহেন—তাঁহাকে মাপিয়া বা ভোগ করিয়া লওয়া যায় না। তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। এমন যে বস্তু তাঁহাকেই বলে 'ব্রহ্ম'। সে বস্তুরই অভ্যন্তরে সকল-বস্তু সমাহিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাঁহারই অন্তর্গত বস্তু মাত্র।

খণ্ডজ্ঞান হইতে অখণ্ড জ্ঞানে যাইবার রাস্তায় আমরা 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি; মনে করি,—উহা পূর্ণজ্ঞানের নির্দ্দেশক একটী শব্দমাত্র। সে জিনিষটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি, 'ব্রহ্মশব্দ'-দ্বারা তাহা লক্ষ্য করি না। 'সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত নরাকার ব্রজেন্দ্র নন্দন'—এইরূপ কথার সহিত খণ্ডিত ভাব গ্রহণ করিতে হইবে না। যে-সকল বস্তু ভগবদ্বস্তু নহে—একমাত্র বরনীয় নহে,—যে বস্তুর সহিত সকল বস্তুর সংসর্গ নাই—সে বস্তুতেই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; 'অনু' ও 'বৃহৎ' 'চিন্ত্য' ও 'অচিন্ত্য' 'নিরাকার' ও 'সাকার' প্রভৃতি শব্দ আসিয়া উপস্থিত হয়।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেক মেবাদ্বিতীয়ম্ (ছাঃ ৬।২।১)—সে বস্তুটী নির্ব্বিশিষ্ট নহেন বা সবিশিষ্ট থাকার দরুণ নির্ব্বিশিষ্টভাব যে তাঁহা হইতে নিরস্ত হইয়াছে, এরূপও নহে। ব্রহ্মে অণুত্ব ভাবাভাব আছে—ঐরূপ ব্যাপার অচিজ্জগতে অসম্ভব। অচিৎ এর পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা অচেতন শাখার চিন্তাস্রোত মাত্র। চেতন-শাখাতে এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অন্তরায় মাত্র। চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা করিবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নহে যে, 'অণু' হইলেও অনন্তের সেবা করিতে পারিবে না। উদাহরণ—বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হইলে সমগ্র জগৎ পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে। অবিদ্যার—অস্মিতার অনুভূতিতে মনোধর্ম্মের দ্বারা তাদৃশ নির্দ্দেশের মধ্যেই কৃষ্ণ বিষয়টীকে জানিবার সুবিধা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা মনোধর্ম্মী বস্তুর সম্যক্ অভিধান করিতে সমর্থ হয় না। (শ্রীলপ্রভুপাদ)

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীশঙ্করাচার্য্য—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার শুদ্ধজ্ঞানমাত্র; ব্রহ্ম—'আনন্দময়' নহেন; কারণ, 'ময়ট' প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থে হইলেও ব্রাহ্মণপ্রচুর-গ্রামে অন্ত্যজাতির অল্পবাস থাকায় আনন্দ-প্রচুরেও অল্প দুঃখের সদ্ভাব। ব্যবহারিকস্তরে সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাস্যরূপ; পারমার্থিকস্তরে নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয়রূপ। (সূত্রভাষ্য ১।১।১৯, ৩।২।১১-১৬, ২।১।১৪)

শ্রীভাস্কর—ব্রহ্ম, 'সগুণ' ও 'নিরাকার', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্বশক্তি'; নিরাকার-রূপই ব্রহ্মের কারণ-রূপ; ব্রহ্ম,

কার্য্যরূপে 'জীব' ও প্রপঞ্চ'। "নিরাকার-মেবোপাস্যং শুদ্ধং কারণরূপম্" (সুঃ ভাঃ ৩।২।১১), সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ; সর্ব্বজ্ঞানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্যমাত্র, রূপান্তররহিত অদ্বিতীয়। "বৃংহতের্ধাতোর্ব্রহ্ম যতঃ পরং বৃহদধিকং নাস্তি তন্মূলকারণমেব পারিশেষ্যাৎ, কার্য্য-প্রপঞ্চে তু ব্রহ্মশব্দো গৌণোঃ * * ব্রহ্ম চ কারণাত্মনা কার্য্যাত্মনা জীবাত্মনা চ ত্রিধাবস্থিতম্।" (সুঃ ভাঃ ১।১।১)।

শ্রীরামানুজ—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্ত্বই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ; তিনি সর্ব্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্যরহিত, অনন্তকল্যাণগুণগণ যুক্ত 'পুরুষোত্তম।' উক্ত গুণসমূহের আংশিক সম্বন্ধ-বশতঃ অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণার্থ প্রকাশক। (শ্রীভাষ্য ১।১।১)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'—শব্দবাচ্য (সুঃ ভাঃ ১।১।১); অন্যত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচারমাত্র; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি 'ব্রহ্ম' (ঐ ১।১।২); আনন্দ-প্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময়; তিনি—অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতত্ত্ব; (ঐ, ১।১।১৩-১৭),, 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব। (সূত্রভাষ্য (১।১।২২)।

শ্রীনিম্বার্ক—অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্ম'। (বেঃ পাঃ সৌঃ ১।১।১), স্বভাবতঃ নিরস্তসমস্তদোষ অশেষকল্যাণগুণৈকরাশিব্যূহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। ('বেদান্তকামধেনু,' ৪র্থ শ্লোক)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ। (সঃ দঃ সং ২৬ অনু-ধৃত-'সাকারসিদ্ধি')।

শ্রীধরস্বামী—"ব্রহ্মৈব তাবন্নারায়ণ ইতি, ভগবানিতি, পরমাত্মেতি চোচ্যতে,"—(ভাঃ দীঃ ১১।৩।৩৪), 'সগুণ' অর্থাৎ গুণের দ্বারা অনভিভূত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সমস্তকল্যাণগুণনিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২)।

শ্রীবল্লভ—বেদান্তে যিনি 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে তিনি 'পরমাত্মা', ভাগবতে তিনি 'ভগবান্,' (তঃ দীঃ নিঃ) জ্ঞানমার্গীয় সাধনে 'ব্রহ্ম' স্ফূর্ত্তি; মর্য্যাদামার্গীয় ভক্তিতে 'পরমাত্মা' স্ফূর্ত্তি; শুদ্ধপ্রেমে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি। মূলপুরুষ ভগবানের চারিটি স্বরূপ—প্রথম 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তম-স্বরূপ', দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'অক্ষর ব্রহ্ম,' তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানিগণের জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষতুল্য স্ফূর্ত্তি, ভক্তগণের ব্যাপি-বৈকুণ্ঠরূপস্ফূর্ত্তি এবং চতুর্থ অন্তর্য্যামিস্বরূপ।

শ্রীজীবপাদ—যাহাতে দেশতঃ, কালতঃ, শক্তিতঃ পরমবৃহদ্রূপ গুণাদিসকল অবস্থিত, সেই পরমবৃহত্তত্ত্বের সামান্যাকারে সত্তামাত্রের দ্যোতক অঙ্গজ্যোতিরও বৃহত্ত্বহেতু 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা; কিন্তু ব্রহ্মত্বের মুখ্যপ্রবৃত্তি, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার বৃহত্ত্বধর্ম্ম অবস্থিত সেই 'শ্রীভগবান্'ই (পরঃ সঃ ১০৫ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহদ্বস্তু 'ভগবান্'ই উদ্দিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ 'স্বয়ং ভগবান্'; ব্রহ্ম সর্ব্বকারকে' উদ্দিষ্ট, ইহা সবিশেষের চিহ্ন; নির্ব্বিশেষ শ্রুতি প্রাকৃত-বিশেষ-নিষেধক; প্রাকৃত মনঃ ও নয়ন-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্মের ঈক্ষণ শ্রুত হওয়ায় ব্রহ্ম অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩৯-৪৭)। নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের যে ধারণা, তাহা অদ্বয় তত্ত্বের 'অসম্যক' প্রকাশবিশেষ; যোগীর 'পরমাত্মা'—'আংশিক' প্রতীতিবিশেষ; ভগবৎ প্রতীতিই 'পূর্ণ'। "ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—বিষ্ণু-পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥ তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষৎ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥ চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের যে বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেই গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয়॥ অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ

প্রকাশে ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮, ১০, ১২--১৩, ১১, ১৮-১৯) ; **'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—'তত্ত্ব' সর্ব্ব-বৃহত্তম** । স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যার সম ॥ সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্। অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪, ৬৬, ৬৯) ; "ব্রহ্ম"-আত্মা-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়। রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৭৮)। যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৫)—উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগ শাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—ব্রহ্ম সূর্য্যস্বরূপ ভগবানের প্রদর্পণশীল প্রগাঢ় জ্যোতিঃপুঞ্জসদৃশ ; অভ্যন্তরস্থ মণ্ডল-সদৃশ বস্তু পরমাত্মার উপমা এবং পরিকরযুক্ত স্বয়ং ভগবান্—রথ, সারথি প্রভৃতি পরিকরবিশিষ্ট ও বদন-নয়ন-হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট স্বয়ং সূর্য্যতুল্য। (সারার্থ-দর্শিনী ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞাদিগুণযুক্ত পুরুষোত্তম—অচিন্ত্য অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার 'সর্ব্বেশ্বরেশ্বর (বেঃসূঃ) ; ব্রহ্ম 'সগুণ' ও 'নির্গুণ'—'সগুণ'—অপ্রাকৃত গুণবান্ ও 'নির্গুণ' শব্দে--প্রাকৃত গুণহীন ; ব্রহ্ম—স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত অনন্ত গুণরত্নাকর (সিদ্ধান্তরত্ন ৪।৫-১২) ; ব্রহ্মের 'গুণ' ও 'শক্তি' ব্রহ্ম হইতে 'অভিন্ন' যুগপৎ 'সৎ' ও 'সত্তাবান্ 'জ্ঞান ও জ্ঞাতা' 'আনন্দ ও আনন্দময়' ; ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে 'ভেদ' নাই, বিশেষ আছে মাত্র , 'বিশেষ' ভেদ-প্রতিনিধি বা আপাতভেদের প্রতীতিকারক। (সিদ্ধান্ত রত্ন ১।১৯)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪০) "বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্সম্যগবস্থিতং। সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ং ॥ "ব্রহ্ম প্রতীতি এইরূপ।" বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিজের প্রতিচেষ্টাবান্, সম্যগ্স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্ত্বাদি গুণশূন্য, নিত্য, অব্যয় ক্ষয়োদয় রহিত ॥

"সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল **সম্বিৎবৃত্তি** অবলম্বন করিয়া চিন্ময় লীলা-যুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন-ফলে **ব্রহ্ম** এবং আনন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল **সচ্চিদ্‌বৃত্তি** অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন ফলে **পরমাত্মা** দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ-লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গ-প্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই "পরমাত্মা।" "সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড অসম্যক আবির্ভাব মাত্র।" (শ্রীলপ্রভুপাদ)

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ (বিষ্ণু পুরান ৬।৫।৭৭) সমগ্র ঐশ্বর্য্য , সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি অচিন্ত্য-গুন বিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এইগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী, আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ এই তিনটি অঙ্গ, যশঃ হইতেই বিস্তৃত জ্যোতি স্বরূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান ; যেহেতু উহারা গুণের গুণ ;—স্বয়ং গুণ নহে। নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ কান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহেন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহে—অগ্নির—স্বরূপাশ্রিত গুণ-

বিশেষ।" বেদে স্থানে স্থানে ব্রহ্মের নির্বিশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে সর্ব্বত্র 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরি ওঁ' এই বাক্যে শ্রীহরিকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মকে সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিল্লীলা-মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই হরি।"

সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, কিন্তু সাম্যকারী পাত্রদিগের অধিকার ভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যমণ্ডল ও সবিগ্রহ সূর্য্য। পৃথিবীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে কিরণময়, তদুপরি অবস্থিত ব্যক্তি সূর্য্যকে মণ্ডল বিশিষ্ট ও সূর্য্যলোকে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট দেখিতে পান, বাস্তবিক সূর্য্যের কিরণ, মণ্ডল, বিগ্রহ একই বস্তু। ব্যক্তাব্যক্তের (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান) বিরোধ যেখানে সামঞ্জস্য লাভ করে সেই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ই অদ্বয় জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব—ভক্তিযোগে ভক্তগণ ভগবানের পূর্ণানুভূতি লাভ করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত চিদ্বিশেষেরই অন্যতম আবির্ভাব, সুতরাং অসম্যক্। জ্ঞানিগণের অসম্যক জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তু 'ব্রহ্ম'। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু ভগবৎ সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাব বশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ-হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড ও অসম্যক আবির্ভাব মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞান ভগবানের সম্বিৎশক্তির প্রকারভেদ হইলেও ভগবজ্জ্ঞানই সম্বিতের সার। "কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥" অর্থাৎ সম্বিতের বিভিন্ন প্রকাশমালায় ভগবজ্‌জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান তদতিরিক্ত নহেন। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব ভগবান্ পূর্ণাপূর্ণ বিচারে পরমাত্ম-জ্ঞান অপূর্ণ এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান সান্দ্রানন্দ বিচারে অস্ফুট বা তরল। চৈতন্যচরিতামৃত ;—(আঃ ৭।৯৭) "কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥ ও (ঐ মঃ ১৩৭-১৩৯) ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ। ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।" উক্ত উক্তিদ্বারা ভগবজ্জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। আবার ৭-১৪০ 'তারে' 'নির্ব্বিশেষ' কহি চিচ্ছক্তি না মানি।' অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি॥" ব্রহ্মোপাসক মায়াবাদী ভগবানের চিচ্ছক্তি প্রকটিত সবিশেষ মূর্ত্তির অবহেলা করিয়া নির্ব্বিশেষ হন। তাহাদের বিচার সুষ্ঠু নহে—মূলবস্তু সূর্য্যকে অস্বীকার করিয়া তদ্গত রশ্মিকে মূলবস্তু বলিয়া ধারণা করিলে অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মকে অদ্বয় জ্ঞান ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। (ব্রঃ সং ৪০) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—গোবিন্দের একপাদ বিভূতি;—তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ। মায়াবাদীগণ সেই অপ্রাকৃত ভগবদঙ্গকান্তিকে অন্ধকার সদৃশ মায়ার সহিত সাম্যজ্ঞান করিয়া অজ্ঞানের পরিচয় দেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর দ্বৈতবুদ্ধি প্রবল বলিয়া অদ্বয়জ্ঞানের আবির্ভাব ত্রয়ে ভেদবুদ্ধি করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন। অসমোর্দ্ধ অর্থে যাঁহার সমান বা অধিক কিছু নাই। ব্রহ্মবস্তু অদ্বয় জ্ঞানের অসম্যক আবির্ভাব হইলেও দ্বৈত প্রপঞ্চের অধীন নহেন; তাদৃশ ব্রহ্মকে মায়ারচিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম জ্ঞান মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিরই পরিচয়। বেদ "ব্রহ্মে বৃহত্ত্বে ও বৃহণত্বের অধিষ্ঠান আছে" এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সহিত তদিতর বস্তুর পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ ও তদিতর বস্তু অণু; ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মেতর বস্তু মায়ার সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের অধীন, ব্রহ্মবস্তু মায়াতীত; মায়ার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ যে বস্তুর যাহা

নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা করাই অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতি। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানে উদাসীন হইয়া বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান এবং অবস্তুর সহিত বাস্তব বস্তুর সাম্য জ্ঞান অর্থ বিনা অর্থ প্রতীতির উদাহরণ। শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ ক্রমসন্দর্ভে,—"শক্তিবর্গই ব্রহ্মের লক্ষণ, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহাতে শক্তি সমূহের অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানই অনুভব করেন, ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে কথিত। যোগীরা কেবল জ্ঞানের সহিত যে নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, তাহাই 'পরমাত্মা'। "মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যাং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৬।৩২)" দিগ্বসন, শ্রমনশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসী সকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত বিদ্বেষ করেন, হরি-কর্ত্তৃক হত হইলে তাঁহারাও ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।" "নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়।" সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥"
(চৈঃ চঃ ১।৫।৩৮-৩৯)

তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'সিদ্ধলোক'। যেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন; পাতঞ্জলযোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়া সেই লোক প্রাপ্ত হন।

"হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মাবিদো বিদুঃ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তি মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ব্রহ্মৈবেদ মৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মে বেদং বিশ্বমিদংবরিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড ৯—১১ মন্ত্র)।

পরমাত্মা-তত্ত্ব

"শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য, এই দুইগুণ ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত মায়িকজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান্ এক অংশ হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণ; যথা বৃহদারণ্যকে (৫।১)—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"॥ "অর্থাৎ ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ-অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। পূর্ণ-অবতারী হইতে পূর্ণ-অবতার লীলাবিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলাপূর্ত্তির জন্য পূর্ণ-অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষ রূপে বর্ত্তমান থাকেন; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।" অতএব পূর্ণস্বরূপ, জগৎপ্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা, কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদক-শায়িরূপে তিনি ত্রিরূপধৃক্। চিজ্জগৎ ও মায়িকজগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজা; তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়াদ্বারা সৃষ্টি করাইয়াছেন; যথা গীতাবাক্য (৯।১০)—ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। 'অর্থাৎ—"প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার চিদ্বিলাসসম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করে।" বেদবাক্য—"স ঐক্ষত" (ঐত ১।১) অর্থাৎ সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।" "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐত ১।১।২) অর্থাৎ সেই পরমাত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসকল মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

মায়া প্রবিষ্ট ঈক্ষণ শক্তিই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণ-পরমাণু সমূহই বদ্ধ জীব নিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভস্থ ঈশ্বর ও জীব+একত্রাবস্থান অবস্থায় "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেতাঃ ৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতি-বচন-নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা ও জীব সেই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্ম্মফলদাতা, জীবরূপ পক্ষী ভোক্তা। গীতা শাস্ত্রে যথা—"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবঃ'॥ (গীতা ১০।৪১) "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (ঐ ১০।৪২) অর্থাৎ—"ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে-সকলই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে। সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতি-তেজোংঽশসম্ভূত। অথবা অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন, সংক্ষেপে এই আমার প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। তাহার এক এক প্রভাবদ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। জড়প্রভাব দ্বারা জড়ীয়সত্তায় এবং জীবপ্রভাবদ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্টজগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্ত্তমান আছি।" অতএব পরমপুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত বিশ্বজনক বিশ্বপালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মা শ্রীহরির অংশ। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—ব্যষ্টিপ্রকাশ ও সমষ্টিপ্রকাশ। সমষ্টিপ্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট—ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎ হৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ বিশেষ।" মায়িক উপাধির—অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন ও মায়িক উপাধির—বিপরীতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়। শ্রীভগবানের জগৎ প্রবিষ্ট অংশই পরমাত্মা।" (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩২।২৬)—"জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বর পুমান্। দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥" অর্থাৎ—পরমাত্ম-প্রতীতি এইরূপ—"জ্ঞানবিস্তৃতিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকশিত পরব্রহ্ম। যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাতে অবস্থিত, নিয়ন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা।" ভগবৎ প্রতীতি এইরূপ—দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা কেহ থাকে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাবদ্বারা সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ এক অদ্বিতীয় ভগবান্ প্রকাশ পান॥" যোগীরা কেবল জ্ঞানের সহিত যে নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, তাহাই পরমাত্মা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" কোনও কোনও যোগীপুরুষ স্ব-স্ব-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি-পরিণত জগতে ব্যাপকরূপে অন্তর্য্যামিসূত্রে পরমাত্মার অধিষ্ঠান, তাহা ভগবানের একদেশ-ঐশ্বর্য্যমাত্র। ভগবান্ কেবল মায়াশক্তির অধীশ্বর নহেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অধীশ্বর; সুতরাং পরমাত্মা ভগবানের আংশিক আবির্ভাব মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।১—"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।।' অর্থাৎ,—ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ পদার্থ যাঁহাতে অংশরূপে বর্ত্তমান, সেই কারণার্ণবশায়ি নামক আদ্য-পুরুষাবতারলীলা প্রকট করেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের আরও ২।৬।৪২ শ্লোকে—"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।।" অর্থাৎ—"প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ পরব্যোমাধিপতি ভগবানের প্রথম অবতার। কাল স্বভাবাদি তাঁহার কর্ম্ম; কার্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, সমষ্টিশরীর রূপ পাতালাদি, সমষ্টিজীব, হিরণ্যগর্ভ স্থাবর-জঙ্গমরূপ ব্যষ্টিশরীর—এই সকল পরমেশ্বরসম্বন্ধি বস্তু।।" শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।৩—যস্যাবয়ব-

সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্।।" অর্থাৎ—"কারণোদকশায়ী শ্রীহরি হইতে তাঁহার পাতাল প্রভৃতি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোক-বিস্তারকারী বিরাটরূপপ্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজস্তমোহীন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।" গীতা ১৮।৬১—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অর্থাৎ—"সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব-সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন॥"

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।' তৃতীয় সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।" (লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ৫ম অঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রবচন) অর্থাৎ—"নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—গর্ভোদকশায়ী, সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ; তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ; ইনি প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিন্‌টির তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এই পুরুষাবতারত্রয় প্রকৃতির ভর্ত্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষাভিমানে মূর্ত্তিমতী-প্রকৃতি-স্ত্রীর সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। তৎকালেই তিনি ভোগপর-জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার সুযোগলাভ করেন।"

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। (ব্রঃ সং ৫।৪৮)

ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিশ্বাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ বা কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

"পরমাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ সবৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ।।" (দশমূলশিক্ষা)—জগৎ-কর্ত্তা জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ-বৈভব মাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নব-নীরদ-কান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাকান্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—"য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।" যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। "প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্।।" "আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।।" "জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব।।" "জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার। তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।। অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা। তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা।।" 'ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন।। কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদক শায়ী। মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী।। সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী। ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী।। হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥ এ সবার দর্শনেতে আছে মায়া গন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥" (ভাঃ ১১।১৫।১৬) শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায়।—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥ (বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারন—এই সকল মায়া-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)। "যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার। তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার॥" "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষে ও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না) সেই তিনজনের তুমি

পরম আশ্রয়। তুমি 'মূল নারায়ণ'—ইথে কি সংশয়॥ সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ।'' 'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।' 'অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥'' "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী। শেষশ্চ যস্যাংশ-কলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥'' "সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥ মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ। আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন॥ মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি। জগতের উপাদান 'প্রধান' 'প্রকৃতি'॥ জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি-সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥ অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ। প্রকৃতি—'কারণ' যৈছে অজাগলস্তন॥ মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ। সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ॥ ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার। তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার॥ কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়। ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥ দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাঁতে করেন আধান॥ এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ। ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥ পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥ গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম। গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥ তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন॥ যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু। মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু॥ গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে 'পুরুষ'-নাম। সেই দুই, যাঁর অংশ, বিষ্ণু, বিশ্বধাম॥ যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি। মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥ সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥ সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার'-নাম॥ আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্। সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম॥'' "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি। বিরাট্-স্বরাট্-স্থাস্নু-চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥" (ভাঃ ২।৬।৪২) অর্থাৎ—"কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তাঁহার বিভূতি রূপ।'' "যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার। অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার॥ প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ। তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥' (চৈঃ চঃ আঃ ৫)।

"যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্। লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।" অর্থাৎ—"যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি॥'' সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা॥ ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার। রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥ নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন। আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম॥ জলে ভরি' অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস। আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥ তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম। শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম॥ অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন। সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥ সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন। সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ॥ তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥ সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ-

ভুবন। তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগৎ পালনে। গুণাতীত-বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥ রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥ হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ। যাঁর অংশ করি' করে বিরাট্‌-কল্পন ॥ হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ—"যাঁহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল পরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথিধারী 'অনন্ত;' সেই নিত্যানন্দ-রামকে প্রণাম করি ।।

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ।। তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেত-দ্বীপ' নাম। পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজধাম ।। সকল জীবের তিঁহো হ'য়ে অন্তর্যামী। জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার। ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥ দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন। ক্ষীরোদক তীরে যাই' করেন স্তবন ॥ তবে অবতরি' করে জগৎ পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গনন ॥ সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী। কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥ পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥ ইত্যাদি।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্তবে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-স্বরূপের স্তব যথা—

ব্রহ্মস্বরূপের—"জয় কৃষ্ণ পরব্রহ্মন্ জগত্তত্ত্ব জগন্ময়। অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশাখিলাশ্রয় ॥

নির্ব্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জন। অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতিরক্ষর ॥

পরমাত্মা স্বরূপের—"পরমাত্মন্ বাসুদেব প্রধান-পুরুষেশ্বর। সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদাত্রে তুভ্যংনমো নমঃ ॥

হৃদ্‌পদ্ম-কর্ণিকাবাস গোপাল পুরুষোত্তম। নারায়ণ হৃষীকেশ নমোঽন্তর্য্যামিণেঽস্তু তে ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সচ্চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবনফলে পরমাত্ম-দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশসত্ত্বাই পরমাত্মা। যাঁহারা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করেন তাঁহার পূর্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া বৈষ্ণব-পদবী-লাভ করেন—তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বের পূর্ণ-প্রকাশ দর্শন করেন। যোগমার্গে আংশিক দর্শনে পূর্ণস্বরূপ দর্শনাভাবে পরমাত্মার বিষ্ণুত্বদর্শন না হওয়ায় বৈষ্ণব-দর্শন হয় না। কেবল হৃদয়-পদ্মের কর্ণিকায় বাসকারী আংশিক প্রকাশমাত্র পরমাত্মার দর্শন হয়।

সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ-আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম, ভগবানের খণ্ড অসম্যক আবির্ভাবমাত্র। যে হেতু কর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সংজীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাঁহার

পরমত্ব; একারণে পরমাত্মা শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যে তত্ত্ব স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত, যাহা সমাধিতে শুদ্ধা জীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরে পরত্র ও ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে। (ভগবৎ সন্দর্ভ)।

১) কারণ-রূপা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী এবং মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই প্রথম পুরুষাবতার (ইনি পরব্যোমনাথ বাসুদেবের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ।) ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৭) "আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা-শ্রেষ্ঠ-স্বমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যিনি স্বীয় লোমকূপে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগ-নিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতার ইহা হইতে প্রকটিত হয়। মহাবিষ্ণুর শয্যারূপ অনন্তের তত্ত্ব এই যে, মহাবিষ্ণু যে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব—কৃষ্ণের দাশতত্ত্বরূপ 'শেষ' নামক অবতার বিশেষ। ইনি চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি তদ্রূপবৈভবের প্রকট-কারী, মায়াশক্তিদ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধামের সৃষ্টি কর্ত্তা।

(২) সূক্ষ্মসমষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৮)—"কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর একটী নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি সমষ্টি বিষ্ণুসকল প্রকটিত থাকেন। সেই কারনার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা অর্থাৎ অংশের অংশ সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" গর্ভোদকশায়ী ২য় পুরুষাবতার হইতে গুণাবতার প্রকাশিত হয়।

(৩) স্থূল ও ব্যষ্টি বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মাই তৃতীয় পুরুষাবতার। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেবের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬—"একটী প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তিকাগত হইয়া বিস্তৃত হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" মহাসঙ্কর্ষণের কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, কারণার্ণবশায়ীর গর্ভোদক ও ক্ষিরোদকশায়ীরূপে আবির্ভাবই চরিষ্ণু-ধর্ম্মের উদাহরণ; সুতরাং বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুনাতাবরদ্বয় ও সমস্ত দেবগণ তাঁহার অধীন আধিকারিক তত্ত্ববিশেষ। এবং রাম নৃসিংহাদি স্বাংশ অবতার সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপস্বরূপ গোবিন্দের সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। বস্তুধর্ম্মে গোবিন্দের সহিত অভিন্ন হইলেও লীলাগত পার্থক্য আছে। ইনিই যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার গ্রহণ, ধর্ম্মরক্ষণ, অধর্ম্ম-সংহার করেন—দেবগণের প্রার্থনায়।

পুরুষাবতার (শ্রীরূপ প্রভুর)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ (স্বয়ংরূপ) যাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সেই অবতারগণের কথা কথিত হইতেছে।

অবতার লক্ষণ:—স্বয়ংরূপাদি বিশ্বকার্য্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্ত-দ্বারা আবির্ভূত হইলে—'অবতার'-নামে খ্যাত হন। 'তদেকাত্মরূপ' ও 'ভক্ত'-ভেদে সেই 'দ্বার' দুই প্রকার। শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ; আর বসুদেব প্রভৃতি ভক্ত।

ত্রিবিধ অবতারঃ—'পুরুষাবতার', 'গুণাবতার' ও 'লীলাবতার'-ভেদে অবতার ত্রিবিধ; তন্মধ্যে অধিকাংশ অবতারই 'স্বাংশ' ও 'আবেশ'। ইহার মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপ, তাঁহার কথা পরে আলোচ্য।

পুরুষাবতারঃ—লক্ষণ, যথা বিষ্ণুপুরাণে—"সেই অর্থাৎ ষড়্‌ভাব বিকার বিবর্জ্জিত পুরুষোত্তমের যে অংশ প্রধান গুণভাক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষনাদি কর্ত্তা; যিনি এক অর্থাৎ স্বয়ংরূপে একতা পরিত্যাগ না

করিয়াই বহুবিধ স্ববিগ্রহাংশ মূর্ত্তিবিভাগ দ্বারা ভেদ পূর্ব্বক নিখিল প্রাণীর বিস্তার কর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া সংসর্গ রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়া সংসৃষ্টের ন্যায় প্রতিভাত এবং যিনি জ্ঞানান্বিত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই অব্যয় 'পুরুষকে' সর্ব্বদা প্রণাম করি। পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণাদি কর্ত্তা এবং যাঁহা নানাবিধ অবতারের প্রকাশ-কর্ত্তা, শাস্ত্রে তাঁহাকেই 'পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পুরুষের অবতারত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে ; যথা— "পরমেশ্বরের আদ্য অবতার 'পুরুষ'।

পুরুষাবতার ত্রিবিধ ঃ—বিষ্ণুর 'পুরুষ'-নামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টিকর্ত্তা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অর্থাৎ সমষ্টি জীব বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী এবং তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী (পরমাত্মা)। এই পুরুষত্রয়কে জানিতে পারিলে মায়া-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।

প্রথম পুরুষ ঃ—যথা একাদশে (ভাঃ ১১।৪।৩) "আদিদেব নারায়ণ যৎকালে নিজ মায়া বিরচিত পঞ্চভূত-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তিনি 'পুরুষ'-নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ব্রহ্ম সংহিতায় (৫।১০-১৩) ও "সেই লিঙ্গে (স্বয়ংরূপ ভগবানের অঙ্গভেদ) পুরুষে জগৎপতি মহাবিষ্ণু কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষ (ঈক্ষনাংশে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি।" সেই ভগবান্ মহাবিষ্ণুই মহাসঙ্কর্ষনাংশ প্রথম পুরুষাবতার ; তিনি-মায়িক জগতে নারায়ণ নামে খ্যাত। সেই সনাতন-পুরুষ হইতেই কারণার্ণব-নামক সমুদ্রের জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সেই জলে যোগনিদ্রাগত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন ; তিনি নিজে পরম পুরুষ ভগবান্ সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতার গ্রহণকারী। সেই সঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণুর মহত্তত্ত্ব ও মায়াতে যে জীবরূপ বীজ আহিত হইয়াছিল, তাহাই ভূত সূক্ষ্ম পর্য্যন্ততা প্রাপ্ত হইয়া লোমবিবর সমূহে অন্তর্ভূত হইয়া অনন্ত হেমডিম্বরূপে এবং পঞ্চ মহাভূত-কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া উৎপন্ন হয়। ("তদ্রোমবিল-জালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ। হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু।।")

দ্বিতীয় পুরুষ ঃ—(ব্রঃ সং ৫।১৪) এবং তৎপরে "সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক-এক-অংশে নিজে প্রবেশ করেন।" মোক্ষ ধর্ম্মের নারায়ণোপাখ্যানে বলিয়াছেন—"যিনি গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ (প্রদ্যুম্ন), তিনিই অনিরুদ্ধ (অন্তর্য্যামী)", সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই স্বয়ংপ্রভু প্রদ্যুম্নরূপেই হিরণ্যগর্ভের নিয়ামক বা জনক ও অনিরুদ্ধরূপে অন্তর্য্যামী।

তৃতীয় পুরুষ ঃ—(ভাঃ ২।২।৮) শ্লোকে—"কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন।"

গুণাবতার (শ্রীরূপ প্রভু)

অনন্তর দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী হইতে বিশ্বের পালন সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ও রুদ্র—এই তিন গুণাবতারের কথা বর্ণিত হইতেছে। যথা—(ভাঃ ১।২।২৩)—"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুন। সেই গুনত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারন করেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভ ফলের উদয় হয়। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব হইতে হয় না। কারিকা—নিয়ামকতারূপে গুনের সহিত সম্বন্ধকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই গুনত্রয়ের সহিত কথনই যুক্ত হন না।

ব্রহ্মা—সূক্ষ্ম 'হিরণ্যগর্ভ' ও স্থূল 'বৈরাজ'-ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে; এবং যিনি সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত, সেই স্থূল-রূপের নাম 'বৈরাজ'॥ বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ প্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু হইয়া দেবগণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের বরদাতা। কখনও বা যে কল্পে ব্রহ্মত্ব লাভোপযোগী জীব না পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকার্য্যাদি করিয়া থাকেন। যথা—পদ্মপুরাণে:—"কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হন। আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন, তৎকালে বৈরাজ ব্রহ্মা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখ সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন।" অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইল।

শাস্ত্রে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর আবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন আচার্য্য সমষ্টিত্ব দ্বারা ভগবৎ সন্নিকৃষ্টতা হেতু ব্রহ্মার অবতারতা বলেন। আবার কেহ কেহ ব্রহ্মাকে আবেশাবতার বলিয়া থাকেন। তাহাই (ব্রঃ সং ৫।৪৯) শ্লোকে:—"সূর্য্য যেমন স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ প্রস্তরখণ্ড সমূহে অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত মণি সমূহে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয়তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক নিজেই দহনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি এই প্রাকৃত সৃষ্টি ব্যাপারে অংশে বা জীব বিশেষে নিজেই ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে। কোন কল্পে জল অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে, আবার কোন কল্পে তেজবায়ু প্রভৃতি হইতেও ব্রহ্মার জন্ম হইয়া থাকে।

শ্রীরুদ্র—অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত —এই একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহার (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী) অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশবাহু ও পঞ্চমুখ এবং প্রত্যেকমুখে তিনটি নয়ন। বিধির ন্যায় কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীবকোটির অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ রুদ্রকেও জীবকোটির অন্তর্গত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষের' ন্যায় ইঁহারও মীমাংসা করিতে হইবে। ভগবদবতার রুদ্র তত্ত্বতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিকারিরূপে প্রতীত হন। যথা (ভা ১০।৮৮।৩)— "শিব নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত ও গুণত্রয় কর্ত্তৃক সাম্যগরূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত যথা (ব্রঃ সং ৫।৪৫)—"দুগ্ধ যেমন অম্লাদি বিকার বিশেষের যোগে দধি হইলেও সেই দধি স্বীয় উৎপাদন কারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়। তদ্রূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্বর্ত্তি শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণ-সম্বন্ধ রহিত যে সদাশিব নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। যথা (ব্রঃ সং ৫।৮)—"সেই রমা শক্তি যিনি ভগবৎ প্রিয়া ও ভগবদ্‌বশবর্ত্তিনী স্বপ্রকাশরূপা স্বরূপভূতা ভগবচ্ছক্তি; সৃষ্টিকালে শ্রীকৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণের স্বাংশ জ্যোতিরূপ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নস্থানীয় জ্যোতিরূপ সনাতন যে অংশ, তিনিই ভগবান্ শম্ভু (শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিতচিহ্ন বিশেষ) বলিয়া কথিত। সেই লিঙ্গ নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ। নিয়তিশক্তি হইতে যে প্রসবিনী-শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরাশক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই গোবিন্দের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টির জন্য মায়ার প্রতি দর্শনরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত মহত্তত্ত্বরূপ বীজ (কামবীজ) মায়াতে প্রদান করেন। তদুভয় সংযোগই হরির মহত্তত্ত্বরূপ

প্রতিফলিত কামবীজ—এই কামবীজ গোলোকস্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় কামবীজের মায়াতে প্রতিফলিত ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির-কামবীজ।

শ্রীবিষ্ণুঃ—ভাঃ ৩।৮।১৬ শ্লোকে—"হে বিদুর! সেই লোকাত্মক পদ্মই জীবভোগ্য স্বর্গ-নরকাদি অর্থসমূহের প্রকাশক। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সশক্তিক অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। গর্ভোদকশায়ীর অধিষ্ঠিত সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং বেদময় ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। স্বয়ং আবির্ভূত হওয়ায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'স্বয়ম্ভূ' বলিয়া থাকেন। যিনি 'বিষ্ণু' আখ্যায় কীর্ত্তিত হইলেন, তিনি ক্ষিরাব্ধিশায়ী। গর্ভোদশায়ীর বিলাসত্ব নিবন্ধন তিনি 'নারায়ণ', 'বিরাট্', 'অন্তর্য্যামী' আখ্যায়ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুধাম সমূহ (শ্রীরূপ প্রভু)

বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিতে বিষ্ণুপ্রকাশসমূহের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। যথা—"রুদ্র-লোকের উপরিভাগে সর্ব্বলোকের অগম্য পঞ্চাযুতযোজন-পরিমিত একটী লোক 'বিষ্ণুলোক' নামে খ্যাত, তাহারই উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে কাঞ্চনদীপ্তিযুক্ত মহান্ 'বিষ্ণুলোক' বর্ণিত; ব্রহ্মা এই বিষ্ণুলোক দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যাইয়া থাকেন, এই লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারিমাস শয়ন করিয়া থাকেন।

মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষিরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্যবর্ত্তিনী শুভ্রবর্ণা অন্য একপুরী আছে। তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও তিনি বর্ষার চারিমাস শয়ন করিয়া থাকেন। তাহারই দক্ষিণ দিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ'-নামে বিখ্যাত পঞ্চবিংশতিসহস্রযোজন-পরিমিত পরম সুন্দর একটি দ্বীপ আছে। তথায় নরগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং চন্দ্রের-ন্যায় প্রিয়দর্শন; এমন কি, তেজঃদ্বারা তাঁহারা দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'শ্বেতদ্বীপ'-নামে একটি বৃহৎ সুরম্য কাঞ্চনপ্রভাবিশিষ্ট দ্বীপ আছে; তাহা ক্ষীরসমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। তাহার বিস্তার লক্ষযোজন। ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম, চন্দ্র ও কুমুদসদৃশ প্রবল তরঙ্গ-রাশিদ্বারা তাহার নির্ম্মল-শিলার সর্ব্বদিক্ বিধৌত। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে যে, ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে। পদ্মপুরাণের মতে শুদ্ধ উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ বিদ্যমান।

সত্ত্বগুণকে বিস্তার বা বর্দ্ধন করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতারগণকেও 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। অথবা সেই সত্ত্বরূপতনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া, তাঁহাকে 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভাঃ ১০।৮৮।৫ শ্লোকে—"ভগবান্ শ্রীহরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর; প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী; তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা লাভ হয়।" সেই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ সমূহই লাভ হইয়া থাকে।' সেইজন্যই সমস্ত শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও তাহাই বলিয়াছেন—"সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই তাঁহাকে ভুলিবে না। শাস্ত্রে অন্য যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, সে সমুদায়ই উক্ত স্মরণ ও বিস্মরণ না হওয়ারূপ বিধি ও নিষেধের অধীন।" পদ্মপুরাণে অন্যত্র—'একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বারাধ্যরূপে নিশ্চিত হন।' ভাঃ ১।২।২৬—"মুমুক্ষুগন দেবতান্তরে দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া ঘোরস্বভাব শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তস্বভাব নারায়ণের কলাগণকে ভজনা করিয়া থাকেন।" 'কলা' শব্দে বিষ্ণুর স্বাংশ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ। কলা হইতে ব্রহ্মা শিবাদি সমস্ত দেবতাগণের ন্যূনতা প্রকাশিত হইতেছে। যথা ভাঃ ১।১৮।২১—"ব্রহ্মার

প্রদত্ত সেই অর্চ্চনজল যাঁহার চরণ-নখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া গঙ্গারূপে শিবের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে অন্য কে ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন? মহাবরাহপুরাণেও দেখা যায়—"মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ প্রভৃতি অভেদহেতু বিষ্ণুর সমান, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কিন্তু স্বভাবভেদবশতঃ অসমান, এবং প্রকৃতি (পরানামক স্বরূপশক্তি) কিন্তু সমান ও অসমান দুইই বলিয়া অভিহিত হন।" 'প্রকৃতি' চিচ্ছক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছেন, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকারে 'সমা', এবং বিষ্ণুরই শক্তিরূপে ভেদরূপ বিশেষ স্বীকারে ভিন্ন বলিয়া 'অসমা' কথিতা হন।

লীলাবতার

১। **শ্রীচতুঃসন**—(ভাঃ ১।৩।৬)—"সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষই সনক,সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চতুঃসনের সর্গ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অস্খলিত ও অন্যের অসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"—এই চারিজনই এক অবতার এবং চারিজনের-নামের প্রথমেই 'সন' এই শব্দ বিদ্যমান থাকায়, এই অবতারকে 'চতুঃসন'নামে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ ব্রহ্মা হইতে এই 'চতুঃসন' অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের আকৃতি পাঁচ অথবা ছয় বর্ষীয় বালকের মত এবং বর্ণ গৌর।

২। **শ্রীনারদ**—(ভাঃ ১।৩।৮) "সেই পুরুষ ঋষিসর্গ লাভপূর্ব্বক দেবর্ষিত্ব (শ্রীনারদত্ব) প্রাপ্ত হইয়া, যাহা হইতে কর্ম্মের বন্ধহারিত্ব হয়, তাদৃশ সাত্বততন্ত্র অর্থাৎ 'নারদ পঞ্চরাত্র' নামক আগম শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।" এই জগতে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় ভক্তির প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই শ্রীহরি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি 'নারদ'-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই চতুঃসন ও নারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পেই আবির্ভূত হইয়া সকল কল্পেই অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন।

৩। **শ্রীবরাহ**—(ভাঃ ১।৩।৭)—"এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারার্থে ভগবান যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" (ভাঃ ২।৭।১) "অনন্তর ভগবান্ ভূতলের উদ্ধারার্থ উদ্যত হইয়া যে সময়ে বরাহমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, সেই সময়ে ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা পর্ব্বত সকলকে বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ প্রলয়ার্ণব মধ্যে সমীপাগত আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।" এই ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের দুইবার আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, এবং পরে ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ এবং হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিবার নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হন। দংষ্ট্রিশ্রেষ্ঠ শ্রীবরাহদেব কদাচিৎ পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ নিমিত্ত চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ পদ্মপুরাণাদি মতে নৃবরাহমূর্ত্তি প্রকট করেন। এই যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি কদাচিৎ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কদাচিৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার মূর্ত্তি বর্ণদ্বয়-যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবরাহ ও শ্বেতবরাহ বলিয়া কথিত হন।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতাগণের পুত্র দক্ষ হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহাই ভাঃ ষষ্ঠ স্কন্ধে শুনা যায়, অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত। সেইরূপই (ভাঃ ৪।৩০।৪৯)—"কালবশতঃ দক্ষের পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে, চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যিনি (দক্ষ) পুনর্ব্বার প্রচেতাগনের পুত্র হইয়া, ঈশ্বর-প্রেরণায় অভিমত প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তিনিই দক্ষ প্রজাপতি।"

উত্তানপাদের বংশসম্ভূত প্রচেতাগণের পুত্রই দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি এবং সেই দিতির পুত্রই হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদিবরাহের অবতার হয়, সেই কল্পারম্ভকালে স্বায়ম্ভুবমনুর সন্তান উৎপত্তিও হয় নাই, কোথায় সেই প্রচেতাপুত্র দক্ষ, কোথায় দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের

প্রশ্নানুরোধে বরাহদেবের কালদ্বয়ের অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় একত্র করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি অগস্ত্য মুনির শাপহেতু মন্বন্তরের মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল, ইহা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবদিচ্ছায় অকস্মাৎ এই আকস্মিক প্রলয় পদ্মনাভের কোন লীলাহেতু উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাও বিষ্ণুধর্ম্মাদিতে বর্ণিত আছে। সকল মন্বন্তরের অবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে, ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন। তাহাই বলিতেছেন—"মন্বন্তর অতীত হইলে, মন্বন্তরের অধীশ্বর নির্দ্দোষ দেবগণ মহর্লোকে গমন করিয়া অবস্থিতি করেন। হে যদুনন্দন! তৎপরে ইন্দ্রের সহিত মনু ও দেবতাগণ সম্মুখযুদ্ধে মৃতব্যক্তিগণের দুঃখলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হে বজ্র! তখন তরঙ্গমালা ও মহাবেগশালী জলরূপী ভগবান্ সপ্ত পাতালের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করেন। সেই সময় ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র বিখ্যাত হিমালয়াদি অষ্টকুলাচল (নববর্ষের অষ্টসীমাপর্ব্বত) বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। অনন্তর পৃথিবীদেবী তৎকালে নৌকারূপ পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে সমস্ত বীজ ধারণ করিয়া থাকেন। ভাবী মনু এবং জগদ্বিখ্যাত সেই ভাবী সপ্তর্ষিগণ সেই নৌকায় অবস্থান করেন। সেই সময় জগৎপতি হরি এক শৃঙ্গী মৎস্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অনন্তর জগৎপতি মৎস্যদেব হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশে মন্বাদিসহ সেই নৌকা বন্ধন করিয়া অন্তর্হিত হন। যতদিন পর্য্যন্ত প্রলয়জল অপসৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কাল সত্যযুগসদৃশ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রলয় কালটি সত্যযুগের সমান। অনন্তর জল পূর্ব্ববৎ শমতা প্রাপ্ত হয়। তখন ঋষিগণ ও মনুও পূর্ব্বের ন্যায়ই সৃষ্টি ও পালনাদি কার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন। মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। 'চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভগবান্ মায়া দ্বারা স্বাপ্নিক বিষয় দর্শনের ন্যায় সত্যব্রত রাজাকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন।' শ্রীধরস্বামী মন্বন্তরের অবসানে এই প্রলয় স্বীকার করেন না। (ইহা কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের সহিত বিরুদ্ধ হয়)।

৪। **শ্রীমৎস্য**—(ভা: ১।৩।১৪) "সেই পুরুষ (ভগবান্) চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্র প্লাবনে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথ্বিময়ী নৌকাতে ভাবী বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।" (ভ ২।৭।১২) "যুগান্ত সময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে, পৃথিবীর আশ্রয় এবং নিখিল জীবগণের নিবাসভূত ভগবান্ মৎস্যদেব, ভাবী বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং মম মুখস্খলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক প্রলয়জলে বিহার করিয়াছিলেন।"

পদ্ম পুরাণেও—"ব্রহ্মা 'আমার মুখ হইতে বেদ সকল দৈত্য হরণ করিয়াছে, হে বেদপালক! রক্ষা কর' এই প্রকার বলিলে পরমেশ্বর হৃষীকেশ মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক মহার্ণবমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মকল্পে বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদসকল আহরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করেন। প্রমাণস্থানীয় তিনটী পদ্যের মধ্যে শেষদিকের দেড়টি পদ্য অর্থাৎ 'বিস্রংসিতান' ইত্যাদি দ্বিতীয়ের শেষার্দ্ধ ও 'এবমুক্তঃ' ইত্যাদি পাদ্মপদ্যদ্বারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় মৎস্যাবতারের চরিত্র কথিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দেড়টি পদ্য অর্থাৎ 'রূপং সঃ' ইত্যাদি প্রথম পদ্য ও 'মৎস্যো যুগান্ত' ইত্যাদি পদ্যের পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় মৎস্যাবতারের চরিত্র উক্ত হইয়াছে। অতএব মৎস্যাবতারও দুইবার জানিতে হইবে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এবং 'চাক্ষুষ' মন্বন্তরে যে মৎস্যাবতারের কথা বলা হইল, ইহা অন্য মন্বন্তরের উপলক্ষণ বলিয়াই জানিতে হইবে। যেহেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রতি মন্বন্তরেই মৎস্যাবতারের কথা আছে। অতএব প্রতিকল্পেই চতুর্দ্দশবার এই মৎস্যাবতার হইয়া থাকে।

৫। **শ্রীযজ্ঞ** (ভাঃ ১৷৩৷১২)—"অনন্তর সেই পুরুষ রুচি হইতে আকুতির গর্ভে যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন।" সেই যজ্ঞ ত্রিলোকীর মহার্ত্তি হরণ করিবার জন্য মাতামহ মনুকর্ত্তৃক 'হরি' এই নামে অভিহিত হন।

৬। **শ্রীনর-নারায়ণ** (ভাঃ ১৷৩৷৯)—"সেই পুরুষ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নর এবং নারায়ণঋষিরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া, যাহাতে মনের উপশান্তি অর্থাৎ বিষয়োন্মুখতা বিনাশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয়, তাদৃশ অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" এই নর-নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ-নামে আরও দুই সহোদরের বিষয় শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব সনকাদি চতুঃসনের ন্যায় এই চারিটিতে একটি অবতার।

৭। **শ্রীকপিলদেব** (ভাঃ ১৷৩৷১০)—"সেই পুরুষ সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে আবির্ভূত হইয়া যাহাতে বিবেকপূর্ব্বক তত্ত্ববর্গের বিশেষ নির্ণয় আছে, সেই কাল-বিপ্লুত সাংখ্য, আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।" এই কপিলদেব কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কপিলবর্ণ অর্থাৎ নীলপীতমিশ্রবর্ণসংযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে 'কপিল' নামে অভিহিত করেন। পদ্মপুরাণে—"বাসুদেবের অবতার কপিলদেব ব্রহ্মাদি দেবতা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদার্থে উপবৃংহিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। অন্য কপিল, সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালে পরিপূর্ণ সাঙ্খ্য অন্য আসুরিকে বলিয়াছিলেন।

৮। **শ্রীদত্ত (দত্তাত্রেয়)** (ভাঃ ২৷৭৷৪)—"যে সময়ে অত্রিঋষি পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করেন, তখন ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমা-কর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম' এই হেতু ভগবান্ দত্ত বা দত্তাত্রেয় নামে অভিহিত হন। তাঁহার পাদপদ্মের রেণুদ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যদু এবং কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি ভোগ ও মোক্ষরূপ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" (ভাঃ ১৷৩৷১১) "অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় অত্রির পুত্র হইয়া ভগবান্ শ্রীদত্ত অলর্ক এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কথিত হইয়াছে, অত্রির পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন। তাহাই বলিতেছেন—"যিনি ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ মনুষ্যলোকে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, যিনি সর্ব্বজগতের নিদান, সেই ভগবান্ বিষ্ণু অনসূয়াকে বরদান করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন। সেই কালে তাঁহার নাম 'দত্তাত্রেয়' হয়। তিনি ব্রাহ্মণ বেশে বিভূষিত।

৯। **শ্রীহয়শীর্ষ** (ভাঃ ২৷৭৷১১)—"সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবান্, ব্রহ্মার যজ্ঞে হয়শীর্ষা মূর্ত্তি হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, তাঁহার শরীরে সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞ সকল বিরাজমান। তিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তিনি যখন শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার নাসাপুট হইতে মনোরম বেদবাণীসকলের আবির্ভাব হইয়াছিল।" বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন।

১০। **শ্রীহংস** (ভাঃ ২৷৭৷১৯)—"হে নারদ! উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্ নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া হংসরূপে ভক্তিযোগ এবং ভগবদ্‌বিষয়ক ও জীবতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলেন। হংসের ক্ষীর ও নীর বিভাগের ন্যায় নিখিল বস্তু সমূহের বিবেকে সমর্থ, ইহা জানাইবার জন্য জল হইতে রাজহংসরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন।

১১। **শ্রীধ্রুবপ্রিয়** (ভাঃ ২৷৭৷৮)—"ধ্রুব বালক হইয়াও পিতা উত্তানপাদের সমীপে সুরুচির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যা ও স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ ধ্রুবকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন। উপরিস্থিত

ভৃগ্বাদি মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষি মণ্ডল ঐ ধ্রুবলোককে স্তুতি করেন।" স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধ্রুবপ্রিয়ের অবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু তথায় কোন নামোল্লেখ নাই। উক্ত মন্বন্তরে সচরিত যজ্ঞাদি অবতারের কথাও বলা হইয়াছে। সেই সময়ে পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, পারিশেষ্য প্রমাণদ্বারা জানা যায়, সেই পৃশ্নিগর্ভই এই ধ্রুবপ্রিয়ের নাম, যেমন 'হস্তায়মদ্রিঃ' পদ্যে 'অদ্রি' শব্দ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। (ভাঃ ১০।৩।৩২)—শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিয়াছেন—'হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমিই পৃশ্নি হইয়াছিলে। বসুদেব 'সুতপা' নামে পরম পুণ্যশীল প্রজাপতি ছিলেন। তখন আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এইস্থানে পৃশ্নিগর্ভের চরিতের উল্লেখ না থাকায়, নাম ও চরিত পরস্পর সাপেক্ষ হেতু 'পৃশ্নিগর্ভ'-নাম ও ধ্রুবের বরদান—এই উভয়ের একস্থানে সঙ্গতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি ধ্রুবের নিকট আগমনমাত্রেই অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে রাম ও কৃষ্ণাদিও সময়ে সময়ে অনেক ভক্তের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবতারের কল্পনার প্রসঙ্গ হয়।

১২। শ্রীঋষভ (ভাঃ ১।৩।১৩)—"সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত ও ধীরগণ সেবিত পদবী বা পারমহংস্য আশ্রম প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত উরুক্রম হরি আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" শুক্ল ভগবান্ পরমহংসদিগের ধর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত আবির্ভূত এবং সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠহেতু 'ঋষভ'-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১৩। পৃথু (ভাঃ ১।৩।১৪)—"ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া হরি রাজদেহ ধারণপূর্ব্বক এই পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ বস্তু দোহন করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই হেতু এই অবতার অতীব রমণীয়।" মুনিগণ-কর্ত্তৃক মথ্যমান বেণের দক্ষিণ বাহু হইতে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি এবং স্বর্ণকান্তি মহারাজ পৃথু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চতুঃসন হইতে পৃথু পর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ অবতার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন। আর চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হয়।

১৪। শ্রীনৃসিংহ (ভাঃ ১।৩।১৮)—"ভগবান্ অত্যুগ্র নারসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কটকারী (মাদুর নির্ম্মাতা) যেমন এরকাকে (তৃণ বিশেষকে) বিদারিত করে, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।" পদ্মপুরাণাদিতে এই নৃসিংহের লক্ষ্মী ও নৃসিংহ প্রভৃতি বহুতর বিলাসমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগের বর্ণ, আকৃতি ও চেষ্টা নানাবিধ। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে নৃসিংহদেবের অবতার হয়, অতএব চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় কূর্ম্মাদি অবতারের পূর্ব্বেই নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইয়াছিল।

১৫। শ্রীকূর্ম্ম (ভাঃ ১।৩।১৬)—"যে সময়ে দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, সেই সময়ে ভগবান্ অজিত (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবতার) কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন।" পদ্মপুরাণে কথিত আছে, এই মন্দরাচলধারী কূর্ম্মই দেবগণের প্রার্থনায় পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বর্ণিত আছে—কল্পের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থে যে কূর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তিনিই মন্দরাচল ধারণ করিবার জন্য প্রকটিত হন।"

ধন্বন্তরি ও মোহিনী (ভাঃ ১।৩।১৭)—"ধন্বন্তরি ও মোহিনীরূপে হরি প্রকটিত হইয়া, ধন্বন্তরিরূপে সুধা আনয়নপূর্ব্বক এবং মোহিনীরূপে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সেই সুধা পান করাইয়াছিলেন।"

তন্মধ্যে ১৬। ধন্বন্তরি—এই ধন্বন্তরি প্রথমতঃ একবার ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে সমুদ্রমন্থন সময়ে দ্বিভুজ ও শ্যামসুন্দররূপ ধারণপূর্ব্বক অমৃতকমণ্ডলুহস্তে সমুদ্র হইতে উথিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। আবার

সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত আকার প্রকটনপূর্ব্বক কাশীরাজের পুত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করেন॥ সর্ব্ব-সমেত দুইবার আবির্ভূত হন।

১৭। **শ্রীমোহিনী**—দৈত্যগণের মোহনার্থ এবং মহাদেবের আনন্দোৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ অজিত মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই ষষ্ঠ মন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী—চারি অবতার হইলেন।

১৮। **শ্রীবামন** (ভাঃ ১।৩।১৯)—"ভগবান্ বামনরূপ প্রকটপূর্ব্বক স্বর্গলোকের পুনঃ-গ্রহণ মানসে বলি রাজের নিকট ভূমি প্রার্থনার্থ তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন।" এই ব্রাহ্মকল্পে তিনবারই বামনদেবের আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি-নামক দৈত্যের যজ্ঞে এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু নামা অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। আর সর্ব্বশেষে এই বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন; ইনিই বলির যজ্ঞে গমন করেন। এই তিন বামনমূর্ত্তি প্রতিগ্রহের নিমিত্ত ত্রিবিক্রম-রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

১৯। **শ্রীভার্গব** (পরশুরাম) (ভাঃ ১।৩।২০)—"ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী জানিয়া ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে একবিংশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন।" ইনি জমদগ্নি হইতে রেণুকার গর্ভে গৌরবর্ণ ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হন। কেহ কেহ বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তদশ চতুর্যুগে, অপরেরা দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ইঁহার অবতার বলিয়া থাকেন।

২০। **শ্রীরাঘবেন্দ্র** (রাম) (ভাঃ ১।৩।২২)—"ভগবান্ দেবকার্য্য সাধনার্থ রামরূপে নরদেবত্ব (রাজদেহ) প্রকটন করিয়া সমুদ্রবন্ধনাদিরূপ অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন।" রাঘবেন্দ্র নবদূর্ব্বাদলকান্তি ধারণপূর্ব্বক ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগেতে দশরথ হইতে কৌশল্যার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন—শ্রীরাম বাসুদেব এবং লক্ষ্মণ সঙ্কর্ষণ, ভরত প্রদ্যুম্ন ও শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্ব্যূহ। তন্মধ্যে ভরত নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গ। পদ্ম-পুরাণে রামকে নারায়ণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে শঙ্খ ও চক্র আর লক্ষ্মণকে শেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২১। **শ্রীব্যাস** (ভাঃ ১।৩।২১)—"ব্রাহ্মণগণকে মন্দবুদ্ধি জানিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে ভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদরূপ কল্পতরুর শাখা বিভাগ করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে একাদশে বলিয়াছেন—'ব্যাসগণের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন।' অতএব বিষ্ণুপুরাণাদিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াই ব্যাসকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ভিন্ন অপর এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ হইবেন।"

নারায়ণোপাখ্যানে দেখা যায়, অপান্তরতমা নামে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়াছেন। তাহাতে মনে হয় অপান্তরতমা দ্বৈপায়নে সাযুজ্য লাভ করেন, অথবা তিনিই বা বিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন। সেইজন্য কোন কোন মহাত্মা দ্বৈপায়নকে আবেশাবতারও বলিয়া থাকেন।

শ্রীরাম ও কৃষ্ণ (ভাঃ ১।৩।২৩)—"ভগবান্ বলরাম ও কৃষ্ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে বৃষ্ণি বংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারাপহরণ করেন।"

২২। তন্মধ্যে **শ্রীরাম** (বলরাম)—এই বলরাম বসুদেব হইতে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ইঁহার অঙ্গকান্তি নূতন কর্পূরসদৃশ এবং বসন সর্ব্বদা নীলবর্ণ। গোলোকে যিনি সঙ্কর্ষণ নামে দ্বিতীয় ব্যূহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ।

তন্মধ্যে ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। যিনি শয্যারূপ 'শেষ', তিনি আপনাকে ভগবানের দাস ও সখা বলিয়া অভিমান করেন।

২৩। **শ্রীকৃষ্ণ—**শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ইনি নবমেঘের ন্যায় শ্যাম কলেবর এবং দ্বিভুজ হইয়াও কখন কখন চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।

২৪। **শ্রীবুদ্ধ** (ভাঃ ১।৩।২৪)—"কলিযুগের প্রবৃত্তি সম্যক্ আরম্ভ হইলে, অসুরগণের মোহনার্থ ভগবান্ গয়া প্রদেশের ধর্ম্মারণ্যগ্রামে 'বুদ্ধ' নাম ধারণপূর্ব্বক অজিনের পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইবেন।" কলিযুগের দুইসহস্রবৎসর গত হইলে বুদ্ধদেবের অবতার হয়। মূর্ত্তি শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত (পাটল) বর্ণ, দ্বিভুজ ও মুণ্ডিত মস্তক। নৈমিষারণ্যে ভাগবত কীর্ত্তনকালে বুদ্ধাবতার হয় নাই।

২৫। **শ্রীকল্কি** (ভাঃ ১।৩।২৫)—"কলিযুগের অবসান সময়ে নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে, জগৎপতি শ্রীহরি, বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে 'কল্কি' নাম ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইবেন।" যে বসুদেব পূর্ব্বে মনু এবং দশরথ হইয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুযশা হইবেন; ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। এই কল্কির ঐশ্বর্য্য পরম্পর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। কোন কোন মহাত্মা প্রতি কলিতেই বুদ্ধ এবং কল্কির অবতার বলিয়া থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বামন অবধি কল্কি পর্য্যন্ত এই অষ্টসংখ্যক অবতার কথিত হইলেন। প্রতিকল্পেই প্রায় এই সকল অবতার যেহেতু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই পঞ্চবিংশতি অবতার 'কল্পাবতার' বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মার একদিনের নাম এককল্প।

ইতি লীলাবতার নিরূপণ।

মন্বন্তরাবতার

সচরাচর সেই সেই মন্বন্তরীয় ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ নিমিত্ত দেবগণের মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দের যে ইন্দ্র-সাহায্যকর আবির্ভাব, তাহাই 'মন্বন্তরাবতার'। যজ্ঞাদি অবতারের কল্পাবতার মধ্যে নিবেশ হওয়া উচিৎ হইলেও, সেই সেই মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত পালন করা হেতু তাঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বায়ম্ভুবীয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে 'যজ্ঞ' হইতে 'বৃহদ্ভানু' পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অবতার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রথম স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে (১) যজ্ঞ। যজ্ঞের কথা পূর্ব্বেই লীলাবতার মধ্যে উক্ত হইয়াছে, সেজন্য তাঁহার বিষয় এখানে আর লিখিত হইল না।

দ্বিতীয় স্বারোচিষীয় মন্বন্তরে (২) বিভু (ভাঃ ৮।১।২১-২২)—"বেদশিরানামক ঋষিরও তুষিতা-নাম্নী জননীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ 'বিভু'-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্রসংখ্যক মুনিগণ নিয়ম ধারণপূর্ব্বক সেই কৌমার ব্রহ্মচারী ভগবান্ বিভুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

তৃতীয় ঔত্তমীয় মন্বন্তরে (৩) **সত্যসেন—**"ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম হইতে তৎপত্নী সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রত নামক-ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া 'সত্যসেন' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাপরায়ণ, দুঃশীল ও নিরঙ্কুশ যক্ষ, রাক্ষস এবং প্রাণীর পীড়াকারী ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ তামসীয় মন্বন্তরে (৪) **হরি** "সেই তামসমন্বন্তরে ভগবান্ হরি মেধানামক পিতা হইতে হরিণী নাম্নী মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'হরি' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি কুম্ভীরেরমুখ হইতে গজেন্দ্রকে মোচন করেন। সদাচার পরায়ন সাধুগন সর্ব্ববিধ অনিষ্ট বিনাশের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইঁহাকে স্মরণ করেন।

পঞ্চম রৈবতীয় মন্বন্তরে (৫) **বৈকুণ্ঠ—**"পিতা শুভ্র, মাতা বিকুণ্ঠা। ইনি লক্ষ্মী দেবী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া-তাঁহার

প্রীতি সাধনার্থ লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক কল্পনা করিয়াছিলেন।" নিজ সামর্থ্য দ্বারা সর্ব্বব্যাপক, অব্যয়াত্মা (নিত্য) মহাবৈকুণ্ঠলোকের, সত্যলোকের উপরিভাগে প্রকাশ করাকেই এস্থলে 'কল্পনা' বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে (৬) **অজিত**—"পিতা বৈরাজ, মাতা সম্ভূতি, স্বাংশে আবির্ভূত। ইনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃতাহরন এবং কূর্ম্মরূপে মন্দর পৃষ্ঠে ধারণ করেন।"

সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে (৭) **বামন**—পূর্ব্বে লীলাবতার প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

ভাবী অষ্টমসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (৮) **'সার্ব্বভৌম'** পিতা দেবগুহ, মাতা সরস্বতী। ইনি পুরন্দরনামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য বলিরাজকে অর্পণ করিবেন।"

নবম দক্ষসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (৯) **'ঋষভ'**, "পিতা—আয়ুষ্মান, মাতা—অম্বুধারা। তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোকী অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র ভোগ করিবেন।"

দশম ব্রহ্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১০) **'বিষ্বক্‌সেন'**, "পিতা বিশ্বজিৎ, মাতা—বিষুচী, (স্বাংশে)। শম্ভুনামা ইন্দ্রের সহিত সখ্য বিধান করিবেন।"

একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১১) **'ধর্ম্মসেতু'**, অংশে, পিতা—আর্য্যক, মাতা—বৈধৃতা।

দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১২) **'সুধামা'**, পিতা—সত্যসহা, মাতা—সুনৃতা। (অংশে)

ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১৩) **'যোগেশ্বর'** পিতা—দেবহোত্র, মাতা—বৃহতী। (অংশে)

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণীয় মন্বন্তরে (১৪) **বৃহদ্ভানু**, পিতা—সত্রায়ণ, মাতা—বিনতা। (অংশে) কর্ম্ম-সন্ততি বিস্তার করিবেন।

লীলাবতার (কল্পাবতার) প্রকরণে (৫) যজ্ঞও (১৮) বামনের নির্দ্দেশ হইয়াছে। এই দুই অবতার বাদে ১২ জন ও কল্পাবতার ২৫ জন মোট ৩৭ জন হইলেন।

যুগাবতার

বর্ণ ও নাম দ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরযুগে শ্যাম ও কলিযুগে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সেই সেই মন্বন্তরাবতারই উপাসনা বিশেষের নিমিত্ত সেই সেই মন্বন্তরের সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। কল্পাবতার পঁচিশ, মন্বন্তরাবতার বার এবং যুগাবতার চারি সমুদায়ে একচল্লিশ অবতার কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম অবধি পাদ্ম পর্য্যন্ত কল্প, সহস্র সহস্রবার অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান এই কল্পের নাম 'শ্বেতবরাহ'কল্প। এই কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে চতুঃসন ও নারদাদি পৃথু পর্য্যন্ত এয়োদশ অবতারের এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরাদিতে নৃসিংহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রতি-কল্পে প্রায়ই মনুগণের স্বায়ম্ভুবাদি-নামে এবং মন্বন্তরাবতার-গণের যজ্ঞাদি নামে অভিব্যক্তি হয়। তাহাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্রের প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"এই চতুর্দ্দশ মনুই প্রতিকল্পে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কখন বা কেহ কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন।"

এই অবতারগণকে আবার প্রকারান্তরে বিভাগ করিতেছেন—আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ-ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে আবেশ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যেমন চতুঃসন, নারদ এবং পৃথু প্রভৃতি। পদ্মপুরাণে—"ভগবান্ হরি, কুমার, নারদে ও পৃথুরাজে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। হরি পরশুরামেও আবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কল্কীদেবেরও আবেশাবতারত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। "ভগবান্ হরি, প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে সাধারণের দৃষ্টি গোচর হন না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়া থাকেন, সেজন্য তিনি শাস্ত্রে 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত হইয়াছেন।

কলিযুগের অবসানে ভগবান্ বাসুদেব, 'কল্কী'-নামক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণে প্রবেশ করিয়া জগৎ পালন করেন। হরি কলিযুগে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই সেই মহত্তম প্রাণিবর্গে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। অতএব কুমার (চতুঃসন), নারদ, পৃথু, পরশুরাম এবং কল্কীকে যে অবতার বলা হইয়াছে তাহা ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ।

প্রাভব ও বৈভবাবতার—যাঁহাদিগের রূপ হরির তুল্য, কিন্তু যাঁহারা পরাবস্থ হইতে ন্যূন, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' বলে। শক্তিপ্রকাশের তারতম্য অনুসারেই ইহাঁরা যথাক্রমে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' নামে অভিহিত হন। শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা দ্বিবিধ 'প্রাভব' দেখা যায়। তন্মধ্যে একপ্রকার 'প্রাভব' অল্পকালমাত্র অভিব্যক্ত থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও লোকে বহুলরূপে বিস্তৃত হয় না। যেমন মোহিনী, হংস এবং শুক্লাদি যুগাবতার। অন্যবিধ অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী 'প্রাভব'গণ শাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা এবং প্রায় সকলেরই চেষ্টা মুনিগণের ন্যায়। যেমন ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল।

কূর্ম্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্বনিহন্তা বলরাম এবং যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার এই একবিংশতি অবতারকে 'বৈভবাবস্থ' বলে। এই একবিংশতির মধ্যে নবব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা) মধ্যে কথিত যে বরাহ ও হয়গ্রীব, মন্বন্তরাবতারের মধ্যে প্রধানরূপে কথিত যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত এবং বামন এই ছয় অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও পরাবস্থ সদৃশ। তাঁহাদের স্থান-নিরূপণ—ইহাদিগের মধ্যে কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে যে স্থানে যে যে ধাম বিরাজমান, সেই সেই স্থান শাস্ত্রানুসারে লিখিত হইতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—তলাতলের উপরিভাগে মহাতল। ইহার পরিমাণ তলাতল সদৃশ, ভূমি রক্তবর্ণ; তাহা সপ্ত পাতালের পঞ্চম স্থানীয়। এস্থানে লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। সেই সরোবরে কূর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ হরি বাস করিতেছেন। ইহার উপরিভাগে রসাতল। রসাতলের পরিমাণও মহাতল তুল্য। রসাতলে তিনশত যোজনপরিমিত একটী অপূর্ব্ব সরোবর আছে। তাহাতে মৎস্যরূপী শ্রীহরি বিরাজমান। নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন। নৃবরাহের বসতিস্থল মহর্লোক। তাঁহার বসতিস্থানের পরিমাণ ত্রিশলক্ষ যোজন। শেষের বসতিস্থান পঞ্চলক্ষ-যোজন-পরিমিত। চতুষ্পাদ বরাহের বসতিস্থান শেষস্থানসদৃশ ও স্বয়ংপ্রভ। সকলের নিম্ন প্রদেশে ব্রহ্মাণ্ডসংলগ্ন অতি মনোহর যে লোক আছে, ভগবান্ শ্বেতবরাহ সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। তাহার উপরিভাগে 'গভস্তিতল'-নামক অপর একটী চতুর্থসংখ্যক লোক আছে। ইহার পরিমাণও শ্বেতবরাহ লোকসদৃশই, এবং তাহার ভূমি পীতবর্ণ। এই স্থানে ভগবান্ হয়গ্রীব বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহকান্তি শত শত চন্দ্রসদৃশ এবং বিভূষণ স্বর্ণময়।

ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে পৃশ্নিগর্ভের বাসস্থান। যে গোকুলাদির মধ্যে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, প্রলম্বারি বলদেবও সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন। আর এই বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ (শেষ) পাতালে বাস করিতেছেন। ইনি তালধ্বজ এবং বাগ্মী অর্থাৎ নিত্য সনকাদিকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠ বনমালায় বিভূষিত। ইনি মস্তকে রত্ন পরম্পরায় উজ্জ্বলীকৃত বিচিত্র ফণাবলী ধারণ করিয়াছেন; ইনি হল, মুষল ও খড়্গধারী এবং পরিধেয় নীলাম্বরে বিভূষিত॥

হরির লোক ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে বিরাজমান। মহাত্মা বিকুণ্ঠানন্দনের বসতিস্থান স্বর্গলোকে বিরাজিত, এবং স্বয়ং যাহাকে প্রকটন করিয়াছেন, সেই বৈকুণ্ঠলোকও তাঁহার বসতিস্থান। ভগবান্ অজিতের বসতিস্থান ধ্রুবলোক। মহাত্মা বামনের বসতিস্থান ভুবর্লোক। ত্রিবিক্রমের বসতিস্থান তপোলোক, ব্রহ্মলোকস্থিত দিব্য নারায়ণাশ্রম এবং ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে স্বনির্ম্মিত লোক। হরিবংশে দেবরাজ নারদকে এই লোকের কথা বলিয়াছেন। তাহাই হরিবংশে বলিতেছেন—'হে ভগবান্! ভগবান্ বিষ্ণু পাদপ্রহার দ্বারা আমার এই স্বর্গলোককে

ভগ্ন করিয়া স্বর্গের উপরিতন লোকসকলে অপূর্ব্ব লোকসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোমধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থানসকল শোভমান রহিয়াছে। তাহাই পদ্মপুরাণে দেখা যায়— 'সনাতন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অবতারসকল সর্ব্বদা বিরাজমান॥" ইতি।

পরাবস্থানিরূপণ (শ্রীরূপ)

যাঁহারা শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণভাবে বিচার না করিয়া আপাতপ্রতীত অর্থগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ - কোন স্থানে নরভ্রাতা নারায়ণের এবং কোন স্থানে উপেন্দ্রের অবতার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। যথা— স্কন্দ-পুরাণে—'হরির যে অংশদ্বয় নারায়ণ ও নর-নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।' ভাঃ ৪।১।৪৯ শ্লোকে কথিত আছে— ভগবান্ ক্ষীরাব্ধিপতি হরির নারায়ণ ও নর-নামক অংশদ্বয় পৃথিবীর ভার হরণার্থ ভূর্লোকে আগমন পূর্ব্বক যদু ও কুরুবংশে বাসুদেব ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন.' এই মতের পোষক (ভাঃ ১০।৬৯।১৬)—'পুরাণ-ঋষি নরভ্রাতা নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত-বিধি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে পূজা এবং অমৃতসদৃশ মধুরবাক্যদ্বারা সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন—'হে প্রভো! আমি আপনার সন্তোষের নিমিত্ত কি করিব?

উপেন্দ্রের অবতার বিষয়ে ও হরিবংশে ইন্দ্রের বচন যথা—'হে নারদমুনে! আমি পূর্ব্বে যে যজ্ঞভাগ বিষ্ণুকে অর্পণ করিতাম, সেই যজ্ঞভাগ এই কৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। স্নেহবশতঃ আমি শ্রীকৃষ্ণকে কনিষ্ঠভ্রাতা বামন বলিয়াই জানি।।'

শ্রীকৃষ্ণ নরভ্রাতা নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেহেতু নারায়ণ ও উপেন্দ্র অংশরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। 'এতে চাংশকলাঃ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বদরীপতি নারায়ণকে অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর হরিবংশে উপেন্দ্রকে স্পষ্টই অংশাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেমতে ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি—"পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যাদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। ভগবান্ অদিতির আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলে অদিতি বলিয়াছিলেন—"হে সুরোত্তম! আমি তোমার ন্যায় পুত্র ইচ্ছা করি।" তখন বিষ্ণু বলিলেন,—"লোকে আমার তুল্য অপর কোন পুরুষ নাই, অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইব।"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থভাব পরিকীর্ত্তিত হইবে। শাস্ত্রে সম্পূর্ণাবস্থাকে 'পরাবস্থ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থাপন্ন, সেই হেতু তাঁহাকে বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অংশ বলিয়া স্থাপন করা অত্যন্ত অসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বচন পরম্পরার অর্থের বিভিন্ন গতি অর্থাৎ পরাবস্থপরতা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 'ধর্ম্মপুত্রৌ' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন—নর ও নারায়ণকে পাইয়া, আত্মসাৎ করিয়া চন্দ্রবংশে প্রকটতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'তাবিমৌ' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা কর্ত্তৃভূত হরির অংশ নারায়ণ ও নর এই দ্বাপর যুগের অবসানে কর্ম্মভূত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ নারায়ণ ও নর দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন। 'সংপূজ্য' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করায় যিনি পুরাণ ঋষি বলিয়া খ্যাত; নার অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ পুরুষের আশ্রয় হওয়ায় যিনি নারায়ণ বলিয়া উক্ত; আর নরের অর্থাৎ মর্ত্ত্য লোকের সহচর হওয়াতে যিনি নরসখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য-ধর্ম্মের অনুকরণ করিয়া নারদকে পূজা করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ নারায়ণরূপে নারদের গুরু, তথাপি তিনি ক্ষত্র-লীলার অনুসরণ করিয়া নারদের পূজা করিয়াছিলেন। 'ঐন্দ্রম্' ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা—ইন্দ্র অজ্ঞতা ও

মাৎসর্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, একথা কোনরূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না।

পরাবস্থ—যথা পাদ্মে—"নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্‌গুণ্য বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমানধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনজনই ষাড়্‌গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।"

শ্রীনৃসিংহ—"যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যার বিদারক, যাঁহার অঙ্গকান্তি শারদীয় চন্দ্রসদৃশ, সেই নৃসিংহাস্য হরিকে বন্দনা করি।" "যাঁহার জিহ্বায় সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী অবস্থিতা এবং হৃদয়ে অত্যুর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দেদীপ্যমান, আমি সেই নৃসিংহদেবকে ভজনা করি। যাঁহার গম্ভীর গর্জ্জনোদ্যম বিধাতাকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল; দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নৃসিংহদেবের ক্রোধ বর্ণন করিয়াছিলেন।" (ভা ৭।৮।৩২-৩৩)—"সেই নৃসিংহদেবের শটাদ্বারা মেঘসকল বিশীর্ণ, নেত্র-জ্যোতির দ্বারা গ্রহগণ হতপ্রভ এবং নিশ্বাসবায়ু দ্বারা জলধিসমূহ বিক্ষোভিত হইয়াছিল। আর আক্রোশ শব্দে দিগ্‌গজ-গণ ভয়ে দিক্‌সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল, শটার আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিমানাবলী আকাশমার্গকে সঙ্কুলিত করিয়াছিল, পাদনিপীড়িত হইয়া পৃথিবী স্বস্থানভ্রষ্টা, বেগদ্বারা ভূধরগণ উৎপতিত এবং অঙ্গজ্যোতির দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সকল নিস্তেজ হইয়াছিল॥" "সিংহ যেমন অন্যের নিকট উগ্রমূর্ত্তি হইয়াও স্বীয় শাবকের নিকট অনুগ্র, তদ্রূপ নৃসিংহদেব অন্যের নিকট উগ্র হইয়াও স্ব-ভক্তের নিকট সর্ব্বদাই অনুগ্ররূপে বর্ত্তমান॥" শ্রীনৃসিংহদেবের-পরমানন্দময় মহিমা নৃসিংহতাপনীতে সুব্যক্ত। জনলোক এবং সর্ব্বোপরি বিরাজমান বিষ্ণুলোক অর্থাৎ পরব্যোম এই মহাত্মার (নৃসিংহদেবের) আবাসস্থান॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র—(রাম) অশেষমাধুর্য্য এবং সদ্‌গুণরাশির বহুলরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায়, নৃসিংহদেব অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রে ষাড়গুণ্য-পূর্ত্তির আধিক্য রহিয়াছে॥ পাদ্মে—"যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের শরাসন ভঞ্জন করিয়াছিলেন এবং যিনি জানকীর হৃদয়ের আনন্দপ্রদ চন্দনস্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর রঘুনন্দনকে বন্দনা করি॥" রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় এই রঘুনাথের জন্মোৎসব বর্ণিত আছে। যথা—"যেকালে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পঞ্চ গ্রহ স্ব স্ব উচ্চস্থানে অর্থাৎ মেষ, মকর, কর্ক্কট, মীন এবং তুলার দশমাদি অংশে যথাক্রমে অবস্থিত, বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্ক্কট রাশিগত এবং সূর্য্য মেষরাশিগত হইয়াছিলেন সেই কালে যাঁহার বৈভব লোকাতীত, সেই অনির্ব্বচনীয় কোন মুখ্যতেজ, রাক্ষস-কুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিবার জন্য, অতি পবিত্র অযোধ্যারূপ অরণি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৪)—"ত্যক্ত্বাসুদুস্ত্যজ—" এবং (ভাঃ ৯।১১।২০-২১)—"যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় লীলাময়ী তনু প্রপঞ্চগোচর করিয়াছিলেন, যিনি অসমোর্দ্ধ, সেই রঘুপতির অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসকুলের সংহার এবং সমুদ্রে সেতু-বন্ধন কীর্ত্তি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। শত্রুনাশার্থ বানরগণ কি সহায় হইতে পারে? তবে এ সকল তাঁহার বিনোদন (লীলা) মাত্র।" "মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ পুন্যশ্লোক রাজগণের সভায় অদ্যাপি যাঁহার দিগন্তব্যাপী এবং পাপবিনাশক যশোরাশি গান করিয়া থাকেন, আর (নাকপাল) ইন্দ্রাদিদেবতা ও (বসুপাল) পৃথিবীর অধিপতি রাজগণের কিরীটসমূহ যাঁহার পাদপদ্ম পরিচর্য্যা করে, আমি সেই রঘুপতির শরণ লইলাম।" এই রাঘবেন্দ্রের বসতি-স্থান মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাবৈকুণ্ঠলোক।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের-কতিপয় তত্ত্বনির্ণায়ক সিদ্ধান্ত

শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে চতুর্ব্ব্যূহ বর্ণন-প্রসঙ্গে:—পরব্যোমের পূর্ব্বাদি-দিক্-চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। আর একপাদ বিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে

ক্রমে চারিস্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধ জলনিধির উত্তর তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই 'চতুর্ব্ব্যূহবাদ' নিরাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু তাহা খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২)—শঙ্কর ভাষ্যার্থ—ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারি প্রকার ব্যূহ এই, ১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ও ৪র্থ-অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা,' সঙ্কর্ষণের অন্য নাম—'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর—'মন' এবং অনিরুদ্ধের আর একটী নাম 'অহঙ্কার। এই ব্যূহচতুষ্টয়-মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্‌কে লাভ করেন। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদিদোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। যদি জীব উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব-নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি-রূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, এবং উৎপত্তি নিষেধ-দ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। এতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ইহার খণ্ডন করিয়াছেন যথা:—উক্তভাষ্যে যে শঙ্করপাদ সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে 'জীব' কখনও বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ অচ্যুত, বিষ্ণু-বস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভুচৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃতস্বর্গের কারণ,—অণুচৈতন্য, বা অংশজীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

শ্রীপাদ শঙ্করের "ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" (৪৩)—(শঃ ভাঃ):—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি কারণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক কারণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুনা যায় না।'

ইহার উত্তরে শ্রীল রূপপাদ-বাক্য :—মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্ম-সংহিতায়' উক্ত—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃত-হেতু সমান ধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহংভজামি॥' অর্থাৎ "দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের—"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (৪৪)—শং ভাঃ)—ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্য-শক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না; অন্য প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। 'বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ—ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থ-তত্ত্ব, এই প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেননা, কোনওরূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি তারতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবৎ-ব্যূহ—ইহা শ্রুতি স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উক্তি :—'ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্ব্ব-পক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজ-মত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীকৃত-মত "তিনি যে আপনা আপনিই অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি" তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুর্ব্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদ-বিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহাশক্তি-মত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরং"; দেহ-দেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্মপুরাণ), তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণ বস্তু, শ্রুতিপ্রমাণ—'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ-মুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃঃ আঃ ৫।১) আব্রহ্মস্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে

শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎ-সমন্বয়-বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্‌বিরোধ-মূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ-বৈভব—একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধি, সুতরাং প্রাকৃত; উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস—মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের "বিপ্রতিষেধাচ্চ" (৪০)—(শ: ভা:)—"ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে গুণ-গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা—কোনপ্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ: এই সকল গুণ, এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।"

ইহার উত্তরে শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর উক্তি:—'যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতি-কার্য্য, অতএব মরীচিকা সদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি একথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না, তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্তজীবের গুণ, কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন।" যথা, সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ:—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।" পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম্ম! যে সকল গুণ, কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণ-পরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-অপ্রাকৃত-গুণশালী; অপরিমিতশক্তি বিশিষ্ট এবং পূর্ণঘনানন্দ বিগ্রহ।

শ্রীল রূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ১৬০-১৭২ শ্লোকে)—পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ'—নামক বিখ্যাত ব্যূহ চতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু তিনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভা: ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষন ইহারই স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয়ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণশশধরের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য। তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম; অহিকুল, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্ত্তি তৃতীয়-ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোনস্থানে তপ্তজাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা, সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামি-রূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের

অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত)।

ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপপ্রভু লঘু-ভাগবতামৃতে (৮৬-১১১ সংখ্যা) 'এইস্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মহাবরাহ-পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়- "সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐসকল দেহ হানোপাদান-শূন্য, সুতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত।" আবার নারদ-পঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বৈদুর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদিরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও উপাসনা ভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই একই পুরুষোত্তমে) একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব সত্ত্বেও পৃথক-প্রকাশ, যথা ভাঃ দশমে নারদের উক্তি—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" পৃথকত্বে ও একরূপত্বাপত্তি, যথা—পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তমদেব, হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন। একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—"তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে অবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন।" এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উঁহাতে সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইতে পারে।" শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় পদ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—"হে ভগবান্, তোমার অপ্রাকৃত লীলাবিহার বা ক্রীড়া দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না, যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর-রূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক? অথবা অপ্রচ্যুত-চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসন-কর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না, এবং বস্তুস্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্ক-জালে আচ্ছাদিত শাস্ত্র দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয়গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত কেবল-শুদ্ধজ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্গুণময় ও নির্গুণ, এই দুইটী যে তোমার দুইটী ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে, ভাবনা-ভেদের তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে

যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।" এই স্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায়-ব্যতীত বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ শব্দ দ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে, পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য—কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার সতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্য স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত, সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মারামতাপ্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর? —ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয়, এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চবিশেষণ তাহাতে হেতু, তন্মধ্যে 'ভগবৎ' শব্দ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল' পদ-দ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয় দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপে যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন, "অর্ব্বাচীন" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপ অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃত মণি মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞানতা এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইতেছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়বিধ বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা, বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য; এই দুইগুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈতত্ত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—"প্রাকৃত চেষ্টাহীনতা কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয়ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শ-সহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে

কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যখন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।"

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার গ্রন্থ। ইহারা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত সংহিতা' নামে সূরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪১ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষ চতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা' নামে পরিচিত। এই পঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পঞ্চরাত্রিক-মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপ মাত্র; তাহা সংক্ষেপে খণ্ডন মুখে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীরামানুজপাদ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ—'ভগবদুক্ত পরমমঙ্গল সাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাশ করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে—পরম কারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ' নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেননা উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। "চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না" (কঠ ২।১৮) এই বাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। (৪২ সূ)

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ "পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে "পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি" এতাদৃশ শ্রুতি বচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া উহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ৪৩ সূত্র)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ার অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধ কথা অভিহিত হইয়াছে', এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব. ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারি-প্রকারে অবস্থান করেন; যথা—পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে.—'যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বত-সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্যবপু. সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সাম্যকরূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ রঘুনাথ বা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ-প্রাপ্তি, এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল,

কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন,' ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিত-বাৎসল্য-নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এজন্য ইহাদিগকে যে 'জীবাদি' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন, 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি' শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরম সংহিতায় কথিত আছে,—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মিদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ ও অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভূক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল। (৪৫ সূ)।

শ্রীল রূপগোস্বামিচরন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে দঃ বিঃ ১লঃ ১১,১৪-১৮ কৃষ্ণভক্তি বিচারে দেখাইয়াছেন :—এই কৃষ্ণভক্তিরস-আস্বাদ সকলের সম্বন্ধে হইতে পারে না, কারণ যাঁহার জন্মান্তরীয় অথবা আধুনিকী-সম্বন্ধীয় ভগবদ্ভক্তি সদ্বাসনা বিদ্যমান আছে, তাঁহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদ উৎপন্ন হয়। যাঁহাদের ভক্তি-কর্ত্তৃক দোষ-সকল ধৌত হওয়াতে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরক্ত, রসিকজন সঙ্গে যাঁহাদের উল্লাস এবং যাঁহারা গোবিন্দ চরণারবিন্দের ভক্তিসুখ সম্পদকেই জীবনস্বরূপ জানেন, প্রেমের অন্তরঙ্গ-কৃত্য সকলই যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তজনের হৃদয়ে সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণরতি অতিশয়রূপে বিরাজ করেন এবং ঐ রতি আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপা হয়েন। তাঁহারা সর্ব্ব অবতার ও অবতারীরও অবতারী নায়ক কৃষ্ণের গুণের সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্ববৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভজন করেন। সাধারণ জীবগণ, উপাস্যদেব ও দেবীগণ এবং ভগবান্ ইঁহাদের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য, কৃষ্ণগুণবর্ণনে অন্যান্যের গুণ পরিমাণ নির্ণীত হইতেছে,—এই নায়ক কৃষ্ণ ১ সুরম্যাঙ্গ, ২ সর্ব্বসৎলক্ষণযুক্ত, ৩ সুন্দর, ৪ মহাতেজা, ৫ বলবান্, ৬ কিশোর-বয়স যুক্ত, ৭ বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮ সত্যবাক্, ৯ প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০ বাক্তৃক অর্থাৎ বাক্‌পটু (বা শ্রুতিমধুর-রসালঙ্কারাদিযুক্ত বচন প্রয়োগক্ষম), ১১ সুপণ্ডিত, ১২ বুদ্ধিমান্, ১৩ প্রতিভাযুক্ত, ১৪ বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, ১৫ চতুর, ১৬ দক্ষ, ১৭ কৃতজ্ঞ, ১৮ সুদৃঢ়ব্রত, ১৯ দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০ শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১ শুচি, ৩২ বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ২৩ স্থির, ২৪ দান্ত, ২৫ ক্ষমাশীল, ২৬ গম্ভীর, ২৭ ধৃতিমান, ২৮ সমদর্শন, ২৯ বদান্য, ৩০ ধার্ম্মিক, ৩১ শূর, ৩২ করুণ, ৩৩ মানদ, ৩৪ দক্ষিণ (সরল, উদার) ৩৫ বিনয়ী ৩৬ লজ্জাযুক্ত, ৩৭ শরণাগতপালক, ৩৮ সুখী, ৩৯ ভক্তবন্ধু, ৪০ প্রেমবশ্য, ৪১ সর্ব্বশুভকারী, ৪২ প্রতাপী, ৪৩ কীর্ত্তিমান্ ৪৪ লোকসমূহের অনুরাগভাজন, ৪৫ সজ্জনপক্ষাশ্রিত, ৪৬ নারী-মনোহারী, ৪৭ সর্ব্বারাধ্য, ৪৮ সমৃদ্ধিমান, ৪৯ শ্রেষ্ঠ ও ৫০ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। শ্রীহরির এই পঞ্চাশৎ গুণ ইহা অপ্রাকৃত সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ্য। এই সমস্ত গুণ যদি জীব-সকলের থাকা সম্ভব হয়, তবে যে যে জীব ভগবানের অনুগৃহীত, সেই সকল জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে তদাভাসাত্ম অবস্থিতি করে, কিন্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমে এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। পরন্তু পদ্মপুরাণে ভগবান্ শিতিকণ্ঠ পার্ব্বতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পকোটি-লাবণ্য প্রভৃতি গুণসকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে পৃথিবী ধর্ম্মকে ভগবান্ বনমালির ঐ সমস্ত গুণ স্পষ্টরূপে বিস্তার

করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (ভাঃ ১।১৬।২৬—৩১) পৃথিবী কহিলেন, হে ধর্ম্ম! যাঁহারা মহত্ত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১ সত্য—যথার্থ ভাষণ, ২ শৌচ—শুদ্ধত্ব, ৩ দয়া—পরদুঃখঅসহন, ৪ শরণাগতপালকত্ব, ৫ ভক্তজনে মিত্রতা, ৬ ক্ষান্তি—ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের সংযম, ৭ ত্যাগ—বদান্যতা, ৮ সন্তোষ—স্বাভাবিকভাবে তৃপ্তি অনুভব, আর্জ্জব—অক্রূরতা, ১০ সর্ব্বমঙ্গলকরতা, ১১ শম—মনের নিশ্চলতা, ১২ অনুকূলবিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প, ১৩ দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্যসাধন, ১৪ তপ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম, ১৫ সাম্য—শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি, ১৬ তিতিক্ষা—নিজের প্রতি মহদপরাধেরও সহন, ১৭ উপরতি—লাভের বস্তু উপস্থিত হইলেও তাহাতে ঔদাসীন্য, ১৮ শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান—পঞ্চবিধ, ১৯ বুদ্ধিমত্তা, ২০ কৃতজ্ঞতা, ২১ দেশকাল পাত্রজ্ঞত্ব, ২২ সার্ব্বজ্ঞ্য, ২৩ আত্মজ্ঞতা, ২৪ বিরক্তি—অসদ্ বিষয়ে বিতৃষ্ণা, ২৫ ঐশ্বর্য্য—নিয়ন্তৃত্ব, ২৬শৌর্য্য—সংগ্রামে উৎসাহ, ২৭ তেজ—প্রভাব, ২৮ প্রভাব—বিখ্যাতিরূপ প্রতাপ, ২৯ বল—অতিশীঘ্র দুষ্কার্য্যসাধনে দক্ষতা, ৩০ স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থ অনুসন্ধান; ধৃতি—এই পাঠান্তরে ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধ চিত্ততা, ৩১ কৌশল—ত্রিবিধ ক্রিয়ানিপুণতা, ৩২ স্বাতন্ত্র্য—অপরাধীনতা, ৩৩ একই সময় বহুকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার দক্ষতা বা চাতুর্য্য, ৩৪ কলাবিলাসে অভিজ্ঞতা, কান্তি চতুর্বিধ—৩৫ অবয়বের কান্তি, ৩৬ হস্তাদি অঙ্গাদি লক্ষণের কান্তি, ৩৭ বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সমূহের কান্তি, ৩৮ বয়সের কান্তি; ৩৯ নারীগণ-মনোহারিত্ব, ৪০ ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা, ৪১ মার্দ্দব—চিত্তের প্রেমার্দ্র ভাব, ৪২ প্রেমবশ্যত্ব; ৪৩ প্রাগলভ্য—প্রতিভাতিশয় ৪৪ বাবদূকতা, ৪৫ প্রশ্রয়—বিনয়, ৪৬ লজ্জাশীলতা, ৪৭ যথোপযুক্ত সর্ব্ব মান-দাতৃত্ব, ৪৮ প্রিয়ম্বদত্ব, ৪৯ শীল—সুস্বভাব, ৫০ সাধুসমাশ্রয়ত্ব, ৫১ সহঃ-মনের পটুতা, ৫২ ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, ৫৩ বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা; 'ভগ' ত্রিবিধ ৫৪ ভোগাস্পদত্ব, ৫৫ সুখিত্ব, ৫৬ সর্ব্বসমৃদ্ধিত্ব, ৫৭ গাম্ভীর্য্য—দুর্ব্বোধাভিপ্রায়ত্ব, ৫৮ স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা, ৫৯ আস্তিক্য—শাস্ত্রদর্শন, ৬০ কীর্ত্তি—সাদ্গুণ্যখ্যাতি, ৬১ তাহার ফলে রক্তলোকত্ব বা লোক-প্রিয়ত্ব, ৬২ মান—পূজ্যতা, ৬৩ অনহংকৃতি—সর্ব্বপূজ্যতা থাকিলেও গর্ব্বের অভাব, ৬৪ চকারের দ্বারা ব্রহ্মণ্য, ৬৫ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব, ৬৬ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদি, ৬৭ সন্তোষাদি কতকগুলি গুণ যাহা এইস্থলে উক্ত হইয়াছে তাহা ভক্ত সম্বন্ধ ছাড়া অন্য ব্যক্তিতেও অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, বা যোগীদিগেরও দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল গুণ তাহাদিগের মধ্যে নিত্য বা পূর্ণভাবে বিরাজিত থাকে না। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে স্বল্পপরিমানে এবং আগমাপায়ী রূপে দেখা যায় মাত্র।

যাঁহারা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা নির্গুণ বস্তুর উপাসক, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে যে ঐ সকল গুণ দেখা যায়, তাহা কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ঐ মহাগুন-সকল অপ্রাকৃত চিন্ময় বা স্বরূপভূতগুন (৬৮) সুতরাং ভক্তগণের ঐ সকল গুন মহাপ্রলয়েও বিনষ্ট হয় না। ৬৯ ইহাদ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর নিত্যত্ব, তাঁহার লীলার নিত্যত্ব, লীলাপরিকর, পার্ষদ, ধাম, ভক্তগণের এবং তদীয় যাবতীয় বস্তুর নিত্যত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ও পরিপূর্ণতা প্রদর্শিত হইল। (শ্রীজীব। এতে শব্দের দ্বারা শ্রীধরস্বামী একোন-চত্বারিংশৎ গুনকে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ চৌষট্টিগুণ ঐ উনচল্লিশগুণ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখাইয়াছেন। 'অন্যে' শব্দে শ্রীধরস্বামী ব্রাহ্মণ্য, শরন্যত্ব প্রভৃতি মহৎগুনাবলীর কথা বলিয়াছেন, শ্রীজীবপাদ 'অন্যে' শব্দে জীবেতে অলভ্য, একমাত্র ভগবানেই সম্ভব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সংখ্যা প্রদর্শন করিতেছেন যথা—৭০ সত্যসঙ্কল্পত্ব, ৭১ মায়াবশকারিত্ব, [৭২ কেবল অখণ্ড সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান, ৭৩ জগৎপালকত্ব, ৭৪ হতশত্রুকেও গতিপ্রদান] ৭৫ আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষন,-কারিত্ব, ৭৬ ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণেরও সেব্যত্ব, ৭৭ অচিন্ত্যশক্তিত্ব, ৭৮ নিত্য নবনবায়মান সৌন্দর্য্য, ৭৯ পুরুষাবতাররূপেও মায়াধীশত্ব, ৮০ জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব, ৮১ গুনাবতারের বীজত্ব, ৮২ লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম শ্রয়ত্ব, ৮৩ বাসুদেব-নারায়ন প্রভৃতি-

রূপেও পরম অচিন্ত্য অখিল মহাশক্তিমত্ত, ৮৪ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে হতশত্রুকে মুক্তি এবং ভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান, ৮৫ নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক রূপাদিমাধুর্য্য, ৮৬ অচেতনপদার্থকেও নিজ সন্নিধ্যদ্বারা অশেষ সুখদান, এই কয়েকটী গুণদ্বারা মাত্র দিক্‌দর্শন করা হইল। অনন্ত গুণসম্পন্ন ভগবানের অনন্তগুণাবলী অনন্তদেব সহস্রমুখে যুগ যুগান্তর ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্য পাঁচটী গুন যাহা আংশিকরূপে সদাশিব এবং ব্রহ্মাদিতে বর্ত্তমান, তাহা—১ সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, ২ সর্ব্বজ্ঞ, ৩ নিত্যনূতন, ৪ সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, এবং ৫ অখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ব্ব সিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুন বর্ত্তমান আছে; তাহা শ্রীকৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুন নাই—১ অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, ২ কোটীব্রহ্মাণ্ডগ্রহত্ব, ৩ সকল অবতার-বীজত্ব, ৪ হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব ৫ আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও (আদি শব্দে মহাপুরুষাদিতেও) কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

এই ষাট্‌গুনের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুন কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্বলোক চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র। ২। শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল। ৩। ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী গীত-গানকারী। ৪। অসমানোর্দ্ধ এবং চরাচর বিস্ময়ান্বিতকারী সৌন্দর্য্যশালী।

বিষ্ণুতত্ত্ব

শাস্ত্রে কোথাও কৃষ্ণকে, কোথাও নারায়ণকে, কোথাও পুরুষাবতারকে, কোথাও বা গুণাবতারকে বিষ্ণু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভগবানের মূলদ্বীপ হইতে চরিষ্ণুক্রমে সকল অবতারাবলীতে অংশে ও কলাতে ভগবৎশক্তি ব্যাপ্ত থাকাতে এবং পালনাদিকার্য্য, ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যের প্রকাশ ও ভারপ্রাপ্ত বিষ্ণুরই কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সকলেই মায়াধীশ। চেতন দুইপ্রকার—স্বতন্ত্রচেতন ও অস্বতন্ত্রচেতন। স্বতন্ত্রচেতনই ঈশ্বরকোটী ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ ও বিলাসসমূহ। তন্মধ্যে যাঁহার মায়ার সহিত লীলায় জগৎপালনাদি কার্য্য করেন, তাঁহারাই বিষ্ণুতত্ত্ব। অস্বতন্ত্র-চেতন জীব। কোন কোন স্বাংশ মায়ারসহিত সংশ্রবশূণ্য কেবল মুক্তজীব ও শক্তিবর্গসহ লীলাময়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্রতত্ত্ব' ভেদে দ্বিবিধতত্ত্ব; তন্মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতত্ত্ববিবেক। তিনি অনন্ত (নির্দ্দোষ) কল্যাণগুণৈক নিলয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, স্বরাট, চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক, আনখ-কেশাগ্র স্বরূপজ্ঞানানন্দাত্মক শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বগতভেদ-রহিত। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার অবয়ব, গুণ, ক্রিয়া ও স্বরূপে অত্যন্ত অভেদ। তিনি সনাতন, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বপ্রভু, ব্রহ্মা-মহেশ-লক্ষ্যাদিরও ঈশ্বর, এজন্য তিনি সর্ব্ব ঈশ্বরগণের ঈশ্বর।

সকল দেশ ও কালে নিখিল বিশুদ্ধশক্তির শক্তিমদ্‌বিগ্রহ। স্বরাট্, সর্ব্বজ্ঞ, সবিলক্ষণ, চেতন ও অচেতন জগতের নিয়ামক সেই রমাপতিই আমাদের ইষ্ট। (তত্ত্বোদ্যোতে-অ দিশ্লোক।)

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের রূপ, গুণ, লীলা ও তাঁহাদের অবয়বে কদাচিৎ ভেদ বা ভেদাভেদ দর্শনকারী নিশ্চয়ই তমোলোকে প্রবিষ্ট হয়। (গীতা তাৎপর্য্য ২।২৫)।

(মঃ তাঃ নি ১।১৩) "ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদোষরহিত তিনি পরিপূর্ণগুণাত্মক দেহবান্, সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁহাতে অচেতনতার লেশমাত্র নাই, তিনি হস্ত-পদ-মুখ-উদরাদি-যুক্ত শ্রীবিগ্রহবান্, সমস্তই আনন্দমাত্র-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদ-রহিত বাস্তব বস্তু।" "ভগবান্ শ্রীহরি পরাৎপর ও সনাতন বস্তু। দেশ, কাল বা জড় ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সাধিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর ন্যায় পরম তত্ত্ব

আর কেহই পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই। অতএব তাঁহা অপেক্ষা উত্তম আর কেহ হইতে পারেন না।" সকল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণু হইতেই সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, জীবের নিয়তি, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু অনাদি-কাল হইতেই স্বীয় বিভিন্নাংশ জীবকুলের 'বিম্বরূপে' বিরাজিত। অর্থাৎ চিদ্বিলাস-রাজ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবান্ অনন্ত জীবকুল নিত্য অবস্থিত; সেই সকল জীব ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া নৃপ-কীটাদি আকারে শুদ্ধস্বরূপে সেই চিদ্ধামে বর্ত্তমান; সেই সকল বিভিন্ন আকার-বান্ সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বিচিত্রতা একমাত্র বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণুই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের মূল আদর্শ। অনন্ত-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ণুর যে সকল নিত্যরূপ বিরাজমান, তাহারই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে তত্তদাকার-বিশিষ্ট জীবসমূহ বৈকুণ্ঠাদি-চিদ্ধামে বর্ত্তমান। ভগবান্ বিষ্ণু যদি ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে নৃপ-কীট পর্য্যন্ত নিত্য সচ্চিদানন্দময়রূপধৃক্ না হইতেন, তাহা হইলে জীব-কুলেরও সেইসকল আকার-সম্ভাবনা হইত না। বৈকুণ্ঠ-জগতে যে-সকল পশু-মৃগ-বৃক্ষাদি বর্ত্তমান, তাহারা সচ্চিদা-নন্দাকার শুদ্ধ জীব। তাহারা সেই নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। মায়াবাদিগণ যেরূপ জীবকে ঔপাধিক প্রতিবিম্ব মনে করেন, মধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্ত তদনুরূপ নহে। ইনি বলেন,—বৈকুণ্ঠ-জগতে শুদ্ধস্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদি বিভিন্ন আকারে জীবকুল বিরাজমান। শ্রীভগবানও সেইসকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদিরূপে বিরাজমান। সেই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবের সহিত তাঁহাদের নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবানের আকার ও পরিমাণ-গত সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু জীব ও ভগবানে পার্থক্য এই যে, জীব—স্বল্প-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ, আর ভগবান্ পূর্ণ-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ। এমন কি, অসুর-স্বরূপ-দেহ-সমানাকার বিম্বরূপী ভগবান্ও নিত্যনির্দ্দোষগুণানন্দাত্মক-বিগ্রহরূপে বিরাজমান, অর্থাৎ যে-সকল জীব স্বাভাবিক অসুর-দেহ-বিশিষ্ট এবং তদনুকূলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বেষাদি-অপরাধপ্রবণ, সেই সকল নিরুপাধিক অসুর-স্বরূপের বিম্বরূপেও ভগবানের নিত্য আকার রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, কতকগুলি জীব স্বরূপতঃ অসুরাকার-বিশিষ্ট; তাহাদিগের সেই আকার স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া নিরুপাধিক; কিন্তু প্রপঞ্চে পাপকর্ম্মফলে তাহা নিত্য রজস্তমোগুণাদি-বিশিষ্ট। ভগবান্ সেই সকল অসুর আকারের বিম্ব-স্বরূপ, কিন্তু ভগবানে সেই প্রকার রজস্তমোগুণাদি নাই। এখানে আর একটি বিচার্য্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে জীব কর্ম্মফল-বশতঃ যে সকল বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে বা পাইবে, সেই সকল স্থূল দেহ নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার স্বরূপদেহ মর্কট-রূপ-বিশিষ্ট হইতেও পারে, আবার কোনও জীব বর্ত্তমানে মৎস্য-দেহ লাভ করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপদেহ চিদানন্দময় নরদেহও থাকিতে পারে; অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থূলদেহ-দর্শনে নিত্য স্বরূপ-দেহের অনুমান করা যাইতে পারে না। স্থূল ও লিঙ্গ দেহ সেই স্বরূপদেহের আবরণ মাত্র। স্বরূপদেহই নিরুপাধিক ও নিত্য; তাহা বিভিন্নাকার হইতে পারে। তাহাকেই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বিভিন্নাংশ শুদ্ধজীব (জীবাত্মা) বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বেরই মূল আদর্শ বা বিম্ব-স্বরূপ—অনন্তশক্তিক অনন্ত-আকার সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ বিষ্ণু বিগ্রহসকল। ইহাই শ্রীমাধবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত।

বিভু পরমেশ্বর শ্রীহরির দ্বিবিধ অংশ—প্রতিবিম্ব-অংশ ও স্বরূপাংশ। প্রতিবিম্ব-অংশ-সমূহই—অনন্ত জীবগণ; আর মৎস্যাদি অবতারগণ—স্বরূপাংশ বলিয়া খ্যাত। প্রতিবিম্বরূপ জীবের সহিত বিভু শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে; আর মৎস্যাদি অবতারগণ—শ্রীহরির স্বরূপভূত। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ,—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। জীব ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, আর আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধনু—সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব, অতএব অনিত্য।

ব্রহ্মকল্পারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু লীলাবশতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যার্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্বিধরূপে

প্রকাশিত হন। বাসুদেবরূপে তিনি জীবগণকে গতি প্রদান করেন; বাসুদেবের পত্নীর নাম— 'রমা' বা 'মায়া'। সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জগৎ সংহার করেন; সঙ্কর্ষণের পত্নীর নাম—'জয়া'। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন; প্রদ্যুম্নের পত্নীর নাম—'কৃতি'। অনিরুদ্ধরূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন; অনিরুদ্ধের পত্নীর নাম—'শান্তি'। (মঃ তাঃ নিঃ ১৬-৮)।

'আমি আমার উদরগত চেতন সমূহকে তাঁহাদের স্বরূপ অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করিব'—এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজজনের মুক্তিপদ-প্রদাতৃরূপ 'বাসুদেব' নামে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় তদধীনা রমাদেবী ও দ্বিতীয়রূপ ধারণ করিলেন। এই বাসুদেব-পত্নীকেই পণ্ডিতগণ 'মায়া' নামে অভিহিত করেন। সেই পরম নিত্য ভগবান্ পুনরায় প্রলয়-কারণ-ভূত দেহ প্রকটিত করিয়া 'সঙ্কর্ষণ' নামে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই লক্ষ্মীদেবী 'জয়া' নামে অনুপ্রকাশিত হইলেন। সেই ভগবান্ সৃষ্টির জন্য প্রদ্যুম্নস্বরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মীদেবী 'কৃতি' নামে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণু জগৎপালনের জন্য 'অনিরুদ্ধ' নামে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মীদেবী 'শান্তি' নাম ধারন করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে সহস্র সম্বৎসরকাল অবস্থিতি করিলে অচিন্ত্যশক্তি সেই প্রদ্যুম্ন-ভগবান্ জীব-সমূহকে (পালনার্থ) অনিরুদ্ধের নিকট প্রদান করিলেন।

সৃষ্টি ও সংহার—এই কার্য্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণু আধিকারিক দেবতা বা মহত্তম জীবকে প্রতিভূরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই করাইয়া থাকেন। প্রদ্যুম্নরূপী বিষ্ণু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-সামর্থ্য এবং সঙ্কর্ষণরূপী বিষ্ণু রুদ্রে সংহার-সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অনিরুদ্ধরূপে স্বয়ংই পালন এবং বাসুদেবরূপে স্বয়ং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্বিধ রূপ ব্রহ্মকল্পান্ত পর্য্যন্ত এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ মধ্যে মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অপ্রকট-প্রকাশে গমন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি ও বাসুদেবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি—সর্ব্বসমেত এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিতে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাভিমানী দেবতাগণের নিয়ামক এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ এই পঞ্চরূপে অন্নাদি পঞ্চকোষের নিয়ামক; বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চতুর্ব্বিধরূপে জীবের অবস্থা-চতুষ্টয়, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মোক্ষের নিয়ামক; 'আত্মা' ও 'অন্তরাত্মা'-রূপে স্থূলদেহ ও স্বরূপদেহের নিয়ামক এবং জীবের সর্ব্ব-শরীরে অনন্তরূপে ব্যক্ত থাকিয়া তাঁহাদের নিয়ামক হন। তিনি তত্ত্বাভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা করিয়া থাকেন।

জীবের যোগ্যতা ও স্বাতন্ত্র্যানুসারে পাপ-পুণ্যাদির জন্য ভগবান্ বিষ্ণু দায়ী নহেন। ভগবান্—প্রয়োজক কর্ত্তা, জীব—প্রযোজ্য কর্ত্তা। ভগবানের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য-দোষের প্রসক্তি নাই, যেহেতু জীবের দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনাক্রমে পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে ভগবান্ বিষ্ণু পুণ্য-পাপাদি করাইয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবের পুণ্য-পাপাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইয়া থাকেন বলিয়া বিষ্ণু কখনও দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন না; যেহেতু তিনি গুণদোষাদির নিয়ামক। তিনি স্বয়ং পর অর্থাৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যনিরপেক্ষ, তিনি অনাদি এবং জীব সমূহের আদি।

অবতার

প্রতিযুগে ভুবনসমূহ দুষ্ট দৈত্যগণের দ্বারা উপদ্রুত ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বপ্রকার প্রাণিরূপে অবতরণ করিয়া কখনও জলজন্তু, কখনও মৃগ, কখনও পক্ষী, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও বা ক্ষত্রিয়-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নানা প্রাণিরূপে অবতীর্ণ হইলেও প্রাকৃত সুখ ও দুঃখাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। কিন্তু নিজেই মায়াদ্বারা প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতে কখনও গর্ভস্থের তুল্য, নবজাত স্তন্যপায়ী বালকের ন্যায়,

কামুক, ভীত, দুঃখী, বিরহী, ক্ষুধার্ত্ত, বদ্ধ, ছিন্ন, মুগ্ধ, মলিন, বিরক্ত, মূর্খ এবং আঘাত বা পরাজয় ইত্যাদি প্রাকৃত লোকের সদৃশ অবস্থান দেখাইয়াও স্বভাবতঃ সর্ব্বদোষশূন্য থাকিয়া অজ্ঞলোকদিগকে বিড়ম্বিত করেন, দৈত্যগণকে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত করেন। এই সমুদয় ব্যাপারের পারমার্থিক রহস্য না জানিয়া যাঁহারা বিষ্ণুর নিন্দা করে, তাঁহার তত্ত্ব না জানিয়া তাহার প্রতি ভক্তি করে না, তিনি তাহাদিগকে 'অন্ধতামস' নামক নরকে পাতিত করেন। যাঁহারা ভগবানের সেবক ও শরণাগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে উচ্চ পদবীতে লইয়া যান। যাহারা এই উভয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে সংসারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করান। ভুবনসমূহে তিনি নানারূপে অবতরণ করিয়া বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন। বিবিধ লীলা দ্বারা ভক্তদিগের ভক্তি উৎপাদন করেন, বিদ্বেষিগনের বিরোধ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার অবতারসমূহে জ্ঞানাবতার, বলাবতার ও উভয়াবতার এই ত্রিবিধ অবতার হয়। জ্ঞানাবতার সমূহে জ্ঞানদানে ভক্তগণের উদ্ধার, বলাবতারে দুষ্টনিগ্রহ-দ্বারা ভক্তগণের পালন এবং উভয়াবতারে দুই প্রকার কার্য্য করেন।

বেদব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয়, পার্থ-সারথি কৃষ্ণ, নর, হরি, মহিদাস, হংস ও বুদ্ধ—ইহারা জ্ঞানবতার বিষ্ণু; কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দশরথনন্দন রাম, কল্কি, শিশুমার, যজ্ঞ, গোপেশ কৃষ্ণ, ধন্বন্তরি—ইহারা বলাবতার বিষ্ণু; হয়গ্রীব, ঋষভ, মৎস্য ও যাদব কৃষ্ণ—ইহারা উভয়াবতার বিষ্ণু। জনার্দ্দন শ্রীহরি, কৃষ্ণ ও রামাদিরূপে বল-কার্য্য এবং দত্ত-ব্যাসাদিরূপে জ্ঞান-কার্য্য করিয়া থাকেন। সকল-অবতারই জ্ঞান ও বলাদিসর্ব্বশক্তিতে পূর্ণ হইলেও বিশেষভাবে জ্ঞানপ্রচারহেতু 'জ্ঞানাবতার'; বলের কার্য্য প্রদর্শনহেতু 'বলাবতার' নামে লক্ষিত হন। কোন কোন অবতার কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই কৃতকার্য্য হন।

তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। সৃষ্টির আদিতে 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'অনন্তাসন' নামে ধামদ্বয় প্রকাশিত হন। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিপ্রদেশে বৈকুণ্ঠ, মধ্যপ্রদেশে শ্বেতদ্বীপ ও নিম্নভাগে অনন্তাসন। সকল স্থানেই মুক্ত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ও মুক্ত শেষ, গরুড়, বিষক্সেন, নন্দ, সুনন্দ, জয় ও বিজয় প্রভৃতি পরিবারবর্গ-দ্বারা সেবিত হইয়া প্রেয়সী লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করেন। সর্ব্বস্থানেই 'মুক্তস্থান' ও 'অমুক্তস্থান' নামে দুইটী বিভাগ আছে—মুক্তস্থানে মুক্ত শেষ, গরুড়, ইন্দ্র, কাম প্রভৃতি-দ্বারা এবং নন্দ ও সুনন্দাদি পার্ষদগণের দ্বারা বেদবাণী সেবিত হন এবং অমুক্তস্থানে অমুক্ত শেষ, গরুড়াদি ও পার্ষদগণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবাণী সেবিত হন। বিষ্ণু—জগতের নিমিত্ত-কারণস্বরূপ, উপাদান-কারন নহেন। তিনি জগৎ হইতে পৃথক্ হইলেও সর্ব্বস্থানে অবস্থান করেন।

ইতি শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ শ্রীকৃষ্ণ লীলা স্তবে বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন ;—

পরমেশ্বর লক্ষ্মীশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সর্ব্বসল্লক্ষণোপেত নিত্যনূতনযৌবন ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্নিগ্ধ ঘনশ্যামাব্জলোচন। পীতাম্বর সদা স্মেরমুখপদ্ম নমোহস্তু তে ॥
পরমাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-জিতভূষণ। সদা কৃপাস্নিগ্ধদৃষ্টে জয় ভূষণ-ভূষণ ॥
কন্দর্পকোটিলাবণ্য সূর্য্যকোটি-মহাদ্যুতে। কোটীন্দুজগদানন্দিন্ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়ক ॥
শঙ্খপদ্মগদাচক্রবিলাসচ্ছ্রী চতুর্ভুজ। শেষাদি-পার্ষদোপাস্য শ্রীমদ্গরুড়বাহন ॥
স্বানুরূপ-পরিবার সর্ব্বসদ্গুণসেবিত। ভগবান্ জ্ঞানবচোহতীত মহামহিম-পূরিত ॥
দীননাথৈক শরন হীনার্থাধিক-সাধক। সমস্তদুর্গতিত্রাত বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদ ॥

অর্থাৎ "বিষ্ণু-স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন—"হে পরম তোমাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্মীরূপা শক্তিত্রয় বর্ত্তমান,

হে ঈশ্বর, হে লক্ষ্মীপতি! হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তুমি অত্যুত্তম সর্ব্ববিধ লক্ষণযুক্ত, নিত্যকালই তোমার কৈশোরে স্থিতি; চরণের নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই তোমার পরম মনোহর। চিক্কণ জলধরের ন্যায় তোমার বর্ণ শ্যামল, তুমি পদ্মপলাশনয়ন ও পীতাম্বর। তোমার মুখপদ্মে সদাই মৃদুমধুর হাস্য বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি।। তোমার সৌন্দর্য্য পরম অদ্ভুত তোমার অঙ্গমাধুর্য্য ভূষণকে পরাজয় করে; সদাকালের জন্য তোমার নয়নযুগল কৃপাতে স্নিগ্ধ। হে ভূষণেরও ভূষণ তোমার জয় হউক। অপ্রাকৃত মহামদনের বিলাস-স্বরূপ তুমি কোটি কোটি কাম হইতেও সমধিক লাবণ্যধারী। কোটি কোটি সূর্য্য হইতেও অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান তোমার কান্তি, তুমি কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও অতি সুন্দররূপে জগৎকে আনন্দ দান কর। তুমি শ্রীমান (সর্ব্বশোভা-সম্পত্তি-নিষেবিত বা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠের নাথ)। তোমার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম; গদা ও চক্র বিরাজমান; শেষ ও বিষ্বকসেন প্রভৃতি পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক তুমি উপাসিত; তুমি শ্রীমান্ গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হইয়া থাক। তোমার পরিকরগণও সকলে তোমারই তুল্য অর্থাৎ পদ্মপলাশনয়ন, পীতবসন, কিরীট-কুণ্ডল-মাল্যধারী, নূতনবয়স্ক, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। তুমি নিখিলকল্যাণ-গুণরাজিদ্বারা সেবিত; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি ছয় 'ভগ' তোমাতে বর্ত্তমান বলিয়া তুমি 'ভগবৎ'-শব্দ বাচ্য; তুমি ত্রিপাদ-বিভূতিতে নিত্য বিরাজমান বলিয়া বাক্যমনের অগোচর, অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহোৎপাদক মহামৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। তুমি দীন আকিঞ্চন জনগণের প্রভু, এবং তাহাদিগেরই একমাত্র আশ্রয়; তুমি ঐ দীনহীন-জনগণের চতুর্ব্বর্গতিরস্কারকারী প্রেমরূপ অর্থ সমধিক বিতরণ কর। তুমি সমস্ত লোককে সমস্ত তাপত্রয়াদি দুর্গতি হইতে ত্রাণ কর, এবং তাহাদের বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদাতা। তোমাকে নমস্কার॥ ৪।

মহাবিষ্ণুরূপের স্তব

সর্ব্বাবতারবীজায় নমস্তে ত্রিগুণাত্মনে। ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রেঽথ সংহর্ত্রে শিবরূপিণে॥
ভক্তেচ্ছাপূরণ-ব্যগ্র শুদ্ধসত্ত্বঘন প্রভো। বন্দে দেবাধিদেবং ত্বাং কৃপালো বিশ্বপালক॥
সর্ব্বধর্ম্মস্থাপকায় সর্ব্বাধর্ম্মবিনাশিনে। সর্ব্বাসুরবিনাশায় মহাবিষ্ণো নমোঽস্তু তে॥
নানামধুররূপায় নানামধুরবাসিনে। নানামধুরলীলায় নানাসংজ্ঞায় তে নমঃ।।

অর্থাৎ "তুমি মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার সকলের মূলীভূত কারণ, তোমা হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণগণ প্রকাশ পায়; তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব এবং ভক্তেচ্ছাপূরণে ব্যগ্রচিত্ত ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়ে (বিষ্ণুরূপে) মূর্ত্তিপ্রকটনশীল, তুমি দেবাদিদেব, কৃপালু ও বিশ্বপালক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বধর্ম্মস্থাপক, সর্ব্ব অধর্ম্ম-বিনাশক, সর্ব্ব-অসুর-বিঘাতক, হে মহাবিষ্ণো! তোমার চরণে নমস্কার। ভক্তচিত্তবিনোদন জন্য তুমি বিবিধ মাধুর্য্যময় রূপধারণ কর ও দাস্য-সখ্যাদি বিবিধ মধুর রস আস্বাদন কর। বহুবিধ তোমার লীলা, বহুবিধ তোমার সংজ্ঞা (নাম) তোমাকে নমস্কার।

চতুর্দ্দশমন্বন্তর ও লীলাবতাররূপের স্তব

শ্রীচতুঃসনরূপায় তুভ্যং শ্রীনারদাত্মনে। শ্রীবরাহায় যজ্ঞায় কপিলায় নমো নমঃ।।
দত্তাত্রেয় নম স্তুভ্যং নর-নারায়ণৌ ভজে। হে হয়গ্রীব হে হংস ধ্রুবপ্রিয় নমোঽস্তু তে।।
পৃথুং ঋষভঞ্চৈব বন্দে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। দ্বিতীয়ে বিভুনামানং তৃতীয়ে সত্যসেনকং।।
চতুর্থে শ্রীহরিং বন্দে বৈকুণ্ঠং পঞ্চমে তথা। ষষ্ঠেঽজিতং মহামীনং শেষং চ ধরণীধরং।।
শ্রীনৃসিংহঞ্চ কূর্ম্মঞ্চ স ধন্বন্তরি-মোহিনীং। সপ্তমে বামনং বন্দে নমঃ পরশুরাম তে।।

শ্রীরামচন্দ্র হে ব্যাস নমস্তে শ্রীহলায়ুধ। হে বুদ্ধ কল্কিন্ মাং পাহি প্রপন্নাশনি-পঞ্জর ॥
অষ্টমে সার্ব্বভৌমস্ত্বমৃষভো নবমে ভবান্। বিষ্বক্‌সেনশ্চ দশমে ধর্ম্মসেতু স্ততঃপরম্ ॥
সুধামা দ্বাদশে ভাবী যোগেশস্ত্ব ত্রয়োদশে। চতুর্দ্দশে বৃহদ্ভানুঃ সপ্তত্রিংশত্তনো জয় ॥
শুক্লঃ সত্যযুগে যঃ স্যাদ্রক্ত স্ত্রেতাযুগে তথা। দ্বাপরে তু হরিদ্বর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণো মহাপ্রভো ॥
তং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণ! বন্দেহহং জগদেক-দয়ানিধে। নিজভক্ত-বিনোদার্থ-লীলানন্তাবতারকৃৎ ॥

অর্থাৎ তুমি চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) রূপে অবতার কর, তুমি নারদ, বরাহ, যজ্ঞ, এবং কপিলরূপে অবতার কর। তোমাকে নমস্কার। হে দত্তাত্রেয়! তোমাকে নমস্কার; হে নর-নারায়ণ! তোমাদিগের ভজন করি। হে হয়গ্রীব, হে হংস, হে ধ্রুবপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার করি। হে পৃথু! তোমাকে এবং হে ঋষভ! তোমাকে বন্দনা করি! এই বারমূর্ত্তি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবতার। দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে বিভু, তৃতীয়ে (ঔত্তমীয়ে) সত্যসেন; চতুর্থে (তামসীয়ে) হরি, পঞ্চমে (রৈবতীয়ে বৈকুণ্ঠ,—(ইহারা মন্বন্তরাবতার। এই সময়ে কল্পাবতার হয় নাই।) ষষ্ঠে (চাক্ষুষীয়ে), অজিত মন্বন্তরাবতার এবং মহামীন, ধরণীধর শেষ, শ্রীনৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী কল্পাবতার। এই সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বামন—মন্বন্তরাবতার এবং পরশুরাম, রামচন্দ্র, ব্যাসদেব, বলদেব, বুদ্ধ ও কল্কি—কল্পাবতার। হে শরণাগত-জনের পক্ষে বজ্রবৎ (সুদৃঢ়) দেহধারিন্! তোমাকে নমস্কার। ভবিষ্য মন্বন্তরাদি বলিতেছেন—অষ্টম (সাবর্ণীয়) মন্বন্তরে তুমি সার্ব্বভৌম, নবমে (দক্ষসাবর্ণীয়ে) ঋষভ, দশমে (ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে) বিষ্বক্‌সেন, একাদশে (ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে) ধর্ম্মসেতু, দ্বাদশে (রুদ্রসাবর্ণীয়ে) সুধামা ত্রয়োদশে (দেবসাবর্ণীয়ে) যোগেশ্বর এবং চতুর্দ্দশে (ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে) বৃহদ্ভানু—মন্বন্তরাবতার। এই ২৩ মূর্ত্তি কল্পাবতার ও ১৪ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার মিলিয়া ৩৭ অবতার প্রকটনশীল হে প্রভো! তোমার জয় হউক।

যুগাবতারঃ—সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে হরিদ্বর্ণ ও কলিকালে কৃষ্ণ হইয়া যুগাবতার কর। হে মহাপ্রভো! হে কৃষ্ণ! জগতের একমাত্র দয়ানিধান হে! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি নিজভক্তের বিনোদের জন্য লীলাক্রমে অনন্ত অবতার-প্রকটনকারিন্! তোমাকে বন্দনা করি।

পরাবস্থ-স্বরূপদ্বয়ঃ—(শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র) হে প্রহ্লাদের সম্যক্ আনন্দদায়ক! হে ভক্তবৎসল! ভক্তি-প্রভাবে প্রকটনশীল হে নৃসিংহ! হে প্রভো! তুমি শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল ছিন্নভিন্ন করিয়াছ! তুমি শিষ্টজনের অভীষ্টমূর্ত্তি অথচ দুষ্টজনের ভীষণ (ভয়প্রদ)। তোমার অনন্ত কৃপাধারায় অতিস্নিগ্ধ হইলেও বাহিরে তুমি আটোপ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ। প্রহ্লাদের অঙ্গ অবলেহন করিতে উৎকণ্ঠিত হইতেছ, অথচ তোমার গর্জ্জনে ব্রহ্মাণ্ড যেন ছিন্নভিন্ন হইতেছে। তোমার জয় হউক।

হে সীতাপতি! দাশরথি! রঘুকুলমণি! শ্রীরামচন্দ্র হে! কৌশল্যানন্দন! হে পদ্মপলাশলোচন! শ্রীলক্ষ্মণ-জ্যেষ্ঠ! হনুমানের প্রভু, সুগ্রীবের বন্ধু, ভরতের অগ্রজ হে প্রভো! হে দণ্ডকারণ্যচারিন্! হে উত্তমচরিত! হে ধনুর্ব্বাণধারিন্! হে খরদূষণনাশন! হে সমুদ্রবন্ধনকারিন্! হে বিভীষণের আশ্রিত বা বিভীষণের আশ্রয়! হে লঙ্কেশবিঘাতক! হে কোশলেন্দ্র! তোমার জয় হউক।

ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিরূপণ। (বেদান্তস্যমন্তক)

ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন,—বিভু বিজ্ঞানানন্দ এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তমই ঈশ্বর। কেবল বিভু বলিলে, নৈয়ায়িকমতে, কাল, দিক, আকাশাদি এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতিকেও বিভু বলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ সকল

না বুঝায় তজ্জন্য 'বিজ্ঞানানন্দ' পদ প্রয়োগ। আবার কেবল বিজ্ঞানানন্দ বলিলে জীবতত্ত্বও বুঝায় তাই 'বিভু' পদের প্রয়োগ। জীব বিজ্ঞানানন্দ হইলেও বিভু নহে, জীব অণু। কেবল 'বিভু বিজ্ঞানানন্দ' বলিলে কেবলাদ্বৈতবাদী মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায়। এ কারণ 'সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্' পদ প্রয়োগ। আবার 'বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্' এই মাত্র বলিলে বৈশেষিকদিগের মতে নিরাকার ঈশ্বরে অতিব্যাপ্তি হয়। তাহাদের মতে ঈশ্বর "বিভুবিজ্ঞানানন্দ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট, কিন্তু নিরাকার", ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহ তাহারা স্বীকার করেন না। এ কারণ "পুরুষোত্তম" অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পুরুষ বিগ্রহ। আবার মাত্র পুরুষোত্তম বলিলে বিশেষ পুণ্যকর্ম্মা জীবও বুঝাইতে পারে, "সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণবান্ পুরুষোত্তম" "বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" বলিতে প্রাপ্তমুক্ত ও নিত্যমুক্ত জীব বুঝাইতে পারে। তাহা যাহাতে না বুঝায়, তাহার জন্য 'বিভু' পদ প্রয়োগ। ভাগবতীয় সিদ্ধান্তানুসারে ;—অদ্বয়জ্ঞান লক্ষণ পরতত্ত্বটী ব্রহ্ম-পরমাত্মা ও ভগবৎ লক্ষণে লক্ষিত। লক্ষ্য— ঈশ্বর, 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ" লক্ষণেও "সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম", দ্বারা শক্তিমত্তত্ত্বই ঈশ্বর। ঈশ্ ধাতুবর—প্রত্যয়। লক্ষণেও 'সার্ব্ব-জ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" এই বলায় শক্তিমত্তত্বই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মার আর পৃথক লক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইল না। কারণ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ "বৃংহনত্বাদ্বৃংহত্বাচ্চ" "পরমশ্চাসাবাত্মা" পরমাত্মা শব্দের অর্থও মুখ্যরূপে শক্তিমত্তত্ত্বেই পর্য্যবসিত হইলেও ব্রহ্মশব্দে নির্ব্বিশেষত্ব এবং পরমাত্মা শব্দে জীবপ্রকৃতির অন্তর্য্যামিত্ব লক্ষণ যে অর্থ বুঝায় তাহাও উক্ত লক্ষণে লক্ষিত ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ স্বরূপতঃ পৃথক নহে।

"ঈশ্বর বলিতে 'অভিব্যক্তিপূর্ণ সর্ব্বগুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তম," পরমাত্মা বলিতে "অভিব্যক্ত সর্ব্বগুণবিশিষ্ট পুরুষ।" আর ব্রহ্ম বলিতে "অনভিব্যক্ততত্তদ্গুণবিশেষ" অর্থাৎ কেবল সামান্যাকার স্ফূর্ত্তি লক্ষণ ধর্ম্মরূপ বিশেষণ মাত্রকেই বুঝায়

আবার "বিভুবিজ্ঞানানন্দঃ" ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণ। আবার "বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবান্ পুরুষ" পরমাত্মার লক্ষন। "বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবান্ পুরুষোত্তম" ইহাই ভগবানের লক্ষণ। সুতরাং ঈশ্বর-লক্ষণ পরতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তই ব্রহ্মলক্ষন এবং পরমাত্মলক্ষন পরতত্ত্ব। "ব্রহ্ম, বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ" "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ" যিনি সমস্ত জানেন এবং সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি সত্যকাম অর্থাৎ যাঁহার ভোগ্য সত্য, এবং যিনি সফল মানস-ক্রিয় অর্থাৎ মনের ক্রিয়া সঙ্কল্প যাঁহার সত্য। তিনি উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষবিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম পুরুষবিগ্রহ ইত্যাদি। সেই ঈশ্বর সকলের স্বামী অর্থাৎ অধিপতি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরদিগের মধ্যে পরম মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহের মধ্যে পরম দেবতা এবং দক্ষাদি পতিসকলের মধ্যে পরমপতি যাবতীয় ভুবনের ঈশ্বর এবং সর্ব্বস্তুত্য— পরাৎপর পরমেশ্বরকে আমরা অবগত আছি। তিনি সমস্ত কারণের ও কারণের-অধিপতিরও অধিপতি। অর্থাৎ মহতত্ত্বাদি কারণের কারণ যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপ নিয়ামক যে পরমাত্ম পুরুষ তাঁহারও পতি। ইঁহার কেহ জনক নাই, কেহ অধিপতিও নাই। ইত্যাদি বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হওয়া যায়।

জন্মত্বশূন্য স্বরূপ স্বভাব, তাদৃশ সর্ব্বেশ্বরের কোথাও কোথাও আবির্ভাব মাত্র হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি প্রমাণ—"সেই পরমেশ্বর জন্মহীন হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হয়েন, ইত্যাদি।" গীতা— "আমি ভূতসকলের ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত এবং অব্যয়াত্মা অর্থাৎ অবিনশ্বর শরীর অর্থাৎ নিত্য-বিগ্রহ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ ইচ্ছা বশতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকি।" ঈশ্বরের স্বরূপাবির্ভাবত্বের বিজ্ঞান হইলে জীবের মুক্তিলাভ হয়, এই কথা গীতায় বলা হইয়াছে। যথা—"আমার জন্ম এবং কর্ম্মকে যে ব্যক্তি এই প্রকার তত্ত্বতঃ অপ্রাকৃত বলিয়া জানে, সে দেহপরিত্যাগানন্তর আমাকে প্রাপ্ত হয়, আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না।

যদি বলা যায় যে শাস্ত্রে কোন কোনও স্থলে ব্রহ্মরুদ্রাদিও তো লোকেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তদুত্তরে—সত্য, তাঁহারা সামর্থ্য যোগেই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হউন, কিন্তু পরমেশ্বরত্ব একমাত্র হরিরই। "তমীশ্বরাণামিত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায়। যেমন রাজসেবক রাজকর্ম্মচারী সমূহতে রাজার শক্তিযোগবশতঃ রাজা বলা যায়, সেই প্রকার পরমেশ্বর শ্রীহরির গুণের অংশ যোগ আছে বলিয়াই সেই ব্রহ্ম-রুদ্রাদিতেও অধীশ্বরত্ব দেখা যায়, সুতরাং ঈশ্বর বলা যায়। যেমন রাজকর্ম্মচারীতে রাজশব্দের ব্যবহার গৌণ, সেইরূপ ব্রহ্ম রুদ্রাদিতেও ঈশ্বর ব্যবহার গৌণ। শ্রীনারায়ণ উপনিষদে শ্রবণ করা যায় যে ব্রহ্মাদি হরি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন যথা—"সেই আদি পুরুষ নারায়ন বলিলেন—"আমিই কামনা করিয়াছি, প্রজা-সকল সৃজন করিব" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, যথা—"নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য জাত হইয়াছেন" ইত্যাদি।

মহোপনিষদেও শ্রবণ করা যায় যথা,—সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান কেহই ছিলেন না, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—"ধ্যানান্তঃস্থিত সেই নারায়ণের ললাটদেশ হইতে ত্রিনয়ন শূলপানি পুরুষ জাত হইয়াছিলেন, সম্পত্তিমৎ সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, বৈরাগ্য, সেই নারায়ন হইতে জাত হইয়াছেন" ইত্যাদি। সেই শ্রুতিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও নারায়ন হইতে জাত হইয়াছেন ইত্যাদিও শ্রবণ করা যায়।

এই নারায়ন শব্দটী লক্ষ্মীপতিরই সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম। স্বরূপ রূঢ়ি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থেই নারায়ণ পদ সিদ্ধ হয় এবং লক্ষ্মীপতি অর্থেই রূঢ়ি হয়। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যে অচ্যুতের (কৃষ্ণের) প্রসন্নতা হইতে ভূতপ্রজা সৃজনকারী আমি ব্রহ্মা জাত হইয়াছি, এবং ক্রোধ হইতে প্রলয়কারী রুদ্র জাত হইয়াছে, এবং যে অচ্যুত হইতে সৃষ্টির হেতুভূত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণুনামক পরপুরুষ প্রকাশ পাইয়াছেন। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বের মোক্ষ ধর্ম্মাধ্যায়ে—ভগবান্ বলিতেছেন,—আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও রুদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। সামবেদীয় ছন্দোগসমূহ কিন্তু রুদ্রকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা—বিরূপাক্ষ বিধাতার অংশ, বিশ্বদেব, সহস্র নয়ন, ব্রহ্মার পুত্র, জ্যৈষ্ঠ অমোঘ কর্ম্মের অধিপতি ইত্যাদি। শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টমব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, যথা—সম্বৎসরে একটী কুমার জাত হইয়াছিল, সেই কুমার রোদন করিলে প্রজাপতি সেই কুমারকে বলিলেন,—তুমি রোদন করিতেছ কেন? যেহেতু তুমি আমার তপস্যা হইতে জাত হইয়াছ। তখন সেই কুমার বলিলেন, আমি পাপশূন্য নহি, আমার নামকরণ করুন, ইত্যাদি।

শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে, যথা—নারায়ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাঁহা হইতেই চতুরানন ব্রহ্মা জাত হইয়াছিলেন, রুদ্রদেব জাত হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বগামিতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে কোথাও রুদ্রকে নারায়ণ হইতে জাত, কোথাও ব্রহ্মা হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—এই প্রকার ভেদের তাৎপর্য্য—কল্পভেদ। অর্থাৎ কোন কল্পে রুদ্রদেব ব্রহ্মা হইতে, কোনকল্পে নারায়ণ হইতে জাত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

যদি নার—অয়ন = নারায়ন এই সমাখ্যায় লক্ষ্মীপতিকেই বুঝায়, তাহা হইলে মহা– ঈশ = মহেশ, এই সমাখ্যা-বলে রুদ্রও পরতম হইতে পারেন। ইহার উত্তরে—এরূপ বলিতে পারা যায় না; সেই মহেশাদি সমাখ্যাটী মহেন্দ্রাদি সমাখ্যার ন্যায় বিফল ইন্দ্র সমাখ্যাই ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব সাধন করিতে পারে, কেন না ইদ্ ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মহাশব্দে আর কি বিশেষিত হইল? ইন্দ্রের নাম মহেন্দ্র হইলেও, ইন্দ্র যে ঈশ্বর নহে, ইহা

সকলেই স্বীকার করেন। ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য, ইহা তাঁহার শতমখ সংজ্ঞা দ্বারায় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য, ঈশ্বর স্বরূপের স্বরূপধর্ম্ম। এই প্রকার মহাদেব, মহেশাদি সমাখ্যাও মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, দেবরাজাদি সমাখ্যার ন্যায়। সুতরাং শাস্ত্রের প্রবল প্রমাণের দ্বারা বাধ হওয়ায় সেই সেই মহেশ, মহেন্দ্রাদি সংজ্ঞা নিষ্ফলা। যেমন মহাবৃক্ষ সংজ্ঞা বিফলা।

বিধি এবং রুদ্রের, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনাফলেই লোকাধিকারিত্ব লাভ হইয়াছে, ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যথা—"আদিতে আমিই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি। সেই ব্রহ্মা স্বয়ং আমার যজ্ঞ যাজন করিয়াছিলেন। তদনন্তর আমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বর দান করিয়াছিলাম, যে, "তুমি কল্পের আদিতে আমার পুত্র এবং সর্ব্বলোকাধ্যক্ষ হইবে।" উক্ত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন কালে ভগবান্ বলিতেছেন—'বিশ্বরূপ, মহাদেব, সর্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভুত এবং আত্মার সহিত নিজের আত্মাকে হবন করিয়া দেবদেব হইয়াছিলেন। নিজ কীর্ত্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্বলোক ব্যাপিয়া সেই দ্যুতিমান কীর্ত্তিবাস বিরাজ করিতেছেন। রুদ্র যে পশুপতি অর্থাৎ জীবপালক, এইটী বরলভ্য; ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন,—সেই প্রজাপতি বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর; তখন সেই কুমার বলিল, আমি পশুদিগের পতি হইব, তদ্ধেতু সেই রুদ্র পশুপতি হইয়াছিলেন।

বেদ অপহরণ হইতে ব্রহ্মার রক্ষা হরি-কর্ত্তৃক। অর্থাৎ বারম্বার কল্পাদিতে অসুরগণ বেদ অপহরণ করিলে শ্রীহরিই পুনঃ পুনঃ বেদ উদ্ধার, এবং অসুর নিধন করিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবধ পাপ হইতে রুদ্রকে শ্রীহরিই রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা—মৎস্যপুরাণে রুদ্রদেব বলিতেছেন, "তদনন্তর ক্রোধযুক্ত আরক্তনয়ন হইয়া আমি বাম অঙ্গুষ্ঠনখাগ্রের দ্বারা সেই ব্রহ্মার মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলাম"। অন্যত্র ব্রহ্মাও রুদ্রকে নিরপরাধে মস্তক ছেদন জন্য অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন রুদ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে আকুল হইয়া পৃথিবীতে সমস্ত তীর্থ বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিয়া সেখানে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। "তদনন্তর সেই নারায়ণ নিজ নখাগ্রদ্বারা নিজ পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করেন, তখন নারায়ণের পার্শ্বদেশ হইতে প্রবল রুধির ধারা নিঃসৃত হইয়া স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই সেই কপাল সহস্রধারূপে নানাপ্রকারে খণ্ড বিখণ্ড হইল।" রুদ্রের দুর্জ্জেয় ত্রিপুরাসুর হেতু বিপদ হইতে নিস্তার হরি-কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। ইহা মহাভারতে বর্ণিত আছে। অপরিমিতবীর্য্য ভগবান্ শঙ্করের আত্মাই বিষ্ণু; এই হেতু সেই মহেশ্বর ধনুর জ্যাসংস্পর্শ সহন করিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মেও বর্ণন আছে,—

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ত্রিপুরহননকারী শঙ্করের রক্ষণ নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিষ্ণুপঞ্জর নিরূপিত হইয়াছিল।" বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে- বানযুদ্ধে শ্রীগোবিন্দ জৃম্ভন অস্ত্রদ্বারা শঙ্করকে জৃম্ভিত করাইয়াছিলেন, তদনন্তর দৈত্য-সকলকে এবং প্রমথগণকে সমস্ততো বিনাশ করিয়াছিলেন। রথোপরিস্থ শঙ্কর জৃম্ভারদ্বারা অভিভূত হইয়াই উপবেশন করিয়াই থাকিলেন; সেই সময় আর অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

শ্রীরামায়ণে পরশুরামের উক্তি—"হুঙ্কারমাত্রেই মহাবাহু ত্রিলোচন জৃম্ভিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে ভগ্নশৈবধনু দেখিয়া ঋষিদিগের সহিত দেবগণ বিষ্ণুকেই অধিক মনে করিয়াছিলেন। নরসখা নারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত রুদ্রকে, নারায়ন সংহার করিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া রুদ্র নারায়ণের শরণাগত হওয়ায়, নারায়ন তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" মহাভারতেও বর্ণিত আছে—"শঙ্কর, প্রভু নারায়ণদেবকে প্রসন্ন করাইয়াছিলেন, এবং সেই আত্মপূজ্য বরদাতা হরির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। সমুদ্রমন্থনকালে কালকূট হইতে রুদ্রের নিস্তার, সেই নারায়ণের নামকীর্ত্তন প্রভাবহেতু হইয়াছিল। যথা—"অচ্যুত, অনন্ত,

গোবিন্দ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আনষ্টুভ, অনষ্টুভ্ ছন্দঃযুক্ত মন্ত্রকে ওঁ নমঃ এইটী যুক্ত করিয়া জপ করিতে করিতে ভগবান্ হর বিষ ধারণ করিয়াছিলেন।"

এক সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মাদি সকলেই মহাপ্রলয়কালে বিনাশপ্রাপ্ত হন্। যথা—"একমাত্র নারায়ণই সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন, ব্রহ্মা ও রুদ্র ছিলেন না, ইত্যাদি শ্রুতি। চরাচর লোকসমূহ নষ্ট হইলে ব্রহ্মাদি প্রলীন হইলে, আভূত-প্রকৃতি-পর্য্যন্ত প্রলীন প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র সর্ব্বাত্মা মহানই বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই নারায়ণ, প্রভু" ইত্যাদি (মহাভারতে)। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—"ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্যেরাও বিষ্ণুতেজসমন্বিত। আবার সৃষ্টি কার্য্যাবসানে বৈষ্ণব তেজের সহিত বিযুক্ত হন। বৈষ্ণবতেজ বিযুক্ত সেই দেবগণ পঞ্চত্বলাভ করেন", ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—"যিনি মায়া বলিয়া খ্যাত এবং ব্যক্ত অব্যক্ত স্বরূপ যাঁর, সেই প্রকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ জীব, এই উভয়ই পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। সকলের একমাত্র আশ্রয় পরপুরুষ পরমাত্মাই সমস্ত বেদবেদান্তে বিষ্ণুনামে গীত হয়েন।" শ্রীমদ্ভাগবতে দেবকী স্তুতি করিতেছেন, যথা—"দ্বিপরার্দ্ধের অবসানে চরাচর জগৎ নষ্ট হইলে, ক্ষিত্যাদি মহাভূত সকল, আদিভূত অহঙ্কারে প্রবিষ্ট হয়। অহঙ্কার আবার মহৎতত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব আবার অব্যক্তে (প্রধানে) প্রবিষ্ট হইলে একমাত্র অশেষসংজ্ঞ আপনিই বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং বিধি-রুদ্রাদির হরি হইতে জন্ম নাশ হেতু অনীশ্বরত্ব নির্ব্বাধরূপেই সিদ্ধি হইল। অতএব এই ব্রহ্মরুদ্রাদি হরির ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা—শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে, সূত বলিতেছেন—"যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত জলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সমর্পিত অর্ঘ্যোদক হইয়া মহাদেবের সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ ব্যতিরিক্ত ভাগবৎপদের বাচ্য আর কে হইতে পারে?" শ্রীভাঃ তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেব বলিতেছেন—"যাঁহার চরণপ্রক্ষালনে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যাহা পরম পবিত্রহেতু সংসারতারক এবং যাহা মস্তকে ধারণ করায় শিবও শিব হইয়াছেন।" অন্যপুরাণান্তরেও বর্ণিত আছে—"একজন পদপ্রসারণ করিতেছেন, আর অন্য একজন সেই পদযুগল প্রক্ষালন করিতেছেন; অপর আর একজন তাহা মস্তকের দ্বারা ধারণ করিতেছেন, এখন বল ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, কেশবের প্রসাদে ব্রহ্মপদ, শিবপদ, ইন্দ্রপদ প্রভৃতি নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা নরসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয়-ধর্ম্মেও বলিয়াছেন—"সেই দেবগণ এবং ঋষিগণ নানাপ্রকার দেহধারণ করিয়া এই গোবিন্দকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, এবং সেই গোবিন্দও ইহাদিগকে গতি প্রদান করেন" ইত্যাদি। 'মহাদেবের অঙ্গ হইতে পতিত পবিত্র জলকে তাঁহারা স্পর্শ করিয়াছিলেন" এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করেন যে, শিবের অঙ্গস্পর্শ হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার পবিত্রতা। ইহা মন্দ। কেননা, উপরোক্ত বাক্যসমূহ হইতে জানা যাইতেছে যে,—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরম পবিত্রজ্ঞানে মহাদেব স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ইহাই জানিয়া "পস্পৃশুঃ" অর্থাৎ দেব, ঋষ্যাদি পরম পবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করেন। অতএব "হরের গাত্র সংস্পর্শ হেতু গঙ্গা পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের অর্থ এই যে, মহাদেবের পবিত্রতা অর্থাৎ শুদ্ধিপ্রদত্ত-শক্তি, গঙ্গা হইতেই লাভ করিয়াছেন।

"সাম্বকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত, এবং অর্জ্জুনের বিজয়ের নিমিত্ত হরির রুদ্রারাধনা এবং রুদ্রস্তবন, মহাভারতে দেখা যায়, তাহা নারদাদির আরাধনার ন্যায় হরির নরলীলারূপই বুঝিতে হইবে। "দ্রোণপর্ব্বের শেষে শতরুদ্রীয়স্তবের অর্থ রুদ্রই এবং সেই রুদ্রই পরম্, কারণ" এই যাহা ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তাহা

অন্তর্যামীপরত্বই বুঝিতে হইবে। কেননা, পরব্রহ্ম দুই হইলে মহা অনিষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রকারে হরিই একমাত্র পরতমতত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মারুদ্রাদির পরতমত্ব শ্রবণ করিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। কারণ ঐ সকল পুরাণ রাজস ও তামস বলিয়া হেয়।

এ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—সঙ্কীর্ণ, তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক, এই চারিপ্রকার কল্প কথিত হয়। ঐ সকল কল্পকে ব্রহ্মার দিবস বলা যায় (ব্রহ্মার এক একটি দিনকে এক একটি কল্প বলা যায়)। ঐ কল্প সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এবং সংকীর্ণ ভেদে চারি প্রকার হয়। ব্রহ্মা পুরাকালে যেমন যেমন কল্পে যে যে বলিয়াছিলেন, সেই সেই কল্পে সেই সেই পুরাণের মাহাত্ম্য বিধান করা হইয়াছে। তামস কল্পসমূহে অগ্নির -মাহাত্ম্য অর্থাৎ সেই সেই অগ্নিপ্রতিপাদ্য যজ্ঞের মাহাত্ম্য, শিবের মাহাত্ম্য, শিবার মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে। আর রাজসকল্পসমূহে ব্রহ্মার মহিমা অধিক বর্ণন হইয়াছে, বিদ্বান সকল ইহাই জানেন। সংকীর্ণকল্প সকলে, অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকময় বহু বহু কল্পে সরস্বতীর মাহাত্ম্য অর্থাৎ নানাবর্ণাত্মক তদুপলক্ষিত নানা দেবতার মাহাত্ম্য এবং পিতৃদেবতার মাহাত্ম্য অর্থাৎ পিতৃলোক প্রাপক কর্ম্ম-সমূহের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—"কালতত্ত্ববেত্তা মুনিগণ, পুরাণসমূহে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক সংখ্যাতীত কল্প-সকল বর্ণন করিয়াছেন। সাত্ত্বিক কল্পসমূহে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক এবং তামস কল্পসকলে শিবের এবং রাজসকল্পসকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদবিরোধী স্মৃতিসকল যে হেয়, তাহা মনু বলিয়াছেন,- যে সকল স্মৃতি বেদবাহ্য এবং যা'হা কিছু কুদৃষ্টি তাহা সকলই নিস্ফল এবং পরলোকে সে সকল তমোনিষ্ঠ বলিয়াই কথিত। অতএব সাত্ত্বিক পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিই প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণীয়। তদ্ভিন্ন রাজসিক তামসিক পুরাণাদি ভ্রমকত্বহেতু প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে। অতএব সুধীজন রাজসিক তামসিক পুরাণাদি দ্বারা ভ্রান্ত হইবেন না।

সেই আত্মমূর্ত্তি হরি, দেহদেহিভেদরহিত। শ্রুতি যথা—"বিকসিত পদ্মতুল্য নয়ন, মেঘসদৃশ শ্যামতনু, বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বর, দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। এই গোপাল, প্রকৃতি এবং পুরুষের সাক্ষাৎ আত্মা, সেই সচ্চিদানন্দ এক গোবিন্দকেই চিন্তা করিবে। ব্রহ্মানন্দ বিগ্রহ রাম, অর্দ্ধমাত্রাত্মক। সেই আত্মমূর্ত্তি দেহদেহিভেদশূন্য পরমেশ্বর শ্রীহরির সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদি অনন্তগুণসমূহও সেই হরি হইতে পৃথক নহে।

ভেদের অভাবে অর্থাৎ অভেদেও ভেদের প্রতিনিধিকে বিশেষ বলে। সত্তা আছে, ভেদটী ভিন্নই, কাল সর্ব্বদাই আছে, ইত্যাদি ব্যবহার স্থলে ঐ বিশেষটী, নিজকার্য্য অর্থাৎ অভেদেও ভেদব্যবহাররূপ কার্য্যকে প্রকাশ করিতেছে, ইহা দেখা যায়। তাদৃশ বিশেষ স্বীকার করিলে, বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদি জ্ঞানও সম্ভব হয় না।

যদি বলা যায় যে "সত্তাসতী" "কালঃ সর্ব্বদা" অর্থাৎ সত্তা আছে "কাল সর্ব্বদ" ইত্যাদি ব্যবহার সমূহ ভ্রম মাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধির বিপর্য্যায়, বস্তুতঃ সত্তাতে সত্তা থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে—না, উক্ত ব্যবহারকে ভ্রম বলা যায় না। কারণ সন্ঘট ঘটটী আছে, ইহা বলিলে, ঘটের বিদ্যমানতা বুঝায়, সেই প্রকার "সত্তা সতী" বলিলেও সত্তার বিদ্যমানতা বুঝায়। ইহাতে যেমন কোন বাধা নাই, সেই প্রকার 'সত্তাআছে' সর্ব্বদা কালে "সর্ব্বত্র দেশে" ইত্যাদি ব্যবহারে কোন বাধা নাই। ভ্রমমাত্র হইলে বাধাপ্রাপ্ত হইত। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, উত্তরকালে পুনরায় রজ্জু জ্ঞানোদয়ে সর্পভ্রমের বাধ হয়, "সত্তাসতী' ইত্যাদি ব্যবহারে সে রকম কোন বাধ

না থাকায় ভ্রম বলা যায় না। আবার এই বিশেষকে আরোপও বলিতে পারা যায় না, কেননা "এই বালকটী সিংহ" ইত্যাদি ব্যবহার স্থলেই আরোপ হয়। সিংহের শৌর্য্য পরাক্রমাদি যেমন বালকেতে আরোপিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ সিংহ এবং বালক এক নহে, পরস্পর ভিন্ন। সত্তাসতী 'সর্ব্বত্রদেশ' ইত্যাদি ব্যবহারে 'সত্তার ধর্ম্ম 'সতী'তে অরোপ নহে, কিম্বা পরস্পর পৃথক্‌ও নহে। যেমন বালকটী সিংহ নহে। আবার যদি বলা যায় যে "সত্তা আছে" এই ব্যবহারে যে একই সত্তার 'সত্তা' এবং 'আছে' এই উভয়বৎ ব্যবহার হইতেছে, ইহা তাহার একটী "স্বভাব" ইহাই বলিব, কারণ সত্তার সত্তা, দেশের দেশ, কালের কাল, ইত্যাদি হইতে পারে না, হইলে অনবস্থাদোষ হয়। সুতরাং ঐ প্রকার অভেদে ভেদব্যবহারকে আমরা 'স্বভাব' বলিব, "বিশেষ" বলিয়া কোনওপদার্থ স্বীকার করি না। ইহার উত্তরে—'ন চ' অর্থাৎ ইহা বলা যায় না, কারণ যাহাকে স্বভাব বলিতেছ, 'বিশেষ' শব্দদ্বারা সেই উক্ত স্বভাবেরই কথন হইতেছে, অর্থাৎ স্বভাবকেই বিশেষ বলা হইতেছে। "স্বভাবস্তু বিশেষাত্মা।" অতএব ভেদশূন্য শ্রীহরিতে ভেদ প্রতিনিধি বিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য।

কঠশ্রুতি, যথা—যেমন পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল নিম্নস্থানে গমন করে, সেইরূপ ব্রহ্মধর্ম্মসমূহকে ব্রহ্ম হইতে যিনি পৃথক দেখেন, তিনি অধোগামী হন। এখানে 'ব্রহ্মধর্ম্মান্' অর্থাৎ ব্রহ্মের ধর্ম্ম এইপ্রকার ভেদ ব্যবহার-সূচক উক্তি করিয়া তার ভেদ নিষেধ করা হইল অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। যদি সেই ব্রহ্মে ভেদ সদৃশ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মধর্ম্মি ভাব এবং ধর্ম্মের বহুত্ব, ইহা বলা যোগ্য হইত না। অর্থাৎ উপরোক্ত শ্রুতিতে যে 'ধর্ম্মান্' পদটি আছে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মিভাব দেখান হইল, ব্রহ্ম ধর্ম্মী, আর তাঁহার ধর্ম্ম', যদি ভেদ সদৃশ ব্রহ্মে কিছুই না থাকে, তবে এই ধর্ম্মধর্ম্মি ব্যবহার হইতে পারে না। আবার 'ধর্ম্মান্' এই বহুবচনের প্রয়োগে ব্রহ্মের ধর্ম্ম যে বহু তাহাই দেখান হইল, যদি ব্রহ্মে ভেদসদৃশ কিছুই না থাকে, তবে ধর্ম্মের বহুত্বও সঙ্গত হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—ধর্ম্মান্ এই প্রকার উক্তিটী অনুবাদ মাত্র, তদুত্তরে—'নচ' না ইহা অনুবাদ নহে, কারণ এই শ্রুতিভিন্ন অন্য কোনও প্রমানের দ্বারা ব্রহ্মের তাদৃশ ধর্ম্মের কথা অবগত হওয়া যায় না।

নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী শোধিত 'তৎ' 'ত্বং' পদার্থজাত ঐক্যরূপ বাক্যার্থের ভেদ কিম্বা ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। তাহা স্বীকার করিলে ঐ ঐক্যরূপ বাক্যার্থটী মিথ্যাদি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

সেই শুদ্ধব্রহ্মে যদি 'বিশেষ' না থাকে, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ ব্রহ্মের প্রকাশে ঐক্যের অপ্রকাশ, এবং স্বপ্রকাশ চিদ্‌ব্রহ্মের প্রকাশটী ভেদভ্রমের অবিরোধী, এবং 'ঐক্য' ভাবটী ভেদবিরোধী ইত্যাদি ভেদকার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হয়? অতএব ব্রহ্মে বিশেষ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সেই 'বিশেষ'টী বস্তু হইতে অভিন্ন এবং নিজেই নিজের প্রকাশের কারণ। সুতরাং আর অনবস্থাদোষ হইল না। বিশেষের তাদৃশত্ব ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমান দ্বারাই সিদ্ধ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।

সেই পরমাত্মা শ্রীহরি অস্মদর্থ (অহং ইত্যাকার জ্ঞানসিদ্ধ) এই অহংত্ব ধর্ম্মটী আত্মনিয়ত ধর্ম্ম। ইহা জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়তেই আছে। পরমাত্মাতে যে অহংত্ব আছে তাহার প্রমান—শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, যথা—"আমিই আত্মা" ইত্যাদি গীতাবাক্যে "আত্মা এবং অহং" এই উভয়ের অর্থই অভেদরূপে বলা হইয়াছে। যদি বল অহংতত্ত্ব প্রকৃতিরই বিকার আত্মাতে অধ্যস্ত হয়, শুদ্ধ আত্মাতে অহংত্ব নাই, ইহার উত্তরে শ্রুতি প্রমান যথা—"সেই পরমাত্মা কামনা (ইচ্ছা) করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, আমি প্রজাত হইব" ইত্যাদি। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিক্ষোভের পূর্ব্বে যখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি উৎপাদন করে নাই সেই সময় শুদ্ধ পরমাত্মাই "আমি বহু হইব" ইত্যাদি ইচ্ছা করায়, শুদ্ধ পরমাত্মাতে যে অহং তাহা প্রকৃতির বিকার অহঙ্কার নহে। ইহা অপ্রাকৃত শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম',

প্রকৃতির বিকার জড় অহঙ্কার হইতে পৃথক। কারণ—তখন প্রকৃতির ক্ষোভ না হওয়ায় প্রাকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন, যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য কোন কার্য্যকারণ ছিল না। প্রকৃতিও আমাতে লীন ছিল. সৃষ্টির পর এই বিশ্ব যাহা কিছু. তাহা আমিই, অবশেষ যাহা থাকিবে তাহাও আমি। এই ভাগবতবাক্যে তিনবার "অহং শব্দ এবং এক শব্দ" দ্বারা অবধারণার্থ সূচনা করিয়া শুদ্ধাত্মার তস্মদর্থত্বই উক্ত হইল। "অবশেষেও আমি" বলায় অহঙ্কারের কোনও সময়েই নিবৃত্তি নাই, অন্তেতেও তাঁর স্থিতি নির্দ্ধারিত হইল।

অতএব তাদৃশ অহঙ্কারবিশিষ্ট পরমাত্মাই মুক্তজনের প্রাপ্য এবং আশ্রিতজনের মায়া-নিরাসক। যথা—গীতায়—"যে সকল ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়। তদনন্তর তত্ত্বত আমাকে অবগত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়"। ইত্যাদি। সুতরাং বিশুদ্ধ পরমাত্মা অস্মদর্থ, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব মায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা শুদ্ধ চিদ্‌গত পরমাত্মধর্ম্ম। শ্রুতি যথা—"তিনিই বিশ্বকৃৎ, অন্যান্য বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মাদি জীবের উপাদান", "এই দেবই বিশ্বকর্ম্মা, তিনিই মহাত্মা।" "সেই মুক্ত জীব সর্ব্বদ্রষ্টা ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামনা ভোগ করিয়া থাকেন।" এখানে "ব্রহ্মণাসহ" এই বাক্যে ব্রহ্মেরই মুখ্য ভোক্তৃত্ব এবং জীবের গৌণ ভোক্তৃত্ব সূচিত হইল। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—"ভক্তিযুক্ত যে ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা অর্পণ করে, আমি সেই প্রযতাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধদেহ শুদ্ধমনা ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত সেই সমস্তই ভোজন করিয়া থাকি।" এখানে "ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি" অর্থাৎ "ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করে" এই উক্তি বশতঃ সেই সর্ব্বথা পরিপূর্ণভগবানের যে বুভুক্ষা অর্থাৎ ভোজনেচ্ছা সেটী ভক্তের ইচ্ছাবশতই হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবানের তাদৃশত্ব অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইয়াও ভক্তার্পিত দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা, ইহা তাঁহার নিজজনের ইচ্ছাবশতঃ হয়। ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি স্বেচ্ছাময়'। "সুতরাং ভক্তের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাময় হরিরও ইচ্ছার উদয় হয়।" স্বীয় ভক্তের ইচ্ছাধীন ভগবান্।

সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি শাস্ত্রে কোথাও দ্বিভুজ, কোথাও চতুর্ভুজ, কোথাও অষ্টভুজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তার মধ্যে দ্বিভুজ যথা—অথর্ব্ববেদের শিরভাগে—"প্রফুল্লিত পদ্মনয়ন" ইত্যাদি। প্রকৃতি অর্থাৎ নিজ শক্তি শ্রীজানকীসহ শ্যামবর্ণ পীতবাস জটাধর, দ্বিভুজ কুণ্ডল রত্নমালাধারী ধীর এবং ধনুর্ব্বাণধারী। ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে যথা—দশ হস্তাঙ্গুলী দশ পদাঙ্গুলী দুই উরু দুই বাহু এবং হৃদয় অর্থাৎ মধ্যভাগ এই পঞ্চবিংশক। ইত্যাদি। শ্রীসাত্বতে যথা—নাদের অবসানে আকাশে অনন্ত সনাতন দেব শান্তজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্, অমূর্ত্ত অর্থাৎ প্রাকৃতমূর্ত্তি রহিত হইয়াও ভক্তানুগ্রহবশতঃ উপমারহিত অপ্রাকৃত বিগ্রহে মূর্ত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অযুত পূর্ণচন্দ্রতুল্য কান্তিদ্বারা বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বরদান, অভয়দানকারী শঙ্খচক্রাঙ্কিত এবং ত্রৈলোক্য ধারণে দক্ষ-পাণিযুগলের দ্বারা। ইত্যাদি। সঙ্কর্ষণে যথা—সেই অপবৃত্তাখ্যকর্ম্মা বিশুদ্ধস্ফটিকতুল্যকান্তি দ্বিপাদ একবক্ত্র পুরুষোত্তমদেবের সংস্থিতি তাঁহার বরদানকারী এবং অভয়দানকারী দুই হস্ত। ইত্যাদি।

চতুর্ভুজ যথা—বিষ্বকসেনসংহিতায়—অপ্রাকৃতদেহ নিত্যাকৃতিধারী নিত্যযৌবন নিত্যাতীত জগদ্ধাতা সেই দেব, বদ্ধাঞ্জলিপুট হৃষ্ট শুদ্ধসেবাতৎপরতারদ্বারা নির্ম্মল মঙ্গলরূপ নিরুপদ্রব নিত্যমুক্ত পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। সেই শ্যাম অঙ্গ চতুর্ভুজ শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিসমন্বিত, নিত্য নির্ম্মল ভূষণসমূহ দ্বারা ভূষিত নিত্যবিগ্রহ, পঞ্চায়ুধদ্বারা সেব্যমান এবং শঙ্খচক্রধারী ইতি। শ্রীভাগবতে দশমে—সেই শঙ্খগদাদি আয়ুধযুক্ত চতুর্ভুজ শ্রীবৎসচিহ্নিত গলদেশে কৌস্তুভশোভিত পীতবসন গাঢ় মেঘসুন্দরবপু পদ্মনয়ন সেই অদ্ভুত বালককে বসুদেব দেখিয়াছিলেন। শ্রীগীতাতে যথা—হে বিশ্বমূর্ত্তে সহস্রবাহো! পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ হও। শ্রীভাগবতে চতুর্থে—

অষ্টভুজ যথা—পীনায়ত অষ্টভুজের মধ্যস্থিত লক্ষ্মীর সহিত স্পর্দ্ধাশীল শোভমানা বনমালায় পরিবৃত সেই আগুপুরুষ ভগবান্ কৃপাদৃষ্টিযুক্ত হইয়া মেঘগম্ভীরসদৃশ গম্ভীর বাক্যের দ্বারা প্রাচীনবর্হির পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন। আনন্দসংহিতায় যথা—অষ্টভুজ স্থূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। চতুর্ভুজ সূক্ষ্ম কিন্তু দ্বিভুজ রূপটী পর অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপ, তজ্জেতু এই তিন রূপকেই যজন করিবে।

এই চতুর্ভুজাদি রূপসমূহ শ্রীভগবানে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় যুগপৎ নিত্য আবির্ভূত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। সেই চতুর্ভুজাদি রূপসমূহের মধ্যে মাধুর্য্যের আধিক্যবশতঃ এবং সমগ্রগুণের প্রকাশ বশতঃ দ্বিভুজেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। "পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তম্" এই বাক্য যে দ্বিভুজের পরত্ব বলা হইয়াছে, তাহা মাধুর্য্যগুণে এবং সমগ্র গুণাভিব্যঞ্জকত্বরূপে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বস্তু পৃথক্ নহে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ পৃথক্ কিছু নাই। যদি বল, যে পরমব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যপ্রকাশিত চতুর্ভুজরূপ মূলস্বরূপ পররূপ, আর দ্বিভুজাদি অংশ জগতে প্রকটহেতু অপর। ইহার উত্তর,—ইহা অবিচারিত, যথা—"পরমাত্মার সমস্ত দেহই নিত্যসত্য প্রাকৃত হেয়োপাদানরহিত, কদাপি মায়াজাত নহে। সমস্তই পরমানন্দময় বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, নিখিল-কল্যাণগুণপূর্ণ, ইত্যাদি মহাপুরাণবাক্য কুপিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সমস্তই 'নিত্যোদিতবিগ্রহ'। দ্বিভুজরূপকে "শান্তোদিত" অপর রূপ বলিলে পূর্ব্বোক্ত "পরন্তু দ্বিভুজং" এই বাক্য বিরোধ হয় এবং মায়ী অর্থাৎ মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত ভগবদ্রূপ ভেদহীন হইলেও, সেই অভিন্ন রূপসমূহ মধ্যেও অংশিত্ব, অংশত্ব, বিভূতিত্বাদি, শক্তিপ্রকাশের তারতম্যকেই অপেক্ষা করিয়া হয়। যথা, লঘুভাগবতামৃতে—"শক্তির প্রকট এবং অপ্রকটই এই অংশি-অংশের তারতম্যের কারণ।"

সেই পুরুষোত্তমকে শ্রীপতি বলিয়াই জানিতে হইবে। যথা—যজুঃ শ্রুতি "শ্রী এবং লক্ষ্মী পত্নীদ্বয়"। কমলার পতিকে নমস্কার, রমার মানসহংস গোবিন্দকে নমস্কার করি। রমাপতি রামকে নমস্কার করি, ইত্যাদি অথর্ব্ব-শ্রুতি। ইহার মধ্যে অর্থাৎ "শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ" এই বাক্যে, পূর্ব্ব শ্রী শব্দে গীর্দেবী অর্থাৎ সরস্বতী; এবং লক্ষ্মী শব্দে রমাদেবী, এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রাচীনেরা করেন। যদি বলা যায় "এই ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মে লক্ষ্মী আদি রূপ কোন বিশেষ স্বীকার করিতে পারা যায় না, কিন্তু শুদ্ধ চিদ্ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করত বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি হইলে তখনই তাদৃশী লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্ত হন। ইহার উত্তরে—এই উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ, কারণ "বহ্নির উষ্ণতা যেমন বহ্নির স্বরূপ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার পরব্রহ্মের পরাশক্তিও পরব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।" "পরাস্যশক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মের পরাশক্তিই লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন যথা,—যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ভেদরহিত হইয়াও উপচারবশতঃ অর্থাৎ ভেদবিবক্ষায় পরমা লক্ষ্মীর ঈশ বলিয়াই প্রসিদ্ধরূপে কথিত হয়েন, সেই সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। স্কন্দপুরাণেও বলিতেছেন যথা—অপর আর একটী অক্ষর আছে যাহা জড়রূপা প্রকৃতি। আর চেতনরূপা যে প্রকৃতি তিনি বিষ্ণুসংশ্রয়া এবং পরা তিনিই শ্রী। স্কন্দপুরাণে সরস্বতী স্তোত্রে যথা—সর্ব্বজীবহৃদয়স্থিতা, চৈতন্যরূপিণী, কেশবের প্রিয়া, শুক্ল, মঙ্গলদায়িনী, নিত্যা, সরস্বতীদেবীকে নমস্কার করি। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইল।

যদি বল ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই, ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদুত্তরে—তাহা নহে, উক্ত শ্রুতির অর্থ নির্ব্বিশেষ নহে, যথা—"ইহ" এই পরতত্ত্বে "যদস্তি" যাহা আছে "তন্নানা ন" তাহা নানা অর্থাৎ এই পরতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নহে। তাহা পরতত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধি বিশেষ। যেহেতু সেই পরতত্ত্বে বিশেষ আছে। এবং শ্রী এবং লক্ষ্মী ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেও পরতত্ত্বে বিশেষ আছে, ইহাই নিরূপণ করিতেছেন। এখানে গীর্দেবী অর্থাৎ

সরস্বতীদেবীকে লক্ষ্মীরই রূপান্তর বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, ইত্যাদি লক্ষ্মীর বিশেষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধ্রুবস্তবে, ধ্রুব ভগবান্‌কে বলিতেছেন—হে ভগবান্! সর্ব্ব-সংস্থিতি স্বরূপ তোমাতে আহ্লাদিনী, সন্ধিনী (সত্তা) ও সম্বিৎ (জ্ঞান)-রূপিনী একটা অব্যাভিচারিণী শক্তি আছে। প্রাকৃত গুণরহিত তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী এবং মিশ্ররূপা মায়াশক্তি নাই। উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে এক পরাশক্তিকেই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মিক বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে সরস্বতীকে সম্বিৎ-প্রধানা বৃত্তি আর লক্ষ্মীকে আহ্লাদ-প্রধানা বৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। এই সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে সরস্বতীকে লক্ষ্মীর অনুগুণা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু সম্বিৎটী সুখেরই অনুগমন করে।

ভগবানের সহিত লক্ষ্মীর অভেদবশতঃ ভগবানের ন্যায় সেই লক্ষ্মীরও ব্যাপিত্ব অর্থাৎ ভগবত্তুল্য সর্ব্বব্যাপকতা সেই বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে। যথা—সেই জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগামী, ব্যাপকস্বরূপ, লক্ষ্মীও সেই প্রকার সর্ব্বগামিনী, ব্যাপকস্বরূপা, তদ্ধেতু ভেদস্বীকার করিলে অর্থাৎ লক্ষ্মীকে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্না বলিলে, এই ব্যাপ্তিটার অপসিদ্ধান্ত ঘটে। ইহা দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর জীবকোটিত্ব ও নিরস্ত হইল। এই লক্ষ্মীদেবী হরিতুল্য অনন্তগুণা, ইহা বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা—"হে দেবি! হে পদ্মনয়নে! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণসমূহকে বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। তুমি প্রসন্ন হও, নিজজন আমাদিগকে কখনও ত্যাগ করিও না।

লক্ষ্মীর মুক্তিদাতৃত্ব হরিবশীকারিত্বাদি কতিচিৎ গুণসকল সেই বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—লক্ষ্মীস্তবে, —হে দেবি! তুমিই আত্মবিদ্যা এবং বিমুক্তিফলদানকারিণী। হে দেবি! তুমি ভিন্ন আর কে দেবদেব গদাধরের যোগিগণেরও চিন্তনীয় সর্ব্বযজ্ঞময় বপুকে অধিকার করিয়া বাস করে? হে দেবি! তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই ত্রিভুবন সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, সম্প্রতি তোমার দ্বারায় তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহাভাগে! তোমার ঈক্ষণ হইতেই মনুষ্যসকলের দারা, পুত্র, গৃহ, সুহৃৎ, ধান্যধনাদি হয়। হে দেবি! তোমার দৃষ্টির পাত্র মনুষ্যগণের শরীরারোগ্য, ঐশ্বর্য্য, শত্রুনাশ, সুখাদি দুর্ল্লভ নহে। হে অমলে! যে সকল নরকে তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, সত্ত্ব, সত্য, শৌচ-শীলাদি গুণসকলও তাহাকে পরিত্যাগ করে। আর তোমার অবলোকন প্রাপ্ত নির্গুণ ব্যক্তিসকলও তৎক্ষণাৎ শীলাদি সর্ব্বগুণ এবং কুলৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয়। হে দেবি! যাহার প্রতি তুমি ঈক্ষণ কর, সেই ব্যক্তিই শ্লাঘ্য, সেই ধন্য, সেই গুণবান্, সেই কুলীন, সেই বুদ্ধিমান, সেই শূর, সেই বিক্রমী। হে জগদ্ধাত্রি! হে বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, সেই ব্যক্তির শীলাদি গুণসকল তৎক্ষণাৎ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি প্রমাণসমূহ দ্বারা এই লক্ষ্মীদেবী হরির ন্যায় বহুরূপা ইহাই সূচিত হইল। এবং সর্ব্বত্র হরির অনুরূপেই হরির অনুগমন করিয়া থাকেন, ইহাও উক্ত বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা—এই লক্ষ্মী বিষ্ণুর দেবত্বে দেবদেহা এবং মানুষত্বে মানুষীই হন। ইনি নিজের দেহকে বিষ্ণুর দেহেরই অনুরূপ করিয়া থাকেন।

সেই লক্ষ্মীরূপসমূহের মধ্যে শ্রীরাধাই স্বয়ং লক্ষ্মী ইহাই বুঝিতে হইবে। সমস্ত ভগবদ্রূপের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্ সেইরূপ শ্রীরাধিকাই স্বয়ং ভগবতী। অথর্ব্ববেদোপনিষদে পুরুষবোধিনী শাখাতে "মথুরামণ্ডলের মধ্যে গোকুলাখ্য স্থানে" ইত্যাদি বাক্যকে উপক্রম করিয়া "দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা" এই কথা বলিয়া "যাঁহার অংশেতে লক্ষ্মীদুর্গাদিক শক্তি" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেবও ভাগবতে বলিয়াছেন যথা—যাঁহার সমান অথবা অধিক নাই, তাদৃশ রাধস্, অর্থাৎ যিনি আরাধনা করেন সেই রাধিকার সহিত ব্রহ্মস্বরূপ নিজধাম গোকুলে রমমান ভগবান্‌কে নমস্কার করি। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে রাধিকার মন্ত্রকথনে বলা হইয়াছে,—শ্রীরাধিকাই দেবী, কৃষ্ণময়ী,

পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—"এই সকল অবতার, পুরুষের অংশকলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।" সেই দেবীকে এবং বসুদেবেতে স্বয়ং হরি অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন। ইতি॥

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের—তত্ত্ববিনির্ণয়। (ভাগবত সন্দর্ভ)

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে কখনও সেই এক তত্ত্বকে তিনপ্রকারে বলিয়াছেন। কোনস্থানে ব্রহ্ম, কোনস্থানে পরমাত্মা এবং কোথাও ভগবান্। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ, ভেদপ্রযুক্ত জীবকে উহা উক্ত হয় নাই। (ভঃ সঃ ৩।৪)

যাঁহারা পারমেষ্ঠ্যাদি সুখসকলকে থুৎকার করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত সাধনাধীন তৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই তত্ত্বের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যহেতু তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থচিত্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ পরমহংসদিগের যথাবৎ সামান্যরূপে লক্ষিত ও তদ্রূপে স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অথবা শক্তি ও শক্তিমান্‌কে পৃথক না করিয়া তদুভয়ের অভেদত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে, তাঁহারা সেই এক পূর্ণানন্দস্বরূপ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনন্তর স্বরূপভূতা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা কোন বিশেষকে ধারণ করিয়া যিনি অন্যান্য শক্তি সকলের মূল আশ্রয় হইয়াছেন, তাঁহারই অনুভবরূপ আনন্দসমূহে যে সকল ব্রহ্মানন্দসম্পন্ন ভাগবত পরমহংসদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই তদ্রূপ অনুভবের মুখ্যসাধকস্বরূপ তদীয় স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মক যে ভক্তি, তদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ অন্তর্ব্বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলে যিনি সর্ব্বতোভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, অথবা পৃথক্ তাদৃশ শক্তিমানের ভেদদ্বারা প্রতিপন্ন হয়েন সেইতত্ত্বই ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১২।১১ শ্লোকে রহুগণের প্রতি জড়ভরতবাক্য,—বিশুদ্ধ, বাহ্যভ্যন্তরশূন্য পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন এবং নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের নাম ভগবৎ-শব্দ, সেই জ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা বাসুদেব বলিয়া থাকেন।

ভাঃ ৪।১১।৩০ শ্লোকে ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনু-বাক্য;—"তিমি প্রত্যাগাত্মা, ভগবান্, অনন্ত এবং সমস্ত শক্তিসম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাহার প্রতি ভক্তি করিলে ক্রমে "আমি আমার" ইত্যাকার সুদৃঢ় অহংকার ভেদ করিতে পারিবে।" এই প্রকায় হওয়াতে আনন্দমাত্রই বিশেষ্য এবং সকল শক্তিই বিশেষণ। সর্ব্বাপেক্ষা ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠ হইলেন, উক্ত বচনদ্বয়ে ইহাই প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাবির্ভাব প্রযুক্ত ভগবান্‌ই অখণ্ডতত্ত্বস্বরূপ। আর ব্রহ্ম সামান্য সত্তা প্রযুক্ত তাঁহার সমগ্র আবির্ভাব নহে, ইহাই প্রাপ্ত হইল।

ভগবৎ শব্দের অর্থ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—যিনি অব্যক্ত, জরারহিত, অচিন্ত্য, জন্মশূন্য, অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, প্রাকৃত হস্তপদাদিতে অসংযুক্ত, বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূত সকলের উৎপত্তিস্থান, কারণাতীত, সর্ব্বব্যাপক, অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমুদায় হইতেছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই দর্শন করেন। তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরমধাম, মোক্ষাভিলাষিদিগের ধ্যেয় এবং বেদবাক্যে সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া কথিত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। পরমাত্মার ইহাই ভগবদ্বাচ্য স্বরূপ কিন্তু লক্ষ্যস্বরূপ নহে। অতএব সেই আদ্য অবিচ্যুত আত্মার বাচক ভগবৎ শব্দ ইত্যাদি বলিয়া, সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুইটী 'ভ' কারের অর্থ সমন্বিত, আর 'গ'কার নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা এই তিন অর্থবিশিষ্ট। অতএব হে মুনে! সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ। সেই অখিল ভূতাত্মায় ভূতসকল বাস করিতেছে এবং সেই অখিল ভূতাত্মা ভূতসকলে বাস করিতেছেন, ইহাই বা 'ব' কারের অর্থ এই হেতু তিনি অব্যয়, ইহাই বলিয়া; অশেষ জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ

ঐশ্বর্য্য, অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ ইত্যাদি সকল ভগবৎ শব্দের বাচ্য, ইহাতে হেয় গুণসকল কিছুমাত্র নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও বিশেষ্যের বিশেষণ-বিশিষ্টতা বিবেচনা করিতে হইবে।

বিশেষণের অহেয়ত্ব অর্থাৎ অতুচ্ছত্ব ব্যক্ত হইবে। অরূপ ও পানিপাদাদি অসংযুক্ত হইয়া কেবল ব্রহ্মাখ্য বিশেষ্যের আবির্ভাব নষ্ট। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি পদ কেবল বিশেষণ-নিষ্ঠ। বিভু ও ভগবৎ ইত্যাদি পদ বিশিষ্টনিষ্ঠ। অথবা অরূপ ইত্যাদি পদ প্রাকৃত রূপাদি নিষেধ-নিষ্ঠ। পাণি—পাদাদি অসংযুক্ত এই পদটী কেবল সংযোগসম্বন্ধকেই পরিহার করিতেছে, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে নাই। বিভু এই শব্দের অর্থ সমুদায় বৈভবযুক্ত। ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। অব্যাপ্য শব্দের অর্থ অন্যে যাঁহাকে ব্যাপিতে পারে না। সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎ শব্দ-দ্বারা বাচ্য কিন্তু লক্ষ্য নহে। এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছেন,—যেমন গঙ্গা-শব্দ নদী বিশেষের বাচক, তদ্রূপ ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক মাত্র, তট শব্দের ন্যায় লক্ষক নহে অর্থাৎ 'তট' শব্দ যেমন নদীকে লক্ষ্য করে, তাহার ন্যায় ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না। এইপ্রকার হইলে অক্ষয় সাম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম ও ভগবানে সমতা বলিতে হইবে। যাহা হউক এক্ষণে বেদাঙ্গ বিশেষের মতকে আশ্রয় করিয়া এবং রূঢ়ি বৃত্তিকেও অবলম্বন করিয়া 'ভগ' প্রভৃতি শব্দ সকলের অর্থ বলিতেছেন।

'সম্ভর্ত্তা' শব্দের অর্থ স্বীয় ভক্তসকলের পোষক, 'ভর্ত্তা' শব্দে ধারক অর্থাৎ স্থাপক। 'নেতা' শব্দে স্বীয় ভক্তিফলরূপ প্রেমের প্রাপক অর্থাৎ প্রাপ্তি করাইয়া দেন। 'গময়িতা' শব্দে স্বীয় লোক (ধাম) প্রাপ্ত করান। 'স্রষ্টা' শব্দে স্বীয় ভক্তসকলে তত্তৎ গুণসকল বোধ করান। জগৎ পোষকত্বাদি পরম্পরাদ্বারা হইয়া থাকে, তিনি সাক্ষাৎ করেন না।

'ঐশ্বর্য্য' শব্দের অর্থ সর্ব্ববশীকারিত্ব। 'সমগ্র' এই পদ ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টির সহিত অন্বয় হইবে। 'বীর্য্য' শব্দের অর্থ মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, 'যশঃ' শব্দের অর্থ বাক্য, মন ও শরীরের সাদ্‌গুণ্যখ্যাতি। 'শ্রী'শব্দে সর্ব্বপ্রকারসম্পৎ 'জ্ঞান' শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্ব, 'বৈরাগ্য' শব্দে প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। 'ইঙ্গনা' শব্দে নাম। (ভঃ সঃ ৬—১৮)। অন্য প্রকার ভগ্‌ শব্দের অর্থ দেখাইতেছেন যথা—জ্ঞান অন্তঃকরণের, শক্তি ইন্দ্রিয় সকলের, বল শরীরের। ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তেজঃ শব্দে কান্তি। অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে। ভগবৎশব্দের বাচ্য এই পদের অর্থ ইহারা সকল ভগবানের বিশেষণ, কিন্তু উপলক্ষণ নহে. ভগবান্ এই স্থলে নিত্যযোগে মতুপ্‌ হইয়াছে। অস্তের উক্ত প্রকার ভগবদ্রূপের পূর্ণাবির্ভাবরূপ সেই তত্ত্বকেই পূর্ব্বের ন্যায় জীবদির নিয়ন্তৃত্বরূপে স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অথবা প্রতিপাদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞাপনের বিষয় হওয়াতে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদি চ এই ব্রহ্মাদি শব্দ সকল প্রায় পরস্পর অর্থসকলে বর্ত্তমান হইয়াছে; তথাপি সেই সেই ব্রহ্মাদি স্থলে সঙ্কেত প্রাধান্য কথনেচ্ছায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা ভাঃ ১।২ অধ্যায়ে বর্ণিত। (ঐ ২০।২১)

স্বরূপশক্তির এক বিলাসস্বরূপ প্রযুক্ত যিনি স্বয়ং অহেতু হইয়াছেন। স্থিত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হইয়াও যিনি প্রাকৃত জীবের প্রবর্ত্তক অবস্থায় পরমাত্মার অন্যপর্য্যায়ের নিমিত্ত স্বীয় অংশস্বরূপ পুরুষদ্বারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিত্যাদির হেতু হইয়াছেন, তাঁহাকেই ভগবদ্রূপ বলিবে।

ভক্তিযোগদ্বারা নির্ম্মলচিত্ত সম্যক্‌রূপে সুস্থির হইলে, প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ, তদনন্তর, তদধীনা মায়া বেদব্যাসের দর্শন গোচর হইলেন। "ব্রহ্মার ঐরূপ তপস্যাতে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ মহাক্লেশ, তথা—মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশমাত্রও নাই, পুণ্যবান্ পুরুষেরা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করেন। সে স্থান রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুইগুণে মিশ্রিত সত্ত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সেস্থানে কাল-

কৃত বিনাশও হয় না, ইহাতে অন্য শোক মোহাদির কথা কি ? উক্ত বৈকুণ্ঠে যে সকল পরিষদগণ আছেন, তাঁহাদের শরীর উজ্জল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্মসদৃশ, পীতবসন পরিধান, অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার, সকলেই চতুর্ভুজ, সকেলেরই বক্ষস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী। তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের তুল্য। সকলেই দীপ্তিশালী কুণ্ডল এবং মৌলি ও রত্নমালা ধারণ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে মহাত্মাদিগের বিমানশ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়াছে, আর দিব্যাঙ্গনাগণের রূপলাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান। ঐস্থানে সম্পত্তিরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাবিধ বিভব দ্বারা ভগবানের পদদ্বয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমরসকল নানাপ্রকারে গুণগান করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি আত্মপ্রিয় হরির কীর্ত্তিগান করিতে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত নহেন। উক্ত বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি এবং জগৎপতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন। তিনি ভৃত্য বর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অভিমুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শকদিকের হর্ষকর আসবতুল্য দেখাইতেছে। তাঁহার বদন হাস্যযুক্ত, লোচন অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পীতাম্বর পরিধান, তাঁহার চারিটি হস্ত এবং বক্ষস্থল লক্ষ্মীদ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠির এবং প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার এই চারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ ; অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরিবেষ্টিত। আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন। পরন্তু এই প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন। ইহা ব্রহ্মা দেখিলেন। (ভঃ সঃ ৩।—১৪)

যাঁহার সমীচীনা অর্থাৎ উত্তমাভক্তি আছে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্যামসুন্দরাদি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহার সামান্য উপাসনারূপ ভক্তি হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পদাদি কল্পনাময়ী কনিষ্ঠ মূর্ত্তিদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার সম্বন্ধে পরব্রহ্ম স্বরূপ নিরাকার রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন আর যাঁহার জ্ঞান, প্রচুরা ভক্তি তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তিদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন।

পূর্ব্বে ব্রহ্মআদি ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত তত্ত্বকে একস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ যথা—আদি জীবাবির্ভাবের এবং মহদাদি-সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষাকার গ্রহণ (প্রকটন) করেন। সমষ্টি জীব (হিরণ্যগর্ভব্রহ্মা) ও ব্যষ্টি জীব এবং তাহাদের অধিষ্ঠান চতুর্দ্দশ ভুবন ও দেহ সকলের প্রাদুর্ভাবের নিমিত্তই ঐরূপের প্রকট করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎসমুদয় (সমষ্টি, ব্যষ্টি জীব ও তাহাদের অধিষ্ঠান ঐ পুরুষের রূপে লীন ছিল। অতএব পুরুষরূপ কর্ত্তৃক তৎসমূদয়ের আবির্ভাব। চিচ্ছক্তি-সমন্বিত পরমাত্মা কালশক্তিদ্বারা ক্ষোভিতা গুণময়ী মায়াতে (প্রকৃতি-দ্রষ্টারূপে) বীর্য্য অর্থাৎ জীবাখ্য চিদাভাস অর্পণ করেন। সেই পুরুষরূপে, যে উভয়বিধ (ব্যষ্টি, সমষ্টি) জীব ও তদধিষ্ঠান চতুর্দ্দশভুবন উপাদানরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—"মহদাদি সহিত সম্ভূত শব্দে মিলিত, মহদাদি তত্ত্বসমূহ তাঁহার অন্তর্ভূত ছিল। 'সম্ভূত' সম্ পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুর মিলনার্থ প্রসিদ্ধিই আছে। যথা—পর্ব্বতজাতা ক্ষুদ্র নদীসকল মহানদীর সহিত সম্ভূত অর্থাৎ মিলিত হইয়া সাগরে পতিত হয়। সাত্বতশাস্ত্রে উক্ত আছে—"বিষ্ণোস্তু ত্রীনিরূপাণি" প্রথম—মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী-প্রদ্যুম্ন। তৃতীয়—সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী—অনিরুদ্ধ। প্রথম পুরুষাবতার—ব্রহ্মসংহিতায় যাহাকে কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে।

সেইরূপই প্রকটন করিলেন। এই পুরুষের জগৎসৃষ্টি ব্যতীত অন্য কার্য্যেও সামর্থ্য আছে, ইহা প্রতিপাদনার্থ "ষোড়শ কল"—অর্থাৎ সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তি-যুক্ত। কিন্তু ইহার এই পূর্ণত্ব আপেক্ষিত। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের তুলনায় ইনি সম্পূর্ণ শক্তিযুক্ত। শ্রীভগবানের এই প্রথম পুরুষ হইতেও প্রচুর শক্তি আছে। এই প্রথম-পুরুষস্বরূপ শক্তির আশ্রয় হইয়াও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা মায়ার ক্ষোভকারী হইয়া ক্ষোভিত মায়াবৃত্তিসমূহ দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি শ্রীভগবানের অংশবিশেষ; এবং সর্ব্বান্তর্য্যামীপুরুষ ইহার অপর নাম 'পরমাত্মা'। শ্রীভগবান্ কিন্তু তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ঐ পুরুষের অংশী। শ্রীভগবান্ কেবল স্বরূপ শক্তিতে বিলাস করেন।

প্রথম পুরুষ অংশে দ্বিতীয় পুরুষরূপ প্রকট করিয়া প্রলয়কালীন গর্ভোদকে শয়ন করেন; এ বিষয়ে মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে উক্ত আছে, যথা—অনিরুদ্ধ বলিতেছেন—আমার চতুর্থমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব অব্যয় শেষাক সৃষ্টি করেন। এই শেষ সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করেন। নরলীলায় বাসুদেবের পুত্র প্রদ্যুম্ন, দেবলীলায় অর্থাৎ ঈশ্বরলীলায় সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের প্রকট) ঐ প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (আমার) সৃষ্টি। এইরূপে আমার বারম্বার জন্ম হয়।" অনিরুদ্ধের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূতের সৃষ্টি হয়।

যখন আপনার সৃষ্টি পঞ্চভূতদ্বারা বিরাজ (ব্রহ্মাণ্ড) নির্ম্মান করেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলায় প্রবেশ করেন—কিন্তু ভোক্তারূপে নয়। কারন প্রচুর-পুণ্যবিশিষ্ট জীবই তথায় ভোক্তা হয়েন। অতএব বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডই যে পুরুষের রূপ, তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষ-রূপে অবস্থান করেন। মহৎ-স্রষ্টৃ-ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট-পুরুষের অভেদরূপে উক্ত হইয়াছে।

পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ:—পুরুষাখ্য ভগবানের রূপ মায়িক ত্রিগুন-অস্পৃষ্ট, অপ্রাকৃত ও বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ। **তটস্থ লক্ষণ**—তাঁহার অবয়বসংস্থান অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ দ্বারা বিরাট আকার প্রপঞ্চ (জগৎ) কল্পিত হয়। নবীন উপাসকের মনঃস্থৈর্য্যের জন্যই এই বিরাটরূপের উপাসনা উপদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পাতলাদি তাঁহার অঙ্গ নহে। ভগবানের সেই পৌরুষরূপ—বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিত; ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বলবৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে ঐ পৌরুষরূপের অভিব্যক্ত হয় বলিয়া কার্য্য-কারণ অভেদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ—স্বরূপ ও শক্তি অভিন্ন বলিয়া অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের পৌরুষরূপ বিশুদ্ধ এবং উর্জ্জিত-সত্ত্বস্বরূপ। জীবের যেমন জড় দেহ—আর চিন্ময় আত্মা (দেহদেহী ভেদ দেখা যায়) শ্রীভগবানে সেই ভেদ নাই, তিনি চিন্ময়-বিগ্রহ, এজন্য রূপই তাঁহার স্বরূপ। 'বিশুদ্ধ' জড়াংশ-রহিত সত্ত্ব, উহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি, উহা মায়াস্পর্শলেশ সম্ভাবনা রহিত। ঐ সত্ত্ব পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া উর্জ্জিত (সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্) এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্রুতিও পুরুষকে পরমানন্দ বস্তু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রান্যাদ্ যদেষ আকাশ (পরমাত্মা) আনন্দোন-স্যাদিতি।" স্থান কর্ম্মনির্দ্দেশান্তে আকার নির্ণয় করিতেছেন, যথা—"পশ্যন্ত্যদারূপমদভ্রচক্ষুষ॥" ভাঃ ১।৩।৪ "অদভ্রচক্ষু" ভক্তিচক্ষু। ইত্যাদি। নানা অবতারিত্ব দ্বারা পূর্ণত্ব বিবৃত করিতেছেন। যথা—সূর্য্য যেমন সততই নিজরশ্মির আশ্রয়, তদ্রূপ এই পুরুষ অবতারসকলের আশ্রয়, অতএব অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়রহিত। অনন্ত অবতার ইহাতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পূর্ণতার হানি হয় না। তিনিই অবতারাবলীর বীজ (উদ্গমস্থান)। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা অবতারাবলীও অবতারী পুরুষ এই উভয়েরই সেই সেই রূপে নিত্যস্থিতি সূচিত হইল। উভয়ের ভেদ,— অবতারীর নিরপেক্ষ সত্ত্বা; অবতারের সাপেক্ষ সত্ত্বা। কেবল যে অবতারের বীজ তাহা নহে জগতেরও বীজ। প্রচুররূপে পুরুষের অবতার সকল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সামান্যভাবে তাঁহার অংশ এবং অংশীর আবির্ভাব গণনা করিতেছেন। অংশ বলিতে অংশ হইতে আবেশাবতার পর্য্যন্ত এবং অংশী বলিতে মহাবিষ্ণু হইতে স্বয়ং ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। ভাঃ ১।৩।২২ অষ্টাদশাবতারে শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রকটিত হন। স্কন্দপুরাণে শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি অবতার নহেন, সাক্ষাৎ পুরুষ। ১।৩।২৩ উনবিংশ ও বিংশ অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণ জগতের ভারহরণ করেন। এই শ্লোকে 'ভগবান্' শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান'। পুরুষাখ্য অনিরুদ্ধের আবির্ভাব নহেন। আর শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অংশ, এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎ সহায়। পৃথিবীর ভারহরণ রূপ লীলার আনুকূল্য করেন বলিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়রূপ ভগবান্; ভারহরণ করিয়াছেন—বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়েরই ভূভারহরণরূপ এককার্য্য দেখান হইয়াছে। এস্থলে ভগবান্ শব্দটী শ্লিষ্ট অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া আছে। উভয়ের তুল্য ভগবত্তা প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীবলরামকে ভগবান্ বলায় তিনি যে অনিরুদ্ধের অবতার নহেন তাহা শ্রীভাগবত বচন হইতে প্রতিপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যে পুরুষাবতার নহেন তাহার সামান্য কারণ এই—শ্রীকৃষ্ণ অন্যব্যূহ নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ বাসুদেব। শ্রীবলরাম ও অন্যব্যূহনিরপেক্ষ সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে অন্যব্যূহের প্রাদুর্ভাব এজন্য অনিরুদ্ধ হইতে তাঁহাদের আবির্ভাব সম্ভাবনা করা যায় না।

শ্রীহরি সত্ত্বনিধি। সত্ত্ব—অসংখ্যাবতার প্রাদুর্ভাব শক্তি; তাহার নিধি—আশ্রয়। উক্ত অবতারগণ মধ্যে যাঁহারা অংশাবতার, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিশেষ জানিতে হইবে—শ্রীকুমার-নারদাদি আধিকারিক (জগৎসম্বন্ধীয় বিশেষ কার্য্যাধিকারার্থে আবির্ভূত অবতারে জ্ঞানশক্তি শক্ত্যাংশের আবেশ; অর্থাৎ শ্রীনারদ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতিতে ভক্তিশক্ত্যাংশের আবেশ, শ্রীসনকাদিতে জ্ঞানশক্ত্যংশাবেশ এবং শ্রীপৃথুমহারাজাদিতে ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশ। কোন কোন অবতার সাক্ষাৎ ভগবানেরই আবেশ; কারণ তাঁহারা 'আমিই ভগবান্' ইহা বলিয়াছেন; ইহা স্বয়মাবেশের লক্ষণ। শ্রীমৎস্যদেবাদি ভগবানের সাক্ষাৎ অংশ।

শ্রীভগবান্ অখণ্ড-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু, তাঁহার অংশ সম্ভাবনা কিরূপ? তদুত্তরে—অংশ অর্থে—সাক্ষাদ্ ভগবান্ হইলেও অংশরূপে প্রকাশ পাইবার তদীয় অব্যভিচারিণী ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বদা শক্ত্যাদির একদেশিক অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। তাহা নিত্যাস্ত; ঐ ইচ্ছা কেবল ভক্ত্যাভীষ্ট পুর্ত্তিকারিণী, সুতরাং ভক্ত-সঙ্কল্পানুরূপ রূপ, গুণ, লীলাদি প্রকটনপূর্ব্বক সতত তাদৃশরূপে অবস্থান করেন; তদনুসারে যে স্বরূপে ন্যূন-শক্ত্যাদির প্রকাশ তাঁহাকে অংশাবতার বলে। অংশাবতার চিরকালই অংশ, অংশী হইতে পারেন না। অংশী সততই অংশী; সকলেই নিত্য, প্রতিক্ষণেই নূতন। অংশী কখনও অংশরূপে প্রকট হইতে পারেন। কিন্তু অংশের অংশীরূপে প্রকট সম্ভাবনা নাই। ব্রঃসং—"যিনি রামাদি মূর্ত্তিতে কলানিয়মে ভক্ত্যানুগ্রহাভিলাষে সতত সেইরূপে বিরাজ করিতেছেন, অন্যনিরপেক্ষ-সত্তাতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। 'তিষ্ঠন' শব্দে 'স্থা' ধাতুর (গতিনিবৃত্তি) শতৃ (বর্ত্তমানকালীয়)। তদ্দ্বারা অংশাবতারে প্রকটিত শক্তির সতত-বিরাজমানতা (ন্যূনাধিক্য বা অভাবহীনতা) বুঝাইতেছে। "ঋষয়োমানবোদেবা—"(ভাঃ ১।৩।২৭) যাঁহাদের অল্পশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা বিভূতি, আর যাহা মহাশক্তির প্রকাশ তাহা আবেশ। মহত্তম জীবে অল্পশক্তি প্রকাশে বিভূতি; অধিকশক্তি প্রকাশে আবেশবতার; লৌহ অগ্নিসংযোগ ন্যায় (স্বরূপত লৌহই)।

অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ

মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ-অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবানও তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য—নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড

ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহাবতার হন। নর-পশুভাব-গত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র-মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায়—পরশুরাম এবং সভ্যাবস্থায়- রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জীবের ক্রমোন্নত-হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই 'অবতার'। সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটী একটী অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 'অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ ভাগে, কেহ কেহ বা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন। দশটি অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। এই দশটী অবতার অপ্রাকৃত-লীলারূপে লক্ষিত হয়।

ভগবদাবির্ভাবের কারণ ;—"ঈশ্বরের বিলাস দুইপ্রকার, চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুদ্ধ-জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবনের লীলায় সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।

দশাবতার সম্বন্ধে শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশ

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরিকে অনাত্মপদার্থ বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ করিলে-বিশেষ অমঙ্গল। তাঁহাতে সব রস আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-বিগ্রহেও রসবিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন হেয়তা, অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা আরোপ করিতে হইবে না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁদের স্বতন্ত্র নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। নৈমিত্তিকলীলার জন্য এখানে এসে অনিত্য শরীর গ্রহণ করেছেন—এরূপ বিচার ঠিক নয়। তাঁর মায়া-দ্বারা রচিত দেহ জ্ঞান করিতে হইবে না। তাহা হইলে অবজ্ঞা করা হইবে। কৃষ্ণের পরমভাবে যে পরমরসোদয়, সেই রসটির ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষে যে বিকাশ, তাহাতে জানা যায়, তাঁরা পূর্ণ রসময় কৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তি। যেমন মৎস্যাবতারে দেখিতে পাওয়া যায়-শল্কসীম্নি জলধিঃ অলীয়ত। 'শল্ক' মানে আঁইস। তাহাতে জলধি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। মৎস্যাবতারে ভগবান্ জুগুপ্সারতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সত্যব্রতরাজা কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে একটী ক্ষুদ্র মৎস্য আসিলে জুগুপ্সারতির উদয় হইল। 'আমিষস্পর্শ হইল' বিচারে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু বিষ্ণু বলিলেন, আমি ক্ষুদ্র নই,—বৃহদ্বস্তু—মূলবস্তু। রাজা তাঁহাকে কমণ্ডলুতে রাখিলেন। তখন বিষ্ণু তাহার ব্যপকতা-ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য বৃহৎ হইতে থাকিলেন। তাঁহাকে রাখিতে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন তাঁহার প্রভাব জানিয়া নারায়ণ জ্ঞানে রাজা স্তব করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতের হিতকামানায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে বললেন,—অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে লোকত্রয় প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা আসিবে। তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রলয়সমুদ্রজলে নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হইবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিব।" ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়া 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হইয়াছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুশ মন্বন্তরে।

মৎস্যবতারে জুগুপ্সারতির পরিচয় পাওয়া যায়। জুগুপ্সারতি দুই প্রকার,—একটি প্রায়িকী আর একটী বিবেকজা। বদ্ধ জীবাত্মা তামসভাবাপন্ন হইলে মৎস্যযোনি লাভ করে। যাহারা তাহাকে খায়, তাহারাও তমোগুণ বিশিষ্ট। ভার্গবীয় মনু বলেন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্‌বিবর্জ্জয়েৎ" উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যাহারা মাছ খায়, মাছগুলি আবার পরজন্মে মানুষ হইয়া তাহাদের খায়। যাহারা খাইবে, তাহারা তখন মৎস্য হইবে। এইরূপ আদান প্রদান চলিতে থাকিবে। সত্যব্রতের যে ঘৃণা হইয়াছিল, সেটি আঁইসের দুর্গন্ধ পাইয়া। কিন্তু মৎস্যদেব পাপজনিত তনুধৃক্ হন নাই, তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ; অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি ঘৃণার বস্তু নহেন। মৎস্যবৈকুণ্ঠে তিনি নিত্য লীলা করিতেছেন, সেখানে সত্যব্রত রাজা আছেন। যাহারা ভগবদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করে, মাছজাতীয় মাত্র বিচার করে, তাদের নরকে গমন হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থে ম্বুবুদ্ধিঃ শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ পাথরে শালগ্রাম-বিচার নরকগমনের হেতু। যে পাথর রাস্তায় পড়ে থাকে, মানুষ, গরু, ঘোড়া যার উপর চলে যাচ্ছে, শালগ্রাম সেই রকম বস্তু বিচার করলে দর্শনে ভ্রান্তি হইল। তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে হইবে। চেতন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে আমরা পাথর হই। কিন্তু ভগবান্ পাথর ন'ন পাথরে জীবনীশক্তি নাই। তার চেয়ে কিছু চেতনের বিকাশ বৃক্ষে, তদপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানব এবং তদপেক্ষা দেবতায় চেতনের বিকাশ অধিক। দেবতারা জানেন, তাঁদের উপাস্য বিষ্ণু, কিন্তু সকল মনুষ্য এই সত্য জানেন না। কতকগুলি নাস্তিক, কতক ব্যক্তি অজ্ঞেয়তাবাদী, আবার কতক লোক সন্দেহবাদী; নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাদের বিচার—জড় থেকে চেতনধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু চিন্মাত্রবাদ চেতনকেই মূল বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন—পূর্ণবস্তু অচিতের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র। বিষম আবরণের সঙ্গোপনে নিত্যের নির্ব্বিশিষ্ট বিচার। সমজাতীয়ের সংযোগে চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য প্রকাশ।

মৎস্যদেব জুগুপ্সারতির বিষয়, জুগুপ্সারতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎস রসের উদয় হইয়াছে। রস দ্বাদশ-প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর -এই পাঁচটি মুখ্য। সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি, প্রেমভক্তিতে রস—এই তিনটি শব্দ পর পর আছে। সাধনের ক্রমপন্থার এই গুলি জানিতে পারা যায়। প্রেমভক্তিপর্য্যায়ে ভক্তিরস। "শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয়-বিচার। ভাগবত পড়া হইলে আর অভক্ত থাকিবে না, জড়রস থাকিবে না, উজ্জ্বল রসে অধিকার হইবে। কীর্ত্তনের দ্বারা জড়রস সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন না শুনে কীর্ত্তন করিলে অসুবিধা। জড়ভোগপর প্রাকৃত সহজিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসভেদ বুঝিতে পারে না। অপ্রাকৃত রসে শত-সহস্র অখিল সদ্‌গুণ আছে। তাহাতে জড়ের বিগুণভাব আরোপ করিতে হইবে না। ভাড়াটিয়া পাঠকের নিকট ভাগবত পাঠ শুনিতে নাই। তা'দের অন্তর্নিহিত ভোগই ভাগবত পড়িতে দেয় না। বেশ্যার মুখে কীর্ত্তন শুনিতে নাই—তাতে দোষযুক্ত বীজাণুর সংক্রামকতা প্রবেশ করে। ভাগবত পাঠ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন—শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় বিচার। প্রয়োজন—নিজেন্দ্রিয়তোষণ; কিন্তু ভাগবত পাঠ করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-বিচার আসে।

মৎস্যাবতার চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হইতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয় স্বরূপ, আর কূর্ম্মদেব বিস্ময়রতি হইতে জাত অদ্ভুতরসের আশ্রয়। দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মালা ইন্দ্র ঐরাবতকে দিলে ঐরাবত মদমত্ততা-হেতু পদদলিত করায় দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে ইন্দ্রের স্বরাজ্যলক্ষ্মী বিদূরিত হইল। দেবতারা ব্রহ্মাসহ ক্ষিরোদকশায়ীকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলে শ্রীবিষ্ণু সমুদ্র মন্থনের উপদেশ দিলেন। দেবতারা দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করিয়া দেবদানব

মিলিয়া মন্দারপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে সঙ্কল্প করিয়া মন্দার পর্ব্বত আনিতে গেলেন। গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়া অনেক দেবদানবের প্রাণ নষ্ট হইল। তখন পরম কারুণিক ভগবান্ কৃপাদৃষ্টিদ্বারা মৃতগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া একহস্তে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্ব্বত সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। বাসুকীকে রজ্জু করিয়া মন্থনকার্য্য আরম্ভ করিলে পর্ব্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হইয়া সলিল-মগ্ন হইতে আরম্ভ করিল। তখন কূর্ম্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দারকে স্থাপন করিলেন। দেবগন পুচ্ছদেশ ও দানবগণ অগ্রভাগ ধারণ করিয়া মন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে হলাহল বিষ উঠিল। তখন সকলে সদাশিবের শরণাপন্ন হইলে আশুতোষ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে হলাহল পান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। লোক পাবনার্থ সেই হলাহল পান করিয়া 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারন করিলেন। যে বিষটি তিনি গ্রহণ করিলেন, তা'তে তাঁহার কোন অসুবিধা বা অমঙ্গল হয় নাই। যেমন বিষপান নীলকণ্ঠেই সম্ভব অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র অসমর্থ অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করিলে তাহাদের অসুবিধা হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায় ঐপ্রকার ভোগবুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশের মধ্যে পতিত হইবেন। অরুদ্র হইলে—হরিভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া ভক্তি পাইয়াছি বিচার করিলে দুর্দ্দৈব জানিতে হইবে। মহাদেব যে বিষপান করিয়াছিলেন সেটা এত তীব্র যে, তাঁহার পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ পড়িয়া গিয়াছিল, সেইটা গ্রহণ ক'রে বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি এত তীব্র বিষধর হইয়াছে। তারপর সমুদ্র হইতে কতকগুলি বস্তু উঠিল। সুরভিগাভী উঠিলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠিলে ভগবনের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান করিলেন। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতি ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করিলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা অসুরেরা গ্রহণ করিল। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হস্তে লইয়া উঠিলেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগনকে অমৃত বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহাতে বিস্ময় রতি ও অদ্ভুত-রসোদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিস্ময়রতির কারণ। কেবল রাহু দেব-চিহ্ন ধারণ করিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পান করিয়াছিল। ভগবান্ উহা জানিতে পারিয়া চক্র-দ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদন করিলেন। অমৃত-পান-হেতু তাহার মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হইল। শরীর মস্তক হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। কোন কোন পুরাণের মতে ঐ শরীরটি কেতু হইল।

ভাগবতে ১২।১৩।২ কূর্ম্মদেবের একটি প্রণাম মন্ত্র আছে:—পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দর গরিগ্রীবাগ্রকণ্ডূয়-নান্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ। যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং যাতায়াত—মতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥ "অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্র ঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত হইতেছে না।" সেই কূর্ম্মদেব যে নিঃশ্বাস ফেলেন, তাতে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরিয়া যায়। কূর্ম্মদেবের শ্বাসপ্রশ্বাসে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোত অদ্যাপি স্তব্ধ হয় নাই। তাহাতে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরিয়া যায়। এই রত্নসকল ভোগ করিবার বাসনা হইলে অমঙ্গল। নারায়ণ ভোগ্য বিষয় জীব-ভোগ্য হইল অসুবিধা। জগতে আমরা জাগতিক ব্যাপারকে 'অধন' বলিয়া বুঝ্‌তে না পেরে 'ধন' জ্ঞান ক'রে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া যাই। লক্ষ্মীর নিকট বর প্রার্থনা করি জাগতিক সৌভাগ্যান্বিত হইবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যের জন্য যত্ন করি না। কূর্ম্মদেবের শ্বাসপ্রশ্বাস নিত্যকাল আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের অভাব কোন্ জিনিষটা কাহার দ্বারা ভগবৎ প্রসাদ পাইতে পারি, এসকল বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করি না। ভগবদ্‌বোধবিচার উপস্থিত হইলে কেবলমাত্র স্বর্গসুখ বা পার্থিব সুখাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না। যাহাতে ভগবানের

সুখবিধান হয়, সেইরূপ কার্য্যকরার চেষ্টা হয়। বিষ্ণু কামদেব, তাঁহারই সব। তাঁর কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাহাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হইতে লক্ষ্মীহরণপিপাসা আসে। কূর্ম্মের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না করিলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেবা-বিমুখ হইয়া যাই। সেটি অমঙ্গলের কথা।

এই কূর্ম্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্ম্মদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন যোগাইতেছেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী দেব-পূজ্যা, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে দেখাইলেন। তিনি সাহায্য না করিলে সমুদ্র হইতে জিনিষ পাওয়া যাইত না। "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" বিচারে যখন মন্দর নামিয়া যাইতেছিল, তখন তিনি নিজ পৃষ্ঠে উহাকে রক্ষা করিলেন। "অস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ।" কূর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস হইতে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হইলে কূর্ম্মদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। কূর্ম্মদেবের বিচিত্রতা সকলের পক্ষে বুঝা কঠিন। অসুরগণ বুঝিতে পারে না। তাহারা ভোগরত। দেবতারা যাহা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করিয়া। লক্ষ্মীকে তাঁহারা নারায়ণভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান করিয়াছিলেন।

শ্রীবরাহাবতারঃ—বরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হইতে উদ্ভূত। তিনি ভয় রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশ-মূর্ত্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজভার্য্যা শতরূপার সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মদাতা ব্রহ্মাকে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ক্ষনমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দন্তদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়াছেন। 'হিরণ্য'—মানে সুবর্ণ, যাহারা সর্ব্বদা ধন সংগ্রহে ব্যস্ত তাহারা হিরণ্যাক্ষ।

শ্রীনৃসিংহাবতারঃ—'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুইটি সংগ্রহে ব্যস্ত। তাহাকে বধ করিবার জন্য শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রয়াসবিশিষ্ট, তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল নৃসিংহদেব বিনষ্ট করিয়া দেন। গণদেব সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করেন। তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশ করিয়া মানুষকে সেবাবিমুখ করিয়া দেন। গণদেবতার নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্তি অতি সামান্য। ইন্দ্রিয়জসুখ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশামাত্র লাভ। কিন্তু নৃসিংহদেবের বাৎসল্য এরূপ নহে। তাঁহার স্নেহ ইহার চেয়ে অনেক বেশী। জাগতিক সুখান্বেষী ব্যক্তি যেটুকু নিয়ে ঘোরে, গণেশ তা'র সাহায্য ক'রে, তাহাকে ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ করেন। চিত্তটা একটা কার্য্যে থাকলে অন্যত্র যায় না। অন্ধকারে থাকিলে আলোক-বঞ্চিত হয়, আর আলোকে থাকিলে অন্ধকার আসিতে পারে না। ভগবৎ-সেবা বিমুখ থাকিলে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষবাঞ্ছা প্রবল থাকে, আর ভগবৎসেবা-বিশিষ্ট হইলে সেগুলি আসিতে পারে না অধ্যক্ষিক বিচারে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়—দুইটি কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ—আশ্রয়, আর নৃসিংহদেব—বিষয়। মাদ্রাজে পার্থসারথীর মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন করিয়াছে। তথায় বিষয়-আশ্রয়ে অনেক ব্যাবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-আশ্রয়-বিবেক দশমে পাই। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়। তাঁহারা সমান আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে এক সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু গৌরববিচারে বিষয়ের স্থান পরমোচ্চ। অন্যত্র

বিষয়াশ্রয় সম্ভ্রমজন্য দূরে অবস্থিত। মাধ্রাজে লক্ষ্য করিয়াছি— কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী, কিন্তু এটা ঐশ্বর্য্য প্রধান বিচারে লোক-ভ্রান্তির জন্য। বাহিরে আশ্রয়জাতীয় বিচার, প্রকৃত প্রস্তাবে উপদেষ্টা কৃষ্ণ— বিষয়, আর উপদিষ্ট অর্জ্জুন— আশ্রিত; দারুক কৃষ্ণের সারথী। অহঙ্কার প্রণোদিত ব্যক্তিরা বিষয় না বুঝিয়া ভক্তি-গ্রহণের বদলে জাগতিক অমঙ্গল বরণ করিয়া থাকে, ভগবৎসেবায় রসবিপর্য্যয় ঘটায়। বিশুদ্ধ সখ্যবিচার বা বাৎসল্য মধুর-বিচার এবং গৌরববিচারে অনেক পার্থক্য আছে। নৃসিংহদেবের যে বাৎসল্যবিচার, তাহাতে ঐশ্বর্য্য প্রাধান্য থাকিলেও বাৎসল্যরসের প্রকাশমূর্ত্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে আনিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবায় স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নাই। তাহা হইলেও এটি গৌরববিচারযুক্ত কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া তাল পাড়িয়া থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে গিয়া সেবার বৈক্লব্য-সাধন কর্ত্তব্য নহে। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর সখ্য মুখ্য। এই গুলিতে বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যে গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা না পান তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করিতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেব বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব, উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভুজষট্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হইয়াছিলেন। অন্যপ্রকার বিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষট্ক প্রকাশ। দুইবার দেখাইয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস। শ্রীবলদেবের হাসরতিতে হাস্যরস।

শ্রীবামনাবতার—বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি জগতের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু বামনদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপন করিতে আসিতেছেন। ইহা বলি আগে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দান করিতে বসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী শুক্রাচার্য্য, যিনি অসুরদিগের পুরোহিত ছিলেন, যাঁহার নাম কবি, তিনি দান করিতে নিষেধ করিলেন। বলির দানের অভিমান ছিল। উহা তপস্যাপ্রধানবিচার। আমার জিনিষ অন্যের কাজে দিব, যে দান চাহিবে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, তাহাতে অসম্পূর্ণতা আছে; কিন্তু ভগবানের দয়া—পরিপূর্ণ বস্তু। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।" বলিরাজা সাধারণ লোকের ন্যায় বিচারসম্পন্ন, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুভক্তির জন্যই যত্ন ক'রে থাকেন। তিনি বলিতেছেন "ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি। সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥" তিনি বলিকে বলিতেছেন, ভগবান্‌কে তুমি ছোট মনে করিতেছ; তিনি ভিক্ষুক-সজ্জায় এসেছেন ব'লে তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু ভাব। পৃথিবী—তোমার যাহা সম্পত্তি আছে, তাহাতে কুলাইবে না; সব চ'লে গেলে বেকার হইবে। যখন পা বিস্তার করিবেন, তখন 'দু'টি পায় সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারিবে না। তোমার সব গেলে থাকিবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্য্যকেও বেকার হইতে হইবে। এজন্য বলিতেছেন—দান ক'রে কাজ নাই, তোমার ভাণ্ডে এত জিনিষ নাই। বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি, এখানে মাত্র একপাদ। চারিপোয়াতে পূর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশে আনিতে পারা যায় না। জগৎকে ত্রিপাদবিভূতি দেখিতে দেওয়া হইতেছে না, তা'দের বামন-দর্শন-ক্ষমতা হয় নাই। আমাদের দৃষ্টি একপাদযুক্ত। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশ হইতে জানিতে পারা যায় না। বামনদেব— সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখাইয়া উপকার করিতেছেন না, বৈকুণ্ঠপর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। সেখানকার যাহা কৃত্য তাহাও করাইবেন। অনাত্মপ্রতীতিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুইটী মাত্র বিচার। আধ্যক্ষিক

চিন্তাস্রোত ব্যতীত জগতের লোক আর কিছু বোঝে না। তদ্দ্বারা কেহ অজ্ঞ, কেহ নাস্তিক, কেহ সন্দেহবাদী, কেহবা অপরোক্ষানুভূতিতে যত্নবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে যাইয়া সেবা করিতে হয়, সেবকের আত্মদান করিতে হয়। সেটি আর একটি পা দিয়া ভগবান্ গ্রহণ করেন,—"ত্রেধ নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে" এখানে একটি স্থূলশরীর আর একটি সূক্ষ্মশরীর, এই দুইটির যে ব্যোম, তাহা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ব্যোম পরব্যোম—চেতনের ব্যোম। সেখানে সব চেতন পদার্থ, উপাধিমাত্র নহে। সূক্ষ্মশরীর যে ব্যোমে থাকে, সেটি চিদাভাসাকাশ। ভূতাকাশ ও সূক্ষ্মাকাশ হইতে পরব্যোম স্বতন্ত্র। সেখানে আত্মপ্রতীতি ; অনাত্মবিচার সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহজগতের ভোগ ও ত্যাগ—স্থূল সূক্ষ্ম-বিচার লইয়া সেখানে যাওয়া যায় না। তাহা 'সদসত্যাৎ পরম্'। 'সৎ' শব্দে স্থূল অস্তিত্ব। 'অসৎ' শব্দে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। স্থূল-সূক্ষ্মভাবরহিত আত্মজগৎ। সেখানে জাগতিক বস্তু নাই। 'আত্মবিৎ' এর অবস্থিতিক্ষেত্র স্থূল বা সূক্ষ্ম আকাশ নহে, ইহা ছাড়াইয়া অধোক্ষজপদার্থের অবস্থান।

বলি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু— পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যাহাতে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল—সব দিয়া দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখাইলেন। সেখানে উপাধি নাই। নিরুপাধিক হইয়া হরিসেবা কর। কামদেব সেবা লইতে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, যাহাতে ষষ্ঠী ও প্রথমার প্রয়োগ—সব লইলেন। তিনি কিরূপ সখা? প্রপঞ্চবন্ধু বা স্বজনাখ্য দস্যু নহেন। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য পার্থিবমিত্রতার বিচার। তা'র থেকে পরিণামে বঞ্চিত হইতে হয়। ভগবান্ দুইটি পা দিয়া সেগুলি চাপা দিয়া তৃতীয় অবস্থার নিজত্ব—আত্মা পর্য্যন্ত লইয়া পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন। এখানে সখ্যরসের সুনির্ম্মলতা। ইহা অন্যত্র নাই, এখানেও মুখ্যরসাশ্রয়।

পরশুরাম—ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটি অবতারের মধ্যে সাতটিতে গৌণরস আর তিনটী অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া যাওয়া। এটিও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্ত্তি নাই। নিজের চেষ্টায় সেবা না করিয়া অজ্ঞতা-মুখে সেবা। ভৃত্য বেশ বুঝিতে পারে—সেবা করিতেছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝিতে পারে না, অথচ সেবা করে। জড়রসরহিত হইলে সেবনযোগ্যতা আসে। যোগ্যতার আকার নাই। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অস্ফুট। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেণীর মাঝামাঝি বলা হয়। মুখ্যের আদিম অবস্থা দাস্যের দিকে ধাবিত হইতেছে, গমনপথে এই শান্তরস। বুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরতি থেকে যে কারুণ্য, সেটি রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্ত-রতিতে জগতের অহিংসার জন্য করুণাপ্রকাশ, তাহাতে শোকরতির আমেজ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাক্য-সিংহ একটী বৃদ্ধকে দেখিলেন। বৃদ্ধটি চলিতে পারে না, তাহাতে একটু শোক হইল—আমি পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না, এ অভাব দূর হয় কি প্রকারে? পার্থিবভোগ ত্যাগ করিয়া অহিংস হইয়া তপস্যা করিলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার করিলেন। কেহ কেহ এখানে জুগুপ্সারতিতে জাত বীভৎস-রস ও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস—গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বলিয়াছিলেন,—"ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, Politics জিনিষটা Intelligence-এর উপরে উঠিবে। যাহাদের জড়জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হইবার চেষ্টা, তাহাদিগকে জব্দ করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হইব। ক্ষাত্রধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপর থাকিবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা—বুদ্ধি। তাঁহাদের বুদ্ধি না লইলে বাহুর (ক্ষত্রিয়ের) দুর্গতি হয়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন- আরা জেলার সাসারাম নামক স্থানে রাজ্য করিত। তাহার হাজার বাহু ছিল; সহস্ররাম (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হইতে 'সাসারাম' হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু কাড়িয়া লইয়াছিল

তাহাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন বিচার হইয়াছিল—"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্" এক ধার থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান ছিল। তিনি পরে মসীজীবী হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্যরস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার করিয়াছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মারিয়া ফেলিব। সে গোপরূপ ধারণ করিয়া রাম-কৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে থাকিলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হইয়াছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে লইয়া গিয়া সংহার করিবে, কিন্তু বলদেব বজ্র-মুষ্টিতে তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্ম্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটীকে বিনাশ করিয়া থাকেন। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাকে প্রবল করিবার জন্য আমাদের যত্ন; কিন্তু বলদেবের কৃপা—সেগুলি বিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁহার রূপবৈভব হইতে মৎস্যাদি অবতার-সকল উদ্ভূত, তাঁহাকে জড়জীব মনে ক'রে মারবে! অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা লইয়া বলদেবকে সংহার করিয়া কংসের উপকার করিবে মনে করিয়াছিল। তাহাতে হাস্য রসের উদয় হয়। যাহার যে ক্ষমতা নাই, তাহা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্যের উদয় হয়।

কল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিককুলকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। অধার্ম্মিকগণের বিচার—ধর্ম্ম নাশ করিবে, ধর্ম্মের প্রসার ধ্বংস করিবে—খাবে দাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহরতির দরকার হয়। "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥" উৎসাহরতিযুক্ত হইয়া কল্কিদেব অধার্ম্মিককুলকে বিনাশ করেন। উৎসাহরতির দ্বারা বীররসের আবাহন করিয়া থাকেন। অধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে উৎসাহ প্রয়োজন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ মনে করিয়াছিল রামকৃষ্ণকে খাইতে দিবে না, তাহারাই ভোগ করিবে, কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণ রামকৃষ্ণকে খাওয়াইলেন। সত্য নষ্ট করিতে অসংখ্য লোকের চেষ্টা। সকলে মিলিয়া হরিকীর্ত্তন করিলে আর কোন মতভেদ থাকিবে না। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নাই, ইহা না বুঝা পর্য্যন্ত রাবণের সীতা-হরণ চেষ্টা। ভক্তি-রহিত হইয়া যে সকল প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা; সে সব ঘুচিয়া যাইবে—বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাহাতেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কোন রসবিশেষের প্রকাশের উপাসনায় জড়রস দূর হয়। গৌণজগতে মুখ্যরসের কথাগুলি ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলে ফলপ্রদ হইবে না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের কথা আলোচনা করিলে ক্ষুদ্রচিন্তা হইতে নিরুৎসাহ হইয়া হরিকীর্ত্তনে পূর্ণ উৎসাহ আসিবে। পূর্ণরসের আশ্রয় হরিকে আশ্রয় করিলে ঝগ্‌ড়া, মৎসরতা থাকিবে না।

১। মৎস্যদেব চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হইতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয়স্বরূপ।
২। কূর্ম্মদেব চিন্ময়ী বিস্ময়রতি হইতে জাত চিন্ময় অদ্ভুতরসের আশ্রয়স্বরূপ।
৩। বরাহদেব চিন্ময়ী ভয়রতি হইতে জাত চিন্ময় ভয়ানকরসের প্রকাশমূর্ত্তি।
৪। নৃসিংহদেবে ,, বাৎসল্যরতি ,, ,, ,, বাৎসল্যরস (মুখ্য)।
৫। বামনদেব ,, সখ্যরতি ,, ,, ,, সখ্যরস (মুখ্য)।
৬। শ্রীবলদেবে ,, হাস্যরতি ,, ,, ,, হাস্যরস।

৭। পরশুরামে চিন্ময় ক্রোধরতি হইতে জাত চিন্ময় রৌদ্ররস।
৮। শ্রীরামচন্দ্রে ,, শোকরতি ,, ,, ,, করুণরস।
৯। বুদ্ধদেবে ,, শান্তরতি ,, ,, ,, শান্তরস (মুখ্য)।
১০। কল্কিদেবে ,, উৎসাহরতি ,, ,, ,, বীররস।

অবতারসকলের মধ্যে সাতটি গৌণরস ও তিনটি মুখ্যরসের আশ্রয়। এই তিনটি যদিও নিত্যরসের অন্তর্গত, কিন্তু গৌণরসের বিচার প্রণালী তাহাতে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যাহাতে লোকের ভ্রান্তি হইতে পারে। যেমন নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু, তিনি বৎসল রসের আশ্রয়াবিগ্রহের বিষয় না হইয়া বস্তু আপাতদর্শনে আশ্রয়প্রতিম হইলেন কেন? নৃসিংহদেব অবতার। অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের সুষ্ঠু বিচারের বাধা হইতে পারে না। তিনি প্রভু, আর আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব সেবক তদধীন। এজন্য নারসিংহী, বামনভক্ত ও শাক্যসিংহভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনের রসবৈষম্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে লক্ষ্য করি; ভগবান্ বিষয়, সুতরাং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বৎসলরসে সেবকের অধিকার আছে। প্রহ্লাদের রসের বিচার আশ্রয় জাতীয় হইলেও ভগবত্তার কৃপা তাঁহার উপর আসিল কেন? ভগবানের সুখটুকু আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। আশ্রয়জাতীয় ব্যক্তি বিষয়রূপে জগৎ ভোগ করিতেছে। কিন্তু আশ্রয়জাতীয়ের যে ভোগ; তাহার সুষ্ঠুতা ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের অভাব। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্রয়াভিমান পূর্ণ, আর শ্রীনৃসিংহদেবের বিষয়াভিমান পূর্ণ। এখানে আশ্রয়াভিমান বিরোধি-সত্ত্বদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। স্ব-পর-বিরোধিতত্ত্ব-বিশারদ যাঁহার, অর্থপঞ্চকের পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চার বিচারে স্ব-পর-বিরোধী প্রভৃতি বিচার তাঁহারা জানেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে ইহা আলোচ্য।

বৎসলরতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গল-নিরসন-সেবা করিতেছেন। ভক্তিপথের বাধা নষ্ট করিয়া দিতেছেন। আশ্রয়জাতীয় বিচারে যে সন্দেহ, সেটা নিরাকরণ করিতেছেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে নিজসেবাগ্রহণের উদ্দেশে কিছু কামনা করিতেছেন না। যেমন গোপীর অঙ্গমার্জ্জন, কিসের জন্য? কৃষ্ণসুখের জন্য? ভোগ্যা জড়বিচারপরা ভোগিনীর নিজসুখপরা অঙ্গ-মার্জ্জন তাহা হইতে তফাৎ। বৎসলরসের বিষয় নৃসিংহদেবের সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিলে লক্ষ্য করা যায়, প্রহ্লাদের রাজ্য বা নিজভোগবাসনা ছিল না। সেবকাভিমান প্রবল ছিল। নিজে নৃসিংহ হইয়া যাইব, এ বাসনা ছিল না। "দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" বিচার তাঁহাতে পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং **ভক্তের রসটি পূর্ণ করার জন্য ভগবানের যে অনুগ্রহ**, সেটা জড়-জগতের ভোগ-ত্যাগ-বিচারের মত নহে। গণেশের উপাসকগণের ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছেন না। তিনি বলেন না, আমার পিতার দেহটিকে নখ দিয়ে চিরে নষ্ট করিয়া ফেলুন। তিনি প্রার্থনার ভার প্রভুকে দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জড়-কামনা— আত্মতোষণ-কামনা নাই। ভক্তের সর্ব্বাত্মদ্বারা পরমাত্মতোষণ ব্যতীত অন্য কামনা নাই; শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বারা আত্মতোষণ অর্থে পরমাত্মার সেবা। বিষয়-আশ্রয়ে ভেদ নাই। মধুররতিতে গোপীর অঙ্গ-মার্জ্জনে কোন দোষ নাই। কিন্তু রমার অঙ্গমার্জ্জনে ঈশ্বরী-বিচার প্রবল, এখানে তাহা নাই। বৎসল-রসের যে-বিচার, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ভক্ত সেবার জন্য প্রচুর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি আত্মতোষণ বা বদ্ধজীবতোষণ? তাহা নহে। ভগবানের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহাদের কেহ বাধা দিতে পারেন না। ভক্তজানেন, ভগবান্ তাঁহার উপাস্য আর গণেশ মহাশয় জড়জগতের ব্যক্তিগণের সিদ্ধিদাতা—যাহারা ভগবানের উপাসনা করে না, তা'দের ছেলে-ভুলানো কাজে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

গণেশের উপাসনায় জড়সবিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্ব্বিশেষতত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষতত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক বস্তু। গণাধিপ—Leader, জগতের যত রকম Leadership আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন গণাধিপ—গণেশ; আর নৃসিংহদেব হচ্ছেন সেই গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাপ্রিয় জনগণের শ্রেষ্ঠ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—নারায়ণ বা ব্রহ্ম হইয়া যাইব, এসকল ক্ষুদ্রা পিপাসায় যাহারা ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের সুবিধা দেন গণেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষবিচারপর প্রহ্লাদ মহাশয়ের ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নাই। যে দুশ্চিন্তা মানবকে আক্রমণ করিয়া ভোগতাৎপর্য্যপরতায় বিলীন করিয়াছে সে প্রকারের কথা ভাগবতে নাই। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় মাধুর্য্য, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত বিচারের বিষয়গুলি আর জড়-জগতের বিষয়াশ্রয়-জনিত প্রেরণা একরকম মনে করিতে হইবে না। সব সমানজাতীয় নহে। তাহা হইলে জড়ভোগবাদী বা ত্যাগ-মহিমাপর ব্রহ্মবাদী বলিবে,—"ভক্তেরও বাসনা ভগবানের সেবা করা; সুতরাং এখানেও কামনা আছে।" কিন্তু তাহা নহে। আশ্রয়-জাতীয়ের নিত্যবৃত্তির যে স্বরূপগত চেষ্টা, তাহাতে বাসনা জাতীর Imperfection—অযোগ্যতা আরোপ করিতে হইবে না। অভক্ত, অবিবেচকগণ আরোপ করেন।

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। দ্বিতীয় উপলব্ধি। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব (শ্রীরূপপ্রভু)।

বিল্বমঙ্গলে—"পদ্মনাভের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বিবিধ অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণভিন্ন এমন কেই বা আছেন, যিনি লতা পর্য্যন্তকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন।" পরমৈশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র এই শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক—এই চারি স্থানে তাঁহার বাস, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। রাম ও নৃসিংহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা নিরাসার্থ বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে মৈত্রেয়-প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপরাশরের উক্তি—"অখিল লোকের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহারের কর্ত্তা ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর বধার্থ অলৌকিক শরীর গ্রহণপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না হইয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। রজোগুণের প্রাবল্যবশতঃ মৃত্যুসময়ে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্তিফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্য-সুদুর্ল্লভ নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত সেই অনাদিনিধন পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে মনোবৃত্তির বিষয় না করিতে পারায়, তাহার মন সেই নৃসিংহরূপী ভগবানে বিলীন হইতে পারে নাই। রাবণদেহে কামাসক্তচিত্ততাহেতু জানকীতে অসক্ত হইয়া, দাশরথিরূপে প্রকট শ্রীভগবানের রূপ দর্শনমাত্রই করিয়াছিল। মৃত্যু সময়ে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া তাহার অন্তঃকরণে কেবল মনুষ্য বুদ্ধিই উদিত হইয়াছিল। পুনরায় (দ্বিতীয়বার) শ্রীরামের হস্তে নিধনমাত্রের ফলে শিশুপালদেহে অখিলভূমণ্ডলের শ্লাঘনীয় চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবাদি সমস্ত ভগবন্নামের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেজন্য শিশুপাল সেই সকল সকারণ নামদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল। বহুজন্ম পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে বিদ্বেষ করায় তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং অনবরত বৈরানুবন্ধহেতু নিন্দন ও তর্জ্জনাদিতে সেই সকল ভগবন্নামের উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল-বৈরিতার প্রভাবে অটন, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি ভিন্ন ভিন্ন সকল অবস্থাতেই প্রফুল্ল পদ্মপত্রসদৃশ কমললোচনযুগলে রমণীয়, অতিশয় উজ্জ্বল পীতবসনবিশিষ্ট, দীপ্যমান কিরীট, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত, সুবলিত ও আয়ত-চতুর্ভুজ-ভূষিত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মদ্বারা অলঙ্কৃত সেই ভগবদ্রূপ বিষ্ণুতেই শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। অনন্তর আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে অন্ত সময়ে দ্বেষাদিজনিত অপরাধ বিনষ্ট করিয়া নিজবিনাশের জন্য ভগবৎপ্রক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্রের কিরণমালায় উজ্জ্বলীকৃত অক্ষয় তেজোরূপ পরব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। ভগবৎস্মরণপ্রভাবে যাহার সমস্ত কর্ম্মবন্ধনরূপ

পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই শিশুপাল তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-প্রেরিত সুদর্শনদ্বারা নিহত হইয়া তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাতেই মিলিত হইয়াছিল অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিল। বৈরানুবন্ধেও এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া যখন সুরাসুরের দুর্ল্লভ ফল লাভ হয়, তখন ভক্তিমানেরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষজনিত অত্যাবেশবশতঃ শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বেনরাজ প্রভৃতির বিষ্ণুবলিয়া অনিশ্চয়ে ও অবেশ-রাহিত্য হেতু মুক্তির পরিবর্ত্তে নরকেরই কারণ হইয়াছিল।

যেহেতু এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ বিদ্বেষীর চিত্তও শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া থাকেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ভজনীয়রূপে ঈপ্সিত হইয়াছেন।

দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক এবং চতুর্ভুজ প্রভৃতি নামসকল তুল্যকারণে নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া 'বাসুদেব' এবং মধুবংশে-জাত বলিয়া 'মাধব'-নামে অভিহিত হন। শ্রীহরিবংশেও "যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দাম বন্ধন করায় সেই নামেই ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'দামোদর' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" সেই হরিবংশেই—"শকটের নিম্নবর্ত্তী লঘুপর্য্যঙ্কে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ সেই শকটের অধোভাগে শয়ন করিয়াই, যে ধাত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বিষাক্তস্তন অর্পণ করিতেছিল, সেই মহাকায়া ও মহাবলা, নীচাশয়া ও ভয়ঙ্করী, শকুনীরূপা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রজবাসী সকলে মৃতা রাক্ষসীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন' এই নিমিত্ত তিনি 'অধোক্ষজ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার যেন শকটের অধঃস্থিত অক্ষে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এই হেতু তাঁহাকে অধোক্ষজ বলে,' টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

হরিবংশে ইন্দ্রের উক্তি—"আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর তুমি গোগণের ইন্দ্র হইলে, এই নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সকল লোক তোমাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া চিরকাল কীর্ত্তন করিবে।" পুনঃ—"হে কৃষ্ণ! গোগণ যেমন তোমাকে আমার উপরিভাগে ইন্দ্ররূপে স্থাপিত করিলেন, তেমনই স্বর্গে দেবগণ তোমাকে 'উপেন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা কেশিদানবকে বধ করায় তুমি লোকে 'কেশব'-নামে অভিহিত হইবে। ইত্যাদি নামসকল হেতু-ভেদে এই শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত আছে।

বিদ্বেষ্টা অসুরগণ কৃষ্ণকে না পাইয়া (অর্থাৎ কৃষ্ণভিন্ন অন্য কোন অবতার হইতে) মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যথা গীতায় (১৬।১৯—২০) "আমি সেই সাধুবিদ্বেষী, নিষ্ঠুর অশুভস্বরূপ নরাধমদিগকে এই সংসার মধ্যেই আসুরী যোনিসমূহে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়, আমাকে না পাইয়াই তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট গতি লাভ করে। আমার শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অধম-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" অতএব নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ এই তিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ হতারিগতিদায়কত্ব (মুক্তিদাতৃত্ব) স্বভাব অন্যাবতারে পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্বায়ম্ভুবাগমে-চতুর্দ্দশাক্ষর-মন্ত্রের বিধানস্থলে রাম-নৃসিংহাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ রূপে পূজিত হইয়াছেন।

ভাঃ ২।৭।২৬ শ্লোকে—"যাঁহার পদবী লোকগোচর হয় না, দৈত্যসেনাদ্বারা নিপীড়িতা পৃথিবীর ক্লেশ বিনাশের জন্য সেই 'সিতকৃষ্ণকেশ' অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অসাধারণ মহিমা-সম্ভূত কার্য্য করিবেন।" ইহার অর্থ যথাঃ—'কলা' দ্বারা—শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধান দ্বারা, সিত—বদ্ধ হইয়াছে; কৃষ্ণ—অতিশ্যাম কেশ, যৎকর্ত্তৃক তিনি, এইরূপ সমাস। অথবা যিনি, কলাদ্বারা—অংশদ্বারা সিতকৃষ্ণকেশ, ইহাদ্বারা তাঁহার বৈদগ্ধী বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল।

অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ-কেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরাব্ধিপতি যাঁহার অংশে আবির্ভূত সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন,—"প্রলয় সমুদ্রস্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ।" "আমি পুনঃ পুনঃ এই জগৎপতি দেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু বারম্বার দর্শনেও, প্রলয় সময়ে তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারি নাই। প্রলয়ান্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে জানিলাম,— সেই জগৎপতি, তোমার পিতা অনিরুদ্ধ।" কারিকা—অন্যথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে, মুনিবর বলিতেন যে, তিনি তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ। কারণ বজ্রের পিতা অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতা প্রদ্যুম্ন, আর প্রদ্যুম্নের পিতা শ্রীকৃষ্ণ। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বজ্রের প্রপিতামহ। অতএব কেশাবতারের যে ভ্রান্তি, তাহা সুদূর পরাহত হইল।

শ্রী-সম্প্রদায়ের কথিত শ্রীকৃষ্ণকে পরব্যোমনাথের অবতার—জন্মাদিলীলা—প্রকটন হেতু অবতার বলিয়া কথিত হইলেও, অন্যাবতার অর্থাৎ রাম-নৃসিংহ হইতে উৎকর্ষ্য থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথের বিলাসমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন. যাঁহার অসমোর্দ্ধ বৈভব; সেই পরব্যোমনাথের উৎকর্ষ শ্রুতি, স্মৃতি ও মহাতন্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মকল্পে তিনিই ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠলোক-স্থিত স্ব-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ভাঃ ২।৯।৯-১৬ শ্লোকে—অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার উক্তরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ লোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠধামে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি কোন ক্লেশ, ক্লেশ জনিত মোহ ও ভয় নাই। সেইস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। পুণ্যবান্ আত্মবিদ্গণ সর্ব্বদা সেই ধামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সে স্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুরবন্দিত ভগবৎ পার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎপার্ষদগণ সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীতবাস, অতি-কমনীয়াঙ্গ ও সুকুমার, সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যুত্তমপ্রভাবশালী মণিখচিত পদকাভরণে সমলঙ্কৃত, আবার কেহ বা প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

বিদ্যুদ্দাম-বিশোভিত-নিবিড়-নীরদ-মণ্ডিত আকাশমণ্ডল যেরূপ শোভাবিশিষ্ট, তদ্রূপ সেই বৈকুণ্ঠধাম মহাত্মাগণের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণীদ্বারা ও বরাঙ্গনাগণের পরমোজ্জ্বল কান্তিমালায় শোভিত হইতেছে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের প্রেয়সীরূপে স্বীয় সহচরী বিভূতিগণসহ বিপুলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির চরণ পূজা এবং প্রেমভরে আন্দোলিতা ও বসন্তানুচর মধুকরসমূহকর্ত্তৃক অনুগীতা হইয়া নিজ দয়িত শ্রীনারায়ণের লীলা গান করিয়া থাকেন. ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, নিখিল ভক্তজনবল্লভ, যজ্ঞপতি, জগৎপাতা, লক্ষ্মীপতি, বিভু ভগবান্ তথায় সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই ভগবান্ শ্রীহরি তথায় ভৃত্যগণকে প্রসাদ বিতরণের জন্য উদ্গ্রীব, তাঁহার বদন হাস্যসুপ্রসন্ন ও অরুণনয়ন-শোভিত, তাঁহার মস্তকদেশ কিরীট-শোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, চতুর্ভুজ, পরিধানে পীতবসন,বক্ষঃস্থল শ্রী-দ্বারা অলঙ্কৃত (বক্ষের বামভাগ স্বর্ণ রেখাকার)। সেই পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট, তিনি (হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি—এই) চারি, (শ্রী প্রভৃতি সপ্ত ও বিমলাদি নব—এই) ষোড়শ ও (সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও ভক্তি—এই) পঞ্চ শক্তিরদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্বরূপভূত-ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তিযুক্ত। (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার এই চারি তত্ত্ব। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত সাকুল্যে ষোড়শ তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই শক্তিসমূহে পরিবৃত (শ্রীধর) ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ শক্তি, ইহা পদ্মোত্তর খণ্ডে যোগ পীঠে কথিত হইয়াছে। ঋক, যজুঃ, সাম্ ও অথর্ব্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য এই চতুষ্পাদ বিগ্রহ সমূহের দ্বারা নিত্য আবৃত। চণ্ড্যাদি ষোড়শশক্তি

—চণ্ড ও প্রচণ্ড—এই দুইজন পূর্ব্বদ্বারে, ভদ্র ও সুভদ্রক দক্ষিণদ্বারে, জয় ও বিজয় পশ্চিমে, ধাতা ও বিধাতা উত্তরে, কুমুদ ও কুমুদাক্ষ অগ্নিকোণে, পুণ্ডরীক ও বামন নৈঋ্ঋতকোণে, শঙ্কুকর্ণ ও সর্ব্বনেত্র বায়ুকোণে, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঈশানকোণে দ্বারপাল। কূর্ম্ম, নাগরাজ ও ত্রয়ীশ্বর বৈনতেয় এই তিনজন, ছন্দসমূহ এবং সর্ব্ববেদমন্ত্রসমূহ পীঠরূপে এই পঞ্চশক্তি অবস্থিত (শ্রীজীব,)। যোগিগন কখনও কখনও ভগবৎপ্রসাদ-লেশ হইতেই সেই সকল শক্তির আভাসমাত্র লাভ করেন। তিনি নিজস্বরূপভূত ধামেই নিত্য রমমাণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। এবিষয়ে ভার্গবতন্ত্রের উক্তি—"শক্তি ও শক্তিমানের কোন প্রকারেই ভেদ নাই। শক্তি অভিন্না হইলেও 'স্বেচ্ছা' প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কথিত হইয়া থাকেন।" আরও পদ্মোত্তর খণ্ডে বলা হইয়াছে—"প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা-নাম্নী নদী। এই শুভদায়িনী নদী তত্রস্থ মূর্ত্তিমান বেদগণের অঙ্গস্বেদজনিত জলরাশিদ্বারা প্রবাহিতা। এই বিরজা নদীর পারে পরব্যোমে ত্রিপাদবিভূতিযুক্ত, সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, পরমপদ, শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্য, অক্ষর, ব্রহ্মের পদ, অনেককোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, অব্যয়, সর্ব্ববেদময়, শুভ্র, চতুর্ব্বিধপ্রলয়রহিত, অসংখ্য, অজর, সত্য; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় রহিত, হিরণ্ময়, মোক্ষস্থান, ব্রহ্মানন্দ-সুখনামক, সমান ও আধিক্য-রহিত আদ্যন্তরহিত, শুভ, প্রভাদ্বারা—অতীব অদ্ভুত, মনোহর, নিত্যই নবনবায়মান আনন্দের সাগর ইত্যাদি গুণ যুক্ত সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির আলোকে উহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে স্থানে গমন করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরমধাম। বিষ্ণুর সেই পরমধাম শাশ্বত, নিত্য ও অচ্যুত; শতকোটি কল্পেও কেহ তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না।

যাঁহারা লক্ষ্মীপতির পদারবিন্দের একমাত্র ভক্তিরসানুভবদ্বারা বিবর্দ্ধিত, সেই ভগবৎপাদসেবানিরত মহাভাগ মহাত্মাগণ, বিষ্ণুর সেই প্রেমসুখদায়ক পরমধামে গমন করিয়া থাকেন। উহা নানাবিধ জনপদে সমাকীর্ণ এবং প্রাচীর, বিমান ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত। ঐ লোক মধ্যে মণি, কাঞ্চন ও বিচিত্রচিত্রযুক্ত প্রাচীর বহির্দ্বার এবং রত্নময় পুরদ্বারে পরিবৃত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট অযোধ্যা-নাম্নী অপূর্ব্ব-পুরী বিদ্যমান-আছে। ঐ নগরী চণ্ডাদি দ্বারপাল এবং কুমুদাদি দিকপতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ পুরীর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই অষ্টজন দিক্‌পতি। ঐ নগরী কোটি অগ্নিসদৃশ গৃহপরম্পরায় আবৃত এবং নিত্য আরূঢ় যৌবন অপূর্ব্ব নরনারীগণে পরিবৃত। উহার মধ্যভাগে মণিময় প্রাচীরসংযুক্ত শ্রেষ্ঠ তোরণসমূহে সুশোভিত, বিবিধ বিমান, অনুপমগৃহ ও প্রাসাদমালায় পরিবৃত এবং দিব্য অপ্সরা ও স্ত্রীগণে সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃত হরির মনোহর অন্তঃপুর বিরাজিত। এই অন্তঃপুর মধ্যে সহস্র সহস্র মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, নিত্যমুক্ত জনগণে সমাকীর্ণ, সামগানদ্বারা সুশোভিত এবং বিবিধ মহোৎসবান্বিত, পরম সুন্দর রত্নময় রাজোচিত মণ্ডপ বিরাজমান। এই মণ্ডপমধ্যে সর্ব্ববেদময় রমনীয় নির্ম্মল সিংহাসন বিদ্যমান। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ বেদময় নিত্যবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক পাদপীঠরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সিংহাসন ধারণ করিয়া আছেন।

"এই সিংহাসনের মধ্যভাগে বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কূর্ম্ম, নাগরাজ, বিনতানন্দন, বেদময়, গরুড় সমস্ত ছন্দ এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্র পীঠরূপে অবস্থিত আছেন। ঐ যোগপীঠ সর্ব্বাধার ও দিব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিতসূর্য্যসদৃশ অষ্টদল পদ্ম আছে; সেই পদ্মমধ্যস্থিত গায়ত্রীস্বরূপা কর্ণিকাতে দেবারাধ্য পরমপুরুষ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি নীলপদ্মদলশ্যাম; তাঁহার অঙ্গশোভা কোটিসূর্য্য-তুল্য; তিনি নিত্যযৌবনশালী ও ক্রীড়াপরায়ণ; তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ এবং অবয়ব সুকোমল। তাঁহার সুকোমল করপদ্ম ও চরণপদ্ম বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশ, নয়নযুগল প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মতুল্য এবং ভ্রূলতাযুগল অতীব সুরম্য। তাঁহার নাসা, কপোল ও মুখকমল উপমারহিত, দন্তপংক্তি মুক্তাফল সদৃশ এবং সুস্মিত ওষ্ঠাধর প্রবালতুল্য।

তাঁহার সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণসুধাকরসদৃশ এবং কর্ণালম্বী কুণ্ডলযুগল নবোদিত দিবাকরসদৃশ। তাঁহার নীলবর্ণ কেশকলাপ সুস্নিগ্ধ ও কুটিল, আর সেই কেশকলাপ কবরীবদ্ধ হইয়া পারিজাত ও মন্দারকুসুমে শোভমান হইতেছে। তাঁহার কণ্ঠস্থ কৌস্তভমণি প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ এবং কম্বুগ্রীবা মুক্তাহার ও স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত। তাঁহার উন্নত স্কন্ধ সিংহস্কন্ধসদৃশ, বাহুচতুষ্টয় পীন, সুবলিত ও আয়ত এবং তিনি অঙ্গুরীয়, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কোটি কোটি নবসূর্য্যসদৃশ কৌস্তভমণি প্রভৃতি ভূষণ ও বনমালায় বিভূষিত। তিনি ব্রহ্মার জন্মস্থান স্বীয় নাভিপদ্মদ্বারা শোভা পাইতেছেন এবং নবোদিত সূর্য্যসদৃশ সুস্নিগ্ধ পীতবসন পরিহিত। তাঁহার চরণযুগল নানাবিচিত্র রত্নখচিত নূপুরদ্বয়ে ভূষিত এবং তাঁহার নখপংক্তি জ্যোৎস্না সমন্বিত চন্দ্রতুল্য। তিনি কোটিকন্দর্পলাবণ্যযুক্ত, নিখিল সৌন্দর্য্যের নিধি, ভক্তগণের হৃদয় হইতে কখনও চ্যুত হন না বলিয়া অচ্যুত, দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ এবং বনমালাবিভূষিত। তাঁহার ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র বিরাজিত এবং অধোবাহুদ্বয় বর ও অভয়প্রদ। সুবর্ণ ও রজতমালায় অলঙ্কৃতা সুবর্ণবর্ণা মনোহরা মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী এই নারায়ণের বামাঙ্কে অবস্থান করিতেছেন। এই মহালক্ষ্মী নবযৌবনা ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না; ইঁহার কর্ণযুগল রত্নময় কুণ্ডলে অলঙ্কৃত এবং কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত। ইঁহার অঙ্গ দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও দিব্য কুসুমে সুশোভিত এবং ইঁহার কেশরাশি মন্দার, কেতকী ও জাতিপুষ্পে সুভূষিত। ইনি সুভ্রূ, সুনাসা ও সুশ্রোণী; ইঁহার পয়োধরদ্বয় পীন ও উন্নত এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখপদ্ম মনোহরহাস্যযুক্ত। ইঁহার কর্ণযুগলস্থ কুণ্ডলদ্বয় তরুণাদিত্যের ন্যায় মনোরম। ইঁহার বর্ণ ও ভূষণ তপ্তকাঞ্চন সদৃশ। ইনি চতুর্ভূজা ও স্বর্ণপদ্মে ভূষিতা এবং নানারত্নখচিত স্বর্ণপদ্মের মালা, হার, কেয়ূর, বলয় ও অঙ্গুরীয়দ্বারা অলঙ্কৃতা।

ইঁহার ঊর্দ্ধস্থ ভুজযুগলে প্রফুল্ল পদ্মযুগল এবং অপর হস্তদ্বয়ে স্বর্ণময় বীজপুর ফল (টাবালেবু) বিরাজিত। এতাদৃশী নিত্যা বিয়োগহীনা মহালক্ষ্মীর সহিত মহামহেশ্বর প্রভু নারায়ণ নিত্যপরব্যোমে সর্ব্বদা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।

তাঁহার উভয় পার্শ্বে ভূ ও লীলা এই শক্তিদ্বয় সমাসীনা রহিয়াছেন এবং পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যোগপীঠস্থ পদ্মের অষ্ট দলাগ্রে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানা—এই অষ্টশক্তি পরমাত্মার সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্তা মহিষীরূপে অবস্থান করিয়া চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দিব্যচামরসমূহ ধারণপূর্ব্বক নিজপতি অচ্যুতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা, কোটি-অগ্নিপ্রভা-যুক্তা, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না, পদ্মহস্তা, চন্দ্রাননা, অন্তঃপুর-নিবাসিনী পঞ্চ শত দিব্য অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া রাজরাজেশ্বর পরম পুরুষ হরি শোভা পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত অনন্ত, বিহগেশ্বর গরুড় ও বিষ্বক্‌সেনাদি সুরেশ্বরগণ, অন্য পরিজন এবং নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া পরমপুরুষ হরি মহালক্ষ্মীর সহিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।

কারিকা:—অর্থ বা তাৎপর্য্যবৃত্তি ও শব্দ বা মুখ্যাবৃত্তিদ্বারা একই কথা যে পুনঃ পুনঃ কথিত হইতেছে, তাহা কেবল হেতুবাদীদিগের প্রতীতির নিমিত্ত। কেননা, বর্ণনীয় বস্তুটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। লক্ষ্মীপতির নিশ্বাসরূপ বেদগণ বৈকুণ্ঠে মূর্ত্তিমান হইয়া আছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে পরমপবিত্র স্বেদজল বিগলিত হইতেছে। পরব্যোম ত্রিপাদবিভূতির ধাম বা আশ্রয় বলিয়া, সেই পদ বা ধাম ত্রিপাদ্ভূত। সর্ব্ববিধ মায়িক বিভূতি একপাদ বিভূতি বলিয়া কথিত। অমৃত—অতিশয় মধুর। শাশ্বত—মুহুর্মুহুঃ নবনবায়মান শুদ্ধসত্ত্ব—যাহা অপ্রাকৃত সত্ত্ব। নিত্য অক্ষর প্রভৃতি শব্দদ্বারা ষড়্‌বিধ ভাববিকার (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) পরিবর্জ্জিত হইল।

অধিকন্তু অনুত্থাপিত শ্লোকসকলেরও কারিকা:—পরব্যোমের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্ম্যাদির সহিত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহদ্বারা প্রথম আবরণ প্রকাশিত। পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের

পুরীচতুষ্টয় এবং আগ্নেয়াদি বিদিক্ অর্থাৎ কোন চতুষ্টয়ে লক্ষী, সরস্বতী, রতি ও কান্তির পুরীচতুষ্টয় বিরাজিত।

কেশবাদি চতুর্ব্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিদ্বারা **দ্বিতীয়** আবরণ। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকের এক এক দিকে কেশবাদি তিন তিন মূর্ত্তি অবস্থিত। পূর্ব্বাদি দশদিকে অবস্থিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশ মূর্ত্তিদ্বারা **তৃতীয়** আবরণ প্রকাশিত। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত সত্যা, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিদ্বারা **চতুর্থ** আবরণ প্রকাশিত। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞদ্বারা **পঞ্চম** আবরণ। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুসলদ্বারা **ষষ্ঠ** আবরণ এবং ইন্দ্রাদি অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা **সপ্তম** আবরণ প্রকাশিত।

"পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ এবং অন্য যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহারা সকলেই নিত্য (অপ্রাকৃত । আর প্রাকৃত স্বর্গে যে সাধ্যাদি দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত।" পরব্যোমে বাসুদেবাদি ৭৪-সংখ্যক বিষ্ণুমূর্ত্তির তাবৎ অর্থাৎ ৭৪-সংখ্যক লোক প্রকাশিত।

গর্ভোদশায়ীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন অবতারের মধ্যে বিষ্ণুরই মহত্ত্ব ভৃগ্বাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদশায়ী মহৎ, তাঁহা হইতেও বাসুদেব মহত্তর, তাঁহা হইতে আবার মহাবৈকুণ্ঠনাথ মহত্তম। সদাশিব-নামে বিখ্যাত যে শম্ভু, তিনিও এই মহাবৈকুণ্ঠনাথের ঈশানকোণের আবরণ বলিয়া কথিত। এই সকল প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস। অতএব দীপোত্থ দীপের ন্যায় বিলাস শ্রীকৃষ্ণ ও বিলাসী নারায়ণের প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এই শ্রী সম্প্রদায়ের বিচার খণ্ডনার্থে বলিতেছেন,—

শ্রী-সম্প্রদায়ের বিচার খণ্ডন—হে মহাবাদিন্! শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় ঐশ্বর্য্যবিজ্ঞান ও রসাস্বাদন-বিষয়ে অনৈপুণ্যার্থই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে। বেদ কল্পতরুর ফল সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেই ভাগবতে ৩।২।২১ শ্লোকে—
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ (অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই) ; তিনি অসমোর্দ্ধ (অর্থাৎ তাঁহার সমান ও তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই)-তত্ত্ব ; তিনি ত্র্যধীশ (অর্থাৎ ১। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই গুণাবতারত্রয়ের অধীশ্বর, ২। কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই পুরুষাবতারত্রয়ের অধীশ্বর, ৩। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহাত্মক দেবীধাম, ঐশ্বর্য্যপীঠপরব্যোম নারায়ণধাম ও মাধুর্য্যপীঠ শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোক-বৃন্দাবনের অধীশ্বর, ৪। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থান গোকুল, মথুরা ও দ্বারকার অধীশ্বর।)- তিনি স্বীয় পরমানন্দ স্বরূপে পরিপূর্ণকাম ; তাঁহার আদেশপালনরূপ পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটি কোটি মুকুটের সংঘট্ট-ধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদ-পীঠের স্তুতি করিতেছেন।

কারিকা—অন্যের অর্থাৎ পরব্যোমনাথের পর্য্যন্ত যাঁহার সহিত সাম্য নাই এবং যাঁহা হইতে আধিক্য নাই—শ্রীকৃষ্ণের এই দুই বিশেষণদ্বারা সমস্ত ভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপণ-হেতু, পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। 'স্বয়ং'-পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যনিরপেক্ষত্ব প্রদর্শিত হইল অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই। ভাঃ ৯।১১।২০ শ্লোকে—শ্রীরামও 'অধিকসাম্য-বিমুক্তধাম" কিন্তু ইহাতে 'স্বয়ং,' পদটি প্রযুক্ত না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণের সহিত রামের একতা-নিবন্ধনই উক্ত বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে বলিয়া, শ্রীরামরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। যথা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ আমার অন্তরঙ্গ-স্বরূপ ; ইঁহাদের মধ্যে আবার দশরথপুত্র শ্রীরাম সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ লীলাদি সাম্যে আমার অতিশয় প্রিয়।"

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ", "শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্যবিশেষ-বর্ণনে "স্বয়ং"-পদের বারদ্বয় উক্তিহেতু সর্ব্বতোভাবে ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের যে আধিক্য ; তাহা অন্যের অর্থাৎ

পরব্যোমনাথের সহিত সাধর্ম্মের ঐক্যনিবন্ধন নহে; তাঁহার আধিক্য অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। ত্র্যধীশ-শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে—গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা-নামক যে ধামত্রয় আছে, তাহাদের অধীশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর; অথবা প্রকৃতির ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা (কারণোদকশায়ী), বিরাটের অন্তর্য্যামী (গর্ভোদকশায়ী), এবং ক্ষীরোদকশায়ী—এই পুরুষত্রয়ের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'ত্র্যধীশ'।

সেস্থলে স্বারাজ্যলক্ষ্মী-নিবন্ধন সমস্ত কাম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ব-দ্বারা—আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূতা শ্রেষ্ঠ-শক্তিদ্বারা, প্রকাশ পান বলিয়া তিনি 'স্বরাট', তাঁহার ভাব ধর্ম্ম)—'স্বারাজ্য' নামে অভিহিত। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পত্তি, তন্নিবন্ধন সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কামসকল শব্দে প্রেষ্ঠার্থের বা অভীষ্টার্থের সিদ্ধিসমূহ।

চির—চিরজীবী (দীর্ঘজীবী); লোকপালসমূহ—ব্রহ্মাদি; তাঁহাদিগের কিরীটকোটিদ্বারা— শত শত অর্ব্বুদ অর্থাৎ অসংখ্য মুকুট-দ্বারা; ঈড়িত—সংস্তুত। যাঁহার পাদপীঠদ্বয় সম্যক্ স্তুত হইয়া থাকে সেই শ্রীকৃষ্ণ। হীরকাদি রত্নময় মুকুটসমূহদ্বারা পাদপীঠদ্বয়ের সংঘট্ট হইতে উত্থিত শব্দপরম্পরাকে 'স্তুতি' বলিয়া নিশ্চিতরূপে উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ উদ্ভাবন করা হইয়াছে (ইহা অর্থালঙ্কার-বিশেষ)। স্ব-স্ব কার্য্যে অবস্থিত সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ-কর্ত্তৃক ভগবানের আজ্ঞা-পালনই 'বলি হরণ'-রূপে উক্ত হইয়াছে। অতঃপর বর্ত্তমান প্রকরণে এই বিখ্যাতা পৌরাণিকী প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে।

প্রায়ই বিচিত্র নানাবিধস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ ভগবচ্ছক্তিতে প্রকাশমান। শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতা-হেতু কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটি যোজন। কতিপয়ের পরিমাণ নিখর্ব্ব যোজন, কতকগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতকগুলির বা পরার্দ্ধশত যোজন। তাঁহাদের মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা লক্ষ ভুবন আছে। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান। সহস্র সহস্র পরম সমৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শতমহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরার্দ্ধ মহাকল্পজীবী। সেই সেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ 'চিরলোকপাল' বলিয়া কথিত আছেন। তাঁহাদিগের কোটি কোটি মুকুটকর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে।

একদা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় বিরাজমান আছেন, এমন সময় দ্বারাধ্যক্ষ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—'প্রভো! আপনার পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।' "কোন ব্রহ্মা দ্বারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।"—এই ভগবদ্বাক্যে দ্বারপাল ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন—"সনকাদির পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?" ব্রহ্মা কহিলেন—"দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। কিন্তু নাথ! আপনি "কোন ব্রহ্মা?" জিজ্ঞাসার রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি। আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্রহ্মা আছে কি?" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপালগণ দ্রুতবেগে তথায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অষ্টবদন, চতুঃষষ্টিবদন, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষ-মুখ এবং কোটিমুখ ব্রহ্মাগণ, বিংশবদন পঞ্চাশদ্-বদন, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ, লক্ষমস্তক রুদ্রগণ; লক্ষলোচন, নিযুতনয়ন ইন্দ্রগণ এবং বিবিধাকৃতি ও বিবিধভূষণ অন্যান্য লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলেন। তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।" আরও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই দেশত ও জীবত তুল্যরূপ। অর্থাৎ—

"নরেশ্বর! সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই একরূপ পরিমাণ এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্বর্গাদি দেশের বিভাগ ও ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যরূপ।" ইহার সমাধান যথা—শ্রীকূর্ম্মপুরাণ—"যে স্থলে বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে তাহার অন্যতর বাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব এরূপ স্থলে যাহাতে উভয় বাক্যের বিরোধ পরিহার হয়, তাদৃশ অর্থেরই কল্পনা করিতে হয়।" হরি কখন কখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ সংহার করিয়া থাকেন। তদ্রূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের উক্তি—"আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি, জগৎপতি হরি যখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এককালে সংহার করিয়া প্রকৃতিতে (স্বভাবে অর্থাৎ আত্মারামতায়) অবস্থান করেন, তৎকালে তাহা তাঁহার রাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।" অতএব হরি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন, তখন কখন 'বিষম' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে; কখন বা 'সম' অর্থাৎ একরূপ আকারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উপক্রমণিকা বলিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয় লিখিত হইতেছে।

ভাঃ ৩।২।১২ শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিতেছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চবিশ্বে প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; তাহা এত মনোমুগ্ধকর যে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়, তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।

কারিকা—যে বিম্ব বিবিধ মর্ত্ত্যলীলার অতিশয় উপযোগী। এই শ্লোকস্থ 'যৎ'-পদদ্বারা পূর্ব্বপদ্যস্থিত 'বিম্ব'-পদ আকৃষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ আশ্চর্য্য, মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা তদীয় দেবলীলা অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী। সদ্গুণাবলিসম্পন্ন সকল স্বরূপগণের, সুতরাং পরব্যোমনাথেরও সর্ব্বথা মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই 'বিম্ব'-শব্দদ্বারা ধ্বনিত হইল। অতএব অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয়-হেতু সেই বিম্ব যে বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, ইহাই কথিত হইল। স্ব-যোগমায়া—চিচ্ছক্তি। বল—তাঁহার অর্থাৎ যোগমায়ার সামর্থ্য। যোগমায়ার সামর্থ্যকে দেখাইবার জন্য—সাক্ষাৎ করাইবার (অনুভব করাইবার) জন্য (নূতনের ন্যায় যে বিম্ব) প্রকটিত করিয়াছেন। অহো! এবম্বিধ দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে যাহার গন্ধও সম্ভবপর নহে, আমার যোগমায়ার সেই অদ্ভুত প্রভাব অবলোকন কর। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার জগমোহন রূপ যে যোগমায়াকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই 'স্ব-যোগমায়া' ইত্যাদি পদের ইহাই অভিপ্রায়। নিজের—আপনার ও পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর বিস্মাপন—নবনবায়মানরূপে পরমচমৎকারকারক। সৌভগর্দ্ধি—অতিশয় চমৎকার কারক সৌন্দর্য্যরাশির পরাকাষ্ঠা। তাহার পর পদ—নিত্য উৎকর্ষ সম্পত্তির পরমাশ্রয়। যে বিম্ব বা বিগ্রহের ভূষণ কৌস্তুভ ও মকরকুণ্ডলাদি; এই সকল ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধক যাঁহার অঙ্গসমূহ, সেই বিগ্রহের সৌন্দর্য্য যে অসমোর্দ্ধ, ইহাই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন, সুতরাং দেহ ও দেহীতে কোনরূপ ভেদ না থাকিলেও, ভেদকল্পনা ঔপচারিক বা আরোপিত মাত্র। তজ্জন্য কূর্ম্মপুরাণে—"এই পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ বিদ্যমান নাই।"

ভাঃ ১০।৪৪।১৪ শ্লোকে:—"ব্রজগোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্ষণে নবনবায়মান, অন্যত্র দুর্ল্লভ এবং যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়স্বরূপ সৌন্দর্য্য, নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করিয়া থাকেন।"

ভাঃ ১০।১৫।৮ শ্লোকে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"হে আর্য্য! অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি ধন্যা। (কারণ) আপনার পাদস্পর্শে অত্রস্থ তৃণলতা, নখস্পর্শে বৃক্ষলতা, কৃপাকটাক্ষে যমুনাদি নদী, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতগণ, পক্ষিগণ ও মৃগগণ এবং মহাবৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা যাহা স্পৃহা করিয়া থাকেন, আপনার সেই ভুজান্তর (বক্ষস্থল) দ্বারা গোপীগণ ধন্যা।"

কারিকা—শ্রীবৃন্দাবন ও বৃন্দাবনবাসিগণের মাধুর্য্যদর্শনে নিরতিশয় আনন্দতরঙ্গায়িত চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রসংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিজেরই উৎকর্ষে পর্য্যবসায়িত হয় দেখিয়া, শ্রীবলদেবকে নিমিত্ত করিয়া ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতএব বলদেবের উৎকর্ষ বর্ণন কখনই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। বলদেবের সহিত সখ্যভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পরিহাস করিয়াই উহা বলদেবকে বলিয়াছিলেন। আপনার ভুজান্তর—বক্ষস্থল, তদ্দ্বারা ধন্যা ব্রজাঙ্গনাগণ। যৎস্পৃহা—লক্ষ্মী (নারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী হইয়াও) যে বক্ষঃস্থলের অভিলাষ করিয়া থাকেন। সেই লক্ষ্মীর—শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই হইয়াছে, কিন্তু তাহা পাইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থলস্থা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া, স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দেখাইলেন।

পদ্মপুরাণের উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,—লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার তপস্যার কারণ কি? লক্ষ্মী কহিলেন,—"আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"তাহা দুর্ল্লভ।" লক্ষ্মী পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে।" সেই অনুজ্ঞায় লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাঃ ১০।১৬।৩৬ নাগপত্নীগণের উক্তি—"লক্ষ্মীদেবী আপনার যে চরণরেণুর অভিলাষে সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।"

এই শ্রীকৃষ্ণের নামের মহিমাও সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে কথিত হইয়াছে। যথা, শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—(বৈশম্পায়ন-কথিত) "পরম পবিত্র বিষ্ণুর সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফললাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত শতনামের যে কোন একটী) নাম একবার মাত্র আবৃত্তিতেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।"

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"হে ভৃগুবর! (শৌনক!) এই শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতে সুমধুর, সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, সমস্ত বেদবল্লীর চিৎস্বরূপ নিত্যফল। এই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে, এমন কি অবহেলাপূর্ব্বকও একবার মাত্র পরিকীর্ত্তিত হইলে তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

অতএব 'স্বয়ং' পদের পুনঃ পুনঃ কথন-নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপ, ইহাই ভাগবতাদি গ্রন্থে ব্যক্ত আছে। যথা, শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে (৫।১)—শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ গোবিন্দ।" এবং ৫।৩৯ শ্লোকেও "যে পরমপুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে নানা অবতার প্রকাশ করেন, পরন্তু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" অতএব মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও এই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। সুতরাং শ্রুতিগণ মিলিত হইয়া সমস্ত বেদের সারস্বরূপ যে স্তব করেন, তাহার তাৎপর্য্যবেত্তা শ্রীনারদ (অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। "সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮৭।৪৬)।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—এই কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের অবসানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আর মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদি-সিদ্ধ, অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, একথা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? তদুত্তরে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি-সিদ্ধ, তাঁহার জন্মলীলাও তেমনি অনাদি; তিনি কেবল স্বেচ্ছাবশতই স্বীয় প্রকটলীলা প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ, ভাঃ ৩।২।১১—"স্বীয় শান্তরূপ (ভক্ত বসুদেবাদি) যখন তদ্বিরুদ্ধ বিকৃত (ভয়ঙ্করাকার) কংসাদি দৈত্যকর্ত্তৃক পীড্যমান হন, তখন কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি প্রকট হয়, সেইরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকসমূহের অধীশ্বর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ নৈমিত্তিক অবতার সমূহ, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ

ও অপরাপর ভগবৎপ্রকাশসমূহের সম্মিলিত বপু সাক্ষাৎ ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হইয়াও মহৎস্রষ্টা পুরুষ কারণোদকশায়ীর সহিত যুক্ত হইয়া নিজলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন।"

কারিকা—স্ব ভক্ত, স্ব ও শান্তরূপ এইরূপ সমাস ; শান্তি—ভগবৎ-নিষ্ঠতাবিষয়িণী বুদ্ধি ; শান্ত—ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিশালী। স্বশান্তরূপ সেই বসুদেবাদি ও নন্দাদি (নিত্যসিদ্ধ) এবং সাধু (সাধক)। সেই বসুদেবাদি হইতে ভিন্ন—স্বশান্তবিরুদ্ধ কংস প্রভৃতি অসুরাদি। স্বরূপ—(সু+অরূপ) সুষ্ঠু অরূপ ; অরূপতা—বিরূপতা, অর্থাৎ ভয়ানক ও অতিশয় বিকটাকার। সুস্পষ্টই এই অর্থ কথিত হইয়াছে। অভ্যর্দ্দ্যমানে, সেই কংসাদি-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে মহার্ত্তি-প্রদানে পীড্যমান হইলে, যিনি দয়ার্দ্রহৃদয় হন। পর—মায়াসম্বন্ধবর্জ্জিত গোলোকাদি। অবর—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল। সেই সকল পর ও অবরের ঈশ—অধিনায়ক। মহান্—অতিশয় পরম অর্থাৎ মহত্তম। পরব্যোমনাথ এবং অষ্টব্যূহই সেই পরম মহত্তম। তন্মধ্যে পরব্যোমনাথের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ যে অতিশয় উৎকর্ষশালী, তাহা সাধুগণের সম্মত। এই সকল কৃষ্ণব্যূহ স্বীয় বিলাস পরব্যোমনাথ-ব্যূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অংশ—তাঁহার প্রসিদ্ধ পুরুষাদি অবতারসমূহ ও শ্রীরাম-নৃসিংহ-বরাহ-বামন-নর-নারায়ণ-হয়গ্রীব-অজিতাদি। তাঁহাদিগের সহিত এই শ্রীকৃষ্ণ যুক্ত—সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলা প্রকট দৃষ্ট হয়। এই বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথগণের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাই বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা। যেহেতু স্বাংশদ্বারেই সেই লীলা প্রকাশিত। মথুরা ও দ্বারকাদিতে প্রদর্শিত বাসুদেবাদির লীলাসমূহ তত্তদ্রূপে ব্রজমধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদাম গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইলেন এবং দ্বাদশ আদিত্য একই সময়ে আসিয়া এক সময়েই প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তকে হস্তার্পণ অনুগ্রহ প্রকাশার্থে দ্বাদশভুজ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যে দৈত্যসংহারিকা সঙ্কর্ষণলীলা এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের শ্রীমূর্ত্তিসকল প্রকট করিয়াছিলেন, যাঁহাদের কথা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি ও বরাহ-পুরাণাদিতে শ্রুত হয়, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি মথুরামণ্ডলে বিরাজমান আছেন।

এইরূপে মাথুরমণ্ডলে শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহদ্বারা পুরুষাবতারলীলাসমূহেরও সুষ্ঠু প্রাকট্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যখন যখন সেই সকল লীলা প্রকটিত হয়, পুরাণসমূহেও তখন তখন সেই সকল লীলার উপাখ্যান বিশ্রুত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলাসমূহে যে সকল রামাদি রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীবিগ্রহরূপে এখনও মাথুরমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গো-পরার্দ্ধের পয়োরাশিদ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন এবং গোপগণকে দেবাসুর করিয়া স্বয়ং অজিতরূপে সেই ক্ষীরবারিধি মন্থন করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উক্ত হইয়াছে— "যে ভগবান্ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহ, যিনি শ্বেতদ্বীপপতি এবং যিনি নরসখা নারায়ণ, তিনিই শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।" যেমন মহাগ্নি হইতে শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অন্যান্য অনন্ত অবতারসমূহ পুনরায় তাঁহাতেই একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহদংশের সহিত যুক্ততা হইল। অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেই সেই বৃত্তান্তগামী মুনিগণের কেহ কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ কেহ উপেন্দ্র কেহ কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং কেহ কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অজ অর্থাৎ জন্মহীন হইয়াও জাত অর্থাৎ জন্মগ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবান্—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য-বৈভব প্রযুক্ত অজত্ব ও জন্মিত্ব বিরুদ্ধগুণের সম্ভব হয়। অনল যেমন তত্তৎস্থানে তেজোরূপে বিদ্যমান

থাকিয়াও কোন হেতুবশতঃ মণি (পোষাণ বিশেষ) ও কাষ্ঠাদি হইতে প্রাদুর্ভূ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কখন (অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষ) কোন কারণবশতঃ নিত্য অদ্ভুত জন্মলীলার প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলাকীর্ত্তির বিস্তারহেতু লোকগণকে অর্থাৎ সাধক ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদি-লীলা-প্রকাশের মুখ্য হেতু। আর ভয়ঙ্কর দানবগণকর্ত্তৃক পীড্যমান পূর্ব্বাবির্ভূত বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও যে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের হেতু, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "পৃথিবীর ভার হরণার্থ—ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা," তাহা তাঁহার প্রাদুর্ভাবের আনুসঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ মাত্র।

যদি এখনও কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠাভরে আর্ত্ত হইয়া তাঁহার কোন কোন লীলা দর্শন অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই সেই লীলা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন ভাগবতোত্তম প্রেমবিবশতায় অদ্যাপি বৃন্দাবনমধ্যে লীলারত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহার পার্ষদগণও নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, তখন সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যমূর্ত্তি ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। তথাপি শুষ্কবাদনিষ্ঠ হেতুবাদীদিগের বাক্যরোধের জন্য পুরাণাদির বচন লিখিত হইতেছে।

যথা ভাঃ ১০।১৪।২২ ব্রহ্মস্তুতিতে—"ভগবন্! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপেও অনন্ত, আপনাতে আশ্রয়প্রাপ্ত অচিন্ত্যশক্তি হইতে এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সৎ বা স্বতন্ত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনাদেয় অর্থাৎ নিত্য ও অজ্ঞেয়। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব গ্রহণ ও মোচন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণের উক্তি—"জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য ও সুখানুভূতি সকলই নিত্য।" পদ্মপুরাণে—"হে মধুসূদন! আমি চক্ষুদ্বয় দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে নাথ! বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌গণ সত্য, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ ও জগৎপতি বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, সেই আপনার রূপ আমার নয়ন গোচর হউক।" শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"তোমাকে আমার বেদগোপিত স্বরূপ দেখাইতেছি, দর্শন কর।" শ্রীব্যাসোক্তি—"রাজন! তৎপরে নবঘনশ্যাম, গোপকন্যাগণ-পরিবৃত, গোপবালকদের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে আসীন, পীতবসন গোপবালকরূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম।" "তদনন্তর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—'তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। বেদগণ এই রূপকেই সর্ব্বকারণ-কারণ, সত্য, সর্ব্বব্যাপি, পরমানন্দ, চিদ্‌ঘন, শাশ্বত ও মঙ্গলময় বলিয়া থাকেন।" শ্রীবাসুদেব-উপনিষদে—"আমার রূপ অদ্বয়ব্রহ্ম আদি-মধ্যান্ত-শূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয়; এই রূপ একমাত্র ভক্তিদ্বারা জানিতে পারা যায়।"

যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অরূপ অর্থাৎ অদৃশ্য, মায়িক-বিগ্রহ-যোগে মাত্র নয়নগোচর হইয়া থাকেন। ইহার সমর্থনবাক্য মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচন, যথা—"আমি রূপবান্ বলিয়া তোমাদের নয়নগোচর হই, ইহা মনে করিও না। আমি ঈশ অর্থাৎ সকল কার্য্যে সমর্থ এবং জগতের গুরু। অতএব ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তকালমধ্যে অদৃশ্য হইতে পারি। হে নারদ! সমস্ত ভূতগুণযুক্ত অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শযুক্তরূপে আমাকে যে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া, আমাকে এ প্রকারে জ্ঞান করা তোমার উচিৎ নহে।" পদ্মপুরাণেও—"বেদ ও স্মৃতি যাহাকে অকর্ত্তা ও নাম-রূপ-রহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ হরি ঈশ্বর।"

এই বিষয়ের সমাধান, যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—"শ্রীহরির গুণসমূহের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহার বাক্যেরদ্বারা প্রকাশের অতীত বলিয়া তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় তিনি 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এবং হরির কোনও প্রকার কর্তৃত্ব প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন নহে, তজ্জন্য পুরাবিদ্‌গণ সেই পুরাণ পুরুষের 'অকর্ত্তা'

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।" এই হেতু মোক্ষধর্ম্মের সেই বচন যোগাই হইয়াছে। ইহার সমর্থন-বচন—রূপী বলিলে যেমন প্রাকৃত ব্যক্তিই নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌ও (প্রাকৃতরূপে) দৃষ্টিগোচর হ'ন, এ বিচার ঠিক নহে। ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্বীয় রূপবত্তা সত্ত্বেও আপনার অদৃশ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা তিনি স্বীয়-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও দেখাইয়াছেন। "আমার সেই রূপ-দর্শন-প্রদান (অথবা দর্শন না প্রদান) আমার অকুণ্ঠিত ইচ্ছাই কারণ," এই অভিপ্রায়েই স্বয়ং পুনরায় "ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ" ইত্যাদি অর্দ্ধপদ্য বলিলেন। নশ্যেয়ং—অদৃশ্য হইতে পারি। যেহেতু 'নশ'-ধাতুর অর্থ অদর্শন। তথাপি তুমি যে আমাকে ভূতগুণযুক্ত বলিয়া দেখিতেছে, এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। আমাকে তোমার এই প্রকার (অর্থাৎ মায়াগুণযুক্তরূপে) জানা উচিত নহে। 'মায়া'-শব্দে কোন স্থলে চিচ্ছক্তিও অভিহিত হয়। যথা,—চতুর্ব্বেদশিখায় "মায়া-নাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিযুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে 'মায়াময়' বলা হয়।" মধ্বাচার্য্য নিজকৃত বেদান্তভাষ্যে এই (চতুর্ব্বেদ-শিখা-নাম্নী) শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছায়ই স্বীয়-মূর্ত্তি-প্রকাশের কথা সেই মোক্ষধর্ম্মেই বলা হইয়াছে, যথা—"অনন্তর দেবদেব সনাতন ভগবান্ (সেই উপরিচর বসুর প্রতি) প্রসন্ন হইয়া, অন্যের অদৃশ্য হইলেও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন।"

"তৎপরে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে স্রুক (যজ্ঞে ঘৃতাহুতি-প্রদান পাত্র) উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।" এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেই বিভু হরি কিজন্য এই যজ্ঞে দর্শন প্রদান করিলেন না? ইহাই বৃহস্পতির ক্রোধের কারণ। অনন্তর সেই ভূপাল মহাবসু (উপরিচর বসু) ও তাঁহার সদস্যবৃন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ সেই মুনিকে (বৃহস্পতিকে) সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। এবং তৎপরে বলিয়াছিলেন—"হে বৃহস্পতে! আপনি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পন করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য। আপনি ও আমরা তাঁহার দর্শন-লাভে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই মাত্র তাঁহার দর্শনের যোগ্য।"

সেই মোক্ষধর্ম্মে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক ঋষিত্রয়ের বাক্য—"অনন্তর, সেই যজ্ঞের সমাপন সময়ে ভগবানের আনন্দদায়িনী বাগ্দেবী অলক্ষিতভাবে থাকিয়া স্নিগ্ধ ও গম্ভীরবচনে বলিয়াছিলেন,—"হে ভক্তবর্গ! তোমারা জিজ্ঞাসু, অতএব কি প্রকারে সেই বিভুর দর্শন পাইবে? তজ্জন্য সেই ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশ-মানা স্বয়ং-প্রকাশ-শক্তিদ্বারা (চিন্ময়নে) অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তিনি (কৃপাবশতঃ) নেত্রে অভিব্যক্ত হ'ন, (কিন্তু তিনি) প্রাকৃত নেত্রের বিষয়ীভূত নহেন।" যথা, শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—"ভগবান নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি অর্থাৎ কৃপাদ্বারা দৃষ্ট হন। সে কৃপাব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা শ্রীহরিকে দেখিতে পারে? পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া অধোক্ষজ (প্রাকৃত ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত) হইয়াও স্বীয়কৃপাশক্তির প্রভাবে ভক্তগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ভগবানের যে বিগ্রহ সর্ব্বব্যাপী, সেই বিগ্রহই পরিচ্ছিন্ন। অতএব একই কৃষ্ণের একই সময়ে দ্বিরূপতা (সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব) বিরাজমান। যথা, ভাঃ ১০।৯।১৩—১৪—"যাঁহার অন্তর্ব্বহি নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্ব-পশ্চাৎকালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তর ও বাহ্য এবং কার্য্য-কারণের অভেদ বিচারে যিনি জগৎস্বরূপ সেই অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্র মনে করিয়া যশোদাদেবী সাধারন বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকদ্বয়দ্বারা দামবন্ধন-স্বীকার-লীলাকালে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিরূপতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতা সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, ভাঃ

১।১০।২৬ শ্রীদ্বারকাবাসিগণের উক্তি—"অহো। যদুবংশ শ্লাঘ্যতম। অহো! মধুবন পুণ্যতম। যেহেতু পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বীয় জন্মদ্বারা যদুকুলকে এবং লীলা-বিহারদ্বারা মধুবনকে সংকৃত করিতেছেন।" দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে বর্ত্তমান কাল-প্রকাশক 'অঙ্কতি'-ক্রিয়াপদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাঃ ১০।৯০।৪৮—"যিনি জনগণের অর্থাৎ জীবগণের নিবাস বা আশ্রয়স্থল, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে জনগণে যাঁহার নিবাস, অথবা গোপ-যাদবাদি জনগণমধ্যে যাঁহার নিবাস, দেবকীর গর্ভে জন্ম যাঁহার পক্ষে বাদ-মাত্র, বস্তুতঃ যিনি জন্মরহিত, শ্রেষ্ঠ যাদবগণ যাঁহার পরিকর, যিনি নিজ বাহুবলে অথবা অর্জ্জুনাদি ভক্তগণ-দ্বারা ধর্ম্মপ্রতিপক্ষ অসুরগণের বিনাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমাদি নিখিল প্রাণিগণের সংসার দুঃখহারী, অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ স্বীয় সেবকগণের যাবতীয় দুঃখহারী এবং সুস্মিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবণিতা-গণের কাম (প্রেম) বর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীমথুরাখণ্ডে—"বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণ পরিবৃত হইয়া বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যখন নারদ যুধিষ্ঠির-সংবাদ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন। তথাপি 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা ব্যক্ত হইতেছে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্য—"অহো! যেখানে কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, সেই মধুপুরীই ধন্যা। সেই স্থানে মুনি ও দেবগণ, সকলেই বাস করিতে অভিলাষ করেন।" ব্রজবাসিগণ, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবেরতনয়দ্বয় (নলকুবর-মণিগ্রীব) প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ, কেশী প্রভৃতি দানবগণ, কালিয়াদি নাগগণ এবং শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষগণ—ইঁহারা সকলেই লীলা-পরিকর। ('ন যত্র মায়া' এই প্রমাণবলে নিত্যধামে প্রাকৃত বস্তুর অবস্থিতি নাই; সুতরাং তথায় যে সব অসুরগণের অবস্থিতি তাঁহারাও দুর্গা'র ন্যায় অপ্রাকৃত—জানিতে হইবে। নিত্যধামে ঐ সকল লীলা অনুকরণরূপমাত্র) 'প্রকট, ও 'অপ্রকট'-ভেদে সেই লীলা দ্বিবিধা। নিদর্শন যথা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা স্বরূপভূত অনন্ত-প্রকাশ ও লীলা-দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। কদাচিৎ শ্রীহরি সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বীয় পরিবারের সহিত প্রপঞ্চে অথবা জগৎসমূহ যাঁহার অন্তরে সেই বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদিলীলা করিয়া থাকেন। সেই লীলানাম্নী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে সেই সকল পরিকরগণের সেই সেই ভাব উদ্ভাবিত করেন।

প্রপঞ্চের গোচর হইলে সেই লীলাকে 'প্রকট'-লীলা বলে। তদ্ভিন্ন অন্য সকলই 'অপ্রকট'-লীলা। এই অপ্রকটলীলা প্রপঞ্চের গোচর হয় না। তন্মধ্যে প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা ও দ্বারকার গমনাগমন হইয়া থাকে। যে যে লীলা গোকুলাদিতে অপ্রকট হয়, সেই সেই লীলা সেই গোকুলাদিতেই প্রপঞ্চাগোচররূপে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই 'জয়তি জননিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ (বর্ত্তমানকালবাচক ক্রিয়া পদদ্বারা) বারংবার প্রকাশ করিতেছেন; অর্থাৎ ভগবান্, তাঁহার ধাম ও লীলা সমস্তই নিত্য, প্রপঞ্চ-লয়েও এই সকলের লয় হয় না।

ব্রহ্মা'র আদেশে দেবাদির অংশ অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবানের নিত্যপরিকর বসুদেব-নন্দাদির অংশ স্বর্গস্থিত যে কশ্যপ-দ্রোণাদি তাঁহারা নিত্যলীলাস্থিত বসুদেব-নন্দাদি অংশীর সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া শূর-পর্জ্জন্য প্রভৃতি হইতে (বসুদেব নন্দরূপে) মথুরা গোকুলাদিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন।

মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষে প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণব্যূহের আবির্ভাব করাইয়া (প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-নামক) অপর ব্যূহদ্বয়কে যথাসময়ে আবির্ভূত করাইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে অন্তঃস্থিত করিয়া সেই বসুদেবের হৃদয়ে প্রথমতঃ প্রকট হন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণার্থ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরেরশেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধও বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত ঐক্য-প্রাপ্ত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রাকট্য

লাভ করেন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে মহানিশায় এই শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া, কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন।

সেই জননী প্রভৃতি ইহাই ধারণা করেন যে, লৌকিক রীতিতেই শিশু পরম সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কি চতুর্ভুজত্বে, কি দ্বিভুজত্বে উভয়রূপেই শ্রীকৃষ্ণ নরলীলোপযোগী ভাব (চেষ্টা), গুণ (সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধতা) ও রূপের অনুবর্ত্তন করিলেও কখনই নিজের কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগ করেন না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্বেরই প্রাধান্য উক্ত হয়, কিন্তু মহৈশ্বর্য্য আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্ব অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তিত হয়, যেহেতু (ভাঃ ৭।১০।৭৮ ও ৭।১৫।৭৫ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে) 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়' এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অনন্তর বসুদেব (গোকুলে) যশোদার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্থানে স্বপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, যশোদার কন্যাকে লইয়া নিঃসৃত হন।

সেই এই শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যশোদার নিত্য পুত্ররূপে বিরাজমান থাকায়, প্রকটলীলায়ও দেবকীর ন্যায় যশোদাকে দ্বার করিয়া আবির্ভূত হইলেন। ব্রজরাজকৃত উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া গোকুলে ক্রমে ক্রমে বাল্যাদি-লীলা প্রকাশ করেন; তিনি প্রকটলীলায় যাহা যাহা করেন, কোটি কোটি অপ্রকট প্রকাশেও ঐ সকল লীলা করিয়া থাকেন। প্রেষ্ঠজনগণের আনন্দপ্রদ এবং নিজেরও বিমোহনকারী সেই সেই লীলার উল্লাস-সহযোগে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন। নন্দ-যশোদার অসমোর্দ্ধ বাৎসল্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আপনাকে তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়াই জানেন। এই স্থলে কোন কোন প্রাচীন ভাগবত বলেন,—বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব, এবং গোকুলে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হন।

বসুদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক যশোদার সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন এবং সেই কন্যাটিকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বিষয় অতীব রহস্যজনক বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি কথাক্রমে সেই সেই স্থলে ইহা বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থলে তাহার সূচনা করিয়াছেন। যথা ভাঃ ১০।৫।১—"উদারচেতা নন্দ আত্মজ উৎপন্ন হইলে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।" ভাঃ ১০।৬।৪৩—"প্রশস্তবুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া নিজপুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।" ইহার সমর্থনে ভাঃ ১০।৯।২১— "এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, তদ্রূপ দেহাভিমানী তাপস বা জ্ঞানীদিগের সুখলভ্য নহেন।" ভাঃ ১০।১৪।১—"যাঁহার গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র, বিষাণ ও বেণু এবং বক্ষঃস্থলে স্বর্ণ-রেখারূপা লক্ষ্মীবিরাজিত এবং যাঁহার পদতল অতীব কোমল, যিনি পশুপাঙ্গজ অর্থাৎ নন্দাঙ্গসম্ভূত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্তুতি করি।"

সেইরূপ শ্রীযামলের বচনও উদাহরণ প্রদান করিতেছে—"যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক্; যিনি পূর্ণ, তিনি বাসুদেব কৃষ্ণের পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। সেই স্বয়ংরূপ মূলকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না।" ("কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥") "তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে লীলা করিয়া থাকেন।"

অনন্তর প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরপুত্রতা আচ্ছাদন ও স্বীয় বসুদেবপুত্রতা প্রকাশপূর্ব্বক মথুরায় গমন করেন। সেই বাসুদেব দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপেই প্রকাশ পান। বাসুদেব মথুরায় সেই সেই লীলাপ্রকাশ

করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক তথায় সেই সেই লীলাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাসুদেব কৃষ্ণ সেই দ্বারকায় প্রদ্যুম্ননামক তৃতীয় ব্যূহের প্রকটন করেন ; সেই প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধনামক চতুর্থব্যূহের প্রকাশ হয়। এইরূপে দ্বারকাতেই এই ব্যূহচতুষ্টয়ের লোকোত্তর-চমৎকারিতাযুক্ত বিবাহাদি বহুবিধ লীলাও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

প্রকটলীলায় ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। তাহাতেও তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসদৃশ বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইত। তিন মাসের পরে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণসহ সাক্ষাৎ মিলন হইয়াছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণসহ সঙ্গতি—'আবির্ভাব' ও 'আগমন,' এই দুই প্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'আবির্ভাব'—শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেকে (তাঁহার) যে সকল প্রেষ্ঠজনের চিত্ত বিবশ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হন। সেই সকল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জন যে অবধি উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণ করেন, তদবধি ব্রজে বনমালীর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

দ্বারকাস্থ মুরারির ব্রজে প্রাদুর্ভাব, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদিতে পুনঃ পুনঃ বহুধা বর্ণিত হইয়াছে। যেকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আবির্ভূত হইয়া বিহার করেন, তৎকালে ব্রজবাসিগণের নিকটে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্বপ্নবৎ জ্ঞান হয়।

অনন্তর 'আগমন'—স্বজনগণের প্রতি প্রেম এবং নিজবাক্যের সত্যতা প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রথযোগে পুনরায় স্বীয় প্রিয় গোষ্ঠে আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বচন, যথা, (ভাঃ ১০।৩৯।৩৫)—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় (মথুরায়) প্রস্থানে সেই গোপীগণকে অতিশয় সন্তপ্ত জানিয়া 'আমি শীঘ্রই ব্রজে প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ প্রেমযুক্ত বহু দূতবচনদ্বারা, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন"। ভাঃ ১০।৪।২৩ (মথুরায় শ্রীনন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা বসুদেবাদি সুহৃদ্গণের সুখসম্পাদন করিয়া আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বিরহকাতর জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দর্শনার্থ শীঘ্রই যাইতেছি। যদুগণের মন্ত্রী, নিজের প্রিয়তম উদ্ধবের উক্তিদ্বারাও পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের এই বাক্য উজ্জ্বলীকৃত অর্থাৎ সন্দিগ্ধতাশূন্য করিয়াছিলেন। যথা (ভাঃ ১০।৪৬।৩৫ —"যাদবগণের শত্রু কংসকে রঙ্গস্থলে সংহার করিয়া আপনাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের সমীপে সমাগত হইয়া তিনি তাহা নিশ্চয়ই সত্য করিবেন।"

দ্বারকাবাসিগণের বাক্যে সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সত্যতা প্রকটিত হইয়াছে। যথা (ভাঃ ১।১১।৯)—দ্বারকার প্রজাগণের উক্তি—"হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখন সুহৃদ্গণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুর ও মাথুরমণ্ডলে (ব্রজে) গমন করেন, তখন আপনার বিরহে আমাদিগের ক্ষণকাল কোটি-বর্ষ বলিয়া বোধ হয়। হে অচ্যুত! সূর্য্যব্যতীত যেমন নয়ন অন্ধ হইয়া যায়, আপনাকে না দেখিয়া আমাদেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে।"

কারিকা—সুহৃদ্গণের—নন্দাদির দর্শনের ইচ্ছায়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি মধুপুরে 'অপসরণ'—গমন করিয়াছিলেন। মধু—মথুরা ; সে সময়ে মথুরায় সুহৃদ্‌বর্গ বিদ্যমান না থাকায় মথুরা-শব্দে মাথুরমণ্ডলস্থ-ব্রজকেই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতেছে।

প্রথমেই লক্ষিতব্য—পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রীকৃষ্ণ রথযোগে মথুরায় গমনপূর্ব্বক, দন্তবক্রকে নিহত করিয়া ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। সেই গদ্য ও পদ্য, যথা, (পঃ পুঃ উঃ খঃ ২৭৯।২৪—২৬)—"শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনায় স্নান করিলেন এবং নন্দব্রজে গমনপূর্ব্বক, উৎকণ্ঠিত পিতা ও মাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া অশ্রুসিক্ত তাঁহাদিগকর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন, তৎপরে গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম ও আশ্বাস, প্রদান করিয়া বহুবিধ রত্ন, বস্ত্র ও আভরণদ্বারা তত্রস্থ সকলকেই পরিতৃপ্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র বৃক্ষগণ-পরিবৃত রমণীয় যমুনা-পুলিনে গোপীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপবেশধর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ রম্যকেলি-সুখ ও বহুবিধ প্রেমরসে শ্রীবৃন্দাবনে দুই মাস বাস করিয়াছিলেন।

কারিকা।—"উত্তীর্য্য" এই পদদ্বারা যে উত্তরণের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ আপ্লাবন (স্নান)। দুষ্ট দন্তবক্রকে হত্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্নানপূর্ব্বকই ব্রজে গমন করা উচিত। অতএব প্রকট-লীলাতেও অল্প (ত্রৈমাসিক) কালই শ্রীকৃষ্ণের অযোগ অর্থাৎ বিরহ হইয়া থাকে। এই কারণে গোকুল, মধুপুর ও দ্বারকা—এই ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাময়। পদ্মপুরাণে বর্ণিত (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজাগমনকালে অপর একটী রহস্যজনক বিষয় বিদ্যমান। যথা—"অনন্তর বাসুদেবের অনুগ্রহে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তত্রস্থ নন্দগোপাদি সকল ব্যক্তি এবং পশুপক্ষিমৃগাদিও দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিয়া পরম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন।"

ইহার দুইটী কারিকা।—ব্রজেশ্বরাদির অংশ যে দ্রোণাদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনন্দাদিকে ব্রজের অপ্রকট প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, স্বয়ংও তাঁহাদের সহিত সেই অপ্রকটপ্রদেশেই গিয়াছিলেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠগণ হইতেও প্রিয়তম গোকুলবাসী জনগণের (পার্ষদবৃন্দের) সহিত সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।

স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে যেমন লক্ষ্মণের বিষয় শ্রবণ করা যায়।—'তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শেষাত্মকতা-প্রাপ্ত সত্য-প্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে সর্ব্বসমক্ষে মধুর বচনে বলিলেন—"হে লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান কর এবং স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হও। হে বীর! হে শত্রুদমন! তোমা-কর্ত্তৃক দেবকার্য্য কৃত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরম বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হও। তোমার মূর্ত্তি ফণামণ্ডলমণ্ডিত শেষও সমাগত হইয়াছেন।" তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া ভূভারধারণক্ষম শেষকে পাতালে প্রস্থাপনপূর্ব্বক পরমাদরে লক্ষ্মণকে যানে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।"

দ্বারকার লীলা অপ্রকট করিতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তৎকালে মুনিশাপাদিরূপ কৈতব অর্থাৎ মায়া প্রকাশিত হয়। দেবাদির অংশাবতরণে যাঁহারা যদুগণে অবতরণ করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সেই সকল দেবতার সহিত স্বধামে গমন করেন। আর নিত্যলীলার পরিকর যে যাদবাদি, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নিত্য লীলা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণধাম—শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ উক্ত,—মাথুর ও দ্বারকা, তন্মধ্যে মথুরাধামও আবার দ্বিবিধ উক্ত,—গোকুল ও মধুপুর। গোলোক নামক শ্রীকৃষ্ণের যে ধাম, তাহা গোকুলেরই বিভূতি। গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্যবশতঃ গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইয়াছে। যথা, পাতাল-খণ্ডে "অহো! বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী ধন্যা। এই মধুপুরীতে একদিন মাত্র বাস করিলেও হরিভক্তি লাভ হয়। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বারস্থ মায়াপুর এবং নবদ্বীপমণ্ডলের কর্ণিকায় শ্রীমায়াপুর), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী (উজ্জয়িনী) ও দ্বারাবতী—এই সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী। এই সপ্তপুরীর মধ্যে মাথুরমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও উত্তম অর্থাৎ অধিক মহিমাযুক্ত।" মাথুরমণ্ডল যে নিত্য লীলাস্থান, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও ইহার নিত্যরূপতা শ্রুত হয়,—"আমার মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, (মাথুরমণ্ডলস্থ) গোপকন্যা ও গোপবালকগণকে নিত্য বলিয়া জানিবে।" সেই মাথুরমণ্ডল পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অদ্ভুত এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে (কখন) বিস্তৃত ও (কখন) সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এই মাথুর-মণ্ডলেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের পর্য্যাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বৃন্দাবনাবয়বে কোন এক স্থানে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব রাসলীলায় সেই যমুনা-পুলিনে যে শতকোটি গোপী পরিমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

স্ব-স্ব-লীলাপরিকরগণের মাত্র যাহা, দৃশ্য—অপরের নহে, সেই সেই লীলার অবকাশে মাত্র তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক সময়ে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও যাঁহারা পরস্পর

নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকারে অসংযুক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাদ্বারা বিভূষিত, ব্রজের সেই সকল পর্ব্বত, গোষ্ঠ ও বনাদির বহুবিধ রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। (এই শ্লোকত্রয় একবাক্যতাময়)।

বৃন্দাবনের সকল প্রদেশই কৃষ্ণ লীলান্বিত ও দর্শনের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়েই তাহা কখন শূন্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন।

অতএব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের, ধামের ও সময়ের অচিন্ত্যপ্রভাববশতঃ এই স্থলে কিছুই দুর্ঘট নহে। বিচক্ষণগণকর্ত্তৃক দ্বারকায়ও এইরূপ সকলই (অচিন্ত্যপ্রভাববিশিষ্ট বলিয়া) জ্ঞাতব্য। যথা (ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র ভগবদালয় ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরীকে ক্ষণকালমধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় অর্থাৎ দ্বারকাস্থিত নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান আছেন। উক্ত মন্দিরের (সমুদ্রকর্ত্তৃক প্লাবিত না হইবার বৈভব) স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট এবং পরম মঙ্গল লব্ধ হয়।" অনন্তর শ্রীনারদের দর্শনে সেই দ্বারকাস্থিত ভগবদ্-আলয়ের অন্য বৈভব প্রকাশিত; তাহা—সেই একই আলয়ে একই কালে শ্রীহরির নানা রূপ, নানা অবসর অর্থাৎ প্রাতঃ-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদি সময়—এই সকলের অত্যদ্ভুততা। (শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য-লীলা দর্শনপূর্ব্বক, শ্রীনারদের বিস্ময় ও শ্রীকৃষ্ণস্তব ভাঃ ১০।৬৯ বর্ণিত আছে)।

শ্রীকৃষ্ণের লীলানুগত চন্দ্রসূর্য্যাদি (অপ্রাকৃতবলিয়া) প্রাকৃত গ্রহ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকট লীলায় লীলাপরিকরগণকর্ত্তৃক ঐ অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত হন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তিনটী ধামেই সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। তথাপি গোকুলে তাঁহার মাধুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যথা, সম্মোহন-তন্ত্রবাক্য—"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র উপাদেয় অবতার বিদ্যমান, তথাপি সেই সকল অবতারের মধ্যে বালত্ব অর্থাৎ গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরত্বই অতিশয় দুর্ল্লভ। কারিকাঃ—যদিও বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য-ভেদে বয়স ত্রিবিধ, তথাপি মতান্তরে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য। ইহার সমর্থনে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"আমার ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বহু বহু রূপ বিদ্যমান, কিন্তু সেই সকল রূপ গোপরূপী আমার সদৃশ হইতে পারে না।"

এইরূপে এই প্রকরণে (নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) মহামাহাত্ম্যমণ্ডিত দশাক্ষর-অষ্টাদশাক্ষরাদি মহামন্ত্র-সকল বহুবিধ তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গোপালরূপী স্বয়ং ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে বিধাতাকে যাহা বলিয়াছেন, সেই সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ গোপালতাপনী শ্রুতির উক্তিও এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহের চতুর্ব্বিধা মাধুরী ব্রজেই মাত্র বিরাজমান। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মাধুরী যাহা পূর্ব্বে কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ মধুর ঐশ্বর্য্যরাশিদ্বারা সেব্যমান্ হরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন। যে স্থানে অর্থাৎ সেই ব্রজে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ সসম্ভ্রমে স্তব করিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। যথা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদবাক্য—"হে কৃষ্ণ! চক্রপাণি অর্থাৎ দ্বারকানাথরূপে তোমাকর্ত্তৃক চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্যের বিনশ দুঃসাধ্য, সেই সকল দৈত্য তোমার অভিনব বাল্যলীলায় নিহত হইয়াছে। হে হরে! তুমি বন্ধুবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী আরম্ভ কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মারুদ্রগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন।"

ক্রীড়ার মাধুরী।—যথা, পদ্মপুরাণে—"শ্রীকৃষ্ণদেবের সর্ব্বপ্রকার চরিত্রই আশ্চর্য্য, তন্মধ্যে আবার গোপলীলা সর্ব্বতোভাবে অতিশয় মনোহারিণী।" শ্রীবৃহদ্বামন-পুরাণে (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—"যদ্যপি আমার দামবন্ধন স্বীকারাদি মনোহর লীলা-প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তথাপি রাসলীলা-স্মরণ হইলে আমার মন যে কি প্রকার (আনন্দামৃত সিন্ধুমগ্ন) হয়, তাহা আমি বর্ণন করিতে অসমর্থ।

বেণুর মাধুরী, যথা—নিখিল বিশ্বে নাদসমূহের যত মাধুরী আছে, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের একটি পরমাণুতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। এবং যে মোহনবেণুর ধ্বনি হইলে তজ্জনিত ঘনীভূত পরমানন্দে নিমগ্ন স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের পরস্পর ধর্ম্মবিপর্য্যাস হইয়া থাকে। যে মোহন বেণুর ধ্বনি-শ্রবণে শিবাদি-দেবতাগণ—"শ্রবণাঞ্জলিপেয় এ কি কোন মোহনমন্ত্র বা পদার্থ অথবা কোন আশ্চর্য্যজনক বস্তু" এই কথা বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

(ভাঃ ১০।৩৫।১৪-১৫)—"হে সাধ্বি যশোদে! নানাবিধ গোপজনোচিত ক্রীড়ানিপুণ তোমার তনয় যখন অধরবিম্বে বংশীসংযোগ করিয়া বেণুবাদ্যবিষয়ে নিজ হইতেই অভ্যস্ত বিবিধ স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকে, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ মন্দ্র-মধ্যম-তার-সমন্বিত ঐ স্বরালাপ শ্রবণপূর্ব্বক গ্রীবা ও চিত্ত অবনত করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াও তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ এবং আপনারা মোহ প্রাপ্ত হন। ভাঃ ১০।২১ ও ৩৫ অধ্যায়ে ব্রজদেবীগণ বেণুরই মহাদ্ভুত মাধুরীর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহের মাধুরী যথা—যাহার সমান এবং যাহা অপেক্ষা অধিক নাই এবম্ভূত মাধুর্য্যতরঙ্গময়-অমৃতবারিধি যিনি, সেই শ্রীনন্দ-নন্দনের রূপ স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের উল্লাসবর্দ্ধক। যথা তন্ত্রে—"যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চল অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভাকর্ত্তৃক নীরাজনার্হ এবং যাঁহার রম্যকান্তি কোন স্থানেই দর্শন ও শ্রবণের বিষয় হয় না, আমি সেই নন্দ-নন্দনের পরমধ্যান-বিধি বলিব।'

ভাঃ ১০।২৯।৪০—"হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে, যে তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হইয়া নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগন্মান-সাকর্ষী এইরূপ দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের স্বয়ংভগবত্তা বিচার

এই প্রকার অঙ্গ (অংশ) সহিত পরমাত্মাকে নির্দ্ধারিত করিয়া বর্ণিত অবতার সকলের অনুবাদ (মানান্তরেণ প্রাপ্তস্য পুনঃকথনমনুবাদঃ) পূর্ব্বক অভিপ্রায়ানুরূপচেষ্টা আবিষ্কার করতঃ শ্রীভগবান্‌কে নির্দ্ধারণ করিতেছেন—ভাঃ ১।৩।২৮ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" 'চ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে ও হয় নাই সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ—কারনার্ণবশায়ীর অংশ এবং কলা (বিভূতি)। অংশ দুই প্রকার সাক্ষাৎ-অংশ ও অংশের অংশ। অবতারগণ মধ্যে বিংশতম অবতাররূপে কথিত, যাদবগণ মধ্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। পুরুষের অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়-মুদীরয়েদিতি" বচনাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই—ভগবত্তা-লক্ষণ ধর্ম্ম সাধন করিতেছে, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণত্ব নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন নহে, কারণ তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অবতারী অন্য ভগবান্ কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষপরতত্ত্ব, তাঁহার স্বতঃসিদ্ধভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-লক্ষণ-ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ মূল অবতারী সিদ্ধ হইল। সুতরাং তিনি যে পুরুষ হইতে আবির্ভূত হন নাই একথা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং পদে তাঁহার মূল অবতারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, ভগবান্ হইতে আবির্ভূত বা ভগবত্তার আরোপ-হেতু তিনি (স্বয়ং) ভগবান্ নহেন। অবতার প্রকরণে (ভাঃ ১।৩) অন্যান্য অবতারের সহিত পঠিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি অবতারী নহেন, এই সংশয় হইতে পারে না, কারণ সেই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতারান্তর্ভূততা ও স্বয়ংভগবত্তা মধ্যে কোন্ বাক্য প্রবল? তদুত্তরে—স্বয়ংভগবত্তাদ্যোতক-বাক্যই প্রবল। কারণ পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে উক্ত আছে,—পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" ইতি॥ ("যত্র সমগ্রাঙ্গোপ-দেশঃ সা প্রকৃতিঃ" পারিভাষিক শব্দ)। অতএব পরবিধি বলবান হেতু স্বয়ং ভগবত্তাদ্যোতকই বলবান। বলবান্ পরবিধি গ্রহন ন্যায়ে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বিধি বলবান্ হওয়ায় অবতারিত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

অন্যাবতারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ জগৎকার্য্য বা পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্যে (পুরুষাবতারগণের কার্য্যার্থে) অবতীর্ণ হন নাই। ভারহরনার্থ বলাতে তাৎপর্য্য :—স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণকালে অংশাবতারগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া তৎকর্ত্তৃক ভারহরণাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা শ্রীভগবানে আরোপ করিয়া বলা হয়। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বীয় নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যভিচার না ঘটাইয়া, নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দ-বিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদন করিবার জন্য, নিজ জন্মাদি লীলাদ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া, কখনও কখনও সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর হয়েন। তাহাই তাঁহার অবতরণের হেতু। ইহা তাঁহার জগদ্গত ভক্তগনের প্রতি অনুগ্রহ বিশেষ—ইহা প্রকাশ জন্য অবতারগণের মধ্যে নামোল্লেখ হইয়াছে, অংশাবতার প্রতিপাদনার্থ নহে। "রামাদিমূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয়। প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে ভগবৎস্বরূপবৃন্দের প্রাকৃতবৈভবে অবতরনকে অবতার বলে। অবতার শব্দে কেবল অংশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সাহায্যকারী বলিয়া শ্রীবলরামেরও পুরুষের অংশত্ব খণ্ডিত হইল। সে কারণ ভাগবতে ১০।১৯-২০ উভয় অবতারকে ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্লোকোক্ত "তু" (কৃষ্ণও) শব্দ দ্বারা অংশ, কলা এবং পুরুষ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য বুঝাইতেছে। 'এতে চাংশকলাঃ' শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলেন, সেই অবতারী পুরুষের মূল অবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ কিন্তু প্রথম পুরুষ সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া পরমাত্মা ইহা নিশ্চিত হইল। কৃষ্ণের অংশীত্ব প্রতিপাদন করা হইল বটে, কিন্তু অংশত্ব প্রতিপাদক বহুবাক্য দেখা যায়, উভয় বাক্যের বিরোধ সমাধানার্থ কোন কোন ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ অংশী, নিখিল স্বরূপের অপেক্ষায় নহেন, এতাদাশঙ্কায় বলিতেছেন ;—জিজ্ঞাস্য ;—শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব প্রতিপাদকবাক্যগুলি শ্রীভাগবতের বা অন্য গ্রন্থের ? যদি ভাগবতের হয়—তবে ইহার জন্ম-গুহ্যাধ্যায় (প্রথমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে) সমস্ত ভগবদবতারের সূত্র ; কারণ এই অধ্যায়ে সমস্ত ভগবদবতারের সূচনা করা হইয়াছে। প্রথমে বিক্ষিপ্ত করিয়া পরে সবিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য গুহ্যাধ্যায়ে "এতে চাংশকলাঃ—।" ইহা পরিভাষা বাক্য। অবতার প্রকরণোক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকলকে পুরুষের অবতার বলিয়া জানিবে। যেহেতু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রতিজ্ঞা (সাধ্য নির্দ্দেশঃ) বাক্যই গ্রন্থার্থের নির্ণায়ক ইহাই ভাগবতের মুখ্যতম অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সুচারুরূপে পরিচয় করাইবার জন্য, এই অধ্যায়ে এবং অন্য শাস্ত্রে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই পদ্যার্দ্ধ দ্বারা শ্রীভাগবতে বর্ণিত অবতার সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পরিভাষা বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য সকল অবতারকে পুরুষের অংশ নির্দ্দেশ, আর পরিভাষারূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উহাদিগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যপ্রতিপাদ্যরূপে নিশ্চয় করিলেন। পরিভাষা, 'অনিয়মে নিয়ম কারিণী ; যে বাক্য অনিয়মিতভাবে বর্ণিত বিষয়সকলকে কোন নিয়মদ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহার নাম পরিভাষা। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষার উল্লেখ করা হয়, বারংবার নহে। একবার উল্লিখিত হইলেও উহাদ্বারা কোটি বাক্যও শাসিত হয়। উক্ত বাক্যটী গুনবাদ (অর্থবাদের প্রকারভেদ) নহে। পরন্তু ইহার বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান বাক্য সকলের এই বাক্যের অনুগতভাবে ব্যাখ্যা করা শাস্ত্রসঙ্গত। যদি কেহ বলেন ভাগবতোক্ত এই পরিভাষাবাক্য ভাগবতীয় বিরুদ্ধবাক্য শাসন করিতে পারেন, পুরাণান্তরস্থিত বিরোধীবাক্য এই পরিভাষাবাক্যে শাসিত হইবে কেন ? এ সন্দেহ বৃথা, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ নির্ণায়ক

শাস্ত্র (ভাঃ ১।১।২), তাহাতে আবার এই পরিভাষা বাক্যটি আর্থিক অর্থাৎ তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়। অপিচ প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্রেরই অন্যান্য বহুবাক্যেরই নিরসন করিবার সামর্থ্য অন্যগ্রন্থেও দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে—আকাশের অনুৎপত্তি-শ্রুতি, প্রাণের অনুৎপত্তি শ্রুতি, নিজবিরোধিনী-শ্রুতি এবং অন্য নানাশ্রুতি—"আত্মনিবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা উপমর্দ্দিত (নির্জ্জিত) হইয়াছে। যেহেতু সমস্তই আত্মা কথা বলায়, আকাশ ও প্রাণের উৎপত্তিও আত্মা হইতে হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাবিরোধী অংশত্ব প্রতিপাদক বাক্য নিরসনার্থ—স্বামিপাদাদিও বহুবার "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" পরিভাষা বাক্যটি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত পরিভাষা বাক্যটির বলবত্তা সত্ত্বসিদ্ধ হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র উপমর্দ্দকতার বিষয় পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রান্তরের বচনকেও উক্ত পরিভাষাবাক্যের অনুগতভাবে পণ্ডিতগণ দেখিয়া থাকেন। রাজার ন্যায় অনুচরগণেরও শাসন। পরিভাষা বাক্যই শাস্ত্ররাজ এবং অন্যবাক্যসকল তাহার অনুচর স্থানীয়। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব সূচক বলিয়া আপাততঃ বোধহয়, তৎসমুদয়কে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনুগত অর্থপ্রতিপাদকরূপে দেখান হইতেছে। যথা—'অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণো'—যথাশ্রুত-অর্থ—"শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ।" বাস্তবিকার্থ—'অংশের (বলদেবের) সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ।" সহার্থ্যে তৃতীয়া বিভক্তি। সর্ব্বব্যাপকতার দ্বারা পরিপূর্ণতার পর্য্যবসান হেতু বিষ্ণু কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। (ভাঃ ১০।১।২)।

"বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ" যথাশ্রুতার্থ—হরির অংশ রামকৃষ্ণদ্বারা পৃথিবী নিরতিশয় শোভা পাইয়াছেন। বাস্তবিকার্থ—হরির কলা (বিভূতিরূপা পৃথিবী) আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) নিরতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২০।৪৮)।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ" (ভাঃ ১০।২।৪১) যথাশ্রুতার্থ—দেবকীপ্রতি দেবগণের উক্তি—সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অংশ দ্বারা আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। বাস্তবিকার্থ—তিনি মৎস্যাদি অংশাবতাররূপে পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলার্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হে মাতঃ! তিনি সাক্ষাৎ-স্বয়ংই আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।

"জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং' (ভাঃ ১০।২।১৮) যথাশ্রুতার্থ—শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক দেবকীতে জগন্মঙ্গল অচ্যুতের অংশ শ্রীকৃষ্ণ সমাহিত হইয়াছিলেন। বাস্তবার্থ—(সপ্তম্যন্ত অন্যপদার্থ বহুব্রীহি সমাসে) অচ্যুত অংশসকল যাহাতে (স্বয়ংভগবানের অবতীর্ণকালে নিখিল অংশাবতার, গুনাবতারাদি সকল অবতারাবলি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায় সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণস্বরূপ) শ্রীকৃষ্ণ দেবকীদেবীতে সমাহিত হইয়াছিলেন। শ্লোকের শেষাংশে "দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং" দেবকীদেবী নিজহৃদয়ে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বমূলস্বরূপ ভগবান্‌কে ধারণ করিয়াছিলেন।

"এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি" (ভাঃ ১০।৪৩।২৩) যথাশ্রুতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা সুবিজ্ঞব্যক্তির বাক্য নহে, রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট সাধারণ জনবৃন্দের উক্তি। তাঁহারা সাতিশয় বোধসম্পন্ন ছিলেন না, সাধারণ দর্শক মাত্র। তাহাতেও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীসরস্বতীদেবীর প্রতিপাদিত অর্থে (সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি) সর্ব্বাংশসহ শ্রীবসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'তাবিমৌ বৈ ভগবতো' (ভাঃ ৪।১।৫৮) যথাশ্রুতার্থ—পৃথিবীর ভার হরণার্থ শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুবংশে অর্জ্জুনরূপে এখানে আসিয়াছেন। বাস্তবার্থ—'আগতৌ পদে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় এবং 'কৃষ্ণৌ'পদে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ নানাবতারবীজ-হরির (পুরুষের) নর-নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীনারায়ণ 'আগত' ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ম্মকারক। পৃথিবীর ভার হরণার্থ এবং (শ্লোকোক্ত 'চ'-কারেতে) ভক্তসুখদ নানাবিধ অন্যলীলার জন্য যাঁহারা

অবতীর্ণ হইয়াছেন। "অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ং" অর্জ্জুনে নর-নামক ঋষি প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া নরাবেশ বলা হইয়াছে। "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাম্' ব্রহ্মস্তবে অনন্যসিদ্ধ নারায়ণ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ইহা প্রকাশার্থ, 'কৃষ্ণো নারায়নঃ স্বয়ং' এস্থলে স্বয়ং বিশেষণ প্রয়োগ। রুক্মিণী পরিহাস প্রসঙ্গে ভাঃ ১০।৬০।১৫ "যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ। তয়োর্ব্বিবাহো মৈত্রী চ নাত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ"। এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত রীতি অনুসারে শ্রীনরঋষির আবেশের সহিত শ্রীকৃষ্ণের (স্বয়ং নারায়নের) সখ্য হইতে পারে না। কারণ আবেশাবতার কিয়ৎপরিমাণে আবিষ্ট জীববিশেষ; শ্রীমদর্জ্জুন তাহা হইলে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্থাৎ সমান আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তদ্রূপ 'যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্তামনু অনুগত স মামনু। অভেদেনাত্মন বেদ্মি ত্বামহং পাণ্ডুনন্দন ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারে শ্রীনারায়ণসখা নরঋষি হইতে অর্জ্জুনের পূর্ণত্ব হেতু অর্জ্জুন নরঋষির আবেশ নহেন, নরঋষির তাহাতে প্রবেশই সমুচিত; ইহাতে কোন সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অংশাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সে স্থলে "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" এই কৃষ্ণবাক্যানুসারে (গীতা ৭।২৫) পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জনে খণ্ডাংশরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়েন বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতিতে অংশের মত, অংশ—এরূপ অর্থ। ঐ সকল স্থলে বাস্তবিক অংশ বলা অভিপ্রেত নহে, সাধারণের প্রতীতি অনুসারে তেমনই অংশ বলা হইয়াছে। ভাঃ ১০।৮।১৯, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় উক্ত "নারায়ণসমো গুনৈঃ" শব্দে মাধুর্য্যাবগাহী প্রেমবান্ শ্রীব্রজরাজ গুণে নারায়ণের সমান (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় নারায়ণের আশ্রিত-তত্ত্ব মনে করিয়াছিলেন, শ্রীগর্গাচার্য্যের অভিপ্রায়, গুণে নারায়ন সমান যাঁহার (বহুব্রীহি সমাস), শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়, শ্রীনারায়ন আশ্রিততত্ত্ব। এস্থলে নারায়ন গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি নহেন। পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। কারণ তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুল্য যোগিতা হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের ভূমাপুরুষের অংশত্ব খণ্ডন ঃ—

মহাকালপুরুষ বচনেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য কার্য্যকারী হইবে। ভাঃ ১০।৮৯।৫৮ "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুনা ... ।" যথাশ্রুতার্থ—হে কৃষ্ণার্জ্জুন, আমি তোমাদের দর্শনাভিলাষেই বিপ্রসুতগণকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা দুইজন ধর্ম্মরক্ষার্থে মম সর্ব্বাংশে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছ, সুতরাং পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় সত্বর এস্থানে আমার সমীপে আগমন কর। তোমরা সর্ব্বলোকোত্তম, পূর্ণকাম নর নারায়ণ ঋষি হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার্থ লোক-শিক্ষা-প্রদানক্রমে ধর্ম্মাচরণ কর। এই যথাশ্রুতার্থে শ্রীকৃষ্ণ অংশ, ইহা সঙ্গত নহে; শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অংশী। দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণের পুত্রমৃত্যুর্রক্ষার্থ অর্জ্জুন অক্ষম হওয়ায় প্রতিজ্ঞানুসারে অগ্নিপ্রবেশোদ্যত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ রথে সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্ব্বতাদি ও অষ্ট আবরণ ভেদ করিয়া মহাকালপুরস্থ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ অংশ ভূমা-পুরুষকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শনার্থ পুত্রানয়ন-কারণ বলিয়া পুত্রার্পণ করেন। অর্থ পরিগ্রহ দোষ হেতু ভূমা-পুরুষের অংশ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন এই সংশয়ের সমাধান :—বাক্যের প্রথম বলবত্তা প্রদর্শন, দ্বিতীয় মহাকালপুরুষোক্ত শ্লোকের বাস্তবার্থ প্রকাশ। শাস্ত্র শাসণাত্মক। শাসন (শিক্ষা)—উপদেশ প্রদান করা। উপদেশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও অর্থান্তর দ্বারা। সাক্ষাদুপদেশকে শ্রুতি বলে। নিরপেক্ষভাবে উপদেশদানই শ্রুতি। শ্রুতি—নিরপেক্ষবরা, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। শ্রুতি, লিঙ্গ বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে এই ষড়্‌বিধ উপায় মধ্যে অর্থবিপ্রকর্ষ (অর্থের ব্যবধান) বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা পরের দৌর্ব্বল্য। শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গাদি পর পর দুর্ব্বল উক্ত পূর্ব্বমীমাংসোক্ত রীতি অনুসারে সমাখ্যা অর্থাৎ আখ্যায়িকা দ্বারা উপদেশ শ্রুতি হইতে দূরে অর্থ প্রতীতি করায় বলিয়া অর্থবোধের অপ্রধান হেতু শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা নিরস্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাখ্যান—

সমাখ্যা। শৌনকপ্রতি শ্রীসূতের সাক্ষাদুপদেশ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই 'শ্রুতি' দ্বারা, সমাখ্যা (ইতিহাস) কথিত প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব প্রতিপাদক বাক্য নিরস্ত হইল। ইহা প্রথম বলবত্তা প্রদর্শন দ্বারা সমাধান।

এস্থলে ভূমা পুরুষও—"আমার অংশ তোমরা পৃথিবীর অসুরবধে ভারহরণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া আমার নিকট আগমন কর।" শ্রীকৃষ্ণ প্রতি এই সাক্ষাদুপদেশকে যদি শ্রুতি বলা যায়? তদুত্তরে—তাহা হইতে পারে না; কারন—(১) কখন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার ব্যভিচার হয় না বলিয়া ভূমা পুরুষকে বক্তা এবং আপনাকে শ্রোতৃরূপে কল্পনা করিয়া তথায় তাঁহার আগমনের প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। (২) "তোমাদিগকে দর্শন করিতে ব্রাহ্মন কুমার হরণ করিয়াছি"—ভূমা পুরুষের এই উক্তি হইতে কার্য্যান্তরে তাৎপর্য্য দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অভিপ্রেত ছিল না। (৩) 'শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের রূপমাধুর্য্য শ্রবণে মোহিত হইয়াই তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকুমারাপহরণ করেন। (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের সতত্ত্বোপদেষ্টা (যথার্থ্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উপদেশ দানকারী) শ্রীসূতাদির ন্যায়, ভূমাপুরুষকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বোপদেশ দান করিবার তাৎপর্য্য দেখা যায় না। (৫) বক্ষ্যমান অর্থান্তরেই শ্লোকোক্ত পদসকলের নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়।

যাহা এই যুক্তি সকলে সন্তুষ্ট না হয়, অভ্যুপগমন সিদ্ধান্ত (অস্বীকার্য্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক যথার্থ্য নির্দ্ধারণ) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমা পুরুষাপেক্ষা অপূর্ণ স্বীকার করিলেও সমাধান করা যায় না। যেহেতু সমস্ত অবতারই নিজস্বরূপে নিজধামে নিত্য অবস্থান করেন, কখনও তাঁহারা নিজ অংশীতে মিলিত হন না এ জন্য "তোমরা নর-নারায়ন ঋষি" এবং "সত্বর আমার নিকট আগমন কর" এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অত্যন্ত বিরোধী হয়। অন্য-বিচার দূরে থাকুক মহাকালপুরুষ যে অংশে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কোন গ্রন্থেই উল্লেখ নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের অংশ স্বীকারে অপ্রসিদ্ধ কল্পনা-প্রসক্তি হয়। একবার বলিতেছেন 'তোমরা সত্বর আগমন কর' আবার বলিতেছেন "তোমরা নরনারায়ন ঋষি ধর্ম্মাচরন কর" এই বিরুদ্ধ উপদেশদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হয়। বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ন ঋষির চিরাবস্থিতি প্রসিদ্ধি আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ন-ঋষি হইলে ভূমাপুরুষের নিকট যাইতে পারেন না। আর ভূমাপুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া শ্রীনর-নারায়ন ঋষিরূপে প্রকট থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাঁহার অংশ হইতেন, তবে—যিনি করস্থিত-মনিবৎ সর্ব্বদা সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই ভূমাপুরুষ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন করিতেন; কিন্তু তদীয়—'তোমাদের দর্শনেচ্ছায় ... ...।" এই বাক্য হইতে সর্ব্বদা দর্শনের ব্যাভিচার দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও দর্শন দেন তবে দেখিতে সমর্থ হয়েন, ইহাই স্থির হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে তিনি ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা তদীয় অংশ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু ভূমাপুরুষাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিক শক্তিমত্তা-হেতু পূর্ণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্য সংশয়—মহাকাল পুর গমনকালে শ্রীঅর্জ্জুন দূর হইতে জ্যোতি-দর্শনে উৎপীড়িত-নেত্র হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও পুরপ্রবেশান্তর তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন। সংশয়—ভূমা পুরুষের অংশী পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিয়াও উক্ত অবস্থা কিরূপে হইল? সম্ভব হইলে শ্রীকৃষ্ণের তেজোঃ মহিমা ন্যূন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তেজোঃ মহিমা ভূমা পুরুষাপেক্ষা অধিক; অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতে তাহা দর্শন করিতেছেন, সুতরাং সূর্য্যলোকবাসীর চন্দ্র দর্শনের ন্যায় তাঁহার ভূমা পুরুষ দর্শনে তাদৃশ অবস্থা সম্ভাবনা হয় না। এই বিরোধ জন্য প্রকাশ করিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাকালপুর-গমন-লীলাও তৎসঙ্গে শ্রীঅর্জ্জুনের সহিত কৌতুক বিশেষ সম্পাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি বিকাশ করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; অন্যান্য অনন্তশক্তির আশ্রয় হইলেও তিনি সে-সময় তৎসমুদয় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গী অর্জ্জুনের পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেও ভূমা-পুরুষের তেজোঃ মহিমার আধিক্য দর্শন, বিরুদ্ধ নহে। লীলাতে এইরূপ বহুব্যাপার আছে, যাহাতে স্বীয় পূর্ণ শক্তির

বিকাশাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কোন কোন যুদ্ধে প্রাকৃত জন হইতে স্বয়ং কৃষ্ণেরও পরাভবাদি দেখা যায়। শাল্ব যুদ্ধ এবং জরাসন্ধ ভয়ে পলায়নাদি তাহার দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গেই (মহাকালপুর গমন প্রসঙ্গে) দেখা যায়—জরাসন্ধকর্তৃক প্রথম মথুরা অবরোধকালে শ্রীকৃষ্ণের রথ অশ্বসহ পূর্ব্বে শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকালপুরে গমন সময়ে প্রাকৃত তমোঃ বশতঃ তাঁহারা ভ্রষ্ট হইতেছিলেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র ধারণ পূর্ব্বক অন্ধকার দূর করতঃ অশ্ব সকলকে পথ দেখাইলেন। এস্থলে অপ্রাকৃত অশ্বগণকে প্রাকৃত অন্ধকারে গতির ভ্রান্তি সর্ব্বথা অসম্ভব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবশতঃ ন্যূনশক্তির অভিব্যক্তি-হেতু তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটী সন্দেহের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ণশক্তি হইবেন, তবে ন্যূনশক্তি মহাকালপুরাধিকে ভক্তিভর প্রদর্শন করিলেন কেন? তাহার উত্তর ;—তাহা নরলীলার কৌতুক বিশেষ। তজ্জন্য ভূমাপুরুষকে তাঁহার অংশী মনে করা উচিত নহে। শ্রীরুদ্র প্রভৃতি দেবে, শ্রীনারদাদি ঋষিতে প্রকট ভৌমলীলার এইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করেন। এস্থলে বা অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ কেন এরূপ করেন এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না। কারণ তিনি স্বেচ্ছানুরূপ লীলা করেন, তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই। এ পর্য্যন্ত মহাকালপুর গমন প্রসঙ্গ বাক্যের বলবত্তা প্রদর্শন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিশ্চিত হইল।

অতঃপর শ্লোক সমূহের বাস্তবার্থ প্রদর্শনরূপ-বিচারের দ্বিতীয় প্রণালী বলা যাইতেছে। সেই অর্থ, তাৎপর্য্যার্থ ও শব্দার্থ ভেদে দুই প্রকার। তাৎপর্য্যার্থ যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধন-যজ্ঞলীলায় গোপগণের বিস্ময়রূপ কৌতুকের জন্য আপনার কোন দিব্য-মূর্ত্তি দেখাইয়া ব্রজবাসিগণের সহিত যেমন আপনাকেই আপনি প্রণাম করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ অর্জ্জুন বিস্মাপন-কৌতুকের জন্য মহাকালরূপী আপনা দ্বারা দ্বিজ বালকগণকে অপহরণ করান ; তাহাদিগকে আনয়ন জন্য আগমন সময়ে পথিমধ্যে অর্জ্জুনকে সেই চমৎকার অনুভব করান ; তৎপর মহাকালপুরে মহাকালাখ্য আপনার কোন দিব্য মূর্ত্তি দেখাইয়া অর্জ্জুনের সহিত দিব্যমূর্ত্তিরূপ আপনাকে আপনি প্রণাম করেন এবং সেই মূর্ত্তিতে আপনার সহিত অর্জ্জুনকে ঐরূপ কথা বলেন। এইজন্য গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-লীলা প্রসঙ্গে যেমন "তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেহত্মনাত্মনে।" (ভাঃ ১০।২৪।৩৬) অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন, তদ্রূপ এস্থলেও "ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতঃ" ভাঃ ১০।৮৯।৫৭ এই কথা বলা হইয়াছে। গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে প্রণাম সময়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্ত্তা ; আবার তিনিই কর্ম্ম এবং করণ, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এই হেতু ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ উদ্দেশ্য করিয়া অর্জ্জুন প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "মত্তেজস্তৎ সনাতন"-(হরিবংশে)।

শ্রীমহাকাল পুরুষকে 'পুরুষোত্তমোত্তম' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার অর্থ—পুরুষ জীব তাহা হইতে উত্তম পরমাত্মা, তাহা হইতে উত্তম শ্রীভগবানের প্রভারূপ মহাকাল শক্তিময় ভূমাপুরুষ। মহাকালপুরুষের বাক্য—তোমাদিগকে দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ কুমারগণকে আমার ধামে আনয়ন করিয়াছি ও দ্বিতীয় বাক্যে কলাবতীর্ণৌ পদটি সম্বোধনান্তক। কলা—অংশ তদ্‌যুক্ত অবতীর্ণ, যুক্ত পদলোপে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিংবা কলাতে অবতীর্ণ (সপ্তমীতৎপুরুষ)। তাহার অর্থ—কলা—মায়িক প্রপঞ্চ যে ভগবদংশ, প্রমাণ :—পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি'—"নিখিল মায়িক প্রপঞ্চ শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতি।" শ্রুতি। সমাধানের পর বলিতেছেন ;—"তোমরা উভয়ে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও অর্থাৎ এখানে পাঠাইয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান কর।" শ্রীকৃষ্ণ 'হতারি-গতি-দায়ক' অন্য ভগবৎস্বরূপের এ গুণ না থাকায়, উর্দ্ধগতি স্বর্গাদি ভোগ লাভ করে—এই প্রসিদ্ধি হেতু অসুরগণের মুক্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহাকাল জ্যোতি-মধ্যে মুক্ত সকল প্রবেশ করে, তাঁহার সান্নিধ্যে

উঁহাদের অবস্থিতি। বিশেষতঃ "হে অর্জ্জুন তুমি যে ব্রহ্মতেজোময় অপ্রাকৃত মহদ্বস্তু দর্শন করিতেছ, তাহা আমারই সনাতনী তেজ (হরিবংশ)" বাক্যে "সাযুজ্যমুক্তিতে মহাকালপুরুষের জ্যোতিতে লীন হয়" ইহা প্রতীত হইতেছে। 'ত্বরয়েতং' লোটের রূপ নহে। প্রার্থনায় নিজন্ত'ত্বর' ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ যাতম প্রত্যয় হইয়াছে। 'অস্তি' শব্দ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত অব্যয় শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। চতুমর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছিল। শ্লোকোক্ত 'অসুরান্' (অসুরগণকে—কর্ম্মকারক) বধ কর ও সমীপস্থ কর এই উভয় ক্রিয়ার সহিত অন্বিত।

'কলাভ্যামবতীর্ণৌ' তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস (তোমরা আমার কলায় অবতীর্ণ হইয়াছ) হইলে তাহাতে একপদত্বে পদচ্ছেদ (কলা এবং অবতীর্ণৌ উভয় পদের একপদীভাব স্বীকার করিলে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস ব্যাসবাক্যে পদচ্ছেদ) করা যায় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের কলা অংশ বা বিভূতিরূপে কল্পনা করিতে গেলে বহু বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কষ্টকল্পনা হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে কষ্টকল্পনা নিষিদ্ধ বলিয়া অর্থান্তর না করিয়া সহজ প্রতীতি অর্থ স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। "তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণকাম নর-নারায়ণ ঋষি হইয়াও সৃষ্টি রক্ষার্থে লোকসংগ্রহ (মহদাচরণানুরূপ অন্যে আচরণ করে) নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।" ইহা যথাশ্রুতার্থ। বাস্তবার্থ :—'তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপেই লোকহিতকর কার্য্য করিতেছ, তাহা নহে, বৈভবান্তরদ্বারাও লোকহিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছ' এতদভিপ্রায়ে ভূমাপুরুষ স্তব করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা উভয়ে স্বয়ংভগবান্ এবং তাঁহার সখারূপে ঋষভ—অর্থাৎ সর্ব্বাবতার-সর্ব্বাবতারী হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও এবং পূর্ণকাম হইয়াও লোকসংগ্রহ জন্য তাঁহাদের মধ্যে নর-নারায়ণ ঋষি, এখানে নর-নারায়ন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অল্পাংশ বলিয়া বিভূতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নর-নারায়ণ পুরুষের অংশ, পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, অতএব নর-ঋষিও অর্জ্জুনের অল্পাংশ। কিঞ্চিৎ ভগবচ্ছক্তি-বিশিষ্ট জীবকে বিভূতি বলে। বিভূতি-স্বরূপ ঋষ্যাদি লোকসংগ্রহার্থে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। শ্রীনর-নারায়ণ ঈশ্বরকোটির অন্তভূক্ত হইলেও লোক সংগ্রহার্থে ধর্ম্মানুশীলন উক্তিতে তাঁহারাও বিভূতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কেবল মহাকাল পুরুষের উক্তিতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট তাহা নহে। শ্রীভগবদ্বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গে 'নারায়ণোমুনীনাঞ্চ' (ভাঃ ১১শ স্কন্ধে) 'মুনিগণ মধ্যে আমি নারায়ণ" বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধার্ম্মিকগণের শিরোমণি। দ্বিজপুত্রগণকে এখানে আনিলে তিনি অবশ্য এখানে আসিবেন, তদুপলক্ষে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহার দর্শনলাভরূপ অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র উপায়-জ্ঞানে ব্রাহ্মণ-পুত্রানয়ন। কারণ তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর শক্তিশালী বলিয়া তিনি ইচ্ছামাত্র তাহাকে নিজধামে লইয়া যাইতেও পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া গেলেই দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের জন্যই ব্রাহ্মণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিবেন অন্য কোন কারণে নহে। এই পর্য্যন্ত যাহা বিচার করা গেল তদ্দ্বারা মহাকালপুরুষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সিদ্ধ হইল। এই মহাকালপুরুষ আখ্যান মহাকালপুরুষের অংশীত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে, শ্রীকৃষ্ণের পরমপুরুষত্ব দেখাইবার জন্য।

কেশাবতারের রহস্য ভেদ :—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিত কৃষ্ণৌ মহামুনে! কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোহসৌশ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ইতি।" এবং মহাভারত—"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত এবং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং।" এই কেশাবতার বিষয়ে শ্রীভাঃ ২।৭।২৬ শ্লোকে "ভূমেঃ সুরেতরবরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদঃ—সিতকৃষ্ণকেশ—সিত অর্থে শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণ, কালবর্ণ কেশ যে ভগবানের। সিতকৃষ্ণত্ব দ্বারা ভগবানের শোভাই দ্যোতিত হইতেছে। উহা বয়ঃপরিণাম নহে, কারণ ভগবদ্দেহ অবিকারী। যেহেতু বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে, আপনার মস্তক

হইতে হরি শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বেতকেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। অতএব সেই কেশমাত্রাবতার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু অসুরগণের ভারাবতরণরূপ-কার্য্য। সেই ভারাপনোদরূপ কার্য্য পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি সামান্য। উহা তাঁহার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ—ইহা দ্যোতনার্থ এবং বলরাম ও কৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থ কেশোদ্ধারণ কার্য্য অবগত হওয়া যায়। অন্যথা পূর্ব্বাপরের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমস্কন্ধোক্ত (১।৩।২৯) "অন্যান্য অবতার সকল পুরুষের কেহ কলা বা অংশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্ব্বাংশী।—এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়।"

যিনি সিতকৃষ্ণ (শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ) কেশ-বিশিষ্ট। শাস্ত্রান্তরে (মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে) প্রসিদ্ধ আছে—দেবতাগণ সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সিতকৃষ্ণ কেশও যাঁহার অংশ হইতে উদ্ভূত, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেবেরও গ্রহণ দ্যোতিত হইয়াছে। 'ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণ যদি পরম পুরুষ হন, তবে কিপ্রকারে মাত্র ভূভার হরণের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন'—এই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যদ্যপি নিজ অংশের দ্বারাই অথবা স্বকীয় ইচ্ছার আভাস দ্বারাই ভূভার হরণরূপ সামান্য কার্য্য হইতে পারে, তথাপি নিজ চরণারবিন্দই যাঁহাদের একমাত্র জীবনের জীবন, সেই ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিবার জন্য, লীলা-কাদম্বিনীরূপ নিজ মাধুরীবর্ষণ দ্বারা দর্শনবিরহকাতর ভক্তগণের তাপিত প্রাণ সুশীতল করিবার জন্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলাবিহার করিবার জন্য অবতরণ করিবেন। মুক্তাফলটীকায় কেশ শব্দে ক (সুখ)+ঈশ (স্বামী) অর্থাৎ সুখ ইহাদের অধীন। সুখস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার নিকট হইতে প্রকট (আপনাতে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণবলরামের অংশস্বরূপ জ্যোতিঃকে পৃথক) করিয়া দেখাইয়াছিলেন। হরিবংশে বর্ণিত আছে—অনিরুদ্ধ কোন পর্ব্বতগুহায় আপনার মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক গরুড়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যদি কেহ অংশকে কেশন বলেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ নিত্য-নিখিল-শক্তির-আশ্রয়হেতু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ আদিপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিবার বহু হেতু আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দ সকলের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, শ্রীভগবান্ই ঐ সকল শব্দের বাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কাহারও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। পরন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন ভগবদবতারের জন্মদিন 'জয়ন্তী'-আখ্যায় অভিহিত হয় না। প্রভাসখণ্ডে উক্ত কেশ বার্দ্ধক্য হেতু বলিয়া বর্ণন উহা 'ছলোক্তি' (অন্য, অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন করার নাম ছিল)। উহা শরীরিগণের শুষ্ক বৈরাগ্য প্রতিপাদন প্রসঙ্গার্থে।

নৃসিংহ পুরাণের সমাধান :—জগৎপালন শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য। তদীয় স্বরূপে প্রকাশিত শুক্লকৃষ্ণ জ্যোতিঃ শ্রীরামকৃষ্ণে প্রবেশ ইত্যাদি বাক্যে :—ভূভারহরণ শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য্য না হইলেও তদুভয়ে প্রবিষ্ট শ্রীবিষ্ণু-দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তজ্জন্য ভারহরণার্থে বলা হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহ পুরাণে "সিতাসিতে চ মচ্ছক্তিঃ—" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীনৃসিংহদেবের অংশ বলা হয় নাই। শ্রীনৃসিংহদেবের অসুরঘাতনশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইয়া কংসাদিকে হত্যা করিবে বলা হইয়াছে। আগমবাক্যে :—অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্" অর্থাৎ অর্জ্জুনে নর প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনকে নরাবেশ বলা হইয়াছে। এবং যিনি স্বয়ং অনন্যসিদ্ধ নারায়ণ "নারায়ণস্তং নহি সর্ব্ব দেহিনাং" ইত্যাদি—যাঁহাকে মূল নারায়ণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই অর্থান্তর পুনঃ প্রকাশার্থে তিনিই (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং) অন্য নিরপেক্ষ নারায়ণ।

হরিবংশে বর্ণিত—"পুরুষ নারায়ণ (ক্ষীরোদশায়ী) কোন পর্ব্বতগুহায় নিজমূর্ত্তি—।" তাৎপর্য্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব সময়ে ক্ষিরোদশায়ীর তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রকাশার্থ বর্ণিত হইয়াছে।

নিখিল ভগবৎ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে তাঁহাতে প্রবেশ করে। অপ্রকট কালে বিভিন্ন ভগবৎ স্বরূপদ্বারা জগৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজ-পরিজন-সহ লীলারস আস্বাদন করেন। লীলা প্রকটকালে সকল স্বরূপের কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যুগপৎ অবতারগণের শক্তি এবং নিজ স্বয়ংভগবত্তা অভিব্যক্ত করেন। (অবতারগণ স্বস্বধামে স্বস্বরূপস্থ থাকিলেও) শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন বলা হইয়াছে।

পাদ্মোত্তরে—' নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্‌গুণ্যং পরিপূর্ণং" এই ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণতা হেতু শ্রীকৃষ্ণকে, রামনৃসিংহাদিতেও ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণতা ঐক্য হেতু সাধারণ অবতার মনে করা যায় না। অবতার-প্রসঙ্গে তাঁহাদের নিখিল ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তদুত্তরে ;—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রকাশে শ্রীনৃসিংহ, তৎপরে শ্রীরাম, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুপুরাণে—মৈত্রেয়-প্রতি পরাশর-বাক্যের সমাধান যথা,—হতারি-গতি-দায়কত্ব গুণ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিরূপ গতিই দান করিতে পারেন, একারণ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি পায় নাই ; কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে নিহত শত্রু মাত্রকে মুক্তি দিয়া থাকেন, সেকারণ শিশুপাল দন্তবক্রাদি মুক্তি পাইয়াছিল। কোথায়ও প্রেম পর্য্যন্ত দানও দেখা যায়, যথা—পূতনাকে ধাত্রীগতি পর্য্যন্ত দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ভগবৎ স্বরূপের যে শক্তি (অসুরগণের মুক্তিদান) নাই, ইহাই বিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রায়। গীতায় (১৬।১৯-২০) "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু" এখানে শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য অবতারের দ্বারা ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণের মুক্তি হয় না। কোথাও যে অন্য ভগবৎ স্বরূপ কর্ত্তৃক মুক্তিদানের কথা শুনা যায়, তাহা কেবল ভগবদ্দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীভগবচ্চিন্তনই তাহার কারণ। এজন্য শাপগ্রস্ত জয় বিজয় অন্যান্য অবতার কর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। শিশুপাল দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার প্রাচুর্য্য কীর্ত্তনীয়। বিষ্ণুপুরাণে—"প্রথমে ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলিয়া পুনর্ব্বার পুতনার বিনা-ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মুক্তি, কালনেমি প্রভৃতির প্রচুর ঐশ্বর্য্য-দর্শনেও মুক্তির অভাব মনে করিয়া ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মুক্তি-সিদ্ধান্ত অসহমান পরাশর ঋষি বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ আপন পরমাদ্ভূত অচিন্ত্য স্বভাববশতঃ ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণকেও ঐশ্বর্য্যসাক্ষাৎকার ব্যতীতও মুক্তি দান করেন, অন্য কারণ নাই। ভগবদ্দ্বেষে স্থির-সঙ্কল্প হইয়াও দ্বেষার্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-স্মরণকারীকেও যখন শ্রীকৃষ্ণ সুরাসুর-দুর্ল্লভ মুক্তিদান করেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমান্‌জনকে যে তাহা হইতেও কোন বিশিষ্ট ফল প্রেম দান করিবেন, তাহা কি বলিতে হইবে ? "বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ—" (ভাঃ ১১।৫।৪৮) শ্লোকে সুতরাং বৈরভাবেও মুক্তিলাভের কথা উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্ত, তাঁহাদের (জয় বিজয়ের) তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ কি ? শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, যৎকিঞ্চিৎ স্মরণকারীকেও তিনি নিজ নিরতিশয় প্রভাবদ্বারা তাহার চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। অন্য ভগবৎ স্বরূপে তাহা নাই। সেকারণ তিনি সকলেরই মুক্তিদাতা। কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় বিষ্ণুদ্বেষী বেণ রাজার আবেশাভাবে মুক্তি হয় নাই। "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"। দ্বেষাদি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ঘটিলে মুক্তি হয়। অতএব অন্যান্য শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে। যাহা অন্য ভগবৎ স্বরূপে কখনও দৃষ্ট হয় না, তাহাই আশ্চর্য্য, 'তম' প্রত্যয়ে আরও বৈশিষ্ট্য সূচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে বিরোধবাক্যসকল অর্থ-সঙ্গতি-দ্বারা পরিহৃত হইয়া দৃঢ়ীকৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার- কর্ত্তৃত্ব—শ্রীমদ্ভাগবতে দেবস্তুতি ও ব্রহ্মস্তবে প্রকাশিত হইয়াছে। নলকুবর-মণিগ্রীবস্তবে এবং গর্গাচার্য্য-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার দেহ দেহী ভেদ নাই। নগ্নজিৎ মহারাজবাক্যে (শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫৮।৩৭) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতে শ্রুতিস্তবে শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকেই স্তব করিতেছেন। ভা: (১১।২৯।৭ 'ইত্যুদ্ধবেন' ইত্যাদি ও ব্রহ্মস্তবে 'অজানতাং' (১০।১৪।১৯) শ্লোকে গুণাবতারত্রয়ের আবির্ভাব-কর্ত্তৃত্ব ও মূল কর্ত্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব ভা: ১।৯।৩৩ শ্লোকে শ্রীভীষ্মবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। 'জগৃহে' ইত্যাদি প্রকরণে পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ হইতে পুরুষাবতারের প্রকটন-সিদ্ধান্ত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইল। পুন: তাঁহার সম্মতিদ্বারা (অভ্যাসদ্বারা) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বাশ্রয়, পুরুষোত্তম স্বয়ংভগবান্ ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে যথা—"শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং" (ভা: ১০।৭২।১৫) শ্লোকে 'আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ' ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতু তিনি স্বয়ং ভগবান্। "পুরৈব পুংসা" শ্লোকে ক্ষীরোদশায়ী অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ই অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন, সুতরাং আমার নিকট প্রার্থনা বাহুল্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে দেববধূগণের আবির্ভাবের আদেশে দেবী-মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সম্পাদনে যোগ্যতা-হেতু প্রকটলীলায় প্রবেশ নহে। স্বর্গে শ্রীমদুপেন্দ্র প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের প্রেয়সীগণকে মিলিত (সম্ভূত) হইতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐসকল ভগবৎস্বরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিবেন, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রেয়সী প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীপ্রভৃতিতে প্রবেশ করুন, ইহার উক্ত আদেশের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ তাঁহার অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান ঘটে না। অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের দাস্যাদির জন্য তাঁহারা আবির্ভূত হউন, ইহাই অভিপ্রায়। প্রেয়সীগণের আবির্ভাব দেবগণের প্রার্থনা না থাকিলেও প্রেয়সীগণের সহিত লীলা-বিশেষের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। পৃথিবীর ভারহরণটী আনুষঙ্গিক কার্য্য। শ্রীমদুপেন্দ্রাদির প্রেয়সীগণও যখন সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব লাভ করিতে পারেন না, তখন শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং অগ্নিপুত্রগণের গোপিকাদিত্ব প্রাপ্তির কথা, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব গোপিকার গণে প্রবেশ কিম্বা তাঁহাদের দাস্যাদিত্ব প্রাপ্তির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব প্রাপ্তি দ্বারা নহে। দেববধূগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব স্বীকার করিলে, শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, যথা—নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে: (ভা: ১০।৪৭।৬০) শ্লোকেও এই অনুগ্রহে বঞ্চিতা লক্ষ্মীর স্বরূপ-বিচারে দেখা যায়—শ্রীভগবানের স্বরূপ, জীব ও মায়াশক্তির মধ্যে স্বরূপ-শক্তি সর্ব্বপ্রধানা। তাঁহার বহু অভিব্যক্তি-মধ্যে শ্রী, ভূ, লীলা, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি ষোড়শ শক্তি প্রধানা। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ, লীলাত্রয় প্রধানা, তন্মধ্যে আবার শ্রী (লক্ষ্মী)-শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্লোকোক্ত উক্ত শ্রীগণ-মধ্যেও পরম প্রেমবতী লক্ষ্মীও যখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গাদিরূপ অনুগ্রহলাভে অযোগ্যা, তখন শচী প্রভৃতির কথা আর কি? যদি গোপিগণ, দেববধূগণের সম্বন্ধে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দ্বারকা-মহিষীগণের সম্বন্ধে সঙ্গত হউক! তাহাও হইতে পারে না। কারণ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তিরূপা। নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিগণ সহই শ্রীকৃষ্ণের সতত বিহার, অন্যের সঙ্গে নহে। অবতার-প্রসঙ্গেও 'ঈশ্বরেশ্বর' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা স্থির হইল।

মহাবক্তৃ শ্রোতৃগণেরও শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য:—শ্রীবিদুর মহাশয় মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-কথাই আশ্রয় যাঁহার, সেই বিদুরের ক্রমশ: যশ: শ্রবণে অভিলাষ। তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বে যিনি পৃথুরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ শুনা হইবে বলিয়া যিনি পৃথু-লীলা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছেন। স্বতন্ত্রভাবে শ্রীপৃথু-চরিত শ্রবণ অভীপ্সিত নহে। এই প্রকার শ্রীমৈত্রেয় ঋষিরও ইহাতে প্রশংসাদ্বারা উভয়েরই এক-তাৎপর্য্যপরতা বুঝা যায় এবং শ্লোকে শ্রীবসুদেব-নন্দন নির্দ্দেশার্থ বাসুদেব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব নহে।

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজেরও শ্রীকৃষ্ণে একমাত্র তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কেবল পরীক্ষিত মহারাজের নহে,

তদীয় সভার সমবেত সকল শ্রোতৃগণেরও সেই তাৎপর্য্য দেখা যায়। পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃষ্ণানুরাগ-সূচক বহুবাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। এই প্রকার ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের, শৌনকাদি ঋষিগণের, শ্রীনারদ প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্ববান্ধব, সর্ব্বসুখময়, সর্ব্বানন্দকন্দ ও প্রেমময় ও শ্রেষ্ঠ-জানিয়া তৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনেই অত্যাসক্তি দেখা যায়। শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতিরও শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তনেই সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ দেখা যায়। শ্রীব্রহ্মারও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্য চরিত্র বর্ণনায় অভিনিবেশ দেখা যায়। ব্রহ্মা প্রভৃতি এবং শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য দেখা যায়।

নাম :—শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যেমন সকল অবতারগণের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের কারণ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে সকল নামের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম সকল শ্রীভগবন্নামের কারণ বা অবতারী। "শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ং ভয়ও ভয় পায় বলিয়া বিবশভাবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও সংসার হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে" (ভাঃ ১।১।১৪) "যাঁহার (কৃষ্ণের) পদদ্বয় সম্যক্ আশ্রয় যাঁহাদের, তাঁহারা ঐ আশ্রয়-হেতু প্রশমায়ন। প্র-প্রকৃষ্টরূপে-শম-অয়ন—আশ্রয় যাঁহাদের। শম—বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা, যেহেতু "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ" সেই শম সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ প্রযুক্তহেতু প্রকৃষ্ট—শম—প্রশম, অয়ন অর্থাৎ বর্ত্ম বা আশ্রয় যাঁহাদের তাঁহারা প্রশমায়ন। প্রশমায়ন মুনি শ্রীশুকদেব গোস্বামি প্রভৃতি সন্নিধি-মাত্রে সেবিত (দৃষ্টি-গোচর) হইয়া তৎক্ষণাৎ বাসনা-বিশিষ্ট পাপ হইতে শোধন করেন। যিনি "সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপদেব জনার্দ্দন, তিনি দ্রবরূপে এই গঙ্গাবারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সেই গঙ্গাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্নান-পান-পূজাদিদ্বারা বারম্বার সেবা করিলে সেরূপ শোধন করেন না, যেরূপ ভাগবতদিগের মত কেবল দর্শনরূপে সেবা দ্বারা শোধন করেন। অতএব গঙ্গা হইতেও শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ জানা যাইতেছে। এইরূপ উৎকর্ষ-বর্ণনাভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৯০।৪৭)—"হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপরূপ যে তীর্থ যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বামনদেবের পাদশৌচরূপ গঙ্গাতীর্থকে অল্প করিয়াছে।" গঙ্গার মহিমা হইতেও শ্রীকৃষ্ণযশের মহিমা প্রচুর—ইহা দেখাইলেন।

ভাঃ ১।১।২০ শ্লোকে:—কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ। অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ॥ শ্রীধরস্বামিটীকা:—পদে পদে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যতা ও অতৃপ্ততা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বল' (১।১।১৯), এতদভিপ্রায়ে "কৃতবান্' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অতিমর্ত্ত্যানি'—গোবর্দ্ধন-ধারণাদি মনুষ্য-অসাধ্যকর্ম্ম করিয়াছেন। মানুষ হইয়া অমানুষিককার্য্য করিতে পারেন? তদুত্তরে—"কপট মানুষ" সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ গোপন করিয়া নরলীলার অনুকরণ-দ্বারা মানুষের ন্যায় প্রতীত হন বলিয়া কপটমানুষ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে নরাকৃতিতেই তিনি পরমব্রহ্ম বলিয়া তাঁহাতে প্রসিদ্ধ-মনুষ্যত্ব (পার্থিব পাঞ্চভৌতিক দেহ-বিশিষ্টত্ব) নাই, তবে নরাকৃতি—নরলীলানুষ্ঠানকারী বলিয়া প্রাপ্ত অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব তাঁহাতে অবশ্যই আছে। তাহাতে তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার হানি হয় না; অতএব অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব প্রত্যাখ্যান করিও না। তিনি পুরুষাকার হইলেও প্রকৃতির অতীত—অপ্রাকৃত নরবিগ্রহ। তিনি কপটমানুষ বলিয়াই গূঢ়। পরন্তু স্বেচ্ছাক্রমে কপট-মানবরূপে ক্রীড়া করিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্।

শৌনকাদি ঋষিগণের তিন প্রশ্নের উত্তরে যথা:—সর্ব্বশাস্ত্রের সার কি? তদুত্তরে নিখিলশাস্ত্রের সার শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য তাঁহাদের প্রশ্নকে কৃষ্ণসংপ্রশ্ন বলিয়া প্রশংসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রের সার এবং আপনারাও তাঁহাতেই তাৎপর্য্য বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে "স বৈ পুংসাং" "বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥" অধোক্ষজ, বাসুদেব, সাত্বতাংপতি এবং কৃষ্ণপদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য-প্রকাশেচ্ছায় পাঠ করিয়াছেন। শ্রেয়ঃ কি? উত্তর—'লোকমঙ্গল'-পদদ্বারা, "আত্মপ্রসাদহেতু কি? উত্তরে—যতো ভক্তিরধোক্ষজে—যদ্দারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়'

বাক্যাংশদ্বারা দিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, তিন প্রশ্ন-উত্তরশ্লোকের উত্তরে—মুখ্যবাচ্য "শ্রীকৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন" একটি কথা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১, ১০, ১১ স্কন্ধে অতিবিস্তৃতভাবে, দ্বিতীয়ে নারদসংবাদে, তৃতীয়ে বিদুর-উদ্ধব সংবাদে, চতুর্থে 'তাবিমৌ বৈ ভগবতো' (৪।১।৫৮) ; 'যচ্চান্যদপি' (৪।১৭।৬৮; পঞ্চমে "রাজন্‌পতি" (৫।৬।১৮), ষষ্ঠে 'মাং কেশবো গদয়া' (৬।৮।২০), সপ্তমে 'নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ,' অষ্টমে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবিশেষের বীজারোপণ স্বরূপে—'হতারিগতিদায়ক' ইত্যাদি, নবমে সর্ব্বান্তে, দ্বাদশে 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ' (ভাঃ ১২।১১।২৫) ও (১২।১২।২৬-৩৩)। সর্ব্বশাস্ত্রসার, প্রমাণ-চক্রবর্ত্তিচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধেকেরও অধিকসংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়করকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব যথার্থই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'।

ভাঃ ৩।২।২১ শ্লোকে – স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বরাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

'সাম্যাতিশয়'—অসমোর্দ্ধ। কারণ, তিনি ত্র্যধীশ—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অধীশ্বর, যেহেতু অংশী। এজন্য স্বরাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্ববিধ পরমানন্দ-সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন (মুখ্য ভোগ আনন্দ, স্বরূপেই তিনি পরমানন্দ)। বলি—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছারূপ অর্চ্চনা। এই বলি আহরণকারী চিরলোকপালগণ ব্রহ্মাদি নহেন, কারণ ভগবানের নিমেষ-পরিমিতকাল পরমায়ুগতে মহাপ্রলয়ে বিনষ্টহেতু অনিত্য (অচির লোকপাল), সুতরাং চিরলোকপাল-শব্দে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষাবতারসকল। তাঁহারাই কোটি কিরীট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তব করেন, তাদৃশ প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন-প্রকরণে বিশেষ্যপদরূপে প্রতীয়মান থাকায় শ্রীকৃষ্ণনামোল্লেখ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই বর্ণিত হইতেছে। 'স্বয়ন্তু' পদে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই তাদৃশ অসাম্যাতিশয়াদি মহিমাদি বিরাজ করিতেছে, অন্যকোন স্বরূপ হইতে তাঁহাতে সঞ্চারিত হয় নাই। উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের দৃষ্টান্ত ;—"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং—।" (ভাঃ ১০।৩।৮ শ্লোক) "যথা" শব্দে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যেমন পূর্ণ আছেন, ঠিক তেমনিই স্বরূপে আবির্ভূত। প্রপঞ্চাবতরণ-হেতু ব্যাতিক্রম ঘটে নাই। অপর দৃষ্টান্ত —ভাঃ ১০।২০।৪৪ ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত যে কেবল বিবিধ বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলিয়া এই মহাপুরাণের মুখ্য বাচ্যত্ব। তজ্জন্য শ্রীসূত :—"কৃষ্ণে স্বধা-মোপগতে (ভাঃ ১।৩।৪৩)।

গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা :—গতি—অবগতি, তাহার সাম্য—সমতা ; একবস্তুতে সকলের গতি যথা—মহাভারত :—সর্ব্ববেদাঃ, সর্ব্ব বিদ্যাঃ, সর্ব্ব শাস্ত্রাঃ, সর্ব্বে যজ্ঞাঃ, সর্ব্ব ইজ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ। বিদুঃ কৃষ্ণংব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্ সর্ব্ব যজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ। এখানে শ্রীকৃষ্ণে সকলের পর্য্যবসান বলিয়া পূর্ণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। গীতা ১৫।১৫ —"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" ও ১৪।২৭ "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম" ইত্যাদি ও ব্রহ্মসংহিতা—"চিন্তামণিপ্রকর সদ্মসু (ব্রঃসঃ ৫।২৯) ইত্যাদি মহাভারত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ, সকলের একমাত্র গতি। গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা সিদ্ধ হইল।

কিন্তু পাদ্মোত্তরখণ্ডাদিতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, পঞ্চরাত্রাদিতে বাসুদেব—সর্ব্বাবতারী শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণসহ নারায়ণ বাসুদেবাদির স্থান, পরিকর, নাম ও রূপ-পার্থক্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা, সর্ব্বাবতারিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে—শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তী, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞান প্রাদুর্ভাবের পর শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে অন্য শাস্ত্রের উপমর্দ্দক, তাহা ভাঃ ১০।৫৭।৩১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব অন্য পুরাণোক্ত প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করিয়া শ্লোকদ্বয়ের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্বারকায় অরিষ্ট দর্শন এবং অসুর-মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের মোহ—ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয় নহে। সুতরাং যে সকল পুরাণবচনের ভাগবতের সহিত বিরোধ দেখা যায়, তাহা প্রমাণ রূপে অঙ্গীকার করা যায় না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত পরম নিগূঢ় এবং তাহাতেই শ্রীবেদব্যাসের মুখ্যাভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রোপরি বিরাজমান, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা নিরূপণ করিতেছেন। সর্ব্বত্রই প্রশংসাকর্ত্তার বৈশিষ্ট্য-দ্বারা প্রশংসিত বস্তুর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডে ও পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবাসুদেব স্বয়ংভগবান্ বলিয়া প্রশংসিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংশিত শ্রীকৃষ্ণেরই পরমাধিক্য সিদ্ধ হইতেছে। এজন্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই সাবধারণ শ্রুতি, যাবতীয় বিরোধিবাক্যকে বাধা প্রদান করিতেছে। ইহা যুক্তিযুক্ত ও নিঃসন্দেহ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ ও বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ, এজন্য পাদ্মোত্তরাদির সহিত বিরোধ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ 'নারায়ণস্তং ইত্যাদি ব্রহ্মস্তবোক্ত মহানারায়ণ এবং দ্বারকাদিতে প্রসিদ্ধ বসুদেবনন্দন শ্রীবাসুদেব হয়েন। নারায়ণ ও বাসুদেবোপনিষদে সেই সেই উপনিষদের বাচ্য নারায়ণ ও বাসুদেবরূপে দেবকীনন্দনই ব্যক্ত হইয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মণ্যোদেবকীপুত্র" "দেবকীনন্দনো-নিখিলমানন্দয়াদিতি।" সেই বাসুদেবকে বিভূতি-নির্দ্দিশেষরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "বাসুদেবো ভগবতাদিতি" (ভাঃ ১১।১৬ ২৯)। ভাঃ১১।১৬।৩২—"সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরেতি।" "টীকা 'সাত্বত'—ভাগবতদিগের নবব্যুহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা এই নব মূর্ত্তি মধ্যে আমি বাসুদেবাখ্য মূর্ত্তি।" এজন্য অদ্বৈত-বাদি সন্ন্যাসীদিগের ব্যাসপূজাপদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যসিংহাসনে ও বাসুদেবাদি নবমূর্ত্তির আবরণ-দেবতারূপে স্থিতি দেখা যায়। অতএব ক্রমদীপিকার অষ্টাক্ষর পটলে শ্রীবাসুদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ-দেবতারূপে শ্রবণ করা যায়। —যত্তু বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" শ্রীবলদেবকে বলিতেছেন। কারণ রক্তা শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিভূতি বর্ণনহেতু (শ্রোতৃবৃন্দ বক্তা হইতে ভিন্ন বস্তুতে তদীয় বিভূতি প্রতীতি করেন) এখানে বসুদেবনন্দন বাসুদেব শ্রীবলরামই। এই প্রকার "বাসুদেবোভগবতাং" (ভগবদ্দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব) ইহা শ্রীবাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিশেষ এই ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণ পারতম্য :—যে সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল, যে সকল কারণে তাঁহার নাম, গুণ, রূপ, লীলাদি অন্যরূপের নামাদি হইতে মহিমাধিক্য, সেহেতু গতিসামান্যান্তর অর্থাৎ নিখিল ভগবৎস্বরূপের নাম, গুণ রূপাদি শ্রীকৃষ্ণনামাদির অন্তর্ভূত বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশত নামামৃতস্তোত্রে—সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈক তৎপ্রযচ্ছতি॥" শ্রীকৃষ্ণনামের বলাধিক্যের কথা শ্রীমহাদেবের বাক্যে, মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রামনামের তারক সংজ্ঞা এবং প্রেমদত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণনামের পারক-সংজ্ঞা বিধান করিয়া পরে উক্ত হইয়াছে, পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড মথুরা মহাত্ম্যে :—"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি॥" এই শিব-বাক্যের তাৎপর্য্য :—রামনামের মোচকতাশক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখ-তিরস্কারি প্রেমানন্দদানশক্তি সমধিক। বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের নাম যে বিভিন্ন ফল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—"হে পুরুষব্যাঘ্র! ভগবানের যে নাম, যে শক্তি, নামাশ্রিতজন শান্ত হউন আর খলই হউন, নাম নিজশক্ত্যানুরূপ প্রেমাদি দান করিয়া থাকেন।" শান্ত ও খল উভয়াধিকারী সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন বলিলেও সমকালে উভয়ের ফলপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা করা যায় না। নিরপরাধনামাশ্রয়মাত্রই প্রেম লাভ করা যায়। সাপরাধজনের নামাশ্রয়ে যখন অপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, তখন প্রেমভক্তি আবির্ভূত হইবেন; এই বিশেষ বুঝিতে হইবে। আর

শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা নিগদে (সুস্পষ্ট উক্তি। নিগদস্তু জনৈর্বেদ্য ইত্যাগমঃ) শুনা যায়, যথা— প্রভাস পুরাণে নারদ-কুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তি :—'নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ'। অতএব কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য হইতে গতিসামান্য (নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্তি)-হেতু শ্রীকৃষ্ণের মহিমাধিক্য সাধিত হইল। নাম ও স্বরূপের শ্রেষ্ঠতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের গুন-রূপ-লীলাস্থলের সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সর্ব্বাধিক মহিমাদ্বারা তদীয় শ্রেষ্ঠত্বই জানা যায়।

গীতার প্রতিপাদ্য কি ?—এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মহিমাহেতু তিনি নিজেই—সকল ভক্তবৃন্দ-বন্দিত কৃষ্ণপ্রেম অর্জ্জুনকে সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতার উপসংহার-বাক্যে আপনার সকল প্রাদুর্ভাবের ভজন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজনকেই সর্ব্বগুহ্যতম-রূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ" (গীতা ১৮।৬০), "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং", "মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইত্যাদি ।১৮।৬৬ পর্য্যন্ত)। এই সকল শ্লোকের অর্থ "অশোচ্য" (২।১১) হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাশাস্ত্র শ্রীঅর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতে কথিত হয় নাই। কারণ "মোহবশতঃ যাহা অনিচ্ছাকর, তাহা অবশ হইয়া করিবে' এই বাক্যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তনার্থে এত উপদেশের নিষ্প্রয়োজন ; অন্তর্যামি পুরুষ প্রেরিত হইয়াই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। সুতরাং **গীতা-গ্রন্থ যুদ্ধাভিধায়ক নহে, পরমার্থাভিধায়ক**। তাহাতেও আবার গুহ্যতর এবং গুহ্যতম শ্রবণ কর (বিশেষ মনোযোগাকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যবক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে)। এইরূপে গীতার ১৮ অধ্যায়ের শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি এক অথচ সকলের অন্তর্য্যামী— ঈশ্বর। তিনিই সংসার-যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতে তাহাদের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করেন। সর্ব্বভাবে এই পুরুষই সকল-রূপে বিহার করিতেছেন, এই ভাবনা কিম্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য সমন্বিত অনুশীলন করিয়া—তদীয় শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে—পরমাশান্তি—সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে পরমাভক্তি লাভ করিবে। 'শান্তি' শব্দে ভক্তি কারণ "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ', তাহাই ভক্তির স্বরূপ (ভগবদুক্তি)। স্থান—ঈশ্বরের ধাম। ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের (পরমাত্মার) জ্ঞান গুহ্যতর। ইহাও একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া স্বয়ংভগবান্ মহাকৃপাভরে পরমরহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের ভজনোপদেশ সমীচীন হইলেও সেই ক্রম অতিক্রম করিয়া উক্ত গুহ্যতম নারায়ণ-ভজনোপদেশ হইতেও 'সর্ব্ব' শব্দ প্রয়োগে নিজ (শ্রীকৃষ্ণ -ভজন-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বগুহ্যতম 'আমার পরমবাক্য শ্রবণ কর' বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতাহেতু সর্ব্বগুহ্যতম (বহুমধ্যে শ্রেষ্ঠ তমপ প্রত্যয়) বিষয় ব্যক্ত বলিয়া এই বাক্য পরম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিতে বলিতেছেন, 'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি'। পরমবিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য। 'ততঃ' ইত্যাদি শব্দে তুমি আমার এমনই প্রিয় যে, তোমার নিকট কিছু গোপনীয় নাই, তোমার প্রীতির প্রভাবে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া সকল রহস্য ব্যক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণান্তর অর্জ্জুন ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া গুহ্যতমবাক্য জানিতে প্রেমাপ্লাবিত নয়নে করযোড়ে অবস্থিত হইলে বলিলেন ;—"মন্মনা ভব" ইত্যাদি, তোমার মিত্ররূপে সম্মুখে বিরাজমনে আমি সেই কৃষ্ণে মন যাহার, তথাবিধ হও। মদ্ভক্ত—মদেক-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হও অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থে আমার ভজন কর, নিজ সুখার্থে নহে। সর্ব্বত্র মচ্ছব্দ আবৃত্তি হেতু নানা-প্রকারে আমারই ভজন বারংবার অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য, ঈশ্বরতত্ত্ব মাত্রের ভজন অন্যের পক্ষে, তোমার পক্ষে নহে (সখা বলিয়া) ইহা বুঝাইতেছে। সাধনানুরূপফল বলিলেন,—"আমাকেই প্রাপ্ত হইবে"। 'মামেব' শব্দের 'এব' দ্বারা অন্যের কথা কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে আমি, আমাকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবে। সাধনফল নির্দ্দেশ করিলেন। (তাহার যাথার্থ্য প্রদর্শনার্থে চরম প্রমাণ কলীপ্রতি পরীক্ষিত-বাক্য)। 'সত্যংতে'—উক্তিদ্বারা সাধনানুরূপ ফল

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রাপ্তি বিষয়ে শপথ সূচিত হইল। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার অতিশয় কৃপাভরে "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ" ইত্যাদিবাক্যে সকলের পুষ্টির জন্য 'প্রতিজানে' প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

নানাপ্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত আমি কি প্রকারে তদ্গতচিত্ত ইত্যাদিরূপে তোমার ভজনে সমর্থ হইব? এতদাশঙ্কায় বলিতেছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্" ইত্যাদি। 'সর্ব্বধর্ম্ম'শব্দে নিত্যধর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনাদি) পর্য্যন্ত ত্যাগ! 'পরি'শব্দে স্বরূপতঃ (অনুষ্ঠান) ত্যাগ; ফলতঃ (ফলানুসন্ধান) ত্যাগ নহে। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে-শরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পাপ—ত্যাগ-প্রতিবন্ধ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, তাহা পরিত্যাগে পাপ (প্রত্যবায়) ঘটে। এতদাশঙ্কায় বলিতেছেন—"আমি সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব"। কৃষ্ণাজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম, তাহা লঙ্ঘনই অধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণভজনার্থে ত্যাগ—পাপ হইবে না, অন্যার্থে ত্যাগে পাপ হইবে। ইহায় দৃঢ়তা করিতে বলিতেছেন (ব্যতিরেক মুখে)। 'শোক করিও না'—তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার ভজন কর, বাক্য-ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইল। যে সকল বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহাতে শোক করিতেছ, আবার বুদ্ধিমানের মত;—'পণ্ডিতব্যক্তি মৃত কি জীবিত কাহারও জন্য কোনও শোক করেন না।'—গীতার এই উপক্রম বাক্যে অর্জ্জুনের অপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া 'শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর,' ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য। শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব দেখাইতে তারতম্য-জ্ঞানের জন্য বহুবিধ সাধন ও তৎফল উল্লেখ করিয়াছেন। বহুবিধ উপদেশের পর এই মহোপসংহার-বাক্যের (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি) শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়া—'তুমি সেই উপদেশ গ্রহণ কর' এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। 'অশোচ্যান্' ইত্যাদি গীতার উপক্রম এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্' ইত্যাদি উপসংহারবাক্য। এই উভয় বাক্যের এক অর্থ অর্থাৎ 'মন্মনা' ইত্যাদি রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি-দানই তাৎপর্য্য, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ-হেতু শ্রীগীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিকত্ব সিদ্ধ হইল।

পরমব্রহ্ম নরাকৃতি:—গীতা মতে কোন্ স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব? তদুত্তরে—একাদশ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপই পরমস্বরূপ নহে। কারণ বেদান্ত সূত্র ২।১।১৭ "অসদ্ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি অনুসারে উপসংহার-বাক্যই উপক্রম-বাক্যের অর্থ নির্ণয় করে বলিয়া তন্নির্ণীত অর্থ সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-হেতু "মন্মনা" ইত্যাদি শ্লোকের বক্তা, অর্জ্জুন-সখারূপে বিরাজমান, নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ। ইচ্ছামাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন। বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার স্বীয়রূপ দর্শন করাইলেন। এস্থলে নরাকার চতুর্ভুজরূপেই স্বকীয়রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে। অর্জ্জুনেরও তাহা অভীষ্ট নহে। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়াছে। দর্শনার্থে অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য অধিক নহে। শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি-বিগ্রহই প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর। যথা ভাঃ১০।১৪।১৮ "অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্য···ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে" এবং ১০।১৪।৩২ "যন্মিত্রং পরমানন্দং···" ইত্যাদি শ্লোকে এবং গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—"(১৪।২৭) ও "নাহং প্রকাশ···" (৭।২৫) ইত্যাদি বাক্য প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই পরমব্রহ্ম সর্ব্বপরতত্ত্ব। ব্রহ্মবস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ-সমন্বিত দৃষ্টি-বিশেষ-দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। যে অর্জ্জুন নিজসখারূপে সেই সর্ব্বপরতত্ত্ব বস্তুকে দর্শন করেন, নিশ্চয় তিনি অপ্রাকৃত-দৃষ্টিসম্পন্ন, এই দর্শন অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি হইতে দেববপু বিশ্বরূপদর্শনোপযোগী দৃষ্টি ভিন্না; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বাভাবিকী দৃষ্টি (অপ্রাকৃত) আবরণ করিয়া বিশ্বরূপ-দর্শনোপযোগী দৃষ্টি দান করায় দিব্যদৃষ্টিদানের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টি-বিশিষ্টগণ যে নরাকৃতি পরমব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ নহেন, তাহাও বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায়ে "তুমি যেরূপ দর্শন করিলে তাহা অতি দুর্ঘট, দেবগণও এইরূপ দর্শনার্থ সতত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন" আবার

পরে "সে রূপ (নরাকৃতি পরমব্রহ্ম, ভক্তিদ্বারা সহজে দর্শন করা যায়" যথা—"হে অর্জ্জুন! অনন্যাভক্তিদ্বারা এতবিধ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।" "সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং" বিশ্বরূপ-দর্শন-সম্বন্ধে নহে, কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্জ্জুন-বাক্য 'হে সৌম্য! হে জনার্দ্দন! অধুনা তোমার এই মনুষ্যরূপ দর্শনে সংবৃত্ত, সুস্থচিত্ত ও স্বভাবস্থ হইয়াছি"—'বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণ হইতে সুদুর্দ্দর্শ' ইত্যাদি বাক্য অর্জ্জুনের উক্ত উক্তিদ্বারা ব্যবহিত আছে। সুতরাং নরাকৃতি পরমব্রহ্ম সম্বন্ধেই 'সুদুর্দ্দর্শ' ইত্যাদি বাক্য। নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যে দেবাদিরও দুর্ঘট, তাহার প্রমাণ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে "ব্যচক্ষতা বিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্" (১১৷৬৷১) এবং "গোবিন্দভুজগুপ্তায়ং" (১১৷২৷১), "যুয়ং নৃলোকে" (৭৷১৫৷৭) অতএব শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতির সর্ব্বপরমত্ব-হেতু গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্" ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যের অনুরোধে এবং "সুদুর্দ্দর্শ" ইত্যাদি নিজ-বচন-প্রমাণ বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রকরণও শ্রীকৃষ্ণপর বুঝিতে হইবে। সুতরাং গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য "একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব" ইত্যাদি দেবকীপুত্র শব্দে নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই।

স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ ঃ—গীতাদির ন্যায় গোপালতাপনী শ্রুতিতেও পূর্ব্বতাপনীয সনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরমদেব কে ? তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—"কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতম্।" উপসংহারে "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব-পরোদেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেৎতং যজেদিত্যো তৎসদিতি।" বহু বিচারে প্রয়োজন কি ? নিখিল অবতার ও অবতারী হইতে বিলক্ষণ ভগবত্তা-চিহ্ন-সমূহ শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান। পদ্মপুরাণে ব্রহ্মোবাচ—'শৃণুনারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্ন-লক্ষণম্। ভগবৎ কৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈক ঘনস্য চ। অবতারাহ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবানঘ। পরংসম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ইত্যাদি। অতএব স্বয়ংভগবত্তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেই আছে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শনার্থে যে বিচারাবলি উপস্থিত করা হইয়াছে, মহোমক্রমণ শ্লোকে তৎসমুদয়ের নিষ্কর্ষ বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে "জন্মাদ্যস্য" ১৷১৷১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকেই মুখ্য বাচকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :— 'পরং ধীমহি' —'পরং' শ্রীকৃষ্ণ। কিরূপে ? তদুত্তরে—"নরাকৃতি পরংব্রহ্ম" ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিতে 'পরং' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'সত্যং' পদদ্বারা পরমব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। এই 'সত্য' শব্দের বাচ্যও শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু গর্ভস্তবে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দেবাদির উক্তি—"সত্যব্রতং সত্যব্রতং" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকে 'সত্য' পদ-দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তদীদ রূপের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-কালে যাঁহার কোন ব্যভিচার ঘটে না, তাহাকে সত্য বলে। শ্রীকৃষ্ণের তমাল-শ্যামলকান্তি রূপ সত্য। তটস্থ লক্ষণ :—'ধাম্না স্বেন' —যিনি নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীমথুরা (বৃন্দাবন ও দ্বারকাসহ) নামক ধাম দ্বারা কুহক অর্থাৎ মায়াকার্য্য-লক্ষণ কাপট্য নিরস্ত করিতেছেন, সেই কৃষ্ণকে ধ্যান করি। এই ধাম স্বরূপশক্তি হইতে প্রকটিত বলিয়া তাহাতে মায়ার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা সতত মায়া-কুহক নিরস্ত হইতেছে। মথুরা শব্দের ব্যুৎপত্তি-দ্বারা 'মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসার ভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে।" অর্থাৎ দধি লথনে নবনীত উৎপাদনের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ভক্তিযোগ দ্বারা সমগ্র সাধকজগৎ মথিত হয় অর্থাৎ পরমব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সারভূত যাহা অর্থাৎ জ্ঞানের সারভূত স্বরূপ-সাক্ষাৎকার এবং ভক্তির সারভূত প্রেম,—এতদুভয় যে স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহার নাম মথুরা। 'স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ও প্রেম', ভগবৎ সাক্ষাৎকারের হেতু। এতদুভয় মথুরাবাসিগণে স্বরূপসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজমান, একারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সতত বিরাজমান, সুতরাং মায়া-সত্তা নাই বলিয়া মথুরা-দ্বারা মায়ার কুহক নিরস্ত হইতেছে।

লীলা ঃ 'আদ্যস্য' শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দনন্দনরূপে শ্রীমথুরা-দ্বারকা-গোকুলে নিত্যস্থিতি-হেতু তিনি আদ্য।

তাঁহার কোন বিশেষ প্রয়োজনে লোকে প্রাদুর্ভাবাপেক্ষায় 'জন্ম'। অন্বয়াদিতরশ্চ' যে কারণে শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্ম, সেই কারণে অন্যত্র শ্রীব্রজরাজ-গৃহে পুত্রভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীব্রজরাজের আনুগত্য স্বীকার-পূর্ব্বক যিনি আগমন করিয়াছেন (সেই পরমব্রহ্মকে ধ্যান করি)। এস্থলে 'যঃ' যিনি পদটী অন্বয়ের সঙ্গতি জন্য পরের চরণ হইতে অধ্যাহার করা হইয়াছে। যদ্ তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে, এজন্য শ্লোকে 'যতঃ' (যে কারণে) পদের প্রয়োগ-হেতু 'তস্মাৎ' পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে। কি জন্য? "অর্থেষু-অভিজ্ঞঃ" অর্থেষু কংশ বঞ্চনাদি কার্য্যাদিতে অভিজ্ঞ, কিম্বা নন্দনন্দনরূপে অবগত দাস-সখা-মাতা-পিতা-প্রেয়সী-ভাব বিশিষ্ট ব্রজবাসিগণের সহিত সর্ব্বজনের আনন্দরাশি বর্দ্ধনকারিণী দামবন্ধনাদি কোন কোন অপূর্ব্বলীলা যাহাতে সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। অপূর্ব্ব লীলারসে অভিজ্ঞতা হেতু তিনি স্বরাট—নিজ জন বলিয়া যাঁহাদের অভিমান, সেই গোকুলবাসিগণের সহিত সতত বিরাজমান। গোকুলে ব্রজবাসিগণের প্রেমপরবশ হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন—"তেনে ব্রহ্মহৃদা-য আদিকবয়ে" যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করিতে হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্র অনায়াসে ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমূর্ত্তিময় বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" ও "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা" বাক্যদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ লীলার চমৎকারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যৎ—যতঃ-যেহেতু—তাদৃশ লৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব সমুচিত লীলার নিমিত্ত, তদীয় ভক্তগণ মোহ—অতিশয় প্রেমাবির্ভাবে বিবশতা প্রাপ্ত হয়েন। 'যৎ' পদের পরবাক্যেও অন্বয় করিতে হইবে। যাহা হইতে স্বরূপ-চমৎকারকারিণী-লীলাহেতু; তেজ, বারি ও মৃত্তিকার যথাবৎ বিনিময় (পরস্পরের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন) হইয়া থাকে;—তন্মধ্যে চন্দ্রাদির (তেজপদার্থের) নিস্তেজ বস্তুর সহিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয়; কারণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখাদির কান্তিদ্বারা চন্দ্রাদি নিস্তেজত্ব (মলিনতা) প্রাপ্ত হয়, আবার নিকটস্থ নিঃস্তেজ বস্তুকে নিজকান্তিদ্বারা দ্যুতিমান করেন। বেণুবাদ্যদ্বারা দ্রব পদার্থ জল, কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, মৃৎ-পাষাণাদি কঠিনপদার্থ দ্রবীভূত হয়। যে শ্রীকৃষ্ণে ত্রিসর্গ (ত্রিবিধ সৃষ্টি) গোকুল, মথুরা ও দ্বারকার-বৈভব-প্রকাশ অমৃষা—সত্য, সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। কত কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিলয় হইলেও উক্ত ধামত্রয়ের একটি তৃণ ও কালবশে ধ্বংস বা রূপান্তর (অবস্থান্তর) হয় না, একারণ ধামত্রয়ের বৈভব প্রকাশ অমৃষা। শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম শ্লোকের ন্যায় সমগ্র প্রতিজ্ঞাত-বিষয় বর্ণনের পর বিন্যস্ত উপসংহার বাক্যও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা—"কস্মৈযেনবিভাষিত . ।" (১২।১৩।১৯)। উপক্রমের সত্যং পরং শব্দদ্বয়ের ন্যায় এই উপসংহার শ্লোকের ও শ্রীকৃষ্ণপর ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্ব তাপনী শ্রুতি—"যে ব্রহ্মাণংবিদধাতি পূর্ব্বং যোবিদ্যাস্তস্মৈগাপয়তি স্মঃ কৃষ্ণঃ।" ইত্যাদি ও শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মার উপদেষ্টা নারায়ণ নহেন—শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ছয়টী লক্ষণ মধ্যে উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে। গীতা, গোপাল-তাপনী শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রগণ যাঁহার সহায়, অন্য শাস্ত্রসমুদয় যাঁহার চরণে—প্রণতজনেরন্যায় অনুগত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা করতলগত মণিরন্যায় সুস্পষ্টরূপে দেখান হইল। পুরাণান্তরদ্বারাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—"শুকবাগামৃতাব্ধীন্দু" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম বিশেষের উল্লেখ দেখা যায় ব্রঃ পুঃ) শুকবাক্যামৃতসাগর শ্রীমদ্ভাগবত, সেই সাগরের চন্দ্র অর্থাৎ তদীয় প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ পরিকরের তত্ত্ব:—শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইল বলিয়া শ্রীবলদেবাদিরও মহাসঙ্কর্ষণাদিত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইল। কারণ স্বয়ংভগবান্ যদ্রূপ, তাঁহার পরিকরগণ ও তদ্রূপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের আংশিকস্বরূপের সহিত আংশিকপরিকরগণ, আর অংশীর সহিত অংশীপরিকরগণ বিরাজ করেন। যথা—"যয়োরেব সমংবীর্যাং। ইতি।

শ্রীবলদেব তত্ত্ব

অতএব অংশী-ভগবৎস্বরূপের পরিকর অন্য ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরের অংশী বলিয়া, শ্রীবলরামকে কেহ কেহ যে আবেশাবতার বলিয়া মনে করেন তাহা অসঙ্গত। শ্রীবলরাম যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রকাশ, তাহা তদুভয়ের যুগলরূপে বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যথা—"তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য" (ভাঃ ১০।৮।২২) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি প্রসঙ্গে ও "অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে " (ভাঃ ১০।২৩।৩৮) যজ্ঞপত্নীগণের উপহার গ্রহণ-প্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তিও "দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে .. " (ভাঃ ১০।১৮।২৮) শ্লোকে অক্রূরের ব্রজাগমন-প্রসঙ্গে এবং "তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ" (ভাঃ ১০।৫৩।১৯) শ্লোকে কংসরঙ্গস্থলগত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীশুকোক্তি। এই সকল শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের একসঙ্গে সমভাবে বিহার বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্বের ন্যায় শ্রীবলদেবেরও মহাসঙ্কর্ষণত্ব প্রমাণিত হইতেছে। লৌকিক বর্ণনাতেও চন্দ্রসূর্য্যই যুগলরূপে বর্ণিত হয়; সূর্য্য-শুক্র নহে। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বাংশিত্ব নিবন্ধন সাম্যহেতু হরিবংশেও বাসুদেব মাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের "সূর্য্য-চন্দ্রমা" এই দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। তদ্রূপ উভয়ে সমলক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—'ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্" (ভাঃ ১০।৩৮,৩০) শ্লোকে শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি শুনা যায়। পৃথু প্রভৃতি অবতারে সেরূপ বর্ণনা শুনা যায় না। মহাসঙ্কর্ষণত্ব-হেতু শ্রীবলদেবের মহিমা দুইটী শ্লোকে বর্ণিত আছে। ধেনুকাসুর নিধনান্তে শ্রীশুকোক্তিঃ—"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।" (ভাঃ ১০।১৫।৩৫) এই শ্লোকে শ্রীবলদেবকে বিশ্বের আদিকারণ ও পরমপুরুষরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। "সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।" (ভাঃ ১০।২।৫) শ্লোকে শ্রীবলদেব দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইয়াছিলেন, গর্ভে হন নাই, সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত প্রয়োগ না থাকায় তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব সূচিত হইল। সপ্তম্যন্ত হইলে যিনি বলদেব তিনি লীলার্থ দেবকীর সপ্তমগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই অর্থ হইত, কিন্তু প্রথমা বিভক্তি হওয়ায় 'গর্ভ' পদ প্রয়োগহেতু যিনি সপ্তম গর্ভ, তিনিই বলদেব, অন্য কেহ বলদেব নহেন—এই অর্থ হইল। অর্থাৎ তমালশ্যামলকান্তি যশোদানন্দনে যেমন কৃষ্ণশব্দের মুখ্যবৃত্তি, তদ্রূপ দেবকীর সপ্তম গর্ভ বলদেব শব্দের মুখ্যবৃত্তি। যোগমায়াকর্ত্তৃক এই গর্ভ রোহিণীতে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রোহিণীনন্দন।

শ্রীবলদেবের সাক্ষাদবতারত্ব হেতু "বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।" (ভাঃ ১০।১।২৪) শ্লোকের যথাশ্রুতার্থ :—শ্রীবলদেব আবেশাবতার-বিশেষ শেষনাগের আবির্ভাব বলিয়া প্রতীত হয়েন। তাহা অসঙ্গত কারণ শ্রীবসুদেবনন্দনের কলা—প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব অন্য নিরপেক্ষ (স্বয়ং), অবতার নহেন। এজন্য তিনি স্বরাট (নিজ প্রভাবে বিরাজমান)। অতএব স্বরাট হেতু অনন্ত—কাল-দেশ নিমিত্ত পরিচ্ছেদরহিত। অতএব পূর্ণস্বরূপের বাস্তবিক আকর্ষণ অসম্ভব বলিয়া মায়াকর্ত্তৃক গর্ভ সময়ে তাঁহার আকর্ষণ সম্ভবপর। অপরিচ্ছিন্নস্বরূপের আকর্ষণ অসম্ভব। স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন গর্ভে আবির্ভাব হেতু পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন। এবম্বিধ বস্তুর আকর্ষণ মায়ার স্বতঃ অসামর্থ্যতা হেতু শ্রীকৃষ্ণের অকুণ্ঠিত ইচ্ছাবিশিষ্ট চিচ্ছক্তিদ্বারা আবিষ্ট হইয়া যোগমায়া সমর্থা হইয়াছিলেন (মহামায়া নহে)। "আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি।" (ভাঃ ১০।১।২৫) এস্থলেও 'সম্ভূত ষোড়শকল' ইত্যাদি শ্লোকের সম্ভূত শব্দের ন্যায় মিলন অর্থ বুঝিতে হইবে। দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদামোহন যোগমায়ার কার্য্য ; (মায়াশক্তির কার্য্য নহে) শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় উক্তকার্য্য সম্পাদনার্থ চিচ্ছক্তি যোগমায়া মায়ার সহিত মিলিয়াছিলেন। "যোগমায়াং সমাদিশৎ" (ভাঃ ১০।২।৬) শ্লোকে স্পষ্টরূপে যোগমায়া শব্দের উল্লেখ আছে। 'অংশেন' শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছারূপ অংশ সম্বলিত হইবেন অথবা নিজাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া আবির্ভূত হইবেন। মায়ার সহিত যোগমায়া মিলিয়াছেন বলিয়া মায়ার নাম 'একানংশা'। কেহ কেহ এক অনংশা—অখণ্ড স্বরূপ যাহাতে

তিনি একানংশা। ইতি। বাসুদেবকলানন্ত পদের ব্যাখ্যা॥ অতঃপর সহস্রবদনঃ স্বরাট্ পদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-গানেচ্ছায় শেষ নামক সহস্রবদন হইয়াছিলেন, তিনিই সঙ্কর্ষণ। যেহেতু, তিনি দেব—নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীসঙ্কর্ষণই যে শেষরূপে অবকীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা শ্রীযমুনাদেবীর বাক্যে জানা যায়, যথা:—রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে॥ ভাঃ ১০।৬৫।২৮ (স্বামীটীকা) একাংশ—শেষনামক অংশ অন্যথা যদি বলদেব অবয়ববিশেষদ্বারা জগৎ ধারণ করেন, একথা বলিতে হইলে "যাঁহার একাংশ" ইত্যাদি স্থলে "যিনি একাংশে" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ষৎশব্দের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ না করিয়া কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশে ব্যাখ্যা সঙ্গত হইত। শ্রীবলদেবকে অংশাবতাররূপে যাহাতে প্রতীতি না হয়, তজ্জন্য সম্বন্ধ নির্দ্দেশপূর্ব্বক টীকা ব্যাখ্যা করিলে অর্থ স্ফুট হয়। দোষ চতুষ্টয় বিহীন শ্রীধরস্বামিপাদ সম্বন্ধ-বোধক 'যস্য' পদের অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া 'একাংশেন' পদের অর্থ করিয়াছেন। যস্য পদের অর্থ সহজ হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। একাংশে—শেষ নামক অংশে, জগদ্ধারণ কার্য্যের মুখ্য-কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং জগদ্ধারণ-কর্ত্তা বলরাম; শেষে সেই কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইয়াছে (আরোপ—একের ধর্ম্ম অন্যে অর্পন) এরূপ অর্থ হইবে না। শ্রীবলদেব শেষের অবতার নহেন, তাঁহার অংশী, ইহা অন্যপ্রকারে দেখাইতেছেন.—শ্রীলক্ষ্মণের অন্তিমদশানুকরণ। লীলা-সময়ে তাঁহার অন্তিমদশার এই প্রকার (বলদেবের ন্যায় শেষ এবং লক্ষ্মণরূপে পৃথক হওয়ায়) কথা—"যথা স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে—সকলের সমক্ষেও দেবরাজ ইন্দ্র শেষ-রূপধারী সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—আপনি নিজ সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করুন্—আপনার ফণা-শোভিত শেষ মূর্ত্তিও আসিয়াছেন।' এই বলিয়া দেবরাজ ভূভার ধারণে সমর্থ 'শেষ'-রূপী লক্ষ্মণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সুরসদনে গমন করিলেন। অর্থাৎ সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ শ্রীরামের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালস্থিত ভূধারী শেষ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, পরে অপ্রকট কাল উপস্থিত হইলে 'শেষ' লক্ষ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় ধাম পাতালে এবং লক্ষ্মণ বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।" অতএব শ্রীবলদেবের অংশ যে লক্ষ্মণ তিনিও শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্ত্যাতিশয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে। নারায়ণ বর্ম্মে—যথা মৃত্যুর বহু হেতুর মধ্যে সর্প একটী হেতু, বলদেব যম (সর্ব্ববিধ মৃত্যু) হইতে রক্ষা করিতে পারেন, শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন। সর্ব্বমৃত্যু হইতে রক্ষা সমর্থ বলিয়া শ্রীবলদেব শেষের অংশী। অতএব শ্রীবলদেব শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া যোগমায়া-প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যথা—ভাগবতে ১০।২।৮ শ্লোকে—"দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্" এখানে স্পষ্ট শ্রীবলদেবকে শেষ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে তাহার সমাধান—"ভগবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥" ভাঃ (১০।৩।২৫) "দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন; "ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইলে, শেষ-সংজ্ঞা আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। এস্থলে নিত্যসত্তাবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শেষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ অব্যভিচারী অংশ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ বলিয়া শ্রীবলদেবকে শেষসংজ্ঞা। কিম্বা শেষের আখ্যা—খ্যাতি যাঁহা হইতে তিনি শেষাখ্যা। এই দ্বিতীয় অর্থে জগদ্ধারণ-কর্ত্তা-শেষকে শ্রীবলদেবের অংশরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলদেবের অংশ বিশেষ বলিয়া 'শেষ' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীবসুদেবকর্ত্তৃকও শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সমান রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান প্রেমবান শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন; পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্‌রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেব যদি মূলসঙ্কর্ষণ না হইতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাবিষয়ে সুবিজ্ঞ শ্রীবসুদেব তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সমানরূপে বর্ণন করিতেন না। তদীয় বাক্য হইতেও শ্রীবলদেবের মূল সঙ্কর্ষণত্ব প্রমাণিত হইল।

ভাঃ ১০।৮৫।১৮—যুবং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।" শ্লোকের "সাক্ষাৎ" পদ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলদেবেরও অবতারিত্ব প্রতিপাদন শ্রীবসুদেববাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাঃ ১০।১৩।৩৭ শ্লোকে "কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেহপি বিমোহিনী॥ "ভর্ত্তুঃ"—প্রভু পদদ্বারা তিনি আবেশাবতার (ভগবানের শয্যা আধারশক্তি শেষ— ঈশ্বরকোটী এবং ভূধারী 'শেষ—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটীর অন্তর্গত, অতএব শেষ দ্বিধা) নহেন। তিনি অবতারী। শেষ নামক বলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ, অংশীর আবির্ভাব সময়ে তাঁহাতে (শ্রীবলদেবে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অংশে (শেষ নামক অংশে, 'মেভর্ত্তুঃ' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীপ্রদ্যুম্নতত্ত্ব

শিবনেত্রদগ্ধ কামদেব শ্রীপ্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভাব শুনা যায়, তাহা প্রদ্যুম্নের আংশিক বর্ণনা। কারণঃ— তিনি যে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহান্তঃপাতী, তাহা গোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, যথা—যত্রাসৌসংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতোবিভুরিত্যাদিনা নিত্যশ্রীকৃষ্ণচতুর্ব্যূহান্তঃ পাতিতয়া প্রসিদ্ধেস্তথাসম্ভবাৎ।" (গোপালতাপনী উত্তর বিভাগ ৪০)। সুতরাং শিবনেত্রদগ্ধ সাধারণ দেবতার পক্ষে, চতুর্ব্যূহান্তঃপাতী প্রদ্যুম্ন হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং শ্রীপ্রদ্যুম্নের জন্মলীলা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। (মুখ্য) "কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্রুদ্রমন্যুনা। দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত॥" (ভাঃ ১০।৫৫।১) এস্থলে বিবেচ্য শ্রুত্যাদি সিদ্ধি অনুসারে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ ঈশ্বরাবিভাব ও নিত্য। প্রাকৃত কাম ইন্দ্রভৃত্য দেবতাবিশেষ জীবতত্ত্ব। সুতরাং তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণপুত্ররূপে ঈশ্বরতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইলেন? তদুত্তরে—(ব্রাহ্মণ কুল প্রসূত) "অবেদজ্ঞেরও ব্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু 'তু' বেদজ্ঞই ব্রাহ্মণ" তদ্রূপ "কামস্তু বাসুদেবাংশঃ" এস্থলে "বাসুদেবাংশ যে কাম, তিনিই মুখ্যকাম" অথবা 'তু' শব্দ ভিন্নোপক্রমে প্রযুক্ত হইয়া প্রাকৃত কাম হইতে শ্রীবাসুদেবাংশ কাম (প্রদ্যুম্নকে) পৃথক্ করিতেছে। তাহাতে বাসুদেবাংশই কাম—এই অন্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার মুখ্য কামত্ব প্রতীত হয়। তাহাতে মীমাংসা হইতেছে, পূর্ব্বে হরকোপানলে দগ্ধ কাম দেবতাবিশেষ; তজ্জন্য তিনি অনঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজ শক্তিতে পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্তির উপায় ছিল না। দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত বাসুদেবাংশ প্রদ্যুম্নাখ্য-মুখ্য-কামদেব প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকোক্ত "ভূয়"-শব্দদ্বারা পূর্ব্বেও প্রদ্যুম্ন হইতে কামদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। কিম্বা "বাসুদেবাংশঃ অদগ্ধ" ঈশ্বরতত্ত্ব অদাহ্য একারণ তিনি হরকোপানলে দগ্ধ হইতে পারেন না। তিনি পুনঃ প্রকট লীলায় দেহোৎপত্তি—নিজমূর্ত্তি প্রকাশার্থে বাসুদেবে প্রবেশ করেন।

শ্রীভাঃ ১০।৫৫।২ শ্লোকে "স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ। প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোহনবমঃ পিতুঃ॥" যিনি কৃষ্ণবীর্য্য-সমুদ্ভব-কৃষ্ণাংশে আবির্ভূত, প্রদ্যুম্ন প্রকটলীলাবসরেও রুক্মিনী-গর্ভে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। "তিনি প্রাকৃত কাম নহেন, প্রদ্যুম্ননামে বিখ্যাত" এতদ্দ্বারা তাঁহার নিত্যত্ব ধ্বনিত হইল। প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় নিত্য-দ্বারকায় নিত্যনামরূপে বিরাজিত। তাপনীশ্রুতিদ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। রুক্মিনীনন্দন প্রাকৃত কাম নহেন, কৃষ্ণাংশ সম্ভূত—তাহার হেতু সর্ব্বতঃ—রূপগুণাদিতে অশেষধর্ম্মে পিতা কৃষ্ণের অনবমতুল্য হয়েন, প্রাকৃত কাম হইলে ঐ প্রকার হইতে পারিতেন না। প্রাকৃত কাম দেবতাবিশেষ জীবতত্ত্ব, স্বয়ংভগবানের সাম্য একেবারে অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহেরই সম্ভব। ইহাই তাৎপর্য্য। সর্ব্বত্র নররূপে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুনকে মহাভারতে ইন্দ্ররূপে নির্দ্দেশ যেমন অর্জ্জুনে প্রবেশ বিবক্ষায় উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রদ্যুম্ন-প্রসঙ্গেও বুঝিতে হইবে। অতএব নারদকর্ত্তৃক রতি, প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণার্থ-উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নে রতি-পতির প্রবেশহেতু নিজপতি কামকে প্রদ্যুম্নে পাইয়াছিলেন তাহাতে দোষ হয় নাই।

'কামস্তু' ইত্যাদি পদ্যের শেষার্থ (অদগ্ধ দেহপ্রাকট্যার্থে বাসুদেবে প্রবেশ) স্বীকার করিলেও দগ্ধকামের

প্রদ্যুম্নে প্রবেশের কথা সর্ব্বজ্ঞ নারদের উপদেশে অনুমিত হয়। নচেৎ পরমভাগবত দেবর্ষি পতিবিয়োগবিধুরা রতিকে অন্য পুরুষ সংসর্গে প্রবর্ত্তিত করিতেন না। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের স্বর্ণত্ব প্রাপ্তির ন্যায় প্রদ্যুম্নসমীপ্য-প্রভাবে প্রাকৃত নায়িকা রতিও শ্রীপ্রদ্যুম্ন সঙ্গমযোগ্য হইয়াছিলেন। রতি প্রদ্যুম্নের নিজশক্তি নহেন। শ্রীঅনিরুদ্ধ-মাতাই তাঁহার নিজশক্তি। অতএব গোপালতাপনীয় "রামানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন—এই তিন এবং শক্তি রুক্মিনীর সহিত সমাহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন" বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সামঞ্জস্য হইল।

শ্রীঅনিরুদ্ধতত্ত্ব

সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের ন্যায় অনিরুদ্ধের সাক্ষাচ্চতুর্ব্ব্যূহত্বের বিষয় উক্ত আছে:—"অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।" (ভাঃ ৩।১।৩৪) অনিরুদ্ধের নিশ্বাস হইতে বেদসমূহের অভিব্যক্তিহেতু তিনি শব্দযোনি। যথাঃ—এবং বা অরে মৈত্রিয়ী অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতা (অয়ে মৈত্রিয়ী এই বিভু পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরের নিশ্বাস স্বরূপ 'যজুর্ব্বেদ' প্রভৃতি শ্রুতি। (ঋগ্বেদ শ্রুতি)। 'মনোময়'—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ ভেদ; যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—তৎসমূহের অধিষ্ঠাতা; সুতরাং অনিরুদ্ধ মনে উপাস্য। 'সত্ত্ব'—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। 'তুরীয়তত্ত্ব'—শ্রীবাসুদেবাদিরূপ চতুর্ব্ব্যূহবিশিষ্ট যে ভগবান্ তাহাতে অনিরুদ্ধ তুরীয় বা চতুর্থ।

শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ হইয়াও যেমন মহীরাবণ (রাক্ষস) কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া পাতালে নীত হইয়াছিলেন। তাহা প্রকৃত বন্ধন নহে, নরলীলাবশে অনুকরণমাত্র, সেই প্রকার ভগবান্ অনিরুদ্ধ বাণযুদ্ধে বন্দী নহেন, বন্ধানুকরণ লীলামাত্র-স্বীকার বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে অনিরুদ্ধ-মহিমাদ্যোতক বর্ণনা যথাঃ—"অনিরুদ্ধো বৃহদ্ব্রহ্ম প্রাদ্যুম্নি বিশ্বমোহনঃ চতুরাত্মা চতুর্ব্বর্ণশ্চতুর্যুগবিধায়কম্। চতুর্ভেদৈক বিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ কোটীসৃঃ। আশ্রয়াত্মেতি।" অতএব নরলীল প্রদ্যুম্নকুমার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বলিয়া মহা-অনিরুদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ার্ণবধামা (বটপত্রশায়ী) পুরুষ ইঁহারই আবির্ভাব-বিশেষ বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব সুবিচারিতভাবে স্থির হইল বলিয়া নরলীলা ও জগদ্‌ব্যূহ উভয় চতুর্ব্ব্যূহের অভেদ স্বীকার করিয়া "জগৃহে পৌরুষং রূপং' ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূলসঙ্কর্ষণাদি নরলীল অংশসমূহ-দ্বারা অন্য বৈকুণ্ঠ চতুর্ব্ব্যূহ এবং জগদ্‌ব্যূহ চতুর্ব্ব্যূহের (কারণ; গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়ী) সঙ্কর্ষণাদি অবস্থা-ত্রয়াত্মকপুরুষ প্রকাশ করেন। "জগৃহে পৌরুষং রূপং" ইত্যাদি শ্লোকে মূলসঙ্কর্ষণের সহিত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অভেদ কীর্ত্তনের ন্যায় মূল অনিরুদ্ধের সহিত ক্ষীরোদশায়ীর অভেদ দেখা যায়। যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রনাভের প্রশ্ন:—কস্তসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃ পুঃ, দৃষ্টো যোনস্ত্বয়া-জ্ঞাতস্তত্র কৌতূহলং মম"; শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর:—"ভূয়ো ভূয়স্তসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ। কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তস্য দেবং পিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতি। এজন্য জগৃহে শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণকে অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিশেষ ক্ষীরোদশায়ী হইতে যুগাবতার সকল আবির্ভূত হয়েন। দ্বাপরের যুগাবতার শুক-পক্ষবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মেঘাভ তমালশ্যামলদ্যুতি। এইরূপে তিনি প্রতিকল্পে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সওয়া-শত বৎসর প্রকট বিহার করেন। যে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সে যুগে শুক-পক্ষাভ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি প্রভুর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিনির্ণয়।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২০) .

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ। তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ। মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি, আর।। বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয়। স্বরূপ-শক্তি-শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়।। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর শেখর। চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।। স্বয়ং ভগবান্‌-কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম।। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে। সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।। পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস।। 'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম-রূপ, আবেশ নাম। প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্।। "স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি। স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপ মূর্ত্তি॥ 'প্রাভব' 'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে।। মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। প্রাভববিলাস—এই শাস্ত্র পরিসিদ্ধি।। সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়। কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়।। সেই বপু, সেই আকৃতি, পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে।। অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ। আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে নামবিভেদ।। বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান।। বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ।। যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস।। স্বয়ংরূপের-গোপবেশ, গোপ-অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান।। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ-বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস।। গোবিন্দের মাধুরী দেখি, বাসুদেবের ক্ষোভ। সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ।। মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য-দরশনে। পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে।।

শ্রীরূপপ্রভু ললিতমাধবে; "হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুতমাধুরীপরিমলযুক্ত গোপলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দর্শন করত ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।" "কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিত পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।"

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর।। তদেকাত্মরূপে 'বিলাস' 'স্বাংশ'—দুই ভেদ। বিলাস' স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ॥ প্রাভববৈভব ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার। বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার॥ প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন॥ ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন। বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম। বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে। একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে॥ আদি-চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম। অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ॥ কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস। দ্বারকা-মথুরা পুরে নিত্য ইঁহার বাস॥ এই চারি হইতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ। অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভব বিলাস॥ পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে। পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥ তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ। আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস॥ চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি। কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি॥ চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব। বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব॥ সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন। এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ প্রদ্যুম্নের

মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর। অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর॥ দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এই বার জন। মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ॥ মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে। চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদনে॥ জ্যৈষ্ঠে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে—বামন দেবেশ। শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষিকেশ॥ আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে—দামোদর। রাধা-দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর॥ দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম। আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান॥ এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন। তাঁ সবার নাম কহি, শুন, সনাতন॥ পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন। হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন॥ বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম। সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন॥ প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ জনার্দ্দন। অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ, দুইজন॥ এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভবের বিলাস প্রধান। অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ ইহার মধ্যে যাঁহার হয় আকার বেশ-ভেদ। সেই সেই হয় বিলাস বৈভব-বিভেদ॥ পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন। হরি, কৃষ্ণ, আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ॥ কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন। সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন॥ ইহা-সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে॥ যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান॥ পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি। পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি॥ এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধ প্রকার। গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর॥ **ব্রহ্মাণ্ডে** ;—মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান। নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম॥ প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন। আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন॥ বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে। ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥ এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার 'পরকাশ'। সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥ সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে। জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে॥ ইহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন। যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন॥ অস্ত্রধৃতি ভেদ—নাম-ভেদের কারণ। চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন॥ দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত। চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত॥ সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন। তার মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ॥

পরব্যোম দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ;—বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্মধর। সঙ্কর্ষণ—গদাশঙ্খপদ্মচক্রধর॥ প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খ-গদাপদ্মধর। অনিরুদ্ধ—চক্রগদাশঙ্খপদ্ম কর॥

পরব্যোমে অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তি ;—পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর। তাঁর মত কহি, যে সব অস্ত্রকর॥ শ্রীকেশব—পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর। নারায়ণ—শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর॥ শ্রীমাধব—গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর। শ্রীগোবিন্দ—চক্রগদাপদ্মশঙ্খধর॥ বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদাপদ্মশঙ্খচক্রকর। মধুসূদন—চক্রশঙ্খপদ্মগদাধর॥ ত্রিবিক্রম—পদ্মগদাচক্রশঙ্খকর। শ্রীবামন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর। শ্রীধর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খকর। হৃষীকেশ—গদাচক্রপদ্মশঙ্খধর॥ পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্ম চক্র গদাকর। দামোদর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খধর॥ পুরুষোত্তম—চক্রপদ্মশঙ্খগদাধর। শ্রীঅচ্যুত—গদাপদ্মচক্রশঙ্খধর। শ্রীনৃসিংহ—চক্রপদ্মগদাশঙ্খধর। জনার্দ্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদাকর॥ শ্রীহরি—শঙ্খচক্রপদ্মগদাকর॥ শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খগদাপদ্ম-চক্রকর॥ অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্রকর। উপেন্দ্র—শঙ্খগদাচক্রপদ্মকর॥ হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন। তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ॥ কেশব-ভেদে পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর। মাধব-ভেদে-চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর॥ নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর। ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর।

ষোলমূর্ত্তি ঃ—১ বাসুদেব, ২ সঙ্কর্ষণ, ৩ প্রদ্যুম্ন, ৪ অনিরুদ্ধ, ৫ কেশব, ৬ নারায়ণ, ৭ মাধব, ৮ গোবিন্দ, ৯ বিষ্ণু, ১০ মধুসূদন, ১১ ত্রিবিক্রম, ১২ বামন, ১৩ শ্রীধর, ১৪ হৃষীকেশ, ১৫ পদ্মনাভ, ১৬ দামোদর॥

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম। এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ **দ্বারকা ও মথুরা** :—পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নবদেশে। নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে॥

সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর। সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার ॥ অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার। পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার। যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম। এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন। শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'। সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান। 'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম ॥ ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা। জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন। তিনের তিন শক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥ ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস। তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥

গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মান্তর, তাহার কর্ণিকার তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।২)

শক্ত্যাবেশাবতার :—শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন। দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন। শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি। সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥ 'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'। জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥ বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'। এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'। ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে ''ভূ-ধারণ'-শক্তি ॥ শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'। পরশুরামে 'দুষ্টনাশ', বীর্য্যসঞ্চারণ ॥

মন্বন্তরাবতার,—ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ চৌদ্দ মন্বন্তর, তাহাতে চৌদ্দ অবতার। ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ এবং একবৎসরে (৩৬০ দিনে) ৫০৪০ অবতার, ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার ॥

মনুঃ—যথা, ১—স্বায়ম্ভুব,—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র; ২ স্বারোচিষ—অগ্নির পুত্র, ৩ উত্তম,—প্রিয়ব্রতের পুত্র; ৪ তামস,—উত্তমের ভ্রাতা, ৫ রৈবত,—তামসের সহোদর ; ৬ চাক্ষুষ,—চক্ষুর পুত্র; ৭ বৈবস্বত,—বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র; ৮ সাবর্ণি,—সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জাত পুত্র; ৯ দক্ষসাবর্ণি,—বরুণ-পুত্র; ১০ ব্রহ্মসাবর্ণি,—উপশ্লোকের পুত্র; ১১ রুদ্র-সাবর্ণি, ১২ ধর্ম্ম-সাবর্ণি ও ১৩ ইন্দ্র-সাবর্ণির নামান্তর রুদ্রপুত্র; ১৪ রৌচ্য ও ভৌত্যক ॥ চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের নাম,—

সায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম। উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি'-অভিধান ॥ রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে বামন। সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম' দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥ ব্রহ্মসাবর্ণ্যে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্ম-সাবর্ণ্যে। রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা' 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥ ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান। এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥

যুগাবতার,—সত্যযুগে ধ্যান-কর্ম্ম করায় 'শুক্ল'মূর্ত্তি ধরি'। কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥ কৃষ্ণ 'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী। ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ'করায় 'রক্ত' বর্ণ ধরি ॥ 'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম। 'কৃষ্ণ' বর্ণ করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৫ :—দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত, এইরূপে উপলক্ষিত হন। (শ্যাম,—অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ বর্ণ। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার ঘটে না; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে ভগবান্ শুকপত্র-বর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহা বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়।) এবং ভাঃ ১১।৫।২৮ শ্লোকে কৃষ্ণার্চ্চনের মন্ত্র—"নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে

নমঃ ॥" এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন। 'কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন,—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ 'পীত' বর্ণ ধরি' তবে' কৈলা প্রবর্ত্তন। প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।৩।৫১-৫২ শ্লোকে:—"হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটি মহৎ গুণ আছে; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিসংকীর্ত্তন হইতে সে সব ফল লাভ হয়।" এবং বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মোত্তর ও বৃহন্নারদীয়ে:—সত্যযুগে ধ্যানানুষ্ঠানে, ত্রেতার যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ হয়; কলিতে কেবল কেশবের সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই সমুদয় ফল লাভ হয়। এবং ভাঃ ১১।৫।৩৬:—"গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু সংকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়।"

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ। অসংখ্য, সংখ্যা তাঁর না হয় গণন ॥ চারিযুগাবতারে এই ত, গণন। শুনি' 'ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি। প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ 'অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার। কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার? প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি। কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ'। আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্র-দ্বারা 'জ্ঞান' ॥ অবতার নাহি কহে—আমি 'অবতার'। মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার ॥ ভা ১০।১০।৩৪ শ্লোকে "প্রাকৃত-শরীর-হীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য; ঐ অতুল, অতিশয় ও অলৌলিক বীর্য্য দ্বারা তাদৃশ তোমার অবতার সকল কথঞ্চিত পরিজ্ঞাত হন ॥" 'স্বরূপ' লক্ষণ, আর 'তটস্থ'-লক্ষণ'। এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ লক্ষণ ॥ সনাতন কহে,—'যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ। পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়। সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয়' ॥ প্রভু কহে,—"চতুরালি ছাড়, সনাতন।" "বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের-শুনহ বিচার ॥ কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রকটলীলা করিবার যবে করে মন ॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥ পুতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে। সর্ব্বলীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ এই মত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার। সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড কৈশোরতা-প্রাপ্তি। রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ 'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে। কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র—প্রমাণে ॥ সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ। তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥ অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে। সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥" জন্ম, বাল্য পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ। পুতনা-বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥ গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ অতএব গোলোক-স্থানে নিত্য বিহার। ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর,' 'পূর্ণ' ॥ এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্। আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম ॥ সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার। 'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥

১। বাসুদেবের প্রকাশ বিগ্রহ
(ক) কেশব (খ) নারায়ণ (গ) মাধব (৩টী)।
২। বাসুদের বিলাস বিগ্রহ।
অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম (২টী)।

২। সঙ্কর্ষণের প্রকাশ বিগ্রহ
(ক) গোবিন্দ (খ) বিষ্ণু (গ) মধুসূদন (৩টী)।
২। সঙ্কর্ষণের বিলাস বিগ্রহ
উপেন্দ্র ও অচ্যুত (২টী।

৩। প্রদ্যুম্নের প্রকাশ বিগ্রহ
(ক) ত্রিবিক্রম (খ) বামন (গ) শ্রীধর (৩টী)।
প্রদ্যুম্নের বিলাস-বিগ্রহ নৃসিংহ ও জনার্দ্দন (২টী)।

৪। অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিগ্রহ
(ক) হৃষিকেশ (খ) পদ্মনাভ (গ) দামোদর (৩টী)।
অনিরুদ্ধের বিলাস বিগ্রহ হরি ও কৃষ্ণ (২টী)।
এই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহে।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিগ্রহ ৩ জন করিয়া যে ১২ জন কথিত হইয়াছে, ইহারা দ্বাদশজন অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা। চতুর্ব্যূহ ৪, ইহাদের প্রকাশবিগ্রহ ১২, ইহাদের বিলাস-বিগ্রহ ৮ এই ২৪ মূর্ত্তি বৈভব বিলাস। ইহারা সকলেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু। বৈকুণ্ঠে ইহাদের নিত্য অধিষ্ঠান।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্ত

পরম তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে-সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটাই বিমল-প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে 'আল্লার' ভাব স্থাপিত হইয়াছে. তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-তত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে যে 'গডের ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত' কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হয় না; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।

যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দ-সকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব, যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।

"ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি, ব্রহ্ম—ব্যতিরেক-গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত-বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্; এইজন্যই সগুণ-নির্গুণাদি বিরুদ্ধ গুণ-সমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগ দ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-সুখ-লাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদনরূপ ভূমা-সুখের সম্ভব"।

শর্করা-পিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মই সুখস্বরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়।

"কৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয়-শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী; যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত"।

"যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সে বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে সৃষ্টবস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।"

"পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা-লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।"

ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না; তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই ভাবে ভগবানের একটি বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; দ্বিতীয়টী—সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্ব-সম্বন্ধী-ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থই হইয়া থাকে। "পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র

বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম'নামে অভিহিত হয়। নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদয়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ-মাত্র।"

"পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ"। ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্মা-দর্শন—সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ-মাত্র লক্ষিত হয়। নিঃশক্তি, নির্ব্বিশেষ, ভগবদ্ভাবই—ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্ই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎপ্রবিষ্ট অংশ। অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞান-চর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।

কৃষ্ণলীলার স্বরূপ ;—"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে। জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণসনে।।
সেই-ত' অখণ্ড-লীলা যা'র নাই অন্ত। অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত ।।"

"কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীতকেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা।"

শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট-লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিত চক্ষে প্রকট হন। মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রজজ্ঞান-বিভাগ-রূপ মথুরায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিকের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন। সেই দম্পতীর যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদ্দাস্য ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধজীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিনীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন।

"নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জীবগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই ; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত-হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে, কোন ভক্ত হৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পুতনা-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ-সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত ; এক জগতে একলীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলা নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। এই দৈনন্দিনী অষ্টকালীয় অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা পাঠ করিবার সকলের অধিকার নাই। ইহা পরমাদ্ভুত রহস্য,—বিশেষ গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। যিনি ইহার অধিকারী ন'ন, তাঁহাকে এই লীলা শ্রবণ করান হইবে না। জড়বদ্ধজীব যে পর্য্যন্ত চিত্তত্ত্বের রাগ-মার্গে লোভ প্রাপ্ত না হ'ন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই লীলা বর্ণনা গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না। অনধিকারিগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল মায়িকভাবে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষসঙ্গমাদি ধ্যান করতঃ অপগতি লাভ করিবেন।

ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুরমারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। তাহা প্রপঞ্চবদ্ধ সাধকের পক্ষে অপরিহার্য্য। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে, কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। নৈমিত্তিক লীলা যথা,—১। পূতনাবধ—পূতনা ভুক্তি-মুক্তি শিক্ষক কপট-গুরু। ভুক্তি-মুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।

২। শকটভঞ্জন—প্রাক্তনী ও আধুনিকী অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব। বালকৃষ্ণ-ভাব শকটভঞ্জনপূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।

৩। তৃণাবর্ত্ত বধ—বৃথা পণ্ডিতাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্ক যুক্তি, শুষ্ক ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয়লোকসঙ্গ। হৈতুক পাষণ্ডমতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।

৪। যমলার্জ্জুনভঙ্গ—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্যদোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসবসেবাদি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য ও নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা-নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। সে দোষ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুনভঙ্গ করতঃ দূর করিয়া থাকেন।

৫। বৎসাসুরবধ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই 'বৎসাসুর'-নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন।

৬। বকাসুর-বধ—কুটীনাটি, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা ব্যবহারই বকাসুর। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি হয় না।

৭। অঘাসুরবধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধিদূরীকরণ। ইহা একটি নামাপরাধ।

৮। ব্রহ্মমোহন—কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।

৯। ধেনুকাসুরবধ—স্থূলবুদ্ধি সদ্‌জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা। স্বরূপ-জ্ঞান-বিরোধ।

১০। কালীয়দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে-দয়াশূন্যতা দূরীকরণ।

১১। দাবাগ্নিনাশ—পরস্পরবাদ, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, অন্যদেবাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষমাত্রই দাবানল।

১২। প্রলম্ববধ—স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-দূরীকরণ।

১৩। দাবানল পান—নাস্তিক্যাদি দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রব। তদ্বর্জ্জন।

১৪। যাজ্ঞিক বিপ্র—বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণেরপ্রতি ঔদাসীন্য বা কর্ম্মজড়তা।

১৫। ইন্দ্রপূজা-বারণ—বহ্বীশ্বরবুদ্ধি ত্যাগ। অহংগ্রহোপাসনা-দূরীকরণ।

১৬। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবসেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়,—এই বুদ্ধি দূরীকরণ।

১৭। সর্প হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তিতত্ত্বকে উদ্ধার করা। মায়াবাদি-সঙ্গত্যাগ।

১৮। শঙ্খচূড়বধ-মণিমোচন—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা বর্জ্জন।

১৯। অরিষ্টাসুর বৃষ-বধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা-করণ। তাহার ধ্বংস।

২০। কেশীবধ—'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার বর্জ্জন।

২১। ব্যোমাসুরবধ—চৌরাদি ও কপটভক্তসঙ্গত্যাগ।

ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক আঠারটী অনর্থের সহিত যমলার্জ্জুনভঙ্গ ও যাজ্ঞিক বিপ্রগণের বৃথাভিমান দৌরাত্ম্য। ইহারা সমুদয়ই ব্রজ ভজনের প্রতিকূলতত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই 'হরি' সম্বোধনে হরির নিকট অহরহঃ এই প্রতিকূল-বর্জ্জন-শক্তি প্রার্থনা করিবেন। কৃষ্ণ যে সকল অসুর বধ করিয়াছেন তাহা চিত্তরাজ্যের উৎপাত। যে সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেগুলি সাধক নিজের চেষ্টায় দূর করিবেন। ভার-বাহিস্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ "প্রলম্ব"-নামক অনর্থ সাধক নিজ যত্নাগ্রহে কৃষ্ণকৃপায় দূর করিবেন। স্বস্বরূপ, নামস্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপ সম্বন্ধে, অজ্ঞান ও অবিদ্যা তাহাই ধেনুকাসুর। তাহা সাধক বহুযত্নে দূর করিবেন। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেবভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণকেই নষ্ট হয়। ইহা গূঢ় রহস্য।"

"যে-সকল ভক্তের কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্ত-দিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন।"

চিদ্গত মহারাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে; চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতি-সূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব, চিদ্গত ভোক্তা-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎ-স্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-সম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।

নাস্তিক্যরূপ কংশ বিগত হইলে তজ্জনক সাত্বতরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন-আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিল।

কৃষ্ণলীলা কোন নরকল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের অধমও অন্ধ বিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। তার্কিক ও নৈতিকবুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্যে স্পর্শ করিতে পারে না। তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে, অন্যদিগের হৃদয়ে, অন্যদিকে দেদীপ্যমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে।

"আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি, আধ্যাত্মিক মনে করি না। রূপক-বর্ণনদ্বারা শুষ্ক অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্য যে-সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তন্নিরসনদ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রজলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত-বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থানীয় অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বৈচিত্র আছে। যে-সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে। কৃষ্ণলীলা অধ্যাত্মিকী নয়। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্ম আত্মায় পর্য্যবসিত করা যায়, সেইস্থলে অধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয়, মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে

প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নির্ব্বাণ হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব—পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপ্তশক্তিক ব্রহ্ম। বিচিত্রশক্তি-ক্রিয়াতেই কেবল নিত্যরূপে কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না; সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিকভাবে যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম উদিত থাকেন, সেই কালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিত্যধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না; কিন্তু যাঁহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচিন্ত্য শক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।

অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্য, সত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত-লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও দেশ-কালের অধীন, সুতরাং অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কৃষ্ণ-কৃপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া কোন অংশই এই পাঞ্চ-ভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝিতে হইবে, তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।

এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতের মায়া বা তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনবদ্য; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময় কালও তদ্রূপ; দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রসপুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ-কাল, নির্দ্দোষ-দেশ ও নির্দ্দোষ-আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয়কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়,—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ড-রসের পুষ্টি করিতেছে। প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়-লীলাই নিত্য; আর পূতনা-বধাদি ও দূর-প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা। অসুর মারণাদি-লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।

"সাত্বত-তত্ত্ব"—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

সম্বন্ধি-পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মি-সমাজ তত্ত্ব-নির্ণয় সম্বন্ধে নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, মতামত, সমালোচনা ও অনধিকার চর্চ্চা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ, যদ্বতদ্বা কবিগণ, তথাকথিত দার্শনিকগণ, ঘটপটিয়া-তার্কিকগণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ বক্তৃগণ, চিজ্জড়-সমন্বয়-কারিগণ, নির্ব্বিশেষবাদিগণ, অভক্ত-নীতিবাদিগণ, বিরাট-রূপের উপাসকগণ, মর্য্যাদামার্গের পথিকগণ, প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তাহাদের বিভিন্ন ধারণায় তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা ভ্রান্ত, কেহ বা বঞ্চিত, কেহ বা উৎপথে পতিত হইয়াছেন। এইজন্য প্রমাণ-চূড়ামণি, সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমে সেই পরম বাস্তব-সত্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সূরিগণও যে তত্ত্ব নিরূপণে মোহিত হন—এই বাক্যে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে জানাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ—"অধোক্ষজ"—অতিমর্ত্ত্য অর্থাৎ তাহা তৃতীয় মানের কোনও বস্তু নহে। জগতের

লোক বুদ্ধি বিবেচনা, বিচার, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির দ্বারা তৃতীয় মানের বস্তু পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব চতুর্থ মানের বা তুরীয় বস্তু। সেই বিষ্ণুতত্ত্বের সর্ব্ব-শীর্ষ-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিরাজিত। বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ করা সম্ভব হইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা, আকাশের সমস্ত হিম-কণা-গণনা সম্ভব হইতে পারে, চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, বিরাটের ধারণা, ধ্যান সম্ভব হইতে পারে, এমন কি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ দ্বারা বিরজা ব্রহ্মলোকের পরপারে নারায়ণ ধামে চতুর্ভুজত্ব লাভও সম্ভব হইতে পারে, তথাপি অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অভিজ্ঞান এই জগতের অস্মিতায় সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব তিনি নিজে না জানাইলে বা তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ নিজজনের কৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব নিজে না জানাইলে জীব তাহা আপন চেষ্টায় কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিজ-পরিজন-গণের সহিতই প্রকট বিহার করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ যখন কলিযুগে মহা-ঔদার্য্য অবতারের লীলা প্রকট করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন তখন নিজের তত্ত্ব নিজে জানাইয়াছেন। তিনি সনাতনশিক্ষায় স্বয়ং বক্তা আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবুদ্ধিমান কৃষ্ণভক্ত—শ্রোতা। রামানন্দ সংবাদে স্বয়ং শ্রোতা, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ভক্ত—বক্তা। অতএব কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণতত্ত্ব কেহ জানিতে পারেন না। এজন্য শ্রুতি বলেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপ-সমাশ্রয়ম্॥" সদ্‌গুরু কে? বৈষ্ণবকেও গুরু করা যায় আবার অবৈষ্ণবকেও গুরু করা যায়। কিন্তু "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।। আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব,—যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হইব না। অনাচারী-বাক্যসারবক্তা অথবা পেশাদার পুরোহিত গুরু হইতে পারেন না। সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' নামবলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন হইতেছে। এই নাম বলে পাপবুদ্ধি একটি মহাপরাধ। তাহার দশটা কাজের মধ্যে একটা কাজ ভাগবত পাঠ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবত-ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরুব্রুবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত-ব্যাখ্যাতা তাঁহার চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা নিষ্কপট ভাগবতসেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্য কার্য্য করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত—বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু বলেছেন:—"যাহ ভাগবত পড়' বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'ভাগবত' ন'য়, তা'র মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন্ না। সেইব্যক্তি তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত্ত উৎপাদন করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত তাই অপরকেও বঞ্চিত করেন। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্যভক্ষণ করেন, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা-অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবতপাঠী' বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের জিহ্বায় কি প্রকারে অভিন্ন-ভগবদ্-বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাহার প্রবল, যাহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও ভাগবত পড়েন না,—ভাগবত পড়িবার ছলে অক্ষেন্দ্রিয় তর্পণ করে মাত্র। যে গুরু সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, সৌভাগ্যবান্ সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।১৯।৪১) "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়

জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। তিনি ভাগবৎ প্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে পতিতজীবকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তিনি গৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ বিচারে তিনি উপাস্যপরাকাষ্ঠা-তনু। নরোত্তমের ভক্তই বৈষ্ণব। অন্বয়ভাবে তিনি গুরু ও শিক্ষক, ব্যতিরেকভাবে তিনিই তাঁহার ভজনোপযোগী সময়ে শিষ্যের প্রলাপিত-বাক্যশ্রবণে ব্যস্ত। বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্যময় বা নিত্য ভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন। "শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসদাস্য প্রকটিত করিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহা প্রাপঞ্চিক ভাষায় অবর্ণনীয়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই উপাস্যবস্তুর ভজন চেষ্টা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার নিজজনের নিকট অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেম শ্রীরূপ-সনাতনগোস্বামিপাদের অনুগমনে শ্রীজীবপাদ শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্মে ভাগ্যবান জনগণকে নিত্যদাসরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকরনিঃসৃতা বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীনরোত্তম-পাদপদ্মরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পান। পরে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য-লাভ করিয়া শ্রীমধুসূদনদাস ও শ্রীউদ্ধবদাসের বলসঙ্কারকারী বেদান্তাচার্য্য তর্ক পথের সঙ্কট হইতে শ্রৌত-ন্যায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করেন। সেই ভক্তিধারা আশ্রয়জাতীয় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ লেখনী ও আচরণ প্রভৃতি বিষ্ণুদাস্যদ্বারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে প্রবাহিত করিয়াছেন। তাহা আবার শ্রীগৌরাঙ্গ কিশোর বিগ্রহ প্রকট করিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন॥ সেই গুরুদেবের কৃপায়ই সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় দুইটি পথের সন্ধান পাওয়া যায় 'প্রেয়ঃপথ' ও 'শ্রেয়ঃপথ'। যেমন হরিতকী প্রথমমুখে খেতে কষায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়; তেমনি মিষ্ট বস্তু প্রথমে খেতে ভাল লাগে, কিন্তু পরিণামে আময় উৎপাদন করে। কিন্তু শ্রেয়ো-লাভের জন্য প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত—ইহাই শাস্ত্র বলেন। প্রেয়ঃপথ বাদ দিয়া শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সব-সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা' না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম-গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। উপনিষদ্ বলেন (কঠ ২।২৩, মুণ্ডক ৩।৩।৩)—"নায়মাত্মা প্রবচনে নলভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" শ্রেয়ঃপন্থিদের একটি কথা—শ্রৌত পন্থা। সত্যবস্তু যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌত পন্থা গ্রহণ করিতে পারি। শ্রবণ-বিষয়ে যদি অন্যমনস্ক থাকি, তা' হলে আমাদিগের সত্যবস্তুর অভিজ্ঞান হয় না। শ্রৌতপথ-গ্রহণের কালেও আমাদের দুই প্রকারে প্রতারিত হ'বার সম্ভাবনা আছে। অনুগমন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে 'অনুকরণ' কার্যকে 'অনুসরণ' ব'লে ভ্রম করেন। যাত্রাদলের 'নারদ' সাজা—'অনুকরণ' আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—'অনুসরণ'। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—'অনুকরণ', আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—'অনুসরণ'। আমরা মনে করি—আমি অনুসরণ কর্‌ছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে 'অনুকরণ'ই ক'রে বস্‌ছি। 'অনুসরণ'—নিজের আচরণ। কেবল 'অনুকরণ' কার্য্যের দ্বারা 'অনুসরণ কার্য্যটা হ'বে না। 'অনুকরণ' (imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ, কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকিসোনা ও খাঁটিসোনা বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা একপ্রকার। 'অনুকরণকে, অপর ভাষায় 'ঢং' বলে। আমাদের হৃদয়ে 'বিপ্রলিপ্সা' নামে একটা প্রবৃত্তি আছে, তার দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের জন্য ঐরূপ 'ঢং' বা 'অনুকরণ' ক'রে থাকি। শ্রৌতপথের 'অনুকরণ' মাত্র হ'লে 'অনুসরণ' হয় না। অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা যদি অনুসরণ না হয়, তা হ'লে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুসরণই কর্‌তে হ'বে, 'অনুকরণ' হউক্ বা না-ই হউক্। প্রকৃত সদ্গুরুর প্রকৃত শিষ্য

অনুসরণ ক'রলে তবে সেই অধোক্ষজের জ্ঞান লাভ হবে। তাছাড়া অন্য কোনও উপায় বা পথ নাই। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে, মঙ্গল হ'বে না। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন নিজেদের অক্ষজ-জ্ঞানে গুরুকে শোধন বা 'দোরস্ত' করবো, কেবল তাঁ'র কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে নেবো, তাঁর অনুসরণ করবো না, তখন অমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে অশ্রৌত-পথ বা তর্কপথ আহূত হ'য়ে পড়ে। এইসকল দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে' দিয়ে, তাঁ'র চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথানুসরণে সেই অধোক্ষজবস্তু হৃদয়ে প্রকাশিত হ'ন।

সম্বন্ধ-জ্ঞান :—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা জানিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি। চতুর্ব্বিধ ভূমিকার লোকের সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণের যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১। নিজ-সত্তাকে জড়ের সহিত একীভূত মনে করিয়া অন্য জড়ত্বকে সম্বন্ধরূপে স্থাপন করেন। ২। জড় চেতনাভাসের মিশ্রণে যে জড়তা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই নিজ সত্তার পরিচয় বিচার করিয়া চিদাভাসমিশ্র জড়কে সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করেন। ৩। অচিৎ ও চিদাভাসের বিক্ষুব্ধাবস্থার সাম্যভাব বা বিরতির সহিত নিজ সত্তার (?) অন্বিতা (?) স্থাপন করেন। ৪। নিজ-সত্তাকে শুদ্ধচেতনরূপ পরিদর্শন করিয়া পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধচেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'ন।

তৃতীয় শ্রেণীতে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'সম্বন্ধ' শব্দটি সংলগ্ন হইতে পারে না। কারণ, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর যে সম্যক্‌রূপ বন্ধন, তাহাই 'সম্বন্ধ'। তৃতীয় শ্রেণীতে বস্তুর একাধিক অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাতে 'সম্বন্ধ' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। জড়-ব্যতিরেক 'ভাব' বা ভাবাভাব মাত্র 'বস্তু' নহে। 'বস্তু' বলিলেই নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিকতা কি?—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ-মীমাংসক কোন সত্তাবান্ পদার্থের পরিচয় আবশ্যক। যাহার নাম, গুণ, রূপ, ক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিকতা নাই, তাহা আকাশকুসুমবৎ ভাব বা ভাবাভাব মাত্র। ইহা কোনও নামী, গুণী, রূপী, ক্রিয়াবান্ বা পরিকরযুক্ত বস্তুর সহিত নিজ-পরিচয় করাইতে পারে না—কেবল অস্থায়ী নামী, রূপী, গুণীর সহিত নিজ ব্যতিরেক পরিচয় করাইয়া থাকে। ব্যতিরেক পরিচয়ের পর তাহার কোনও অন্বয়পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল ব্যতিরেক পরিচয়ে বস্তু নির্ণীত হয় না—অন্বয় ও ব্যতিরেক পরিচয় সমভাব থাকিলেই বস্তুত্ব স্বীকৃত হয়। কাযেই তৃতীয়-শ্রেণী প্রকৃত-প্রস্তাবে সম্বন্ধহীনরূপেই পরিচয় প্রদানে উৎসুক।

কিন্তু শ্রুতির পন্থা—সম্বন্ধের পন্থা। শ্রুতি বলেন,—পক্ষি যেমন ব্যাধের হস্তগত সূত্র-দ্বারা বদ্ধ থাকিলে উড়িতে চেষ্টা করিয়াও কোন দিকে যাইতে পারে না, পাদলগ্ন সূত্রের বন্ধন স্থানেই আগমন করে, তদ্রূপ এই সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবও জাগরদশায় চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-পথে ধাবিত হইয়াও পলায়ন করিতে না পারিয়া শেষে মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ, তিনি মুখ্যপ্রাণেই অবদ্ধ আছেন।

সম্বন্ধ-হীনতার ন্যায় দুর্দ্দশা আর কিছুই হইতে পারে না। 'সম্বন্ধ-হীনতা' অর্থে—আশ্রয়-হীনতা। আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী—আশ্রয়হীন বা নিরালম্বের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, চেতনতারও সার্থকতা নাই, আনন্দ নাই। যে শ্রেণী সম্বন্ধ-হীনতাকে শ্লাঘ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ব্রহ্মই যখন আমি (?) তখন বৃহতের আবার আলম্বন, আশ্রয় দরকার কি? তাহার পতনই বা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্রবস্তুর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর, গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত বিশ্বের, পৃথিবীর সহিত পার্থিববস্তু সমূহের পরস্পর সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই সত্যটী বুঝিতে পারেন যে, বৃহদ্বস্তুও ক্ষুদ্র-বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই নিজ অস্তিত্বের ঐক্যতান সংরক্ষণ করে। সুতরাং যাঁহারা আপনাকে বৃহদ্বস্তু কল্পনা করিয়া শ্রুতিসিদ্ধ 'সম্বন্ধ' শব্দের বা সম্বন্ধময়ী ধারণারপ্রতি বিদ্রোহ আনয়ন করেন, তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী—তাঁহারা পতিত, তাঁহাদের যুক্তি ও অস্বাভাবিকী।

'সম্বন্ধ' শব্দের দ্বারা কেবল 'বন্ধ' মাত্র লক্ষ্য করে না। 'বন্ধ' শব্দে—মিলন, আলিঙ্গন, আত্মসাৎ, অঙ্গাঙ্গীভাব প্রভৃতি সূচিত হয়। কিন্তু 'সম্যক্ বন্ধন' বা 'সম্বন্ধ' উপরি-উক্ত শব্দ-সমূহের দ্বারা যাহা যাহা উদ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহার সুষ্ঠুতা, পূর্ণতা, সমগ্রতা বা সম্যক্ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। অনিত্য-বন্ধন, আংশিক-বন্ধন, অসম্যক্-বন্ধন, অসমগ্র-বন্ধন, সাময়িক-বন্ধন, ছিন্নতাপ্রবণ বন্ধন—'সম্যক্ বন্ধন' বা সম্বন্ধ নহে। জড়ে-জড়ে বন্ধন—অনিত্য বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিন্ন হইয়া যায়—এইরূপ বন্ধন। জগতে যে প্রভু-ভৃত্য, সখা-মিত্র, মাতা-পুত্র বা পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, তাহা অনিত্য বন্ধন। যখন আমাদের মতি জড়ের কর্দ্দালানে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা ঐরূপ অনিত্য বন্ধনকেই 'সম্বন্ধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃতমতি এক শ্রেণীর প্রামাণিক-ম্মন্য ব্যক্তি "জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ", "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য রচনা বা উদ্ধার-পূর্ব্বক জড়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপদেশক হইয়া জড়সংবদ্ধ জীবের নিকট 'ঋষি' বা 'মহাজন' বলিয়া পরিকল্পিত হ'ন্। কিন্তু এইরূপ 'জড়-সম্বন্ধ' সম্বন্ধপদবাচ্য হইতে পারে না।

চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে পারে না। চিদাভাস বিভিন্ন বাসনা—সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বারা চালিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব সম্বন্ধ ভঙ্গ করে। কেবল জড়-ব্যতিরেকভাবেও সম্বন্ধব্যাপার অস্বাভাবিক—সম্বন্ধের সম্বন্ধী ও যাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপ্য, তাহাদের পৃথগ্ অস্তিত্ব সেখানে নাই—সুতরাং সম্বন্ধও তথায় নাই। একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে,—চেতন যখন পূর্ণ চেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ আবিষ্কার করে, তখন পারিপার্শ্বিক চেতন অন্বয়-মুখে এক ঐক্যতানের সূত্রে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এইরূপ সম্বন্ধই নিত্য। এইরূপ সম্বন্ধ-বিচারেও কেহ একল-বাসুদেব, কেহ লক্ষ্মী-নারায়ণ, কেহ সীতা-রাম, কেহ দ্বারকেশ, কেহ মথুরেশ কেহ বা শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সকল লোকশিক্ষকের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা-বিধায়ক স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র সম্বন্ধতত্ত্ব-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যেখানে অধোক্ষজ কৃষ্ণ সম্বন্ধরূপে নির্ণীত হন, সেখানে কোন জড়বস্তু বা জড়মিশ্র-বস্তু ব্যবধানরূপে উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এমন নিরঙ্কুশ স্বরাট্ বস্তু যে, সেই স্বরাট্ অন্য কোন ব্যবধান বা ভাগীদারের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারেন না। যেখানে কোন ভাগীদার সম্বন্ধিরূপে উপস্থিত হয়, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ স্বরূপকে আবরণ করেন। 'শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়টী অন্য কোনও আপাত-সম প্রতি-বিষয় বা প্রতিশব্দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারেন না। একমাত্র অধোক্ষজ গৌর-কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ সম্বন্ধী হইতে পারেন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকিশোর; প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগৌরকিশোর; স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ; স্বয়ংরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধেও অনেক সময় সিদ্ধি অনিশ্চিত; কিন্তু আশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত ও করতলগত হয়। আশ্রয়ের সম্বন্ধে যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ; আশ্রয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, তাহা 'সম্বন্ধ' নহে—বিচ্যুতি। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়—ভক্ত। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে সম্বন্ধ শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ ব্যতীত সেবাই হয় না। সম্বন্ধ স্থাপনই অব্যর্থ সাধন। ইহা সদ্গুরু-কৃপাব্যতীত শত শত শাস্ত্রপাঠ, শত শত আলোচনা, তথাকথিত সাধুসঙ্গ, তীর্থস্নান, যোগ, যাগ, পূজা, ধ্যান-ধারণা দ্বারা কখনই হইতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধজ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা, পরে অন্য চেষ্টা বা সাধন। সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে হইবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের মন্ত্র-সম্বন্ধ-জ্ঞানের দীক্ষা—শিক্ষা, আদর্শ, আচার-প্রচার, অনুশীলন, অখিলচেষ্টা, অভিনিবেশ, অধ্যবসায় সমস্তই সম্বন্ধজ্ঞানময় না হইলে সকলই বিফল হয়। অতএব সম্বন্ধজ্ঞানই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভক্তিই শ্রেয়, এই কথাটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ প্রচুরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু

ভক্তিটিই প্রেয়ঃ একথা একমাত্র শ্রীরূপানুগগণই কীর্ত্তন করেন। যাঁহাদের প্রেয়ো-বিচারে ভক্তি নাই; তাঁহারাই শ্রেয়োহীন হরিবিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাস, কর্ম্মে, জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁহার প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় যাঁহার একমাত্র বিনোদন, তিনি শ্রীজগন্নাথ বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন বিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগগণের পাদপদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞান ও তদনুশীলন হইতে পারে। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন না হ'লে ভগবদ্-দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হইবে না—যদি গুরু-পাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়-বিচারে নিজশক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের ও সম্বন্ধের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা রূপানুগ-বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ জগতে তাঁহার দুইটি স্বরূপ প্রকাশ করেন—শ্রীনাম ও শ্রীঅর্চ্চা। শ্রীনামের দ্বারা অর্চ্চার পূজা হয়। যিনি অর্চ্চা ও শ্রীনামের পূজা শিক্ষা দেন—তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে না থাকিয়া বিশ্রম্ভের সহিত তাঁহার সেবা করিলে তিনি কর্ম্ম-সদাচার ও জ্ঞান-সদাচার পরিত্যাগ করাইয়া ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। দর্শনশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ এই চারিটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্ব্বাকাদির মত—প্রত্যক্ষবাদ, জৈমিন্যাদির কর্ম্মকাণ্ড—পরোক্ষবাদ, দত্তাত্রেয়, আচার্য্য শঙ্করাদির নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকাণ্ড—অপরোক্ষবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষবাদী-চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ পরোক্ষবাদ বা জৈমিনী-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন। বেদের সংহিতা অংশ পরোক্ষবাদের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই চার্ব্বাকাদি স্থূল প্রত্যক্ষবাদিগণ বেদকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস-রচিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিকআত্মা প্রত্যক্ষজ্ঞানে দেখা যায় না ব'লিয়া চার্ব্বাকাদির মতে উহা সকলই মিথ্যা। আবার পরোক্ষবাদ প্রত্যক্ষবাদের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ-মতাবলম্বিগণ পরোক্ষ-বেদ-বাদের বিরোধ করিয়াছেন বলিয়া পরোক্ষবাদী কর্ম্মমীমাংসকগণ বৌদ্ধ-চার্ব্বাকাদিকে এককালে নাস্তিক বলিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বিপুল অভিযান করিয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষজ্ঞানবাদী শঙ্করাদি আচার্য্যগণ আবার পরোক্ষবাদকে গর্হণ পূর্ব্বক অপরোক্ষবাদ প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র অধোক্ষজবাদী। সাত্বত-ভাগবতগণ জানেন—"প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ (মায়াবাদীর) কোন বাদেই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। ঐ সকল মতবাদ প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে, কেবল উহাদের পরস্পরের মধ্যে আখ্যা ও বিচার প্রণালীর স্থূল ও সূক্ষ্মতার একটু তারতম্য। চার্ব্বাকাদির প্রত্যক্ষবাদ স্থূল হইতে স্থূল, পরোক্ষবাদীর বিচার তদপেক্ষা কিঁঞ্চৎ সূক্ষ্ম, আর অপরোক্ষবাদীর বিচার প্রত্যক্ষবাদীর ব্যতিরেক বিচারমাত্র—দেখিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ বিজ্ঞানকে 'অপরোক্ষ' জ্ঞান বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ বা চিন্মাত্র ত' মস্ত বড় কথা। শান্তরসকে 'অপরোক্ষজ্ঞান' বলা যাইবে। 'অপরোক্ষ' হইতেই শান্তরস আরম্ভ হইল। দাস্যরস আরম্ভ হইলে 'অধোক্ষজজ্ঞান'। তটস্থ বিচারে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধোক্ষজ-জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, রৌপ্য একটি বহু মূল্যবান্ বস্তু, তদ্দ্বারা সত্যতার কিছু হানি হয় না; কিন্তু স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের সহিত তুলনায় অনেক বেশী। অপরোক্ষজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইলে অধোক্ষজের দিকেই অভিযান হয়। এজন্য অপরোক্ষজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি অপরোক্ষজ্ঞানকে প্রগতিশীল না করিয়া শুষ্ক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাই নির্ব্বিশেষজ্ঞানে পরিণত হয়। তাহা বিজ্ঞান বা বিশেষ-জ্ঞান নহে। আমাদের কথা অপরোক্ষজ্ঞানে মাত্র আবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত নহে। অপরোক্ষজ্ঞানের কথা আমরাও বলি। অধোক্ষজ-জ্ঞানের অন্তর্গত অপরোক্ষজ্ঞান। অপ্রাকৃত-জ্ঞানে অপ্রাকৃত-প্রত্যক্ষ, অপ্রাকৃত-পরোক্ষ,

অপ্রাকৃত-অপরোক্ষ ও অপ্রাকৃত-অধোক্ষজজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। অধোক্ষজ:—অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়লব্ধং জ্ঞানং যেন সঃ। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষিকেশ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্য-জগতের অনুভূতি লাভ করেন না এবং যিনি বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা বদ্ধজীব যাঁহাকে পরিমাণ করিতে পারে না, তিনিই 'অধোক্ষজ' বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণু। ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভজনকারী সকলই অধোক্ষজ।

মথুরায় দুইটী মূর্ত্তি—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ; দ্বারকায় চতুর্ব্ব্যূহ-বিচারে পূর্ণতা হ'য়েছে। চারিটি বৃত্তপাদ মিলে পূর্ণতা হ'য়েছে। মথুরায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপস্থিত নাই। গোকুলে স্বয়ংরূপ, বাসুদেবের প্রকাশ সংকর্ষণ, বিভূতি—বিভুত্ব-বর্ণনে প্রকাশ। তত্ত্বপ্রকাশ-লক্ষণে বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারি। তা হ'তে চতুর্ব্ব্যূহ। মহাবৈকুণ্ঠে বা মূলবৈকুণ্ঠে ইহা লক্ষ্য করি। যখন কারণ, গর্ভ, ক্ষীরবারিতে ও নিজ নিজ প্রকাশ হন্ নি, তখন চতুর্ব্ব্যূহ অবস্থিত। মথুরা জ্ঞানময়ী ভূমিকা, দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহের লীলাস্থান কিন্তু দ্বিভুজ বিচার-যুক্ত। চতুর্ভুজ বিগ্রহধাম পরব্যোম অপেক্ষা দ্বিভুজ বিগ্রহধাম দ্বারকার শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বারকা—কৃষ্ণের নিজ স্থানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্যতম। গোকুলে রসবিকাশের পূর্ণতমতা, অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির পূর্ণ-লীলার প্রাকট্য। এখানে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণাদি সাতটি গৌণ-রস পাঁচটি স্থায়ীভাবকে সমৃদ্ধ কর্‌বার জন্য আছে। যদিও মথুরায় রৌদ্রাদি গৌণরস, বৃন্দাবনাদির মধুর রসের কথা এখানে নাই, তথাপি মথুরা শুষ্কজ্ঞানভূমিকা নয়। স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু এসেছেন, ভোগের স্তম্ভ ethical Principle জবাই হ'লো রজক বধে। তিনি এত অপূর্ণ বস্তু ন'ন, যাঁ'তে নীতির চাপ (ethical restiction) চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—এই ত্রিসর্গে যিনি নিত্যকাল অবস্থিত, সেই বাস্তববস্তু ভাবত্রয়ের পরমেশ্বর বেদ্য। মানব কল্পিত জড়ের প্রভুজ্ঞানে উপনিষদ্ পড়্‌তে গিয়ে যে ভুল করি—ব্রহ্ম-পরমাত্ম বিচারে যে ভুল করি, কিংবা দ্বিতীয় পুরুষাবতার "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ" মন্ত্রে যে আংশিক সমষ্টি বিষ্ণুর পূজার জন্য দৌড়াই, তিনি তাহা মাত্র ন'ন। অবিনষ্ট ত্রিপুটি প্রবলকালে যে দুর্গতি হয় সেটুকু মাত্র ন'ন; পরমেশ্বরের কথা বলছি,—তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। প্রাভব, বৈভব, বিলাস, অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি সংজ্ঞা বিষ্ণু শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। আর 'কৃষ্ণ'-শব্দে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ উদ্দিষ্ট হ'ন—শুধু উদ্দিষ্ট নয়, নাম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে"—এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি—অধোক্ষজ-সেবায় অনর্থ নিবৃত্তি। এইজন্য অধোক্ষজ—চতুর্ভুজ। তিনি তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ বস্তুতে মর্য্যাদা বিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই; সম্যক্ অনর্থোপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃত—দ্বিভুজ-মুরলীধর। তিনি বিশ্রম্ভের সহিত সেব্য। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই বিচারে পরতত্ত্ব একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। পরতত্ত্বেই 'অপ্রাকৃত'-শব্দ প্রযোজ্য। ব্যূহ ও বৈভবতত্ত্বে—অধোক্ষজ-শব্দ, অন্তর্য্যামিতত্ত্বে—অপরোক্ষ-শব্দ এবং অর্চ্চাতত্ত্বে—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শব্দ প্রযোজ্য।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ অসম্যক আংশিক ধারণা-বদ্ধ ব্রহ্ম-পরমাত্মার—সকল অবতারের সকল কারণেরও কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। চিৎসবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকরের অবিনাশিনী আকৃতি যিনি সর্ব্বক্ষণ রক্ষা কারন, দ্বাদশটি রস যাঁর সেবায় নিযুক্ত, তাঁর নিকট হ'তে সেই সকল রসের বিন্দু বিন্দু এ জগতে ছুটে পড়েছে। তিনি পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—বিশেষরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই শক্তিত্রয়কে গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যব্রত, ত্রিসত্য।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, এটা কারাগার। ভক্তিভ্রান্ত বদ্ধ জীবকে বিষম সন্দেহগর্ত্তে পরীক্ষাজন্য প্রভু সাজিয়ে তোমার ভোগ্য ব'লে এই কারাগারে ভোগের ব্যাপারে আবদ্ধ রেখেছে। অন্য বাজে জিনিস দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে

যে নিত্যসেবকের সেবা-ব্যাপারটি। এটা ছায়া জগৎ ; যাঁহার ছায়া,—সেখানে যাওয়া দরকার। ছায়াকে বস্তুজ্ঞান কর্‌লে অবস্তুতে 'বস্তু'-ভ্রম হয়। বাস্তব জগৎ—গোলোক-বৃন্দাবন, সেখানে বিষয় এক, আশ্রয়—বহু। তিনি সেব্য, অসংখ্য জীব সেবক। একমাত্র সেব্যের সেবা ব্যতীত সেখানে অন্য ধর্ম্ম নাই। ছায়ার পিছনে ছুটলে সুবিধা নাই। মায়ার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে— মেপে নেবার ধর্ম্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবান্‌কে ভজন করলে দুর্ভোগ বা সুখভোগ হ'তে অবসর লাভ ঘটে। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন, ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্ট ব্যাপার ; যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি যদি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে কৃষ্ণ জানব, তিনি ভবানী-ভর্ত্তা মাত্র ন'ন অর্থাৎ তিনি ভবানী-রচিত জগতের নিয়ামক মাত্র ন'ন। কর্ম্মদ্বারা রচিত জগৎসকল—পাতাল হ'তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সবই পরিণামযুক্ত। চতুর্দ্দশ ভুবন, মুক্ত জীবের কোন সুবিধা দিতে পারে না। যেখানে গুণত্রয়ের সাম্যবাদ—বিরজা, সেখানেও কোনও সেব্যবস্তু প্রাপ্তি জনিত সুবিধা পাওয়া যায় না ; সেখানে ভোগসমাপ্তি মাত্র। নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোকে সেখানেও উপাস্য অধোক্ষজ উরুক্রম নাই। পরব্যোমে সেব্য বস্তু পেয়ে থাকি, সেখানে নাভি থেকে মাথা পর্য্যন্ত উত্তমাঙ্গ দ্বারা পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা. নিম্নাঙ্গগুলো নিজ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে রেখে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর এরূপ 'অর্দ্ধকুক্কুটী জরতী',-ন্যায়ের মত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারকের সেব্য মাত্র ন'ন। যেখানে বিশ্রম্ভবিচারে বাৎসল্য মধুরাদিভাবে সেবা নাই, সেখানে প্রবিষ্ট হ'তে গেলে অতি নিম্নস্তরের আংশিক হরিভক্তি গ্রহণ করা হ'ল মাত্র। এ সব অতি নিম্নস্তরের বিচার। শ্রীনাথ, শ্রীজানকীনাথ, শ্রীগোপীনাথের বিচার যখন ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার-বো, 'অন্বয়াদিতরতঃ'-বিচার যে পরিমাণে বুঝ্‌তে পার্‌বো সেই পরিমাণে বাস্তবতা আস্‌বে, মনের মলিনতা দূর হবে। বাস্তব সত্যের বিচার-গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা হ'লে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—দ্বাদশরসের নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সেব্য বস্তু বলে জান্‌তে পারবো।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ পরাৎপরতত্ত্বকে ক্লীবত্বে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যের অবতারণা ব্যতীত বিচারের সুষ্ঠুতা কেবল ক্লীবধারণা-মাত্রে সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদিগণের ক্লীবব্রহ্মের ধারণা অথবা রামগোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতির একল বাসুদেবের বিচার—জাগতিক সম্বন্ধ (Reference) ও অনুমান মূলে কল্পিত অপসাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র। ইহাপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বিষয়বিগ্রহ নারায়ণ আশ্রয়বিগ্রহ মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল সম্ভ্রমরসের সেবকগণের দ্বারা সেবিত। মহালক্ষ্মীকে কখনই জীবকোটীর অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিবে না। আস্তিক মাত্রকেই সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষবাদকে পরিহার করিতে হইবে। নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ থাকা পর্য্যন্ত কেহ আস্তিক পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য সবিশেষ বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে আস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না। বৈকুণ্ঠে শত সহস্র মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় নিরত রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, সেবকগণ—নিত্য, বৈকুণ্ঠপতি এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবকগণের নাম-স্বরূপ-গুণ-ক্রিয়া— সকলই নিত্য। পরাৎপরতত্ত্ব—নিঃশক্তিক নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি চিদচিৎ—শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর। শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শনে এইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে চিৎশক্তিকে আরও সুসূক্ষ্মবিচারে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থা তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণে নারায়ণ বা রঙ্গনাথ-দর্শন—সঙ্কুচিত দর্শন; কৃষ্ণ-দর্শনই পূর্ণতম দর্শন। যদিও নারায়ণে ও কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই তথাপি শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ বিদ্যমান—"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" শ্রীনারায়ণ দর্শনে নিম্ন হইতে গোলোকার্দ্ধ-দর্শন বা আড়াই প্রকার রস উপলব্ধি মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শ.ণ গোলোকের উচ্চভূমিকা হইতে গোলোকার্দ্ধ দর্শন –বা পঞ্চবিধ রস কিম্বা সমগ্র রসাস্বাদন। বৈকুণ্ঠে ভগবানের অজত্ব আর মথুরায় অজের জন্মিত্ব।

বৈকুণ্ঠনাথে আড়াইটী রস—শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ বা গৌরবসখ্য। ঐশ্বর্য্যভাবই প্রবল, মাধুর্য্যভাবের রসগুলি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু উন্নতদিগে অগ্রসর হ'লে সীতারামের ভজনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারা যায়। সেখানে ঐশ্বর্য্য কিছু শিথিল হ'য়ে রস পুষ্ট কর্‌ছে এবং সেখানে বাৎসল্যরসও প্রকাশিত কিছু হ'য়েছে, কিন্তু সেই বাৎসল্যরস নীতিদ্বারা আবৃত হয়ে নিষ্প্রভ হয়েছে। সেখানে সেব্যের ও সেবকের ভাব লক্ষ্মী-নারায়ণের অপেক্ষা একটু উন্নত, দ্বারকার ও বৈকুণ্ঠের ভাবের মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত।

ভক্তদেহ অপ্রাকৃত :—শ্রীরামচন্দ্রের নিজের যে নিত্য বৈকুণ্ঠে বিরাজমান; সেই বৈকুণ্ঠে নিত্যরামচন্দ্র-পার্ষদগন বিরাজিত। ভগবৎ-পার্ষদগণের দিব্যশরীর-বর্ত্তমান। বিভীষণ ও হনুমানেরও সেই নিত্য দিব্যশরীর আছে। কর্ম্ম-প্রভাবে জীবের যেরূপ বাহ্য শরীর পরিবর্ত্তিত হয়,—নিত্য-পার্ষদগণের নিত্য-দিব্য-দেহের সেইরূপ প্রাকৃত-দেহবৎ পরিবর্ত্তন নাই। রাবণের দেহ নিত্য নহে—তাহার অমরত্ব নাই—তাহা ধ্বংসশীল। রাবণের দেহ তাহার আত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু হনুমান্ ও বিভীষণের দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় তাহা নিত্য অমর। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিবেদিতাত্মা। তাঁহাদের নিত্য দেহকে ভগবান্ চিদানন্দময়রূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ রাবণের প্রভাব বর্ণন করিতে বলিয়াছিলেন;—ব্রহ্মার বর প্রভাবে দশানন রাবণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য-হেতু অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তাহা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন,—"রাবণ রসাতল বা পাতালেই প্রবেশ করুক, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে নিহত করিয়া তোমাকে রাজা করিব।" রাবণ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আত্মার অমরত্ব বিচিত্রতাহীন, কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণের অমরত্ব নিত্য নবনবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত ও সেবা-প্রগতিময়। নিথর স্থাবর দেহের ন্যায় আত্মার বিচিত্রতার বিনাশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের অমরত্ব—নপুংসকতা ভাবযুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র—কালের অধীন নহেন; তাঁহা হইতেই কাল নির্গত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদগণও কালের অধীন নহেন। তাঁহারা নিত্য স্ব-স্বরূপে বিরাজিত বলিয়া অমর। দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিক। দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবৎ-পার্ষদগণের ভূমিকা এক নহে। মনোধর্ম্মের বিচারে চিজ্জড়-সমন্বয়ের অভ্যাসে-আবর্ত্ত উপস্থিত হয়। এই মনোনিগ্রহের নামই সাধন। "সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ"। আমরা কর্ম্মের দ্বারা বাহ্যশরীর মাত্র লাভ করি। কর্ম্মফল ভোগার্থ নানা যোনিতে ভ্রমণ করি—বাসনা চরিতার্থতার জন্য। কেহ কেহ বলেন, বাসনা বিনাশের জন্য 'তপস্যা' ও 'ভক্তি' যাজন করিব। কিন্তু তপস্যা—অভক্তি, ভক্তির সহিত তাহার মিশ্রণ নাই। আরোহবাদ-মূলে যে নাস্তিকতা, তাহা হইতেই তপস্যার পিপাসা। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিরোচন প্রভৃতি ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণেরও 'তপস্যা' দেখা যায়। তপস্যার স্পৃহা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভক্তির আরম্ভই হয় না। ভক্তির দ্বারাই সাধন ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। ভক্তি নিরপেক্ষা ও পরম সবলা। ভক্তির সহিত ব্রত, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ মিশ্রিত করিয়া ভক্তিকে সবলা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও তদ্দ্বারা আত্মাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টাও দুর্ব্বুদ্ধিতা।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় শিক্ষা ও ভক্তির তারতম্য বিচার

কৈকেয়ী মন্থরার কুমন্ত্রণায় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক—এই দুই বর দশরথের নিকট প্রার্থনা করেন। দশরথ বাৎসল্য-রসে চতুর্ব্যূহের সেবক। কৈকেয়ী অংশ-ভগবান্ ভরতের—চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্ন-ভগবানের বাৎসল্য-রসে সেবিকা। দশরথ যে সেবা ফলের অধিকারী, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় তিনি সেই সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কৈকেয়ী অংশ-ভগবান্ নিজ-পুত্রের পূর্ণতা বিধান করিতে গিয়া পূর্ণ ভগবান্ রামের সেবা হইতে বঞ্চিতা হইয়া আত্মসুখ-কামনা-নিরতা হইলেন (মন্থরার সঙ্গ ও পরামর্শ হেতু)। পূর্ণভগবানের সেবা

বিচ্যুত হওয়াতে রামকে নির্ব্বাসিত করিবার বুদ্ধি তাঁহাতে উদিত হইল এবং ফলে প্রদ্যুম্ন-ভগবানের সেবা হইতেও বিচ্যুত হন্। ইহাতে শিক্ষা :—পূর্ণ ভগবদ্‌বস্তুর সেবায় অনাদরে অংশ-ভগবৎ-সেবা হইতেও বিচ্যুতি ঘটে। এইরূপ হতভাগ্যের দুঃসঙ্গ-ফলে চতুর্ব্ব্যূহের সেবাসুখ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র লীলাময় পুরুষোত্তম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে সর্ব্ব সুনীতি ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার শাসনাধীন করিয়া বিনীতভাবে কৈকেয়ীর নিকট পিতার প্রতিশ্রুতির বিষয় শ্রবণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে গৃহত্যাগের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শিক্ষা :—শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব-সৎকর্ম্মশিলতা-বিচারের আদর্শ ভগবদবতার। তিনি জগতিক বিচার-সম্পন্ন জনগণকে পাপকার্য্য হইতে উদ্ধারের আদর্শ-প্রদর্শনকারী ভগবদ্ বিগ্রহ।

শ্রীভগবানের বাৎসল্যরসে সেবাকে মায়ার জগতের পুত্রস্নেহের ন্যায় কোন ব্যাপার বলিয়া যাহারা ভুল বিচার করে, তাহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য সুনীতিপরায়ণ ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীরাম সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত কিছুকালের জন্য অযোধ্যাবাসীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মাতা পিতাকেও ত্যাগ করিয়া বনগমন করেন।

কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ভয়ে দশরথ রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু পুত্র-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পূর্ণভগবান্ শ্রীরামের সেবা-বিমুখ কৈকেয়ীর দুঃসঙ্গ-ফলে দশরথের অপ্রকটের অভিনয়।

দশরথ ও বাসুদেব উভয়েই বাৎসল্যরসে ভগবানের সেবক; কিন্তু উভয়ের সেবা-আদর্শের মধ্যে তারতম্য আছে। ভগবৎসেবা অপেক্ষা লোকপ্রতিষ্ঠার্থ কর্ত্তব্যপালন-কার্য্য শ্রেষ্ঠ—এইরূপ বিচার-সম্পন্ন নিম্নাধিকারীর আদর্শ দশরথের সেবা-আচরণে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভগবৎসেবা অপেক্ষা জগতের তাৎকালিক মঙ্গলবিধানের শ্রেষ্ঠতা যাঁহাদের বিচারে উদ্দিষ্ট, সেই সকল সৎকর্ম্মী, সুনীতিপরায়ন অথচ ভগবৎসেবাবিমুখ বঞ্চিত জনগণের জন্য দশরথের এই লীলার অভিনয়। এই স্থলে নিত্যপুত্র ভগবানের সেবাবৃত্তির ওজন জড়ভোগ-নীতিমূলে লঘু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে বসুদেব পুত্র-কৃষ্ণের সুখ-বৃদ্ধি ও নির্ব্বিঘ্নতার জন্য বিরোধিজন-পরিবেষ্টিত কংস-কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক লৌকিক নীতিসমূহ উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। সকল জাগতিক বিধি ও নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়াও কৃষ্ণসেবা-চেষ্টার আদর্শ বসুদেবের কারাগার হইতে কৃষ্ণকে ব্রজে-প্রেরণ ব্যাপারে লক্ষিত হয়। সুতরাং রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলায় বাৎসল্যরসের উজ্জ্বলতা অধিক। বিধিবাধ্য নীতি-পরায়ণ শ্রীরামের সেবা অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা উন্নততর ও উজ্জ্বলতর। বিধিমার্গে শ্রীরামের সেবা এবং প্রীতিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা—উভয়ের মধ্যে এই তারতম্য সুস্পষ্ট।

ভরত অংশ-ভগবান্ অর্থাৎ পরতত্ত্বের অংশ এবং পূর্ণভগবান্ বা পরতত্ত্বের পার্ষদ-সেবক। তাই তিনি নিজ-নিত্যপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যভৃত্যসূত্রে তাঁহারই অভিলাষ পূরণের জন্য প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক শ্রীরামের সেবাকর্য্যে প্রবৃত্ত। এই রাজ্যভার-গ্রহণে ভরতের নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা নাই। শ্রীরামের পাদুকাই তাঁহার নিত্যারাধ্য—এই সমুন্নত বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি রাম-সেবায় নিযুক্ত। এইরূপ কার্য্যে ভরতের যে প্রভুত্ব দৃষ্ট হইতেছে, উহা অভক্তের সেবা-বিমুখতা-প্রদর্শন নহে। শ্রীভরত ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে একান্তরূপে আত্মসুখবাঞ্ছা—পরিত্যাগের আদর্শ।

শূর্পনখার বিচার :—শূর্পনখা ও তাহার সমশ্রেণীস্থ ভোগপরায়ণগণ ভগবল্লক্ষ্মী সীতাদেবীর সুখদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া সেব্য ভগবান্‌কে নিজের ভোগের বস্তুরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু সেবা করিতে চাহে না। কিন্তু সেব্য ভগবান্ কখনও ভোগের বস্তু হন্ না। তাই শূর্পনখার আশা ও চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। নৈতিকজীবনের আদর্শ-প্রদর্শনকারী একপত্নীব্রতধর শ্রীরামের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়া শূর্পনখা নিত্য আদর্শভগবৎসেবক শ্রীলক্ষ্মণের নিকট হইতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টায় প্রভুত্ব বা ভোগ করিতে

গয়া ভগবৎসেবকের হস্তে সমুচিত দণ্ড লাভ করে। নীতি-উল্লঙ্ঘনের চেষ্টায় তাহার অঙ্গ-বিকৃতি ঘটিল। শিক্ষা—শ্রীভগবান্ নিত্য সেব্য বস্তু—কাহারও ভোগের বস্তু হন না। ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের ও ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইলে সে ব্যক্তিকে ভক্তের হস্তে নিগৃহীত হইয়া বিকলাঙ্গ হইতে হয়।

মায়া-মৃগ :—মায়া মৃগের জন্য সীতাদেবীর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। ফলে সীতা রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃত ও শ্রীরামের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত। সীতাদেবীর এইরূপ প্রার্থনায় জগতের নির্ব্বোধ সাধারণ লোক সীতাদেবীকে সামান্য স্ত্রীলোকমাত্র ধারণা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ নিজ-জড়সুখকামী স্থূলবিচারপরায়ণ নির্ব্বোধগণের দুর্ল্লোভের প্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত সীতাদেবী ঐরূপ নিজ-সুখ-প্রার্থনার অভিনয় করিলেন। জড়সুখভোগে আসক্ত লোক নিজের সুখ-সুবিধার জন্যই ভগবানের সেবা করিয়া থাকে। তখন ভোগবুদ্ধি বা মায়া কপট-বেশে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কপট সেবক বা সেবকাভিমানীকে ভগবান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুদূরে অনভীষ্টের মধ্যে পাতিত করে। সীতাদেবী বস্তুতঃ ঐরূপ ভোগ-বিচার-পরায়ণা নহেন। তথাপি তিনি ভোগাকাঙ্ক্ষী স্তাবকগণের কার্য্যের অভিনয় করিয়া ইহা প্রদর্শন করিতেছেন যে, শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের চক্ষুঃ আবৃত করিবার জন্য ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন। শিক্ষাঃ—ভোগবুদ্ধিতে ভগবৎসেবা করিতে গেলে ভগবান্ হইতে দূরে অনিষ্টের মধ্যেই অবস্থান ঘটে। আত্মগোপন ও বিমুখ-বঞ্চনের নিমিত্তই ভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তির বিমুখমোহন-লীলা।

রাবণ কপট সন্ন্যাসীর বেশে ও দুর্ব্বুদ্ধির বশে সীতাদেবীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছিল। প্রভূত-জড়শক্তিশালী যথেচ্ছাচারী রাবণ জড়বুদ্ধির বিচারে নিজেকে শক্তিমত্তত্ত্ব জ্ঞান করিয়া সাক্ষাৎ ভগবল্লক্ষ্মী সীতাদেবীকেও ভোগ করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া ঐরূপ কপটতা করিতেছিল। অকপট ভগবদ্ভক্তের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি থাকে না। বহির্ম্মুখ ভোগিকুল ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকেও নিজের ভোগ্য করিতে উদ্যত হয়।

সীতাহরণ :—ছদ্মবেশী রাবণ সীতাহরণ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে রাবণ অপ্রাকৃত ভগবচ্ছক্তি-সীতাদেবীকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে নাই। সীতাদেবীর এক মায়ামূর্ত্তিকে মাত্র অপহরণ করিল। মায়িকবুদ্ধি রাবণের অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধি না থাকায় মায়াসীতা মাত্র হরণের ও বঞ্চিত হওয়ার যোগ্যতামাত্র তাহার আছে। শিক্ষাঃ—অপ্রাকৃত ও সেব্য ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃত ও ভোগ্য বিচার করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাপ করিবার প্রয়াসী ব্যক্তি রাবণের মত বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুর্গতি মাত্র আবাহন করে।

"শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সীতার অন্বেষণের জন্য চেষ্টা।" সাধারণ লোক রাম-সীতাকে মায়াবদ্ধ সাধারণ সংসারী স্ত্রী-পুরুষ-মাত্র মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। কারণ তাহারা ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ শ্রীরাম-সীতাকে শক্তি-শক্তিমদ্বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। শ্রীভগবান্ ও তচ্ছক্তির কখনও বিচ্ছেদ নাই। অতএব শ্রীরামের সীতান্বেষণ-ব্যাপারে বিমুখ-বঞ্চন-লীলা আছে। শিক্ষাঃ—অপ্রাকৃত ভগবৎ-স্বরূপে অবিশ্বাস-বশতঃ ভগবল্লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বস্তুতঃ বোধগম্য হয় না। যাহারা পরতত্ত্ব শ্রীরামচন্দ্রকে মায়া-মানুষ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় দুর্ব্বলতা বা আশ্রিত-বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীহনুমান চরিত্র :—"রামভক্ত হনুমানের রাবণের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণভোগ্য লঙ্কা দহন।" হনুমানের ঐরূপ কার্য্য আদৌ অন্যায় নীতিবিগর্হিত নহে। যে ব্যক্তি সেব্য-বস্তুকে লঙ্ঘন করে, প্রকৃত সেবক তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া সেব্যের প্রতি সেবার চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। শিক্ষা :—শ্রীরামসেবক বজ্রাঙ্গজী-বিকারী জগতের পরিণামশীলতা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রভুর জন্য ভক্তের ইহাই একমাত্র কৃত্য। ভক্ত এইরূপ কার্য্যে বিমুখ হইলে তাহার প্রভুসেবা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাতে আত্মতৃপ্তি ও জড়ভোগীগণের মনস্কামনার সিদ্ধি হয়।

সমুদ্রের সেতুবন্ধন কার্য্যে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীগণও নানাপ্রকার সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছে। ভগবান্ শ্রীরাম তাহাদেরও সেবা অঙ্গীকার করিয়া পুরস্কৃত করেন। করুণাময় ভগবান্ অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও সেবাধিকার প্রদান করেন। সবল ও যোগ্যতর ব্যক্তিগণ যেরূপ স্ব-স্ব সেবানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণও নিজ নিজ স্বল্প-যোগ্যতানুসারে সেবার পূর্ণতা-সম্পাদনে তদ্রূপ ব্যগ্র। শিক্ষা:—ভগবান্ অকপটসেবকের সেবাচেষ্টাও স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অকপট ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বসময়ে ভগবান্-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। "হর-নারদ প্রভৃতি মহাজনগণ যাঁহার সেবক, আমি অতিক্ষুদ্রজন, সেই মহানের সেবাবিধান কিরূপে করিব"—সেবায় এইরূপ ব্যাকুলতারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত না হওয়াই সকলের কামনা হওয়া উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে, গুণ-গুণীতে, রূপ-রূপীতে, নাম-নামীতে, লীলা ও লীলা-পুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটি অঙ্গ—পূর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণ ও পাদের ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ **abstract** মাত্র নহে. উহা পূর্ণ **concrete Absolute.**

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে। তাহা দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাশ্রু এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরমকুলস্ত্রীস্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; 'এমনকি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদি-কর্ম্ম—এই সকলদ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেররূপ-দর্শনে তাঁহারা দর্শন প্রতিবন্ধক পক্ষ-রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়া, বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত 'সহস্রাক্ষ' বলিয়া স্তব করিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ গোপালনাগণের রূপদর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপপ্রদর্শনের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনীর নবনবায়মান রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপীকাগণের আকর্ষণের বিষয়। গোপিকা-শিরোমণি বৃষভানু নন্দিনীর সংপ্রেম দর্পণে নিরন্তর প্রবৃদ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের-আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ. তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের বা রূপানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্তু-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুদুর্ল্লভ প্রেম সঞ্জাত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মাধুরী, লীলামাধুরী, অতুল্য সেবকমণ্ডল-মাধুরী ও বংশী-মাধুরী—অসমোর্দ্ধ, নিত্য প্রগতিশীল, নবনবায়মান সৌন্দর্য্যময়।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্যবস্তু, যথা গীতা:—"আমিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ।" (গীতা ১৫।১৫)। ঋঙ্ মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি—যেখানে শুভাবহ বিবিধরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ কামধেনু সকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট। ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন (৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)।" "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানস চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তি-ভুবনেষন্তঃ।।" (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্) অর্থাৎ দেখিলাম, "এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।"

শ্রীভগবান্ জীবের নিকট পাচ প্রকারে প্রকাশিত হন। সেই পাচ প্রকার স্বরূপ এই—(১) পরতত্ত্ব, (২) ব্যূহতত্ত্ব, (৩) বিভবতত্ত্ব, (৪) অন্তর্য্যামিতত্ত্ব এবং (৫) অর্চ্চাবতার। (১) পরতত্ত্ব- বৈকুণ্ঠে বিরাজমান তুরীয়বস্তু পরমেশ্বর

—সর্ব্বজীবারাধ্য ভগবান্। পরতত্ত্ব—বসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পরতম পরাৎপরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। (২) ব্যূহতত্ত্ব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। (৩) বৈভবতত্ত্ব—রামনৃসিংহাদি অবতার। (৪ অন্তর্য্যামিতত্ত্ব—পরমাত্মা। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি" (গীতা)। (৫) অর্চ্চাবতার—নিত্যনাম-রূপ-গুন-লীলাবিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের প্রাকৃত জীবের মঙ্গলের জন্য লোকলোচনে স্থূল অর্চ্চাকারে প্রকটিত—করুণাময় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

জগতে একই কালে ব্যক্তিবিশেষের নিকট দ্বিপাদ দর্শন, ত্রিপাদ দর্শন ও চতুষ্পাদ দর্শন সম্ভব নহে। বহির্জ্জগতে আমরা ১৮০° অংশ মাত্র দর্শন করি, আর বাকী ১৮০° অংশ পশ্চাদ্ভাগে আমাদের অগোচর থাকে।

খগোলেরও আমরা অর্দ্ধভাগ দর্শন করি, আর অর্দ্ধগোলক আমরা দেখিতে পাই না। সুতরং দ্রষ্ট্‌,শ্রোত্র এককালে এখানে ত্রিপাদ দর্শনের কথা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। একপাদ ভূমিকায় অর্থাৎ বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমানজগতে এককালে পূর্ণবস্তুর দর্শন হয় না। ভগবানের চা'র প্রকার প্রকাশ-ভেদের কথা না জান্‌লে আমরা পূর্ণ জ্ঞানের কথা জান্‌তে পারি না। একই সময়ে ভগবানের চা'র প্রকার দর্শন ভগবৎকৃপায়ই সম্ভব হ'তে পারে। একেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণ চতুষ্পাদের দর্শন করিতে পারেন। ভগবান্ চতুর্ব্যূহে প্রকটিত হ'য়ে একই সময়ে তাঁর চা'র প্রকার চতুষ্পাদ-দর্শন প্রকাশিত করেন। কিন্তু বেদান্তের 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ'; ৬ষ্ঠী পাদের শঙ্কর-শারীরক ভাষ্যে সেই চতুষ্পাদ দর্শনের কথা আক্রান্ত হ'য়েছে। অচিন্ত্যশক্তিময় ভগবান্ যুগপৎ চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হ'য়েও তাঁ'র অদ্বয়ত্ব পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ জীবের ন্যায় খণ্ডিত বা অপরের দ্বারা পরিমাপযোগ্য বস্তু ন'ন যে, তিনি চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হ'লেও তাঁ'র অদ্বয়সত্তা সংরক্ষণে অসমর্থ হ'য়ে পড়্‌বেন। "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি—পুরুষাখ্যান্যথো-বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে"॥

ব্যূহতত্ত্বের পর তৃতীয়—বৈভবতত্ত্ব। সৌভাগ্যবন্ত জনগণের নিকট ভগবান্ মৎস-কূর্ম্ম-রাম-নৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতাররূপে যথাকালে আবির্ভূত হন। বৈভব-দর্শনের যোগ্যতা সম্প্রতি আমাদের সাধারণ জীবের হয় না। এজন্য অন্তর্য্যামি পরমাত্মাসূত্রে ভগবান্ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'য়ে আমাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করেন। তা'তেও যোগ্যতা না হ'লে পঞ্চম অধিষ্ঠানের অর্চ্চাবতার; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, আলেখ্যা, সৈতকী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্টধা প্রতিমারূপে জগতে প্রকাশিত হ'ন। এই বস্তুটি বৈভবতত্ত্বের ন্যায় প্রকট কালীয় তত্ত্ব মাত্র ন'ন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনের নিকট পরম উপযোগী ও করুণাময়। অর্চ্চাবতারের সঙ্গে অপর চা'র প্রকার তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, কেবল তাঁ'দের মধ্যে বিলাস-বৈচিত্র্য মাত্র বর্ত্তমান। অর্চ্চাবতার জীবের মনের কারখানার কোন কাল্পনিক সামগ্রী ন'ন। কিন্তু ভগবানের নিজ নিত্যরূপের, নামের, গুণের ও লীলার মূর্ত্ত অবতার।

মূর্ত্তি গঠনকারী (Iconographer ও মূর্ত্তিধ্বংসকারী (Iconoclast) উভয়ই কোন না কোন প্রকারের পৌত্তলিক। বিষ্ণুর অর্চ্চ্যমূর্ত্তির উপাসকগণ সেইরূপ পৌত্তলিকগণের আক্রমণের বস্তু ন'ন। কারণ তাঁহারা মূর্ত্তিগঠনকারীর ন্যায় মূর্ত্তি কল্পনা করেন না বা মূর্ত্তি ধ্বংসকারীর ন্যায় মূর্ত্তি ধ্বংস বা বিসর্জ্জন করেন না। তাঁ'রা 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটির ঠাকুর',-দর্শন ক'রে আপনাদিগকে ভোগময় দার্শনিকের অন্তর্গত বিচার করেন না। চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'বে ভগবৎকীর্ত্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে। কর্ণে ভগবৎকীর্ত্তন প্রবিষ্ট হ'লে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বাক্, পাণি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই সংশোধিত, সংযমিত ও সৎপথে চালিত হ'বে। চেতনময় কীর্ত্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে বহির্দ্দর্শন ও জড়হস্তের স্পর্শ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রে পূর্ণবস্তুর দর্শন লাভ হ'বে।

ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হচ্ছে না। বহির্জ্জগতের দর্শন, 'ভগবদ্দর্শন' নয়। ভগবান্ প্রকাশিত হ'লে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয়সকল আর বাধা প্রদান কর্‌তে পারে না। সেই

বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হ'তে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হয়,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

ভগবন্মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ প্রকাশ পরতম তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহ্যসম্পাদিত কোন বস্তু কিম্বা কাল্পনিক 'রূপক' পদার্থের সঙ্গে সমতা-প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হন না। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক সময় বিশ্ব হ'তে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব ব'লে বিচার করা হয়। বাসুদেবের সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রাম প্রভৃতি উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথাও পাওয়া যায় না। শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্যার্দ্ধের দ্বারা নারায়ণের উপাসনা অপেক্ষা বিশ্রম্ভাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্ব্বারাধ্য বস্তু কৃষ্ণের স্কন্ধে পদবিক্ষেপ, উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট প্রীতিভরে প্রদানাদি প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকরত সেবাময়ী। শ্রীভগবান্‌কে পিতামাতাভাবে সেবা গ্রহণ অপেক্ষা পুত্রত্ব বিচারে পিতামাতারূপী সেবকগণ নিত্যকাল ভগবানের সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্যোৎকর্ষময়ী বিশ্রম্ভ সেবা শ্রেষ্ঠ। আবার গোপীগণের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন আদর্শে সকল রসের যুগপৎ পূর্ণবস্থান প্রকটিত। বালকৃষ্ণের উপাসনাপেক্ষা উক্ত কিশোর কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারীতাময়ী।

সাধারণ আধ্যক্ষিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুমানোত্থ জ্ঞানের প্রতিফলনে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা পরম হেয় ব'লে দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত হেয় বিচারকে বিনষ্ট ক'রে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা একমাত্র বাস্তব পরমোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই রাধাগোবিন্দের উপাসনার আলোচনা যাঁরা করেন তাঁ'রাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁ'দের আরাধনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তাতে বাকী থেকে যায়। ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। অতএব শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পূজা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের দর্শন ও পূজা দ্বারাই পূজা ও দর্শনের পূর্ণতা সুষ্ঠু হয় এবং পূর্ণফল লাভ হয়।

"আমি ভগবান্‌কে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর "আমি ভগবান্‌কে দেখাইব—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে"—ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে তিনি তাহা দেখেন।

শ্রীবিগ্রহসেবা পুতুল পূজা নহে—অরূপের রূপকল্পনাই পৌত্তলিকতা। যাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাহা পৌত্তলিকতা নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অরূপের 'রূপ' কল্পনা, অশব্দের 'শব্দ' কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পন"। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দরূপের নিত্য সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারসরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্যপূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতার আরোপ হইতে পারে না।

কেহ কেহ তাঁহাদের কল্পিত পূজ্যবস্তুর স্তব, স্তুতি, নাম প্রভৃতির আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুল পূজা মনে করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হয়, স্থূল মূর্ত্তির ন্যায় ভাব বা শব্দেরও রূপ আছে। শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে; চক্ষু দ্বারাই যে-সকল রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু বা ভাব—সকলই রূপ-বিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে; কর্ণদ্বারা, নাসিকাদ্বারা বা জীবের যে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, সে সকল ভাব আমাদের মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই 'পুতুল' এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা 'পৌত্তলিক'। দ্বিতীয়তঃ—রেখা সমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়, রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাংকী, পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী (script) রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল উপদেশাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্ত্তি সেবকগণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তিগণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে রেখাদ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিরূপে? জাগতিক অক্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্থূলমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও 'প্রচ্ছন্ন-পুতুল-পূজন'। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকার-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত-অক্ষর, অপ্রাকৃত-শব্দ, অপ্রাকৃত-ভাব ও মূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪) ও "প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)। অপ্রাকৃত অক্ষর গোলোকের অবতার:—প্রণব নিত্যবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা (পুতুল) নহে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার। (শ্রীল প্রভুপাদ)।

আবির্ভাব কারণ:—ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুদ্ধ-জ্ঞানীরা এই প্রকার-বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, সেই-সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার করুণাই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।

অর্চ্চাবতারের প্রয়োজনীয়তা:—সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিতবস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্র-দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতি দ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয় সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি সাধনে আলোচাগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ-দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, তাহা ঈশ্বরাতিরিক্ত একটি পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন-মাত্র।

শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ চর্ম্মচক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ স্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তিবৃদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুদ্যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে?

ভক্ত ও জ্ঞানীর অর্চ্চা:—শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হ'ন। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্ত্তি দেখেন, তাঁহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়; তাহাদের মতে—একটি পার্থিব-তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে; পরে সেই মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছু নয়।

অধিকারী:—প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত-চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্ত-

চিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত-মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।

কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য-বোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটা ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন, প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি। (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)।

অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ বস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না, অথচ সেই অধোক্ষজ দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূবস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ অবতার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এজগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে স্থানে বিরহরূপ সেবোন্মুখতার প্রস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, সেস্থানে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড় ব্যবধানের কোন কার্য্য নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে 'পুতুল' করা (?) বা 'পুতুল' ধারণা করা, কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা উদিত হয়। (শ্রীল প্রভুপাদ)

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। তৃতীয় উপলব্ধি। শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ।

সর্ব্বশাস্ত্র-সার, প্রমাণ-চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি, সর্ব্বসিদ্ধান্ত সমঞ্জসকারী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য-বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ তাহার 'পরিভাষা-বাক্য'-নির্ণীত বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। তত্ত্বনির্ণয়ে পরতম-পরাৎপরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বাবতার ও। অবতারীরও অবতারী—শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম শিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বব স্তবসত্তার মূলস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরসের একমাত্র বিষয় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বঅপ্রাকৃত গুণগণের একমাত্র আধার—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বশক্তির একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বজীবের একমাত্র গতি—শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তগণের সর্ব্বস্ব, প্রাণকোটী-সর্ব্বস্ব-নিধি—শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সর্ব্বরত্নশিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বজীবের একমাত্র অকৃত্রিম বান্ধবকুলচূড়ামণি—শ্রীকৃষ্ণ। সম্বন্ধবিচারে সর্ব্ব-সম্বন্ধের একমাত্র সম্বন্ধিঃপরতমতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বনাম মাহাত্ম্য বিচারে সর্ব্বোত্তম-মাহাত্ম্য-পরাকাষ্ঠা প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণ।' ইহা নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের আরাধনায়, পূজায় ও সেবায় অধিকতম তুষ্ট, সেই ভক্তগণের বিষয় "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়" যাহা শ্রীমুখ-বাক্যে শুনা যায়, সেই সকল ভক্তগণের মধ্যে যে সকল নিত্য পার্ষদবৃন্দ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবায়, সেব্যের সুখবিধান-তৎপর ও নিত্যসঙ্গী সেই সকল পার্ষদগণের নির্ণয় শ্রীল-রূপগোস্বামিচরণ যাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকাতে বর্ণন করিয়াছেন তাহাই উদ্ধার করা যাইতেছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের-পরিবার ব্রজবাসী ত্রিবিধ—পশুপাল, বিপ্র ও বহিষ্ঠ। পশুপাল যথা:—পশুপাল তিনপ্রকার—বৈশ্য, আভীর ও গুর্জ্জর। ইঁহারা সকলেই গোপ বা বল্লব পর্য্যায়ভুক্ত এবং যদুবংশজাত। (ক)

বৈশ্যগণ প্রায় গোরসের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন এবং তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। (খ) আভীরগণও গোবৎসাদি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা বৈশ্যাদির সমান। গো-মহিষাদি চারণই ইঁহাদের প্রধানকার্য্য। ঘোষ প্রভৃতি ইঁহাদের উপাধি। (গ) গুর্জ্জর—আভীর হইতে কিঞ্চিৎ হীন, ছাগাদি পশুপালক। গোষ্ঠের প্রান্তে বসতিশীল। ইঁহারা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। (২) বিপ্রগণ—সর্ব্ববেদজ্ঞ এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ ষট্‌কর্ম্ম-নিরত। (৩) বহিষ্ঠগণ—নানা শিল্পোপজীবি ও কারু। শ্রীকৃষ্ণের পরিবার-পঞ্চক আবার আট প্রকার। পূজ্য, ভ্রাতৃ-ভগিনী প্রভৃতি, দূতীবর্গ, দাস, শিল্পী, দাসী. বয়স্য ও প্রেয়সীগণ।

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম পর্জ্জন্য। ইনি মঙ্গলরূপ সুধাবর্ষণকারী পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘের তুল্য। বর্ণ—গৌর, কেশ শুভ্র। ইনি পূর্ব্বকালে উৎকৃষ্ট সন্তান লাভাশায় নন্দীশ্বর প্রদেশে নারদের উপদেশে বিপুল তপশ্চাচরণ করিলে দৈববাণীতে 'পঞ্চপুত্র মধ্যে মধ্যম নন্দ নামে প্রকাশিত হইবেন, তাঁহার পুত্র বিজয়ী ও ব্রজানন্দ-দাতা হইবেন। সুরাসুর তাঁহার পাদপদ্ম নীরাজন করিবেন'—জানিতে পারেন। কিছুকাল নন্দীশ্বর পর্ব্বতে বাস করেন, পরে কেশী-দৈত্য ভয়ে তথা হইতে গোকুল মহাবনে গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী। ইনি ব্রজের মাননীয়া। বর্ণ কুকুম্ভ পুষ্পের ন্যায়, বসন হরিদ্বর্ণ। আকার খর্ব্ব, কেশ দুগ্ধের ন্যায় একেবারে ধবল। নন্দমহারাজের দুই পিতৃব্য। উর্জ্জন্য ও রাজন্য। ইঁহারা গোপ। পর্জ্জন্যের সহোদরা ভগিনী নৃত্যবিদ্যাপরায়ণা সুবের্জ্জনা, পতির নাম গুণবীর। বাসস্থান সূর্য্যকুণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম—নন্দ। ইনি ভুবনবন্দিত ও ব্রজবাসীর আনন্দ-নিদান। ইঁহার উদর স্থূল, অঙ্গকান্তি চন্দন-সদৃশ, বন্ধূজীব (বাধুলী) পুষ্পের মত রক্তবর্ণ বসন, কূর্চ্চ (দাড়ি) তিল তণ্ডুলিত (শ্বেত-কৃষ্ণ-বর্ণ মিশ্রিত)। দেহ দীর্ঘাকার। নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দ। ইনি বসুদেবের বিশেষ সুহৃদ। গোপরাজ ও যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, ইঁহারা ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী বলিয়াও বিখ্যাত। গোপগণের মধ্যে যশোদানকারিণী বা যশস্বিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাতার নাম যশোদা। অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণা, ইনি বৎসলরসের মূর্ত্তিমতী, বসন ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণযুক্ত, তনু তত কৃশ বা স্থূল নহে মধ্যমাকার। কেশপাশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ মেচকবর্ণ (অঞ্জন বা শ্যাম)। ঐন্দবী ও কীর্ত্তিদা ইঁহার প্রিয়তমা ও প্রাণতুল্যা শ্রেষ্ঠা সখী। যশোদা, গোপেশ্বরী, গোষ্ঠ-রাজ্ঞী ও কৃষ্ণমাতা বলিয়া বিখ্যাত। এই যশোদা বসুদেবপত্নীর সখী। ইহার দুইটি নাম যশোদা ও দেবকী। এজন্য বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত সখ্যভাব হইয়াছিল।

বলরামের মাতা রোহিনী। ইনি আনন্দময়ী ও কৃষ্ণের বড়মা বলিয়া বিখ্যাতা। ইনি বলরাম অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে অধিক স্নেহ করেন।

নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুইজন উপনন্দ ও অভিনন্দ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সনন্দ ও নন্দন। সনন্দের অঙ্গকান্তি ধবল, মেচক ও অরুণ বর্ণ। দাড়ি দীর্ঘ। বস্ত্র হরিদ্বর্ণ। ইঁহার পত্নীর নাম তুঙ্গী, ইনি সারঙ্গ অর্থাৎ চাতক বর্ণা ও তদ্বর্ণ শাড়ী পরিধানা। ইঁহার দ্বিতীয় নাম সুনন্দ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।

নন্দনের বর্ণ শিতিকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের মত। বসন চম্পাত কুসুমের মত। ইনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ও পিতার সহিত একত্র বাস করেন। ইঁহার পত্নী অতুল্যা, কান্তি সৌদামিনীর ন্যায়, বসন মেঘবর্ণ।

সনন্দা ও নন্দিনী নামে নন্দ মহারাজের দুইটি ভগিনী (সহোদরা) ইহাদের বিবিধবর্ণের (কল্মাষ) বসন, দন্তপঙ্‌ক্তি বিরল, অঙ্গকান্তি ফেন সদৃশ শুভ্র। দুইজনের পতির নাম মহানীল ও সুনীল, কৃষ্ণের পিসা।

কৃষ্ণের প্রথম পিতৃব্য উপনন্দের কন্তব ও দন্তব নামে দুই পুত্র। দুইজনের মুখ পদ্মবৎ সুন্দর। চাটু ও বাটু নামে নন্দের দুই ক্ষত্রিয় ভ্রাতা আছেন, ইঁহারা বসুদেবের জ্ঞাতি। চাটুর পত্নীর নাম দধিসারা ও বাটুর পত্নীর নাম হবিসারা। কৃষ্ণের মাতামহ বিশেষ উৎসাহশীল, নাম সুমুখ। দীর্ঘ শঙ্খবৎ শ্বেত-শ্মশ্রু। সুপক্ক জাম্ব ফলের ন্যায়

কান্তি। মাতামহী পাটলা নামে বিখ্যাতা, ইনি প্রধান রাজ্ঞী, দধি ও পাণ্ডুর বর্ণ কেশ, পাট পুষ্পের ন্যায় পাটল-কান্তি, বসন হরিদ্বর্ণ। ইঁহার প্রিয়া সহচরীর নাম মুখরা, জাতিগোপ ইনি যশোদাকে স্তন্যদান করিতেন।

সুমুখের কনিষ্ঠভ্রাতা চারুমুখ। কান্তি দলিত অঞ্জনের ন্যায়। পত্নী কুলটী বর্ণা নাম বলাকা। কৃষ্ণের মাতামহীর ভ্রাতার নাম গোল, বসন ধূম্রবর্ণ। ইঁহার ভগিনীপতি সুমুখ, উপহাস করিলে ক্রোধে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। ইনি পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা ঋষির উপাসনা করিয়া ব্রজে উজ্জ্বলবংশে জন্মলাভ করেন। ইহার পত্নী জটিলা, কাকবর্ণা, স্থূলোদরী। যশোধর, যশোদেব এবং সুদেব প্রভৃতি কৃষ্ণের মাতুল। ইঁহাদের কান্তি অতসী পুষ্পের ন্যায়, বসন পাণ্ডুর বর্ণ। ইহাদের ভার্য্যা ধুম্রপটা এবং কর্ক টী, কুসুমের ন্যায় কান্তিশীল।

রেমা, রোমা, সুরেমা নামে তিনটী পাটলের পিতৃব্যকন্যা। যশোদেবী ও যশস্বিনী মাতা যশোদার সহোদরা ভগিনী। যশোস্বিনীর পতির নাম মল্ল। যশোদেবী ও যশস্বিনীর নামান্তর দধিসারা ও হবিঃসারা। জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামবর্ণা। কনিষ্ঠা যশস্বিনী, গৌরবর্ণা, উভয়েরই বস্ত্র হিঙ্গুলবর্ণ। উক্ত দুইজন গোপী ক্ষত্রিয়-তনয় চাটু ও বাটুকের ভার্য্যা। চারুমুখের সুচারু নামে একটি সুন্দর পুত্র ছিল। গোলের ভ্রাতৃকন্যা এই সুচারুর ভার্য্যা, ইহার নাম তুলাবতী। তুণ্ড; কুটের এবং পুরট প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণের পিতামহের তুল্য।

কিল, অন্তকেল, তীলাট, কৃপীট, পুরট, গোণ্ড, কল্লোট, কারণ্ড, তরীষণ, বরীষণ, বীরারোহ, বরারোহ প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ তুল্য।

শিলাভেরী, শিখাম্বরা, ভারুণী, ভঙ্গুরা, ভঙ্গী, ভারশাখা, শিখা ইত্যাদি বৃদ্ধা রমণীগণ কৃষ্ণের পিতামহী-তুল্যা। ভারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা, ঘণ্টা, ঘোণী, সুঘণ্টি, ধ্বাঙ্করটী, হাণ্ডী, তুণ্ডী, ডিণ্ডিমা, মঞ্জবাণী, চ'ক্কণী, চোণ্ডিকা, চুণ্ডী, ডিণ্ডিমা, পুণ্ডবাণী, ডামিণী, ডামরী, ডুম্বী, ডঙ্কা ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী তুল্যা।

মঙ্গল, পিঙ্গল, পিঙ্গ, মাঠর, পীঠ, পট্টিশ, শঙ্কর, সঙ্গর, ভৃঙ্গ, ঘৃণি, ঘাটিকা, সারঘ, পটীর, দণ্ডী, কেদার, সৌরভেয়, কলাঙ্কুর, ধুরীণ, ধুর্ব্ব, চক্রাঙ্গ, মস্কর, উৎপল, কম্বল, সুপক্ষ, সৌধ, হারীত, হরিকেশ, হর প্রভৃতি এবং উপনন্দাদি অন্যান্য গোপগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য।

পর্জ্জন্য এবং সুমুখ ইঁহারা দুইজনেই পরস্পর প্রীতিসহকারে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট। অপিচ নিজপুত্র নন্দ উপনন্দাদির ন্যায় অপরেও আপন পুত্রের নাম রাখিতে পারিবে—এই প্রকার একটী মৌখিক বাক্য নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন। এই কারণে নন্দাদি নামধারী অন্য গোপও বৃন্দাবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৎসলা, কুশলা, তালী, মেদুরা, মসৃণা, কৃপা, শঙ্কিনী, বিম্বিনী, মিত্রা, সুভগা, ভোগিনী, প্রভা, সাগরিকা, হিঙ্গুলা, নীতি, কপিলা, ধমনীধরা, পক্ষতি, পাটকা, পুণ্ডী, সুতুণ্ডা, তুষ্টি, অঞ্জনা, বিশালা, শল্লকী, বেণা ও বর্ত্তিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের জননীতুল্যা।

অম্বিকা ও কিলিম্বা শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িনী। অম্বিকা শ্রেষ্ঠা ও ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।

মহী-সুরগণ :—গোকুলবাসী ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃকুলের আশ্রিত, অপর পুরোহিত। বেদগর্ভ, মহাযজ্ঞা ও ভাগুরি প্রভৃতি পুরোহিত। সামধেনী মহাকব্যা ও বেদিকা প্রভৃতি পুরোহিতদিগের পত্নী। সুলভা, গৌতমী, গার্গী, চণ্ডিকা, কুঞ্জিকা, বামনী, স্বাহা, সুলতা, শাণ্ডিলী, স্বধা এবং ভার্গবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা স্ত্রীগণ ব্রজমণ্ডলে পূজিতা ব্রাহ্মণী।

ভগবতী পৌর্ণমাসী ইনি সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে নির্ব্বাহকারিণী, কারণ ইনিই যোগমায়া। ইঁহার বসন কষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌরবর্ণ, কেশ কাশ-কুসুমবৎ শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, ব্রজেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত ব্রজবাসীগণের মাননীয়া। দেবর্ষিনারদের প্রিয়শিষ্যা এবং নারদের উপদেশে পুত্র

সান্দীপনি মুনিকে ত্যাগকরতঃ অবন্তীপুরী হইতে আসিয়া নিজাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশতঃ গোকুলে বাস করেন।

যূথ :—ত্রিবিধ। পরিজনগণের যে মহতী সমষ্টি, তাহাকে যুথ কহে। তাহা ত্রিবিধ। ১। বয়স্যগণ, ২। দাসীগণ ও ৩। দূতীগণ। যূথের আবার নয়টী ভেদ. যথা—১। কুল, ২। কুলের মণ্ডল, ৩। মণ্ডলের বর্গ, ৪। বর্গের গণ, ৫। গণের সমবায়, ৬। সমবায়ের সঞ্চয়, ৭। সঞ্চয়ের সমাজ ৮। সমাজের সমন্বয় ও ৯। যূথ। বুধগণ ক্রমে এই নয়টী ভেদকে 'লঘু' বলিয়া জানেন।

সখীবর্গ :—আলী অর্থাৎ সখীদিগের ত্রিমণ্ডলরূপ কুল। তন্মধ্যে প্রেমের তারতম্যবশতঃ এই কুল আবার ত্রিবিধ। সমাজ, মণ্ডল ও গণ। পরম প্রিয়তম সখীগণের সমষ্টিকে সমাজ কহে, ইহাই প্রথম বলিয়া গণ্য। এই সমাজ বরিষ্ঠ ও বরভেদে দ্বিবিধ।

বরিষ্ঠ :—বরিষ্ঠ নামক যূথ সর্ব্বপ্রকারে বিখ্যাত এবং সর্ব্বদা সচিবতা-প্রাপ্ত অর্থাৎ সহায়রূপে গণ্য। এইটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসম এবং অনূর্দ্ধ। ইহা প্রেমের সম্যক্ আশ্রয় নহে। এই বরিষ্ঠ সমস্ত সুহৃদেয় পরমাদরনীয় এবং অপার গুণ-রূপাদি ও মাধুরী দ্বারা ভূষিত।

সখীগণ :—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী।

ললিতা দেবী :—এই অষ্টসখীর মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠা, শ্রীরাধার ২৭ দিন জ্যেষ্ঠা। ইনি অনুরাধা বলিয়া গণ্যা এবং বামা ও প্রখরা নামক নয়িকার গুণে ভূষিতা, ইহার অঙ্গকান্তি গোরচনার তুল্য উজ্জ্বল পীতবর্ণ; ময়ুর-পুচ্ছের ন্যায় বস্ত্র। ইহার জননী সারদী, পিতা বিশোক, পতি ভৈরবগোপ গোবর্দ্ধনের সখা।

বিশাখা :—অষ্টসখীর দ্বিতীয়া; ললিতার সহিত এক আচার, একগুণ ও একব্রত। যে সময় রাধার জন্ম হয় তখনই বিশাখার জন্ম হইয়াছে। বসন—নক্ষত্র-বেষ্টিত আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় (সাদা বুটেদার নীলাম্বরী)। অঙ্গকান্তি—সৌদামিনীর ন্যায়। পিতার নাম পাবন। এই পাবন মুখরার ভগিনীর পুত্র। জটিলার ভগিনীর কন্যা যে দক্ষিণা, তিনি বিশাখার জননী,পতি—বাহিক নামক গোপ।

চম্পকলতা :—তৃতীয়া সখী। ইহার অঙ্গকান্তি বিকসিত চম্পকপুষ্পের ন্যায়। শ্রীরাধার এক দিনের কনিষ্ঠা, চাষপক্ষীর (নীলকণ্ঠের) বর্ণের বসন, পিতার নাম—আরাম, মাতার নাম—বাটিকা, চণ্ডাক্ষ নামক গোপ ইহার পতি। ইনি গুণে প্রায় বিশাখার তুল্য।

চিত্রা :—চতুর্থী সখী। অঙ্গকান্তি—কুঙ্কুমের ন্যায়, কাঁচের ন্যায় বসন, শ্রীরাধার ২৬ দিনের কনিষ্ঠা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে আনন্দিতা। পিতার নাম—চতুর, এই চতুর সূর্য্যমিত্রের পিতৃব্য; মাতার নাম—চর্চ্চিকা, পতির নাম—পীঠর।

তুঙ্গবিদ্যা :—পঞ্চমী সখী। ইনি শ্রীরাধার ৫ দিনের জ্যেষ্ঠা, অঙ্গগন্ধ কর্পূর মিশ্রিত চন্দনে ন্যায়। অঙ্গপ্রভা—কুঙ্কুমের ন্যায়, বস্ত্র—পিঙ্গলবর্ণ, দক্ষিণা ও প্রখরা নাম্নি নায়িকার গুন যুক্তা। মাতার নাম—মেধা, পিতার নাম—পুষ্কর, পতির নাম—বালিশ।

ইন্দুলেখাঃ—ষষ্ঠী সখী। অঙ্গপ্রভা হরিতালের ন্যায় উজ্জ্বল, দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় বসন, শ্রীরাধার ৩ দিনের কনিষ্ঠা। মাতার নাম—বেলা, পিতার নাম—সাগর, পতির নাম—দুর্ব্বল। বামা ও প্রখরা নায়িকা গুনযুক্তা।

রঙ্গদেবী :—সপ্তমী সখী। অঙ্গকান্তি পদ্মের কেশরের ন্যায়, বসন—জবা-পুষ্পের ন্যায় রক্তিমযুক্ত, শ্রীরাধার ৭ দিনের কনিষ্ঠা, গুণে প্রায় চম্পকলতার সদৃশী, পিতার নাম—রঙ্গসার, মাতার নাম—করুণা, স্বামীর নাম—বক্রেশ্বর (ভৈরবের কনিষ্ঠ ।

সুদেবী :—অষ্টমী সখী। রঙ্গ দেবীর যমজা ভগিনী ও মৃদু স্বভাবা; রূপ, গুণ ও স্বভাবাদি ভগিনীর সহিত

সাদৃশ থাকায় ইহাকে রঙ্গদেবী বলিয়াই ভ্রম হয়। বক্রেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদেবীকে বিবাহ করেন।

বর্গ :—এই অষ্ট সখীর ন্যায় আরও আটজন স্ত্রী দ্বারা বর নামক যুথ কথিত হয়। ইহাদের সকলেরই দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। নাম—কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাক্ষী, রত্নলেখা, শিখাবতী, কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা ও অনঙ্গমঞ্জরী।

১। কলাবতী :—পিতা—কলাঙ্কুর (অর্কমিত্রের মাতুল), মাতা—সিন্ধুমতী, অঙ্গবর্ণ—হরিচন্দনের ন্যায়, বসন—শুকপক্ষীর কান্তির ন্যায়। পতি—বাহিকের অনুজ কপোত।

২। শুভাঙ্গদা :—শুভ্র বর্ণা বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী, পতি—পিঠকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পতত্রী।

৩। হিরণ্যাক্ষী :—বর্ণ—সুবর্ণের ন্যায়, ইনি হরিণীর গর্ভসম্ভবা, ইহার দেহ নিখিল সৌন্দর্য্যরাশির মন্দির-স্বরূপ। মহাবসুগোপ, ভাগুরী পুরোহিত দ্বারা পুত্র-কন্যা লাভার্থ যজ্ঞ করেন, তাহাতে অমৃতময় চরু উত্থিত হয়, তাহা পত্নী সুচন্দ্রাকে প্রদান করেন, ভোজনকালে চরুর কিয়দংশ ভূপতিত হইলে উহা সুরঙ্গী নামক হরিণী ভক্ষণ করাতে হরিণ্যাক্ষীর জন্ম হয় এবং সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃষ্ণ নামক পুত্র হয়। ইনি শ্রীরাধার প্রিয়তমা সখী। বসন—অপরাজিতা পুষ্প-শ্রেণীর ন্যায়। মহাবসু ইহাকে বৃদ্ধ গোপের পত্নীরূপে বাগ্দান করেন, তিনি বার্দ্ধক্যবশত রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই।

৪। রত্নলেখা :—বৃষভানু রাজের মাতৃস্বসার পুত্রের নাম পয়োনিধি। কন্যাভিলাষে সূর্য্যের আরাধনায় ইহাকে লাভ করেন। কান্তি—মনঃশিলা (মনছালের) বর্ণের ন্যায়। ভ্রমর মালার ন্যায় বসনকান্তি। শ্রীরাধার সূর্য্যারাধনার সহায়কারিণী হইয়া সূর্য্যারাধনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে নেত্রদ্বয় ঘূর্ণন করিতে করিতে তর্জ্জন করিতেন।

৫। শিখাবতী :—পিতা—ধন্যধন্য বা বিন্দুধন্য, মাতা—সুশিখা। অঙ্গকান্তি—কর্ণিকার পুষ্পের ন্যায়, ইনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগিনী। বসন—বৃদ্ধ তিত্তির পক্ষীর বর্ণের ন্যায় বিচিত্রবর্ণের। ইনি যেন মূর্ত্তিমতি মাধুরী, পতি—গর্জ্জর।

৬। কন্দর্পমঞ্জরী :—পিতা—পুষ্পাকর; মাতা—কুরুবিন্দা; দেহপ্রভা—কিঙ্কিরাত পক্ষীর ন্যায় উজ্জ্বল, বসন—বিচিত্র-বর্ণে রঞ্জিত। ইহার পিতা কৃষ্ণকে উপযুক্ত পতিবিবেচনায় কৃষ্ণহস্তে ইহাকে অর্পণ করেন।

৭। ফুল্লকলিকা :—পিতা—শ্রীমল্ল, মাতা—কমলিনী, দেহরুচি—নীল পদ্মের ন্যায়। বসন—ইন্দ্রধনুর ন্যায়, উজ্জ্বল ললাটে স্বভাবজ পীতবর্ণের তিলক শোভমান। পতি—বিদুর।

৮। অনঙ্গ মঞ্জরী :—অঙ্গকান্তি—বসন্তকালীয় কেতকি পুষ্পের ন্যায়, বসন—নীলপদ্মের ন্যায়, রূপমাধুর্য্য—কামদেবেরও স্পৃহনীয়া, ইঁহার ভগিনীর দেবর মদোন্মত্ত দুর্ম্মদ ইহার পতি। ইনি ললিতাদেবীর বিশেষতঃ বিশাখা-দেবীর সমধিক প্রীতি-পাত্রী।

বয়স্যাদিগের সাধারণ কার্য্য :— প্রিয়বয়স্যা শ্রীরাধার বেষভূষা নির্ম্মাণ, গুরু ও পতি প্রভৃতি বঞ্চনা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম-কলহে শ্রীরাধারই পক্ষ সমর্থন, অভিসার বিষয়ে সাহায্য, অন্নাদি ভোজনদ্রব্য পরিবেশন ও আস্বাদন একত্রে খেলা, রহস্যবিষয় গোপন, পবিত্রমানের চাতুর্য্য প্রকাশ, যথোচিত পরিচর্য্যা, স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষের হ্রাসকরণ, নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরিতোষ সাধন, অবকাশ বুঝিয়া ব্যবহার করা, সেবা প্রার্থনা ও কথোপকথন ইত্যাদি মাধুর্য্যপূর্ণ সমস্ত কার্য্যগুলি সমস্তবয়স্যগণই অবগত ও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বয়স্যাগণ মধ্যে কতিপয় নিযুক্তা অর্থাৎ দূরস্থিতা, কতিপয় অনিযুক্তা অর্থাৎ নিকটে সেবাকার্য্যে নিরতা। সকলের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়তম বয়স্যাগণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে শ্রীললিতাদেবীই সকলের অধ্যক্ষপদে সমারূঢ়া, সমস্ত ভাব ইঁহার আয়ত্ত। প্রেম-যুদ্ধে সন্ধি (মিলন) এবং বিগ্রহ (যুদ্ধ) তথা অপরাপর সর্ব্ববিষয়ে তৎপরা। দৈববশতঃ কখনও বা রাধার কখনও বা কৃষ্ণের নিকট অপরাধ করিয়া থাকেন। বিগ্রহ, প্রৌঢ়বাদ (সগর্ব্ববাক্য) এবং প্রত্যুত্তর

ও যুক্তিদান বিষয়ে যিনি ক্রোধবশে নত-বদনা হইয়া এবং সখীদিগের কান্তিতে যেন আবৃতা হইয়া থাকেন। বিগ্রহ সংঘটিত হইলে যিনি স্বয়ং সখীদিগের প্রতিভা (প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব) লাভ করাইয়া আগ্রহসহকারে বিগ্রহ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং সন্ধি অর্থাৎ মিলনকালে আগমনপূর্ব্বক উদাসীনার মত অবস্থিতি করেন। অপিচ পৌর্ণমাসী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া থাকেন। পুষ্পভূষণ, ছত্র, শয্যা, উত্থান ও গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য সাধন করেন। এবং বাটীতে যিনি মদনোন্মত্তা হইয়া মনুষ্যাকার ও অশ্বমুখ দেবযোগী (কিন্নর) যুবতীগণকে পূগ বৃক্ষাদিতে ক্রীড়া করাইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রজালাদি রচনায় এবং প্রহেলিকা (হেঁয়ালি) কাব্য রচনায় অতি পণ্ডিতা। তাম্বূল সেবাতে যাঁহারা অধিকারিণী, যাঁহারা শ্রীরাধার দাসী, যাঁহারা কন্যকা, শ্রীবলদেবের যে সখীগণ মাননীয়াগণেরও মাননীয়া ললিতাদেবী সকলেরই অধ্যক্ষ।

দূতীগণ:—বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেলা, মুরলী প্রভৃতিকে দূতী কহে। ইঁহারা কুঞ্জাভিসারের জন্য কুঞ্জাদি সংস্কার-বিষয়ে অভিজ্ঞা, বৃক্ষলতাদির চিকিৎসা-শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিনী। দূতীগণ শ্রেষ্ঠ স্থান সকলকে নিজের আয়ত্তে রাখেন এবং সকলেই শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্নেহে পূর্ণা, গৌরবর্ণা, বিচিত্র বসন পরিধানা। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ইঁহার নামান্তর বনদেবী।

বিশাখা:—নবীনা, মঙ্গলময়ী, প্রেমবিষয়ে নর্ম্মসখী, পরিপূর্ণস্বভাবা। ইঁহার মন্ত্রণা পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিহাসবাক্য বলিতে ইঁহার শক্তি অসাধারণ। হৃদয়ের ভাব বুঝিতে সমর্থা, বিশেষ-বুদ্ধি-সহকারে দূতকার্য্য করিতে একমাত্র পণ্ডিতা। কন্দর্প সম্পৃক্ত উপায় সাম (সান্ত্বনা) দাম এবং ভেদ বিষয়ে নিপুণা।

পত্রভঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ তিলক রচনা এবং মাল্য, আপীড় অর্থাৎ শিরস্থিত মাল্য নির্ম্মাণ, কাব্য-শাস্ত্রের মধ্যে চিত্রকাব্য প্রকরণের 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল" নামক বিচিত্র রচনা আছে—তাহা নির্ম্মান করেন। নানাবিধ বিচিত্র সূত্রদ্বারা সুচিরাভ্যস্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন (ইন্দ্রজাল, ছায়াবাজী, পুত্তলিকা-নৃত্য) ইত্যাদি কার্য্য এবং সূর্য্যপূজার বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুতি-করণ প্রভৃতি কার্য্যে দূতীগণ বিচক্ষণা। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সঙ্গীত এবং ধ্রুপদ প্রভৃতি গান করিতে ও বিচিত্র কাব্যকথনে রঙ্গাবলী প্রভৃতি বিশেষ অভিজ্ঞা।

বস্ত্রসেবার দাসীগণ:—মাধবী, মালতী ও গন্ধরেখা প্রভৃতি সখীগণ নিযুক্তা ও সম্মতা। সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দ ও আশ্চর্য্য জন্মাইতে যাঁহারা বনদেবীর মধ্যে অধিকৃতা হইয়া পুষ্প ও বৃক্ষাদিতে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই সকল সখীর মধ্যে আবার 'মালিকা' প্রভৃতি অধ্যক্ষ পদ পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার চম্পকলতা তৃতীয় সখী, দূতীদিগের কার্য্যকলাপ ও তদ্বিষয়ে বাক্যরচনায় বিশেষ পটু। ইনি কোন কার্য্য করিলে তাহার উদ্দেশ্য গোপন রাখেন। ইনি বাক্যযুক্তিতে বিশেষ দক্ষা, কার্য্যসাধনে বিশেষ পটুতা বিধায় প্রতিপক্ষগণের অপকর্ষ করিয়া স্বপক্ষের উৎকর্ষ-সাধিকা। ফল, পুষ্প, কন্দ (মূল) সমূহের সন্ধান এবং প্রক্রিয়া ব্যাপারে পটু, হস্তের চতুরতায় নানাপ্রকার মৃত্তিকার দ্রব্য নির্ম্মাণ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর ও লবণ এই ষড়রস পরীক্ষা ও বিশুদ্ধ-শাস্ত্রে সুদক্ষা এবং মিছরী-দ্বারা বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুত পটু, এজন্য মিষ্টহস্তা বলিয়া বিখ্যাতা।

কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি অষ্টসখী এবং পৌর, গবী প্রভৃতি সখীগণ পাককার্য্যে সুদক্ষা। চিত্রবিদ্যাদিতে কুরুঙ্গাক্ষী বিশেষ দক্ষা। চিত্রা সখীর চতুরতা বিচিত্র। ইনি সকল দলেই প্রবেশ করিতে পারেন। অভিসরণ অর্থাৎ মিলিতযুদ্ধযাত্রা, সকলের নামজ্ঞান, যুদ্ধশাস্ত্রীয় ষড় গুণের তৃতীয় (যুদ্ধ যাত্রায়) ইনি বিশেষ অভিজ্ঞা। লেখনকার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার ইঙ্গিত-বিজ্ঞান, মধু ও ক্ষীরাদি বস্তুর নানাবিধ পাকের দৃষ্টিমাত্রে পরিচয়, কাঁচের পাত্র গঠন, তাহার মধ্যে আবার জলতরলঙ্গ বা ঢেঁখেলানভাব-প্রকাশ, জ্যোতিষশাস্ত্রের কার্য্য, পশুগণের

পরিচয়বিদ্যা, বৃক্ষাদি রোপণ ও পালনাদি, বাণনির্ম্মাণ ও পানক (সরবৎ , প্রভৃতি রস-পদার্থের প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন।

আরও কতিপয় সখী তাঁহারা প্রায়শঃ পুষ্পাদিহীন দ্রব্য, ওষধির, বনস্থলী ও লতা সকলের অধিকার বিষয়ে সুপটু। ইঁহাদের মধ্যে তুঙ্গবিদ্যা শ্রেষ্ঠা, কারণ ইনি চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ধাতুগণ, বেদান্ত-দর্শন, মীমাংসা-দর্শন, ন্যায়, বৈশেষক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগামিনী। সন্ধিকার্য্যে কুশলা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন, রস, নীতি, নাটক ও অখ্যায়িকাদি শাস্ত্রে অর্থাৎ কবি, বংশ-বর্ণনাদিরূপ চরিত-কীর্ত্তনে, সমূহ গান্ধর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষয়িত্রী-পদে আরূঢ়া, বিশেষতঃ সঙ্গীতের মার্গ, গানে ও বীণা-যন্ত্রাদি বিষয়ে পণ্ডিতা।

মঞ্জুমেধা প্রভৃতি আটজন দূতীগণ ১। সন্ধি (মিলন), ২। বিগ্রহ (যুদ্ধ), ৩। যান (যুদ্ধ যাত্রা) ৪। আসন (উভয় পক্ষের সময় অপেক্ষা করিয়া অবস্থান), ৫। দ্বৈধ (প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের আত্মসমর্পণ), ৬। আশ্রয় (শত্রু-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বলবৎ পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ) এই ষড়্গুনের প্রথম গুণে (সন্ধিতে) সুপটু। সঙ্গীত ও রঙ্গশালায় যাঁহারা অধিকার প্রাপ্ত, যাঁহারা মৃদঙ্গ-বাদ্য—১। গীত-শিক্ষা, (নির্ম্মাণ স্বর-জাতি-রাগ-ভেদ, তাল-মাত্রাদির রচনা-প্রকার, সাধক ও বাধক স্বরাদি মেল ও মান সকলের পরিজ্ঞান)। ২। বাদ্য—অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ বাদ্য-শিক্ষাদি পূর্ব্ববৎ। ৩। নৃত্য। ৪। নাট্য (রূপকময়)। ৫। আলেখ্য (চিত্র কার্য্য। ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য (নানাপ্রকার তিলকরচনা) ৭। বিবিধ প্রকার তণ্ডুল ও কুসুমাদি পূজোপহার রচনা। ৮। পুষ্প-শয্যা রচনা। ৯। দশন ও বসনাদির নানাপ্রকার রঞ্জন। ১০। মণিভূমিকা (ময়দানব নির্ম্মিত পাণ্ডবসভার মত) কর্ম্ম। ১১। পর্য্যাঙ্কাদি নির্ম্মাণ। ১২। জলপাত্র বা সরোবরাদিতে স্থাপিত ভাণ্ডে নানা তাল সমুত্থান। ১৩। জলস্তম্ভ বিদ্যা। ১৪। চিত্রযোগ অর্থাৎ নানাপ্রকার অদ্ভুত বস্তুর দর্শনের উপায়। ১৫। মাল্য-রচনার প্রকারভেদ। ১৬। কেশে চূড়াদি বাঁধা। ১৭। নেপথ্যযোগ (অলঙ্কার করণ)। ১৮। কর্ণাদিতে তিলক রচনা। ১৯। গন্ধানুলেপন। ২০। অলঙ্কার পরিধান। ২১। ইন্দ্রজাল। ২২। কৌচুমার যোগ (কৌচুমার নামক ব্যক্তি রচিত নিজেতে নানারূপ প্রকটন)। ২৩। হাত ছাপাই। ২৪। নানাপ্রকার পিষ্টকাদি ভক্ষ্য-দ্রব্য নির্ম্মাণ। ২৫। নানাবিধ পানক (সরবৎ) প্রস্তুতকরণ। ২৬। পুতুল নাচ। ২৭। বীণাডমরু বাদ্য। ২৮। প্রহেলিকা গোপন বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞান)। ২৯। সকল বস্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ। ৩০। দুর্ব্বচ যোগ (অব্যক্তব্য কথনের উপায়)। ৩১। পুস্তকবাচন (গ্যাপ পূরণ করিয়া দ্রুত পঠন)। ৩২। নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান ও নির্ম্মাণ। ৩৩। কাব্য-সমাস পুরণ। ৩৪। পটিকাস্ত্রে বান-বিকল্প (অশ্বরশ্মি ও চাবুকাদি এবং বান কল্পনা)। ৩৫। সূত্র নির্ম্মাণ সাধন (টেকো দ্বারা সূত্রাদি নির্মান—সুতাকাটা)। ৩৬। সূত্রধরের কর্ম্ম। ৩৭। বাস্তু-বিদ্যা। ৩৮। রৌপ্যাদিরত্ন পরীক্ষা। ৩৯। স্নানাদি কল্পনা। ৪০। মণিরাগ। ৪১। আকর জ্ঞান (মণি প্রভৃতির উদ্ভব ভূমির জ্ঞান)। ৪২। বৃক্ষাদির চিকিৎসা জ্ঞান। ৪৩। মেষ ও কুক্কুট শাবকাদির যুদ্ধবিধি। ৪৪। শুক-শারিকা প্রলাপন। ৪৫। উৎসাদন মন্ত্রনাদ্বারা পরস্পরের আসক্তি-ত্যজন)। ৪৬। কেশ-মার্জ্জন-কৌশল। ৪৭। অক্ষর মুষ্টিকা কথন (অদৃষ্ট অক্ষর এবং মুঠাস্থিত বস্তুর স্বরূপ ও সংখ্যা কথন)। ৪৮। বিবিধ-ম্লেচ্ছভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞান। ৪৯। বিভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞান। ৫০। পুষ্প সকটোপাধিক বিদ্যার জ্ঞান। ৫১। পূজার্থ-মাতৃকাবর্ণে যন্ত্র নির্ম্মাণ। ৫২। ধারণ মাতৃকা। ৫৩। অভেদ্য হীরকাদির দ্বৈধীকরণ। ৫৪। পর মনস্থিত অর্থের অনুগামী শ্লোক নির্ম্মাণ। ৫৫। একত্রে বহু প্রকারে ক্রিয়া নিষ্পাদন। ৫৬। পরস্পর বঞ্চনার উপায়। ৫৭। অভিধান, কোষ ও ছন্দোজ্ঞান। ৫৮। বস্ত্র গোপন (সুতার বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্ররূপে প্রদর্শন)। ৫৯। বিশিষ্ট দ্যূতবিদ্যা। ৬০। দূরস্থিত ক্রিয়া-দ্রব্যের আকর্ষণ। ৬১। শিশুর খেলনা প্রস্তুত। ৬২। বিবিধ লিপি রচনা। ৬৩। শত্রুজয়ের বিবিধোপায়। ৬৪। স্তব পাঠ রচনা। এই চতুঃষষ্টিকলা যাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৪ দিনে সান্দীপনিমুনির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন (বৈষ্ণব তোষণী)। তুঙ্গবিদ্যা ইহাতে পারদর্শী।

ইন্দুলেখা :—সর্পশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে বিশেষ সমর্থা। বিজ্ঞানমন্ত্র ও সামুদ্রকশাস্ত্রে সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞা। বিচিত্র হারাদি গুম্ফন, দন্ত-রঞ্জন-কার্য্য, রত্নসমূহের পরীক্ষা, পট্টডোরী প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ এবং সৌভাগ্য মন্ত্রের লিখনকৌশল যাঁহার করতলগত। ইনি শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করিয়া উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি সখীগণ ইন্দুলেখার বিপরীত পক্ষাবলম্বিনী দূরকার্য্যের উদ্ধার বিষয়ে পালিন্দিকাদি কতিপয় সাধারণ সখী আছেন, তাঁহাদিগের গোপনীয় কথা কহিবার জন্য ইনিই একজন যোগ্যপাত্র। যে-সকল সখী বৃন্দ বনে দাস্তকার্য্য, অলঙ্কার, বেশরচনা এবং কোষরক্ষা ইত্যাদি অধিক কার্য্যে নিযুক্তা, ইন্দুলেখা তাঁহাদের সকলেরই অধ্যক্ষা।

রঙ্গদেবী :—ইনি সর্ব্বদাই গৌরবোন্মত্ত হইয়া ভাব ও ইঙ্গিত বাক্যের নানারূপ ছলিকা করিয়া থাকেন, অধিক-কি কৃষ্ণের নিকটেও শ্রীরাধাকে পরিহাস এবং কৌতুক করিয়া, ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের কাল-প্রতীক্ষার অবস্থানগুণে এবং বাদ্য-যন্ত্রে বিশেষরূপ স্বরযোগ করিতে সমর্থা এবং তপস্যার দ্বারা পূর্ব্বে ইনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। কলকণ্ঠী প্রভৃতি সখী যাঁহারা বিচিত্র অঙ্গরাগ ও গন্ধ দ্রব্যের নিয়োগ, ধূপদান-কার্য্যে, শীতকালে অগ্নি প্রজ্বালন, গ্রীষ্মকালে চামর ব্যজনাদি, সিংহ ও মৃগাদির পরিদর্শন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্তা, রঙ্গদেবী তাঁহাদের অধ্যক্ষা।

সুদেবী :—শ্রীরাধার নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া কেশসংস্কার, নেত্রে অঞ্জন-লেপন, অঙ্গসম্বাহনাদি সেবা করিয়া থাকেন। শুক-শারীকে শিক্ষা, নৌকা-খেলা, কুক্কুট-খেলা, শাকুন-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্যোতিষান্তর্গত শুভাশুভ চিহ্ন-বিজ্ঞান, পশু-পক্ষ্যাদির শব্দজ্ঞান, চন্দ্রোদয়ে বিকসিত পুষ্পের জ্ঞান, অগ্নিবিদ্যা ব্যাপার, উদ্বর্ত্তন-কার্য্যে সুদেবী সখী বিশেষ কৌশল লাভ করিয়াছেন। পিকদানী স্থাপন, গণ্ডুক-খেলা, শয়ন-রচনাদি ও কবরী-বন্ধনাদিতে যে সকল সখী নিযুক্তা আছেন তাঁহারা সুদেবীর নিকট হইতে পরম্পরায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল সখী এবং দাসীগণ আসনসেবার অধিকারে নিযুক্ত, যাঁহারা প্রতিকূলগামিনী সখীদিগের পরিজ্ঞান বিষয়ে বিচরণ করেন, যাঁহারা ধূর্ত্ত-স্বভাবা হইয়া প্রতিনিধিরূপে নানা বেশ ধারণ করেন, যাঁহারা বন্যপক্ষী ও ছেক নামক অনুপ্রাস কাব্যে নিযুক্তা, যাঁহারা কানন দেবতা, ইঁহাদের সকলের মধ্যে সুদেবী সর্ব্বাধ্যক্ষা।

সখীদিগের বিভিন্ন ভাব :—পুণ্ডরিকা, সিতাখণ্ডী, চারুচণ্ডী, সুদন্তী, অকুণ্ঠিতা, কলাকণ্ঠী, রামচী ও মেচকা প্রভৃতি সখীগণ বিগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহযুক্তা। শ্রীরাধার ন্যায় কান্তিযুক্তা "তাম্রাংশুকা" নাম্নী সখী তুরস্ক-দেশীয় গন্ধদ্রব্য গ্রহণার্থ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া চাতুর্য্যপূর্ণ শ্লেষবাক্যে বিশেষ লজ্জিত করিয়া থাকেন। হরিদ্রাভা, হরিচ্চেলা এবং বিতণ্ডিকা, ইঁহারা বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট মিত্রবৎ আচরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ সখীগণকে বিতণ্ডাবাক্যে নিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করিয়া দেন।

১। পুণ্ডরিকা সখীর বসন—শ্বেতপদ্মের ন্যায় এবং শ্বেতাঙ্গী। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বিশেষ তর্জ্জন গর্জ্জন করেন।

২। গৌরী নাম্নী সখীর কান্তি ময়ূরের ন্যায়, বস্ত্র—ধবল ও মেচকবর্ণ। ইনি কঠোরা ও মধুরভাবে কথা বলিয়া থাকেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট সীতাখণ্ডী নাম প্রাপ্ত হয়েন। (মিছরীর ন্যায় কঠোর ও মধুর)।

৩। ইহার ভগিনীর নাম চারুচণ্ডী—বর্ণ—ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামাভ, বসন—বিদ্যুৎবৎ, বাক্য—মনোহর ও প্রচণ্ড উভয়গুণ বিশিষ্ট বলিয়া চারুচণ্ডী নামে অভিহিতা হন।

৪। সুদন্তিকা :—কান্তি—শিরিশ কুসুমের ন্যায়, বসন—কুরুণ্টক পুষ্পের ন্যায়, ইনি কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসকে বিশেষ পটুতার সহিত বিস্তৃত করিয়া থাকেন।

৫। অকুণ্ঠিতা :—দেহ-প্রভা—পদ্মনালের ন্যায়, বসন—মৃণাল-দণ্ডবৎ শ্বেত। নিজ দলপুষ্টির জন্য কৃষ্ণের অপরাধ কামনা করেন।

৬। কলকণ্ঠী :—বর্ণ—কুলিপুষ্পবৎ, বসন—দুগ্ধবৎ শ্বেত, শ্রীকৃষ্ণের চাটু প্রার্থিনী হইয়া শ্রীরাধার মান প্রকাশ করেন।

৭। রামচী :—ললিতার ধাত্রীর কন্যা। বসন—গৌর ও শুকপক্ষীবর্ণবৎ, আনন্দ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দুর্ব্বাক্য-দ্বারা পরিহাস করেন।

৮। মেচকা :—অঙ্গপ্রভা—পিণ্ড পুষ্পের ন্যায়, বসন—পাণ্ডুবর্ণ, কৃষ্ণের অপরাধ না থাকিলেও অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ভাব ও বাক্য প্রয়োগ করেন।

৯। দূতীগণ :—১। পেটরী, ২। বারুড়ি, ৩। চারী, ৪। কোটরী, ৫। কালটিপ্পনী, ৬। মরুণ্ডা, ৭। মোরটা, ৮। চূড়া, ৯। চুণ্ডরী, ১০। গোণ্ডিকা প্রভৃতি কতিপয় দূতী শ্রীকৃষ্ণের বনলীলার সাহায্য-কারিণী। ইঁহাদের যৌবন গত প্রায়, যুদ্ধাদি কার্য্যে আগ্রহযুক্তা, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে দৈহিক বা ভোজন বিলাস গান করিয়া আনন্দিত করেন।

১। পেটরী :—বৃদ্ধা, গুজরাটী, জটা—শুভ্র। ২। বারুড়ি :—গরুড়-দেশজাতা, কেশ—বেণীর আকারে আবদ্ধ। ৩। চারুদূতী :—কোটরীর ভগিনী, কঠোর তপস্যাদ্বারা কাত্যায়নী দেবীর আশ্রয় প্রাপ্তা, এজন্য তপঃকাত্যায়নীও বলে। ৪। কোটরী :—জাতিতে আভীরী, কেশ—শ্বেত-কৃষ্ণ মিশ্রিত। ৫। কাল টিপ্পনী :—রজকী, কেশ—শুভ্র ও পিঙ্গল বর্ণ। ৬। মরুণ্ডা :—মস্তক মণ্ডিত ভ্রূ-লোম—পাণ্ডুর বর্ণ। ৭। মোরটা সবেগে গমনশীলা, কেশ—কমল তুল্য। ৮। চূড়া :—জরাজনিত চর্ম্ম শিথিল। ৯। চুণ্ডরী :—ব্রাহ্মণ বংশজাতা, অর্দ্ধজরতী, সর্ব্বদা কৃষ্ণের ভাবে বিভোর। ১০। গোণ্ডিকা :—গণ্ড শিথিলচর্ম্মাবৃত, মস্তক মুণ্ডিত, পাণ্ডুবর্ণ ও উজ্জ্বল।

সন্ধিদূতী অর্থাৎ মিলনকারীণী :—শিবদা, সৌম্যদর্শনা, সুপ্রসাদা, সদাশান্তা, শান্তিদা এবং কান্তিদা প্রভৃতি সকলেই চতুরতা ও সন্ধিবিষয়ে কুশলা, সর্ব্বপ্রকারে ললিতাদেবীর জীবন স্বরূপ এবং কৃষ্ণপরিকর মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গা। শ্রীরাধার কলহান্তরিতা দশাকালে ললিতার ইঙ্গিতে কৃষ্ণের গণে অবস্থিতি করেন। একারণে কৃষ্ণ আত্মীয় বুদ্ধিতে আদর করিয়া নিসৃষ্টা-দূতী পদে নিয়োগ করেন। তৎকার্য্যে পরিতুষ্টা ও সাবধানে মিলন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট পারিতোষিক লাভ করেন। শ্রীরাধার নিকট হইতেও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েন। উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করা ইঁহাদের স্বভাব। উঁহাদের মধ্যে শিবদা দূতী—রঘুবংশজাতা; সৌম্যদর্শনা—চন্দ্রবংশজাতা; সুপ্রসাদা-পুরুবংশজাতা; সদাশান্তা—তাপস কন্যা; শান্তিদা ও কান্তিদা—ব্রাহ্মণকুলেজাতা, ইঁহারা নারদের কৃপায় বৃন্দাবন বাস প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় মণ্ডল :—পূর্ব্বমণ্ডল অপেক্ষা দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রেম কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইঁহাদের প্রেম দুইপ্রকার সম ও অসম। তন্মধ্যে যেটী প্রিয়সখীদিগের দল তাহাই সমপ্রেম। সমপ্রেম আবার নিত্যসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। নিত্যসিদ্ধ প্রিয়সখীদিগের গণ দশ কোটী পরিমিত। সমবায় সখীর সংখ্যা বিংশ কোটী আট লক্ষ। পরম প্রেষ্ঠ সখী আটজন তাঁহারা অষ্ট প্রধানা সখীর অনুগামিনী। ইঁহাদের মধ্যেও বহুপ্রকার দলভেদ আছে। কোন দলে পাচ, ছয়, চার, তিন সহস্র। বস্তুতঃ পরস্পর সাধর্ম্ম্য থাকায় সকল দলেই প্রায় একতা আছে। সমাজ ও সঙ্ঘ নামক দল অনেক সখীদ্বারা গঠিত হইলেও মূল ভাবের একতাবশতঃ এক সমাজ বলিয়াই গণ্য হয়। পরন্তু স্নেহের ইতর-বিশেষ থাকায় কোন কোন সমাজ ষোড়শভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে।

কোন সমাজ বিংশতি সখী-দ্বারা, কোন সমাজ পঞ্চবিংশতি, কোনটি ত্রিংশৎ, কোনটি ষষ্ঠী, কোনটি বা চতুঃষষ্ঠী জন দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। চতুঃষষ্ঠী সমাজের কথা বলা হইতেছে। কোনটি দুইজন, কোনটি তিন চারি জন দ্বারা

গঠিত হয়। উল্লিখিত সমাজ মধ্যে চল্লিশটী যূথ আছে। এইরূপে সমাজকে পাঁচশত-ভাবে বিভক্ত করা যায়। সমস্ত ভাবের সমানধর্ম্ম থাকায় উক্ত সমাজ 'সমন্বয়' সংখ্যাতেও নিবিষ্ট। সমন্বয়-সজ্ঞ্য সমাজের প্রধান সখীদিগের ৬৪টি নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাতে চতুঃষষ্টি সমাজ ও তাহার বিস্তৃতি জানিতে হইবে। যথা—১। রত্নপ্রভা, ২। রতিকলা, ৩। সুভদ্রা, ৪। রতিকা, ৫। সুমুখী, ৬। ধনিষ্ঠা, ৭। কলহংসী, ৮। কলাপিনী, ৯। মাধবী, ১০। মালতী, ১১। চন্দ্ররেখা, ১২। কুঞ্জরী, ১৩। হরিণী, ১৪। চপলা, ১৫। দাম্নী, ১৬। সুরভী, ১৭। শুভাননা, ১৮। কুরঙ্গাক্ষী, ১৯। সুচরিতা, ২০। মণ্ডলী, ২১। মণিকুন্তলা, ২২। চন্দ্রিকা, ২৩। চন্দ্রলতিকা, ২৪। পঙ্কজাক্ষী, ২৫। সুমন্দিরা, ২৬। রসালিকা, ২৭। তিলকিনী, ২৮। শৌরসেনী, ২৯। সুগন্ধিকা, ৩০। রামিনী, ৩১। কামনাগরী, ৩২। নাগরী, ৩৩। পাগবেণী, ৩৪। মঞ্জুমেধা, ৩৫। সুমধুরা, ৩৬।সুমধ্যা, ৩৭। মধুরেক্ষণা, ৩৮। তনুমধ্যা, ৩৯। মধুস্পন্দা, ৪০। গুনচূড়া, ৪১। বরাঙ্গদা, ৪২। তুঙ্গভদ্রা, ৪৩। রসোত্তুঙ্গা, ৪৪। রঙ্গবাটী, ৪৫। সুসঙ্গতা, ৪৬। চিত্ররেখা, ৪৭। বিচিত্রাঙ্গী, ৪৮। মেদিনী, ৪৯। মদনালসা, ৫০।কলকণ্ঠী, ৫১। শশিকলা, ৫২। কমলা, ৫৩। মধুরেন্দিরা, ৫৪। কন্দর্পসুন্দরী, ৫৫। কামলতা, ৫৬। প্রেমমঞ্জরী, ৫৭। কাবেরী, ৫৮। চারুকবরা, ৫৯। সুকেশী, ৬০। মঞ্জুকেশী, ৬১। হারহীরা, ৬২। মহাহীরা, ৬৩। হারকণ্ঠি, ৬৪। মনোহরা। এই চতুঃষষ্ঠী সখীর সমাজ। ইহার মধ্যে প্রথম হইতে অষ্টজন করিয়া যথাক্রমে ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবীর সখী।

সম্মোহনতন্ত্রের মতে শ্রীরাধার অষ্টসখীর নাম যথা :—লীলাবতী, সাধিকা, চন্দ্রিকা, মাধবী, ললিতা, বিজয়া, গৌরী ও নন্দা। উক্ত সম্মোহনতন্ত্রে আরও অষ্টসখীর নাম, যথা কলাবতী, রসবতী, শ্রীমতী, সুধামুখী, বিশাখা, কৌমুদী, মাধবী ও শারদা। ইহার মধ্যে রত্নভবা পর্য্যায়ের কতিপয় সখী এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হয় নাই, পরন্তু নিত্য-সখীদের পর্য্যায়ে তাঁহারা গণিত হইবেন। শ্রীরাধানাথের অসংখ্য পরিবার মধ্যে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

শয্যা, অন্ন, পান, তাম্বূল, দোল, ঝুলন, তিলক-রচনা ইত্যাদি লীলা এবং সেই সেই লীলার অনুসারী সখীগণ আরও বিশেষ লীলা ও তদনুসারী সখীগণের নাম বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

লঘু: শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা।

শ্রীকৃষ্ণ সখা :—শ্রীবলদেব অগ্রণী ও অগ্রজ ইনি প্রলম্বাসুর নিহন্তা। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্যগণ চতুর্ব্বিধ। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয় নর্ম্মসখা। সুহৃদগণ :—সুভদ্র, কুণ্ডলী, দণ্ডী ও মণ্ডল এই চারিজন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-পুত্র। সুনন্দ, নন্দী, আনন্দী ইত্যাদি বয়স্যগণ বনগমন-সঙ্গী বলিয়া বিখ্যাত। শুভদ মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্র, ভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুন, কুলবীর, মহাভীম, দিব্যশক্তি, সুরপ্রভা এবং রণস্থির প্রভৃতি বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প এবং দেহরক্ষায় নিযুক্ত। এই সকল বালকগণের মধ্যে অম্বিকাপুত্র বিজয়াক্ষ সকলের অধ্যক্ষ। অম্বিকাদেবী পার্ব্বতী-উপাসনায় ইঁহাকে লাভ করেন। সুভদ্র দেহপ্রভা—নীলবর্ণ, বাস—নীলবসন, পিতা—উপনন্দ, মাতা- তুলা, ইহার পত্নী—কুন্দলতা।

সখাগণ :—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মন্দার, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধকর, মন্দর, চন্দন, কুন্দ, কলিন্দ এবং কুলিক প্রভৃতি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প, সেবাগ্রহ ইঁহাদের বিপুল।

প্রিয়সখাগণ :—শ্রীদাম, দাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিনি, ভদ্রসেন, অংশু, স্তোককৃষ্ণ, পুণ্ডরীক, বিটঙ্কাক্ষ, কলবিঙ্ক ও প্রিয়ঙ্কর। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সাহায্যকারী। শ্রীদাম প্রভৃতি সখাগণ 'সম'-সংখ্যক পর্য্যায়-ভুক্ত, ইহার মধ্যে শ্রীদাম—'পীঠমর্দ্দ'-নামক নায়ক সহায়ের গুনবিশিষ্ট। (কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিষয়ে সহায় অথচ নায়কের সাধারণ গুণে কিঞ্চিৎ হীন তাহাকে 'পীঠমর্দ্দ' কহে)। এই সকল সখার মধ্যে ভদ্রসেন মিত্র-স্বরূপ সমস্ত সেনাদিগের

মধ্যে সেনাপতি, আর স্তোককৃষ্ণ সার্থকনাম', ইনি কৃষ্ণের অনুকূল পক্ষে বর্ত্তমান প্রিয়সখার সকল বিবিধ কেলি, নিযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। ইঁহারা শান্তস্বভাব ও কৃষ্ণের প্রাণতুল্য।

প্রিয়নর্ম্মসখাগণ :—সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল, কোকিল, সনন্দন এবং বিদগ্ধ প্রভৃতি ; সমস্ত গোপনীয় রহস্য ইঁহাদের গোচর। মধুমঙ্গল, পুষ্পাঙ্ক এবং হাসঙ্ক প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদূষক। সনন্দন সৌহৃদ্যজনিত আনন্দে সুন্দর। উজ্জ্বল—নামে ও কার্য্যে মহান উজ্জ্বল এবং মূর্ত্তিমান রসরাজস্বরূপ, বিলাসশালীদিগের মুকুটমণি উজ্জ্বল শৃঙ্গার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার গুণমুগ্ধ।

শ্রীদামা :—শ্যামবর্ণ, পীতবাস রত্নমালাবিভূষিত। বয়স—ষোড়শবর্ষ, পরমোজ্জ্বল, কৈশোরভাবযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ও বহুবিধ লীলারসের আকার-স্বরূপ। পিতা—বৃষভানু রাজা, মাতা—কীর্ত্তিদা। শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী।

সুদামা :—দেহকান্তি ঈষৎ গৌরবর্ণ ও মনোহর। নীলবসন এবং রত্নাভরণে বিভূষিত। পিতা—মটুক, মাতা—রোচনা, সুন্দর কিশোর বয়স। নানা বেশ-ভূষা করিয়া নানাপ্রকার লীলারসে উৎসুক হয়েন।

১। সুবল :—গৌরবর্ণ, নীলাম্বর, নানা রত্নে বিভূষিত, বিবিধ পুষ্প-মালায় শোভিত। বয়স সার্দ্ধ দ্বাদশ বৎসর। কিশোর উজ্জ্বল। সখীভাবাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের নানা সেবায় ব্যাপৃত। রাধা-কৃষ্ণের মিলনকার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ মধ্যে বিশেষ প্রীতির পাত্র। আকৃতিতে শ্রীরাধার সহিত সাম্য।

২। অর্জ্জুন :—কান্তি—রক্ত-পদ্মের ন্যায় দীপ্তিশালী, বসন—চন্দ্রকান্তের ন্যায় ধবল। পিতা—সুদক্ষিণ, মাতা—ভদ্রা, বসুদামা ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বয়স—সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বৎসর। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমে পরিপূর্ণ।

৩। গন্ধর্ব্ব :—অঙ্গকান্তি শশধরের ন্যায় বিশেষ রূপবান্। বসন—রক্তবর্ণ। বয়স—দ্বাদশ বৎসর। সৌন্দর্য্যের আকর। পিতা—মহাত্মা বিনাক, মাতা—মিত্রা। বিনাক—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। ইনি কৃষ্ণলীলার বিবিধ-বিলাস-দ্বারা বিশেষ কুতূহলী।

৪। বসন্ত :—ঈষৎ গৌরবর্ণ, বসন—চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, নানা মণি ও পুষ্পমালায় বিভূষিতাঙ্গ, বয়স—একাদশ বৎসর। মাতা—শারদী, পিতা—পিঙ্গল।

৫। উজ্জ্বল :—দেহকান্তি—রক্তবর্ণ, বসন—নক্ষত্রমালার ন্যায় মুক্তা ও পুষ্প দ্বারা উজ্জ্বল, নাম ও স্বভাব উভয় প্রকারেই উজ্জ্বল। বয়স—ত্রয়োদশ বৎসর। পিতা—সাগর, মাতা—পতিব্রতা বেণী।

৬। কোকিল :—অঙ্গ প্রভা—পরমোজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ও লাবণ্যপূর্ণ, বসন—নীল, নানা-রত্নে বিভূষিত। বয়স—একাদশ বৎসর পরিমাণ, পিতা—পুষ্কর, মাতা—মেধা।

৭। সনন্দন :—অঙ্গকান্তি কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, নীল বসনধারী, বয়স—সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বৎসর, পিতা—অরুণাক্ষ, মাতা—মল্লিকা। সৌহার্দ্দজনিত আনন্দে সুন্দর, মূর্ত্তিমান রসরাজ শৃঙ্গারের ন্যায়।

৮। বিদগ্ধ :—রূপ—চম্পক পুষ্পতুল্য মনোহর, বসন—ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়। বয়স—পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর কিশোরোজ্জ্বল। পিতা—মটুক, মাতা—রোচনা। সুদামা ইঁহার অগ্রজ ভ্রাতা, ভগিনী—সুশীলা ; শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যুগলভাবেবিভোর।

৯। শ্রীমধুমঙ্গল :—ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বস্ত্র—গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভূষিত। পিতা—সান্দীপনি, মাতা—সুমুখী, ভগিনী—নান্দীমুখী, পিতামহী—পৌর্ণমাসী। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য সখা ও বিদূষক।

শ্রীবলরাম

শ্রীবলরামের অঙ্গপ্রভা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত বলিয়া বলরাম, পরিধান—নীলাম্বর, বনমালায় সুশোভিত, কেশ-পাশ দীর্ঘ অথচ সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ, চূড়া—চারু ও মনোহারিণী, কর্ণে—রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠে—নানাবিধ পুষ্প ও মণিময় হার, বাহুযুগলে—কেয়ূর ও বলয়, চরণে—রত্নময় নূপুর। যদুবংশে দেবমীঢ় নামে রাজা দুই বিবাহ করেন

এক স্ত্রী—বৈশ্যা ও এক স্ত্রী—ক্ষত্রিয়া। বৈশ্যার গর্ভে পর্জন্য ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর জন্ম গ্রহণ করেন। পর্জন্যের পুত্র নন্দ মহারাজ ও শূরের পুত্র বসুদেব। এজন্য শ্রীনন্দ মহারাজ বসুদেবের ভ্রাতা ও পরম সুহৃদ। শ্রীবলদেবের পিতা—বসুদেব, মাতা—রোহিণী। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী—সুভদ্রা। বয়স ষোড়শ বৎসর পরমোজ্জ্বল কৈশোর ভাবপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ও নানাবিধ লীলারসের আকর।

বিট :—শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সুখ-পরায়ণ বহুবিধ সেবকগণের মধ্যে কড়ার, ভারতীবন্ধ এবং গন্ধবেদ প্রভৃতি সেবকগণকে 'বিট' কহে (নৃত্য-গীত-বাদ্য অপটু, বিলাসিতায় সম্পত্তি নষ্টকারী, ধূর্ত্ত, লোক ভুলাইতে পটু, সমাজ সম্মানিত ও স্বার্থপরকে বিট কহে। কিন্তু কৃষ্ণের সেবকগণ স্বার্থপর নহেন)।

চেটগণ :—ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার, সান্ধিক, রক্তক, গান্ধিক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর ও মালাধর প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের চেটরূপে গণ্য। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি, গোদোহন-রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যসকল বহন করিয়া যথাকালে যোজনা করিতে সুদক্ষ। এবং শ্রীকৃষ্ণকে গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য উপহার দিয়া থাকেন।

তাম্বুলিকগণ :—পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী এবং জাম্বুল প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুল সেবায় নিযুক্ত। ইঁহারা তাম্বুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নির্ম্মাণ পরিপাটীতে বিচক্ষণ। সকলেই অল্প-বয়স্ক, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থিত এবং লীলাকথা ও গীতবাদ্যাদি কলা-কীর্ত্তনে অঙ্কুর অর্থাৎ প্রথম প্রবৃত্ত।

জলসেবক :—পয়োদ এবং বারিদ প্রভৃতি দাসগণ শ্রীকৃষ্ণের জল-সংস্কার ও সুগন্ধিত করিয়া প্রদান করেন।

বস্ত্রসেবক :—সারঙ্গ ও বকুলাদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বসন পরিষ্কার ও সজ্জায় কুশল। (রজক)।

বেশকারিগণ :—প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধু, কন্দল এবং মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা-কার্য্যে অধিকারপ্রাপ্ত।

গান্ধিকগণ :—সুমনা, কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস, হর, সুবন্ধ, কর্পূর, সুগন্ধ এবং কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের গন্ধদ্রব্য প্রদান, অঙ্গে অগুরু কুঙ্কুমাদি রঞ্জন কার্য্যে, মাল্যদান এবং পুষ্পভূষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত ও তৎপর। তাহাতে ইঁহাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

নাপিতগণ :—স্বচ্ছ, সুশীল ও প্রগুণ প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের কেশ-সংস্কার, দেহমর্দ্দন, দর্পণ-দান ও ভাণ্ডার বিষয়ক সমস্ত অধিকারে নিযুক্ত ও নিপুণ।

অপর ভৃত্যগণ :—বিমল, কোমল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থালী, পীড়ি প্রভৃতি বহন করেন।

পরিচারিকাগণ :—ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা ও রম্ভা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। গৃহ-মার্জ্জন, সংস্কার, লেপন ও দুগ্ধাদি আনয়নে দক্ষ।

চেটীগণ :—কুরঙ্গী, ভৃঙ্গারী, সুলম্বা ও অম্বালিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা (চেটগণের স্ত্রী)।

চরগণ :—চতুর, চারণ, ধীমান, পেশল প্রভৃতি ভৃত্যগন নানাবিধ বেশধারণপূর্ব্বক গুপ্তভাবে গোপ-গোপী-দিগের নিকট যাতায়াত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসাধন করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠচর।

দূতগণ :—তুঙ্গ, বাবদূক, মনোহর এবং নীতিসার প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের দূত। ইঁহারা সকল কার্য্যে বিশারদ, গোপীগণের নিকট কেলি ও কলহ উভয়কার্য্যেই সুদক্ষ এবং সার্থকনামা অর্থাৎ তুঙ্গকার্য্য-সাধনে উন্নত; বাবদূক উচিৎ অনুচিৎ সকল কথাই বলিতে অতিশয় পটু ও সকলেরই মন হরণ করিতে সুদক্ষ।

দূতী-প্রকরণ :—পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা, বংশী, নান্দীমুখী, বৃন্দারিকা, মেলা এবং মুরলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-পক্ষের দূতী। ইঁহারা অনুসন্ধানে কুশলা এবং প্রেয়সীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইতে সুপটু ও কুঞ্জাদি মিলন স্থানের সংস্কার-কার্য্যে অভিজ্ঞা। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতম।

পৌর্ণমাসী ঃ—অঙ্গ-কান্তি—তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায়, শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানা ও বহুরত্নে বিভূষিতা। পিতা—সুরুদেব; মাতা—চন্দ্রকলা, পতি—প্রবল; নিজে মহাবিদ্যায় বিশেষ যশস্বিনী ও ব্রজমণ্ডলে সিদ্ধা অর্থাৎ যোগিনীদিগের শিরোমণি। ভ্রাতা—দেবপ্রস্থ। ইনি নানা সন্ধান-কুশলা এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণে মিলনকারিণী।

বীরা ঃ—ব্রজমণ্ডলে পূজিতা ও বিখ্যাতা। ইঁহার বাক্য অহঙ্কার-পূর্ণ, এবং বৃন্দা—চাটুবাক্য-সুচতুরা। দেহপ্রভা—শ্যামলবর্ণা, শুক্লবর্ণ বসনদ্বারা উজ্জলাঙ্গী, নানা পুষ্পমালা ও ভূষণে বিভূষিতা। পিতা—বিশাল, মাতা—মোহিনী, পতি—কবল, ভগিনী—কবলা। ইনি জটিলার বিশেষ প্রিয়তমা; যাবট বাসিনী। ইনি নানা সন্ধান দ্বারা বেশ-ভূষা করিতে সমর্থা ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টাকারিণী।

বৃন্দা ঃ—দেহকান্তি মনোহর ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, বসন—নীল, মুক্তা ও পুষ্প বিভূষিতা। পিতা—চন্দ্রভানু, মাতা—ফুল্লরা, পতি—মহীপাল, ভগিনী—মঞ্জরী, নিত্য বসতিস্থান—বৃন্দাবন। শ্রীরাধানাথের নানাবিধ লীলারসে সমুৎসুক, উভয়ের মিলনকার্য্যে প্রেমপরিপূর্ণা ও ব্যবস্থাপিকা।

নান্দিমুখী ঃ—বর্ণ—গৌর, পরিধান—পট্টবস্ত্র, পিতা—সান্দীপনি, মাতা—সুমুখী, ভ্রাতা—মধুমঙ্গল, পিতামহী—পৌর্ণমাসী, অঙ্গ—নানারত্নে বিভূষিতা, কৈশোর বয়স দ্বারা বিশেষ উজ্জল। ইনি নানা বিষয়ের সন্ধানে কুশলা, নানাবিধ শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের-মিলন-কার্য্যে সুনিপুণা ও তৎপরা এবং সর্ব্বদা উভয়ের প্রেমে পরিপূর্ণা।

সাধারণ ভৃত্য ঃ— শোভন, দীপনাদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রদীপ দানাদি। সুধাকর, সুধানন্দ ও সানন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণ মৃদঙ্গবাদনাদি সেবায় অধিকৃত। সকলেই গীত-বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলায় কুশল, বহুগুণে বিভূষিত এবং মহতী-নাম্নী নারদের বীণা পর্য্যন্ত বাজাইতে সমর্থ। বিচিত্ররাব ও মধুরাব প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক। চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস এবং চন্দ্রমুখ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকারী। কলকণ্ঠ, সুকণ্ঠ, সুধাকণ্ঠ, ভারত, সারদ, বিদ্যাবিলাস এবং সরল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীতের তাল ধরিয়া থাকেন। ইঁহারা সকল বিষয়েই প্রবন্ধ-রচনায় নিপুণ ও রসজ্ঞ। সূচীকর্ম্মনিপুণ রৌচিক নামক ভৃত্য কাঁচুলী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। সুমুখ, দুর্ল্লভ এবং রঞ্জন প্রভৃতি ভৃত্যগণ বস্ত্রক্ষালন কার্য্যে অধিকৃত। পুণ্যপুঞ্জ এবং ভাগ্যরাশি নামক ভৃত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের হাড্ডিপ, ময়লা-মাটী পরিষ্কারকারী (হাঁড়ী)। রঙ্গন ও টঙ্গন নামক ভৃত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারনির্ম্মাতা। পবন ও কর্ম্মঠ ভৃত্যদ্বয় কুম্ভকার। মন্থন পত্রাদি, মৃত্তিকার অন্যান্য পানপাত্রাদি প্রস্তুতকারক। বর্দ্ধকী ও বর্দ্ধমান নামক ভৃত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের খট্টা ও শকটাদি প্রস্তুত করেন। সুচিত্র ও বিচিত্র নামক ভৃত্যদ্বয় নানাবিধ মূর্ত্তি আদি চিত্রকর্ম্ম অঙ্কণাদি কার্য্য করেন। কুণ্ড, কঠোল করণ্ড এবং কটুলাদি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের শিল্প কার্য্যের সেবক। দাম (রজ্জু), মন্থান (মন্থন-দণ্ড), কুঠার, পেটী (প্যাট্রা), শিকা প্রভৃতি গৃহস্থালীর দ্রব্যসকল প্রস্তুতই কুণ্ড আদি ভৃত্যের প্রধান কার্য্য।

ধেনুগণ ঃ—মঙ্গলা, পিঙ্গলা, গঙ্গা, পিশঙ্গা, মণিকস্তনী, হংসী ও বংশীপ্রিয়া ইত্যাদি ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রেম-পাত্র এবং নৈচিকী (উত্তম গাভী) বলিয়া বিখ্যাত। পদ্মগন্ধ ও পিশঙ্গাক্ষ এই দুইটী কৃষ্ণের অতিপ্রিয় বলদ (বলিবর্দ্দ)।

মৃগ ঃ—সুরঙ্গ। **বানর**—দধিলোভ। **কুকুর**—ব্যাঘ্র ও ভ্রমরক। **রাজহংস**—কলস্বন।

ময়ূর ঃ-তাণ্ডবিক। **শুকপক্ষী**—দক্ষ ও বিচক্ষণ।

স্থান ঃ—শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বন—বৃন্দাবন। ইহা মঙ্গল হইতেও মঙ্গলময়। শ্রীমান্ গিরিরাজ—গোবর্দ্ধন ক্রীড়া-শৈল। মানস গঙ্গার ঘাট—পারঙ্গ নামে বিখ্যাত, এই ঘাটে নীলবর্ণ মণিময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডপসকল বিরাজমান এবং ঘাটের সিঁড়িতে যে সকল কন্দর আছে, তাহার নাম মণিকন্দলী। উক্ত ঘাটে 'বিলাসতরা' নামে নৌকা বিরাজমান। নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী যেন ইহাতে অধিষ্ঠিতা। পর্ব্বত গাত্র-

সংলগ্ন পাণ্ডুবর্ণ বৃহৎ শিলারাশিই শ্রীকৃষ্ণের দলবলসহ বসিবার স্থান। ইহার নাম 'আমোদবর্দ্ধন', উত্তম সুগন্ধ দ্বারা সর্ব্বদা আমোদিত থাকে।

সরোবর :—শ্রীকৃষ্ণের সরোবরের নাম 'পাবন', ইহার তীরপ্রদেশে বহু বহু লীলাকুঞ্জ বিরাজিত। উক্ত কুঞ্জ কামদেবের মহাতীর্থ, নাম—'মন্দার', ইহাতে মণিময় কুট্টিম অর্থাৎ মণিভূমি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুধা-ধবলিত গৃহ-সকল শোভমান। শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ বট বৃক্ষের নাম—ভাণ্ডীর। কদম্ব বৃক্ষের নাম—কদম্বরাজ। যমুনা পুলিন, যাহা সমস্ত বিলাসের আস্পদ—তাহার নাম—'অনঙ্গরঙ্গভূমি'। যমুনার মহাতীর্থটী—'খেলাতীর্থ' শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী শ্রীরাধা এই স্থানে সর্ব্বদা লীলা করিয়া থাকেন।

ব্যবহার্য্য দ্রব্য :—শ্রীকৃষ্ণের দর্পণের নাম—'শরদিন্দু'। পাখার নাম—'মধুমারুত' ইহাতে সর্ব্বদা বসন্তবায়ু প্রবাহিত হয়। নীল পদ্মের নাম—সদাস্মের। খেলার গেণ্ডুকের নাম—'চিত্রকোরক'। ধনুকের গুণের নাম—'মঞ্জুল শর'। ধনুকের দুই দিকের অটনি (অগ্রভাগের) নাম—'মণিবন্ধা' এবং স্বর্ণ দ্বারা বিচিত্র ধনুকের নাম—'বিলাসকর্ম্মান'। কাটারির নাম—'তুষ্টিদা'; ইহার বাঁট দিব্যরত্নে খচিত থাকায় সুদৃশ্য। বিষাণের (শৃঙ্গের বা শিঙ্গার) নাম—'মন্দ্রঘোষ'। বংশীর নাম—'ভুবনমোহিনী', এই বংশী শ্রীরাধার চিত্তরূপ মৎস্য ধরিবার পক্ষে বড়িশ তুল্য, ইহার নামান্তর 'মহানন্দা'। বেণুর নাম—'মদনঝঙ্কৃতি', ইহা ছয়টি ছিদ্রযুক্ত। মুরলীর নাম—'সরলা'; ইহা কোকিলের রবকেও নিশব্দ করে। গৌড়ী ও গুর্জ্জরী এই দুইটী রাগ শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। পরম-প্রেয়সী শ্রীরাধার নামই শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত জপমন্ত্র এবং সাধ্যাঙ্কিত অর্থাৎ সাধনীয় চিহ্নে চিহ্নিত। দণ্ডের নাম—'মণ্ডন', বীণার নাম—'তরঙ্গিণী'। গো-দোহনের দুইগাছি রজ্জুর নাম 'পশুবশীকার'। দোহনপাত্রের নাম—'অমৃত দোহনী'।

ভূষণ :—শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে শ্রীযশোদাদেবীর অর্পিত নবরত্নে খচিত 'মহারক্ষা' আছে। অঙ্গদ যুগলের নাম—'রঙ্গদ'। কঙ্কন যুগলের নাম—'চঙ্কন'। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের নাম—'রত্নমুখী'। বসনের নাম—'পীতাম্বর'। কিঙ্কিণীর নাম—'কলঝঙ্কারা', নুপুরদ্বয়ের নাম—'হংসগঞ্জন'। হারের নাম—'তারাবলী'। মণিমালার নাম—'তড়িৎপ্রভা' ইহাতে সপ্তবিংশতিটী মুক্তা গ্রথিত আছে। বক্ষস্থিত পদকের নাম—'হৃদয়মোদন'। মণির নাম—'কৌস্তুভ' (নাগ পত্নীগণ প্রদত্ত)। কুণ্ডল মকরাকৃতি ইহা শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব অনুরাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিরীটের নাম—'রত্নপার'। চূড়ার নাম—'চামর ডামরী'। মস্তকস্থিত ময়ূরপুচ্ছ-মুকুটের নাম—'নবরত্ন বিড়ম্ব'। গুঞ্জা মালার নাম—'রাগবল্লী'। তিলকের নাম—'দৃষ্টিমোহন'। নানা পত্র-পুষ্প-রচিত মালা—'বনমালা'। পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা রচিত মালাকে—'বৈজয়ন্তী' কহে।

প্রেয়সীগণ :—শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের ঈশ্বরী এবং আভীরবালাদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্যা। শ্রীললিতা এবং বিশাখাদি সখীগণ শ্রীরাধার প্রধানাসখী বলিয়া বিখ্যাতা। বহু কোটী গোপী যূথের এই আট জন যূথেশ্বরি, ইঁহাদের অধীনে আটটি যূথ আছে।

চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্যামা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালি, পালিকা, চন্দ্রশালি, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, তারলাক্ষী, মনোরমা, কন্দর্পমঞ্জরী, মঞ্জুভাষিণী, খঞ্জনক্ষণা, কুমুদা, কৈরবী, শারী, শারদাক্ষী, বিশারদা, শঙ্করী, কুঙ্কুমা, কৃষ্ণা, শারঙ্গী, ইন্দ্রাবলী, শিবা, তারাবলী, গুণবতী, সুমুখী, কেলিমঞ্জরী, হারাবলী, চকোরাক্ষী, ভারতী এবং কমলা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী পক্ষীয়া প্রেয়সী। এই সকল গোপীদিগের শত শত যূথ আছে। প্রত্যেক যূথে লক্ষসংখ্যক গুণবতী রমণী বর্ত্তমান আছেন। এই সকল যূথের মধ্যে আবার কতিপয় কান্তা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গন্য যথা—শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামলা এবং পালিকা প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যেও আবার শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই দুই কান্তার দুই যূথে কোটিসংখ্যক কান্তা আছেন। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধাই

সর্ব্বপ্রধানা। ইহার অপর নাম গান্ধর্ব্বা, কারণ নৃত্য, গীত-বাদ্যাদি গন্ধর্ব্বধর্ম্ম ইহাতেই পর্য্যাবসান প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীরাধার করচিহ্ন :—ভ্রমর, পদ্ম, চন্দ্রকলা, কুণ্ডল, ছত্র, যূপ, শঙ্খ, বৃক্ষ, কুসুম, চামর ও স্বস্তিক প্রভৃতি করচিহ্নসকল মঙ্গলজনক ও নানাচিত্রে শোভিত। করাঙ্গুলীসকল রত্নাঙ্গুরীয় দ্বারা ভূষিত ও সুন্দর দীপ্তিমান। উদরপ্রদেশে লাবণ্যময় মধুর ও গভীর নাভীর দ্বারা সুশোভিত এবং সুধা রসে পূর্ণ। কটিতটের মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং লাবণ্যরাশিদ্বারা মনোহর। কটির নিকটস্থিতা ত্রিবলীরূপলতা কিঙ্কিণী জালে পরিশোভিত। উরুযুগল—রামরম্ভাযুগলের ন্যায়, ইহা অনঙ্গেরও চিত্ত মুগ্ধ করে। জানুদ্বয় সুন্দর লাবণ্য পূর্ণ, নানাবিধ কেলীরসের আকর। শ্রীপাদপদ্মযুগল মণিনূপুর-দ্বারা ভূষিত, বঙ্ক রাজের ন্যায় সুলাবণ্যে পরিপূর্ণ এবং পদাঙ্গুরীয়-দ্বারা সুশোভিত হইতেছে।

পদচিহ্ন :—শঙ্খ, চন্দ্র, হস্তি যব, অঙ্কুশ, রথ, ধ্বজ, ডম্বুর, স্বাস্তিক ও মৎস্য প্রভৃতি শুভচিহ্ন পাদপদ্মে বিরাজিত। বয়স--পূর্ণ পঞ্চদশবর্ষ উজ্জ্বল কৈশোরভাবে বিরাজিত। শ্রীযশোদার অত্যন্ত প্রিয়তমা। পিতা—বৃষভানু, জননী—কীর্ত্তিদা, পিতামহ—মহীভানু, মাতামহ—ইন্দু, পিতামহী—সুখদা, মাতামহী—মুখরা। পিতৃব্য—রত্নভানু, সুভানু ও ভানু। মাতুল—ভদ্রকীর্ত্তি। মাতুলানী—মেনকা, ষষ্ঠী, গৌরী, ধাত্রী ও ধাতকী। মসীর নাম—কীর্ত্তিমতি, পিসির নাম—ভানুমুদ্রা। পিসের নাম—কাশ। মেসোর নাম—কুশ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্রীদামা। কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম—অনঙ্গমঞ্জরী। শ্বশুর—বৃক গোপ। দেবর—দুর্ম্মদ (অনঙ্গমঞ্জরীর পতি)। শাশুড়ী—জটিলা। পতিম্মন্য :—অভিমন্যু (পতি অভিমানী) প্রকৃত পতি—শ্রীকৃষ্ণ। ননদিনী—কুটিলা। পরম শ্রেষ্ঠ সখী—ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুলেখা। এই আটজন যূথেশ্বরী।

প্রিয়সখীগণ :—কুরঙ্গাক্ষী, মণ্ডলী, মণিকুন্তলা, মালতী, চন্দ্রলতিকা, মাধবী, মদনালসা, মঞ্জুমেধা, শশিকলা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, কমলা, কামলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধুরী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী, মঞ্জুকেশী ইত্যাদি প্রিয়সখীগণ কোটি কোটি সংখ্যায় বিভক্ত।

প্রাণসখী :—লসিকা, কেলিকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ংবদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মণিমতী, কর্পূরলতিকা ইত্যাদি।

নিত্যসখী :—কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী, মদিরা ইত্যাদি।

শ্রীরাধার মঞ্জরীগণ :—অনঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, ও রস, বিলাস, প্রেম, মণি, সুবর্ণ, শ্রীপদ্ম, লীলা, হেম, কাম, রত্ন, কস্তুরী গন্ধ, নেত্র, সুপ্রেম, কমল, নয়ন ইত্যাদি সকলেই মঞ্জরী; ইহাদের নামের পর মঞ্জরী যোগ হইবে। রতিমঞ্জরী ও সুপ্রেমামঞ্জরীর নামান্তর ভানুমতী। ললিতাদি সখীগণ ও মঞ্জরীগণ ও তাঁহাদেরও যে সমস্ত গণ আছেন ইঁহারা সকলেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার স্বরূপা, বিলাসবশতঃ পৃথক, বস্তুতঃ এক। বৃন্দা, কুন্দলতা প্রভৃতি সখীগণ বনবিলাসের সহায়। ধনিষ্ঠা ও গুণমালা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীনন্দ-মহারাজের ভবনেই অবস্থিতি করেন। কামদা নামে ধাতৃকন্যা, ইনি সখীদিগের কোন কোন ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। রাগলেখা, কলাকেলী এবং মঞ্জুলা প্রভৃতি কতিপয় শ্রীরাধার দাসী। নান্দীমুখী এবং বিন্দুমতী প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মানে মিলন করাইয়া সন্ধিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

শ্যামলা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ রাধার সুহৃদপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত।

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা স্মরোদ্ধুরা, কলাকণ্ঠী, সুকণ্ঠ, ও পিককণ্ঠী এই ছয়জন কলাবিদ্যা (গীত বাদ্যাদি) বিষয়ে সুশিক্ষিতা। ইঁহারা শ্রীরাধার গীতবাদ্যাদির সহায়িকা। ইঁহারা বিশাখার রচিত গীতসকল গান করিয়া

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আনন্দ সম্পাদন করেন। মাণিকী, নর্ম্মদা, প্রেমবতী ও কুসুমপেশলা ইঁহারা বংশী প্রভৃতি শুষির-বাদ্য, বীণাদির তত-বাদ্য, মুরজাদির আনদ্ধ-বাদ্য এবং কাংস্য তালাদির ঘনবাদ্য বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎপাদন করেন।

নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, ও পরমপ্রেষ্ঠ সখীভেদে সখীর প্রভেদ চারি প্রকার।

শ্রীরাধার কিঙ্করী :—রাগলেখা, কলাকেলী ও ভূরিদা ইত্যাদি গোপী শ্রীরাধার দাসী। সুগন্ধা ও নলিনী এই দুইজন নাপিতের কন্যা। মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগা—রজককন্যা। শ্রীরাধার বেশ-কারিণীর নাম—পালিন্দ্রী, চিত্রকারিণীর নাম—চিত্রিণী। দৈবঘটনা হইতে সতর্ক করিতে দুইজন দৈবজ্ঞা আছেন তাঁহাদের নাম—মান্দ্রণী ও তান্ত্রিণী। কত্যায়ণী প্রভৃতি দূতীগণ শ্রীরাধার বয়োজ্যেষ্ঠা। ভাগ্যবতী ও পুণ্যপুঞ্জা—হাড়ীকন্যা। ভৃঙ্গী, মল্লী, ও মণ্ডলী ইঁহারা—পুলিন্দ (অসভ্য পার্ব্বত্যজাতীয়) কন্যা। কৃষ্ণলীলায় কোন কোন বিশেষ কার্য্যের সহায় বলিয়া কাহারও কাহারও মতে ইহারাও কৃষ্ণের গণ সুতরাং পরিবার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

গার্গী—গর্গাচার্য্যের কন্যা, ইনি শ্রেষ্ঠা ও মহীমণ্ডলেরও পূজনীয়া। ভৃঙ্গারিকা প্রভৃতি চেটী এবং সুবল, উজ্জল গন্ধর্ব্ব, মধুমঙ্গল ও রক্তক ইঁহারা উভয় পক্ষের বিদূষক। বিজয়া, রসালা ও পয়োদা প্রভৃতি বিটপত্নী। তুঙ্গী, পিশাঙ্গী ও কলকন্দলা-নাম্নী কিঙ্করীসকল সর্ব্বদাই শ্রীরাধার সমীপবর্ত্তী। মঞ্জুলা, বিন্দুলা, সন্ধা এবং মৃদুলা প্রভৃতি কিঙ্করীগণ বালিকা, সেবাকার্য্যে তাদৃশ পারঙ্গত নহেন।

শ্রীরাধার ধেনুগণের নাম :—সুনন্দা, যমুনা, বহুলা ইত্যাদি। ইহারা সমাংসমীনা (বছর বিয়ান)। একটী বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র বাছুর আছে, তাহার নাম তুঙ্গী। বৃন্দাবানরীর নাম—কক্থটী। হরিণীর নাম—রঙ্গিণী ; চকোরীর নাম—চারুচন্দ্রিকা। মরাল (হংসীর) নাম—তুণ্ডীকেরী। এই হংসী শ্রীরাধকুণ্ডে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। ময়ূরীর নাম—তুণ্ডীকা, শারীকাদ্বয়ের নাম—সূক্ষ্মধী ও শুভা। শ্রীললিতাদেবী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবলম্বনে যে গীত রচনা করেন এই শরীকাদ্বয় তাহা সুমধুর স্বরে বিচিত্র বাক্যে গান করিয়া সখীগণের মনে অদ্ভুত রসের সঞ্চার করে।

শ্রীরাধার ভূষণ :—শ্রীরাধার তিলকের নাম 'স্মরযন্ত্র' অর্থাৎ 'কামযন্ত্র'। হারের নাম—'হরিমোহন', রত্নময়-তারঙ্ক (তাড় বালা) যুগলের নাম—'রোচন'। নাসিকার মুক্তার নাম—'প্রভাকরী'। বক্ষস্থলে পদকের নাম—'মদন' ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মণির নাম—'শঙ্খচূড় শিরোমণি', ইহা শঙ্খচূড় অসুরকে বধ করিয়া তাহার মস্তক হইতে সংগৃহীত। ইহার নাম স্যমন্তক মণির পর্য্যায়ভুক্ত। চন্দ্র সূর্য্যের একত্র উদয়কে পুষ্পবন্ত কহে, শ্রীরাধার সৌভাগ্যমণি বক্ষস্থলে স্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা তাদৃশ পুষ্পবন্তকে ধিক্কার করিয়া থাকে। শ্রীচরণের কটক (মল), তাহার শব্দ চটকের শব্দের ন্যায়। কেয়ূরের (অঙ্গদের) নাম—'মণিকর্ব্বুর'। নামাঙ্কিত মুদ্রা অঙ্গুরীয়কের নাম—'বিপক্ষ-মদ-মর্দ্দিনী'। কাঞ্চী (চন্দ্রহারের) নাম—'কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী'। নূপুরের নাম—'রত্নগোপুর'। বসনের নাম—'মেঘাম্বর'। পরিধেয়বস্ত্র—নিজপ্রিয় মেঘাভ-নীলবর্ণ। উত্তরীয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় রক্তবর্ণ। মণিদর্পণের নাম—'শুধাংশু-দর্প-হরণ। কেশবন্ধন শলকা (কাঁটা) গুলির নাম—'নর্ম্মদা' (সুবর্ণ নির্ম্মিত)। সুবর্ণ নির্ম্মিত চিরুনীর নাম—'স্বস্তিদা'। পুষ্পোদ্যানের নাম—'কন্দর্পকুহলী'। উদ্যানস্থ স্বর্ণযূথী পুষ্পের নামান্তর—'তড়িদ্বল্লী'। কুণ্ড—'শ্রীরাধাকুণ্ড'। শ্রীরাধাকুণ্ডের নীলবর্ণের বেদীর প্রান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ রহস্যময়ী কথোপকথন হয়। 'মল্লার' ও 'ধনাশ্রী' নামক দুইটী রাগ হৃদয়মোদন অর্থাৎ মনোমোহনকারী। ছালিক্য-নামক নৃত্যই প্রিয়। 'রুদ্রবল্লকী' মহাদেবের বীণাই অন্যাপেক্ষা বিশেষ প্রীতির বাদ্যযন্ত্র। শ্রীরাধার জন্মতিথি—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, যেদিন যোগমায়াদ্বারা চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা লঘুভাগে সমাপ্ত।

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। চতুর্থ উপলব্ধি। শক্তিতত্ত্ব।

যুবক চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বলিলেন, প্রভো! আপনি যে সিদ্ধান্তামৃত বিতরণ করিতেছেন, তাহা আমাদের ন্যায় অযোগ্য ক্ষুদ্র আধারে ধারণে অক্ষমতা-প্রযুক্ত বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আবির্ভাবের ন্যায় হইতেছে। কি প্রকারে আপনার দানামৃত গ্রহণ করিতে পারিব, কৃপাপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রার্থনা। আমাদের আর বলিবার শক্তি নাই, আপনার কৃপাই একমাত্র সম্বল। এই বলিয়া প্রবল ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া কৃপাবিষ্টচিত্ত শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর বলিলেন, বাবা! শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কৃপাবল সঞ্চারিত করুন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সত্যই কেহই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না।

শক্তি সঞ্চার :—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে বস্তুতে তাঁহার যে শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবচ্ছক্তির কণায় বললাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হয়। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইলেও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণিত 'বিষয়' শব্দ-বাচ্য এবং শক্তি 'আশ্রয়' শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান্ শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তিত্রয়ের অগম্য। এই ত্রিবিধ সমন্বয়ে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞাতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে পূর্ণজ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ করে ; তখন আর কে কাহাকে কোন্‌বৃত্তি দ্বারা জানিবে ? এই নির্ব্বিশিষ্ট ভাব কেবলজ্ঞাননিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এজন্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম— বিশেষ্য-নিষ্ঠ, পরমাত্মা —বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্—বিশিষ্ট-নিষ্ঠ। বিশিষ্ট-নিষ্ঠার অন্তরালে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে শক্তিমান্ এবং বিশেষ-গুলিকে শক্তি বলি। অপ্রকটিত বিশেষগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড়বিশেষগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ. চিদ্বিশেষ অন্তর্য্যামিত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবলমাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব. পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যক্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক ও কেবল জ্ঞানগম্য।

বেদে এই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বলশক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাঁহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সেই বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সেই বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমানা। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি—ব্রহ্ম, অংশবৈভব—পরমাত্মা এবং অঙ্গী—ভগবান্। অঙ্গী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি—তদ্রূপবৈভব ও তটস্থাশক্তি—জীব। তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি—জীবজগৎ, অচিৎশক্তি—জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ—ঈশ্বর। হ্লাদিনী—মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবী, কায়ব্যূহ—পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী-উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য, অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপ-বৈভব বিস্মৃত হইয়া সেই কর্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভুচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না। যদি ঈশ্বর বস্তু অণুচিতের স্বতন্ত্র্যতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলা হইত না— মায়াপ্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সঙ্গত হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বশে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়িক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যকরূপে মুহ্যে। লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপাশক্তি বলে নিত্য স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান্ গৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জীবের অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃপ্রাপ্তির কথা স্বীয়লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীরূপগোস্বামী সকল দুঃসঙ্গ পরিহার-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-ধারী, গৌর-রূপ-ধারী, মহাবদান্য-গুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহ্য জগতের সকল অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবস কাল লোকাতীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপদেশ করেন। অন্তেবাসী শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে জড়ীয় ভোগময় কুতর্ক আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল নিরস্ত-কুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্দধান মুনিগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থাশক্ত্যাত্মক পরমাত্মাকে আত্মবৃত্তিদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখঃনিসৃত আম্নায়বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সেবাময়ী-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।" শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে ঈশ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বদ্ধ জীব মনে করে। অঙ্গী অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের তটস্থ ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ফল্গুতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করেন, তখনই মুক্তজীবে ভগবানের নিত্যকৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জন্য নিরস্তকুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। মায়াশক্তির অল্পকালস্থায়ী অসম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হরিবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাগতরূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণের নিকট ভগবৎ সেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। চিদ্বিলাস-শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব ভ্রমক্রমে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।

শক্তিতত্ত্ব

এক্ষণে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। বিভিন্ন আচার্য্যগণ শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করা যাইতেছে,—

শ্রীশঙ্করঃ—সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই অচিন্ত্য, অনন্ত শক্তিমান্, ঈশ্বরের শক্তিসকল অতর্ক্য; মায়া জগতের বীজশক্তি (সূঃ ভাঃ)।

শ্রীভাস্কর বলেনঃ—পরমাত্মার অনন্ত ও অচিন্ত্যশক্তি (শঃ ভাঃ); ব্রহ্মের দুই শক্তি—(১) ভোক্তৃ-শক্তি (চেতন জীবরূপে) ও (২) ভোগ্য-শক্তি (আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত; শক্তি— পারমার্থিকী, কল্পিতা নহে—"ঈশ্বরস্য দ্বে শক্তী ভবতো ভোগ্যশক্তিরেকা ভোক্তৃশক্তিশ্চাপরা"; "অন্তর্য্যামি-পরমাত্মনোঃ নিয়ন্তৃরূপা শক্তিঃ পারমার্থিকী, ন হি সা কেচিৎ কল্পিতা।" (সূত্র ভাষ্য ২।১।২৭, ১৪))।

শ্রীরামানুজাচার্য্যঃ—সর্ব্ব কারণসমূহের কারণত্বনির্ব্বাহক কোন অদ্রব্যবিশেষই শক্তি; শক্তিকে ধর্ম্মবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষও বলা যায়; অব্যক্ত, কাল, জীব, ঈশ্বর, নিত্য-বিভূতি ও ধর্ম্মভূত জ্ঞান—এই ষড়্দ্রব্যের

বৃত্তিই শক্তি; শক্তিমত্ত্বগবন্নিষ্ঠ ধর্ম্মবিশেষ ভগবচ্ছক্তি-বাচ্য। (যতীন্দ্রমতদীপিকা ১০ম অঃ)। পরব্রহ্মের শক্তি সনাতন ও স্বাভাবিক (শ্রীভাষ্য ২।১।১৫); শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ, কিন্তু শক্তি স্বরূপানুবন্ধিনী। (শ্রীভাষ্য)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য :—সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণুর বশীভূতা প্রকৃতিই শক্তি। সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ'-নামক রূপত্রয়বিভক্তা; সদ্‌গুণপ্রকাশিকা 'শ্রী'—সত্ত্বগুণস্বরূপা; ভূসৃষ্টিসম্পাদিকা 'ভূ'-শক্তি—রঞ্জনকারিণী রজোগুণস্বরূপা; আর 'দুর্গা' প্রকৃতি—জীবের গ্লানিদায়িনী তমঃস্বরূপা; 'শ্রী' দেবগণকে, 'ভূ' মনুষ্যগণকে ও 'দুর্গা' দৈত্যগণকে বদ্ধ করেন (গীতা তাৎপর্য্য—১৪।৫-৬)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য :—সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী ও বিবিধা (সুঃ ভাঃ ২।১।২৯); অসংখ্য শক্তি-সমুচ্চয়ের মধ্যে 'চিৎ' ও 'অচিৎ' শক্তিদ্বয় অন্যতম; ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিদ্বারা 'জীব' ও 'অচিচ্ছক্তি'-দ্বারা 'জগৎ' সৃষ্টি করেন; কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিদ্বারা শক্তিমানের স্বভাব-ব্যত্যয় হয় না, সর্ষপের তৈলোৎপাদিকা শক্তিবৎ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী :—সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত; 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ' ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি (বিঃ পুঃ ১।১২।৭০ ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য 'আত্মপ্রকাশ' টীকা)।

শ্রীধরস্বামী :—অগ্নির দাহিকাশক্তিবৎ ব্রহ্মের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তিসমূহ বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা-শক্তি 'জ্ঞান', 'বল' ও 'ক্রিয়া' অথবা 'সম্বিৎ' বা বিদ্যাশক্তি, 'সন্ধিনী' বা সত্তাশক্তি 'হ্লাদিনী' বা হ্লাদকরী শক্তি —এই ত্রিবিধ নামে শ্রুত। ঐ শক্তি অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা, বিঃ পুঃ ১।৩।২, ১।১২.৬৯, ৬।৭।৬১ 'আত্মপ্রকাশ' টীকা)। বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎস্বরূপাশক্তি 'পরাশক্তি' নামে খ্যাত; পরমশক্তিব্যাপ্ত ভাবনাত্রয়াত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা' শক্তি এবং ব্যাপ্য-ব্যাপক ভেদহেতুভূত বিষ্ণুর অবিদ্যাশক্তির 'কর্ম্মসংজ্ঞা', তদ্দ্বারা মায়াশক্তি লক্ষিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি (তটস্থাজীবশক্তি) অবিদ্যা (মায়া) শক্তিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভেদপ্রাপ্ত হয় ও বন্ধ-সমূহের দ্বারা সংসার-তাপ লাভ করে। (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬২ 'আত্মপ্রকাশ' টীকা)।

শ্রীবল্লভ :—ভগবানের সর্ব্বকার্য্যসাধিকা দ্বাদশটি মুখ্যা শক্তি; যথা—শ্রী (লক্ষ্মী), পুষ্টি (যাঁহার দ্বারা সকলের পুষ্টি হয়), গীঃ (সরস্বতী), কান্তি (প্রভা), কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা (ভূ-শক্তি), ঊর্জ্জা (সর্ব্বসামর্থ্যরূপা), বিদ্যা (জ্ঞানরূপা মোক্ষদায়িনী), অবিদ্যা (বন্ধনকারিণী; নিদ্রাদিও উহার প্রকার ভেদ), শক্তি (ইচ্ছাশক্তি), মায়া (সর্ব্বভবন-সামর্থ্যরূপা ও ব্যামোহিকা—এই দ্বিবিধ), এতদ্ব্যতীত অসংখ্য অবান্তর শক্তি আছে। (সুবোধিনী ১০।৩৯।৫৫)।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ :—শক্তিমান্ পরব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসমূহ নিত্যসিদ্ধ (ভঃ সঃ ১৪-১৫); তাহা ত্রিবিধা—১) অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থা বা জীবশক্তি, (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। স্বরূপ-শক্তিদ্বারা পূর্ণস্বরূপে ও বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থশক্তিদ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে, মায়াখ্যা-শক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যস্থানীয় বহিরঙ্গ-বৈভব-জড়াদিকার্য্যরূপে এবং কেবল প্রধানরূপে শক্তির চতুর্ব্বিধত্ব। প্রধানকে মায়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিষ্ণুপুরাণে ত্রিবিধা শক্তি গণিত হইয়াছে (ভগঃ সঃ ৩,৮-২৪)। শক্তিত্ব-স্বীকারমূলেই তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব (ভক্তিঃ সঃ ৬-৭; ব্রহ্মের শক্তিপরিণামবাদমূলে চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও জড়জগৎ (পঃ সঃ ৩৭-৫৫)। ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশকালদ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সন্ধিনী'; যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ'; চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া কথিত। সেই মূল পরাশক্তির ত্রিরূপত্ব সিদ্ধ হইল; উহার স্বতঃপ্রকাশ-লক্ষণময় যে বৃত্তিবিশেষদ্বারা ভগবান্ স্বয়ং, তাঁহার স্বরূপশক্তি অথবা চিদ্বৈশিষ্ট্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহাই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'। উহা অন্য-নিরপেক্ষ ও ভগবৎ প্রকাশরূপা। স্বয়ং অনুভব ও অন্যকে অনুভব করাইবার বৃত্তিদ্বয়ের বর্ত্তমানতা হেতু উহা সম্বিৎও বটে। মায়া স্পর্শ না থাকায় উহার বিশুদ্ধতা।

এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে 'বৈকুণ্ঠ'-নামক ধাম প্রকাশ পায়। এই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'-শব্দে স্বতঃপ্রকাশলক্ষণময় ভগবৎস্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলা হয়। প্রাকৃত অশুদ্ধতা-লক্ষণের প্রসিদ্ধি সঙ্গত হওয়ায় শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিনী চিচ্ছক্তিবিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাও স্বরূপশক্ত্যাত্মক। প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসমূহ যে জীবেরই, ঈশ্বরের নহে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত আছে; যথা—একাদশ স্কন্ধে ভগবদুক্তি—"সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয় মদ্‌বিমুখ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কখনই আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে।" বিষ্ণুপুরাণেও—যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিরাজমান, সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ থাকে না; থাকিতে পারে না; সেই নিখিল শুদ্ধবস্তুসমূহের মধ্যে অবিমিশ্র শুদ্ধবস্তু আদ্যপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন্।" ভাঃ ১০ স্কন্ধে ইন্দ্রের উক্তি—"হে ভগবন্, তোমার ধাম বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, উহা শান্ত, তপস্যারূপ সেবাময় এবং রজস্তমোবিহীন; এই মায়াময় গুণ প্রবাহ ও প্রাকৃত গুণের সংস্পর্শ বা গ্রহণাদি তোমার নাই।" অব্যক্তাবস্থায় সত্ত্বগুণ, বাহ্য অভিব্যক্তি ও উৎপত্তিশীল বহুপ্রকাশে রজোগুণ, বহুপ্রকাশের অভাবে তমোগুণ অর্থাৎ গুণত্রয় যেস্থানে পরস্পর শিথিল বা উদাসীন, তথায় সত্ত্বগুণ, যেস্থলে কার্য্যকারিতা তথায় রজোগুণ এবং যেস্থলে বিনাশভাব তথায় তমোগুণ। এইস্থলে এই বিশুদ্ধসত্ত্বই সন্ধিন্যংশপ্রধান আধারশক্তি; সম্বিদংশ প্রধান আত্মবিদ্যা; হ্লাদিনীশক্তি-সারাংশ-প্রধান গুহ্যবিদ্যা (প্রেমভক্তি)। যুগপৎ ত্রিশক্তিপ্রধানমূর্ত্তি বা বিগ্রহ। ঐ আধার-শক্তিদ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশ পায়।

পরতত্ত্ব বাস্তব-বস্তুস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিতে নিত্যপ্রকটিত। শক্তিত্রয়ময়ী এক পরা অচিন্ত্যশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, তটস্থাখ্য চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে, বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্মপ্রধানরূপে ও পূর্ণস্বরূপের সহিত চারি প্রকারে নিত্য অবস্থান করেন। স্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভব-শক্তি অন্তরঙ্গা-শক্তির স্বয়ংরূপ ও বৈভব-প্রকাশ-ভেদে দুইপ্রকারে অবস্থিত। অঙ্গীর অন্তঃঅঙ্গে যে শক্তি বিরাজমান, তাহাই 'অন্তরঙ্গা'। অন্তরঙ্গা-শক্তির শক্তিমৎতত্ত্ব স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বীয় বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব প্রকাশ করেন। ভগবানের বাহ্য অঙ্গ—'প্রধান' ও প্রাকৃত দ্রব্যসমূহ'। এই বহিরঙ্গা-শক্তি প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণুপ্রস্তরাদি দেহে তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবকে আবৃত করিয়া লঘু-গুরু ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্বরূপ-শক্তি ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। সেইগুলিকে অংশিনী (স্বরূপ) শক্তির অংশ বলা হইয়াছে। শক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতা 'সন্ধিনী' নামে পরিচিত। জ্ঞাতৃত্ব বা চিদংশ নিত্যানন্দ হইতে বিশেষত্বযুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান, 'সম্বিদ' নামে পরিচিত অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব পূর্ণ চিদ্ধর্ম্মে পরিচিত, তাহাই 'সম্বিৎশক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। অংশিনীর যে অংশ সচ্চিৎ হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করেন, উহাই আনন্দময়ী শক্তি। বিশেষত্ব-বর্ণনে ত্রিবিধশক্তির বিভিন্ন পরিচয় থাকিলেও এই অংশত্রয় স্বরূপশক্তিতেই অবস্থিত, আবার তটস্থা ও বহিরঙ্গা-শক্তিতে এই শক্তিত্রয়ের বিভিন্ন অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা-শক্তিতে ত্রিগুণ এবং তটস্থাখ্য শক্তির বদ্ধজীবাংশে ঐ ত্রিগুণের ক্রিয়া ও মুক্তাংশে সচ্চিদানন্দের আশ্রয়জাতীয়ত্বে সেবন-বৃত্তিতে সেব্যের উপযোগী শক্ত্যংশ বিরাজমান। (ভগঃ সঃ ১১৭)।

বেদেও কথিত হইয়াছে যে—ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ, এবং ভক্তিরই বাহুল্য তথায় কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে—যে বস্তুশক্তি ভগবানকে নিজ আনন্দ দ্বারা উন্মত্ত করান। তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই,—শ্রুতিতে মায়া ভগবান্‌কে অতিক্রম করিতে পারে না কথিত হওয়ায়, এবং ভগবান্ স্বতস্তৃপ্ত বলিয়া সাংখ্য-মতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্ববিশিষ্ট মায়িক আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপানন্দ-রূপাও বলা যায় না, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব উহা জীবের স্বরূপানন্দরূপাও নহে, যেহেতু জীব নিত্য হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য "সর্ব্বশক্তিমান ভগবানেই কেবল একমাত্র 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও

'সম্বিৎ' শক্তিত্রয় অবস্থিত। "হে ভগবান্, গুণবর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদও ক্লেশমিশ্র ভাব নাই"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দ-বিশেষ লক্ষিত হয়, এবং ভগবান্ এই শক্তি দ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষবাদির উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিত্যজ্য—ইহাই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রুত্যর্থসমূহের অন্যরূপ অসঙ্গতি হইলে ফলান্তরের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ একরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ-তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। এইজন্য সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দেপ্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎপ্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্ ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবানে তিন প্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায় যে শক্তি ভগবানকে আনন্দবিধান করেন, তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষবাদির শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কেবল চিদেকানন্দ, এইরূপ নহে। হ্লাদিনীশক্তিই ভগবান্‌কে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনীশক্তিদ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎ-প্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন। (প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫)।

সঙ্কল্প কল্পদ্রুম (ফলনিষ্পত্তি)—শ্রীরাধাদি কৃষ্ণকান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া লীলাশক্তিদ্বারা স্ব স্ব নিত্যবিদ্যমানতা বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করিয়াছিলেন অতএব অনুরাগ বশতঃ অপ্রকাশ্যে কৃষ্ণাবলম্বনের মুখে আসক্তা হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকেই স্পষ্টতঃ স্বীয়পতি বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদিগের মন অতিশয় সুখসুধাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে॥

আহা কি আশ্চর্য্য সুখের বিষয়, এই শ্রীকৃষ্ণ, দেবশত্রু উগ্রসৈন্যগণের প্রিয়তম কংসাদি দুষ্টসকলকে নিধন করিয়া তৎকর্ত্তৃক ক্লিষ্টচিত্ত পিতামাতা প্রভৃতি জন সাধারণকে আনন্দিত করিয়াছেন, এবং "নিজের কান্তাগণের অন্যপতি অর্থাৎ স্বীয়প্রিয়াগণ অপর অভিমন্যু প্রভৃতি-কর্ত্তৃক পাণিগৃহীতা হইয়াছেন"—এই বহির্ম্মুখ লোকাপবাদরূপ দুঃখচয় নিরাশ করিয়া অর্থাৎ নিজেই তাঁহাদিগের পতি হইয়া তত্তৎ বিচ্ছেদ দুঃখ হরণ পূর্ব্বক মায়িক জগতের অদৃষ্টগোচর এই গোষ্ঠে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে সদা বিরাজ করিতেছেন॥

ব্রজরমাগন "পূর্ণা পুলিন্দ্য"-ইত্যাদি শ্লোকে, মহিষীগণ "ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অধিকন্তু ব্রজাঙ্গনাগন "অনয়ারাধিতো নূনং" ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া স্তব করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা কোনও পুরাণে বৈশিষ্ট্য সামান্য প্রযুক্ত অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের একত্বরূপে তর্কিত হয় নাই যেহেতু কথিত আছে— রুক্মিণী দ্বারাবতীতে শ্রেষ্ঠা, শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রেষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধা।

শ্রীরাধার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সর্ব্বদাই কান্ত অর্থাৎ কমনীয় বা শ্রীরাধার বাঞ্ছনীয় হইয়া একান্তগত ও তদায়ত্ত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধামাধব আমার চিত্তমধ্যে প্রেমানন্দ বিস্তার করুন। লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত দেবদেবীগণ যাঁহার অনুগমন প্রার্থনা মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাপ্ত হয়েন না এবং যিনি গোপসকলের পরমবন্ধু, শ্রীনন্দযশোদার স্বীয় অঙ্গজাত, সুবলাদি সখা ও শ্রীরাধাদি ব্রজাঙ্গনাগণের কান্ত, সেই দিব্য-লীলাশালি শ্রীকৃষ্ণ দিবসে সুরভি পালন করিয়া রাত্রিতে মনোহর রাসাদি লীলায় গমন করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগের গতি হউন।

ভ্রমর, ময়ূর, কোকিল ও শুকাদি পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি বনজন্তু; স্বর্ণকার, মালাকার, শিল্পকারাদি জন, পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণ, দাস, দাসী, সুরভীবৃন্দ, কিঙ্করাদ্যাদিবালকগণ, সখাগণ, বলরাম, পিতামাতাদি গুরুবর্গ এবং প্রেয়সীগণ, তন্মধ্যে শ্রীরাধাদি সুলোচনাগণ ইঁহারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পরিবার। আহা! ইঁহাদিগের দর্শনাভিলাষী হইয়া আমি কতদিনে প্রতিদিন ইঁহাদিগকে দর্শন করিব।

অপরিমিত বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া দাম্পত্য-প্রণয়ে অবস্থিত হইয়াছেন, উক্ত শ্রীরাধামাধবযুগল—দূরবস্থিতি সময়ে অবিরত পরস্পর পরস্পরকে ভাবনা করিয়া থাকেন, কোন সময়ে গবাক্ষ দ্বারা উভয়েউ ভয়কে দর্শন করিয়া থাকেন এবং যখন গুরুজন প্রভৃতি সাধারণ জনমধ্যে বিরাজ করেন, তখন ছলক্রমে সখীগণের মধ্যস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া থাকেন। আহা! এই শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে আমি যদি এতাদৃশ শ্রীরাধামাধব যুগলকে নিভৃতে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আর অন্য কি প্রার্থনা রহিল অর্থাৎ আর কিছুই প্রার্থনীয় রহিল না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল—পরস্পর মুহুর্মুহুঃ-আপতিত দুর্ঘটনা উত্তীর্ণ হইয়া দাম্পত্য-প্রণয় ভজনা করিয়াছেন। আহা!' কখনও নিদ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে উভয়ে উভয়ের প্রেমাশ্রুক্লিষ্ট বদন অবলোকন করিতে থাকেন, কখনও সহস্তে নয়ন-যুগল সম্মার্জন করিয়া থাকেন, কখনও বা নাসাগ্র প্রফুল্লিত করিয়া গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিতে থাকেন, কখনও হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন করিয়া পরম সুখে মগ্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধামাধবের সেই মাধুরী :—শ্রীরাধার মাধুরী—গৌর কান্তি দ্বারা ও শ্রীমাধবের মাধুরী—শ্যামকান্তি দ্বারা পরম উজ্জল এবং নেত্রদ্বয়ের বিমল বিলাসোৎসব দ্বারা নিয়ত নৃত্যপরায়ণ হইয়া অশেষ মাদন-কলাদ্বারা বৈদগ্ধ্যযুক্ত ও পরস্পর প্রেমামৃতের পরিমল সমূহে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে—সেই মাধুরী সর্ব্বদা আমার চিত্তকে আক্রমণ করুক অর্থাৎ মদীয় চিত্তে নিরন্তর তাহা স্ফূর্তি হউক॥

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ :—"সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি॥ সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥ হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়। কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥ কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়া'র সহায় যৈছে, শুন বিবরণ॥ কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥ ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥ অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥ বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি। বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ॥ আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ॥ তার মধ্যে ব্রজে-নানা ভাব-রস-ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে॥ গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥ 'দেবী' কহি দ্যোতমানা', পরমা সুন্দরী। কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥ কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে॥ অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা॥ 'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥ কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥ কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। 'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥ জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।

দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥" কৃষ্ণ কহে,—"আমি হই রসের নিদান॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥ আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥ রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত॥ যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য, বক্র ব্যবহার॥ সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥ বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥ **** অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥ এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥ মন্মাধুর্য্য' রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি'। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি॥ *** অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণ সুখ লাগি' মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥ আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥ কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥ তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত। সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥ 'এই দেহ কৈঁলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥ এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ। এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥" আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাঁহার প্রভাব॥ গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটীগুণ॥ গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥ তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ। তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥ এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান। গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান॥ গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥ আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥ গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত॥ এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে। তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে। এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে॥ আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥ গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥ প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি। প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥ *** কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম। নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ, যেন দগ্ধ হেম॥ কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥ গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। প্রেমসেবা-পরিপাটি, ইষ্ট সমীহিত॥ সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥ রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥ কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥ *** কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে। পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ সবে কহে মোরে॥ আমা হৈতে আনন্দিত

হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন॥ আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ আমা হৈতে গুণী- বড় জগতে অসম্ভব! একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ কোটীকাম-জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার॥ মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ॥ যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস। রাধার অধর-রসে আমা করে বশ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ এই মত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥ এই মত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে॥ অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ॥ তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত॥ লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী। তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাসরি॥ দোঁহার সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই॥ দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥

'চিচ্ছক্তি' (অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি), 'জীবশক্তি' (তটস্থশক্তি) ও 'মায়াশক্তি' (বহিরঙ্গা জড়াশক্তি)—"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৩।১-; মঃ ২০।১১১, ১৪৯-৫০); চিচ্ছক্তির তিন রূপ—আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী', চিদংশে 'সম্বিৎ'। ঐ মঃ ৬।১৫৯-৬০)। "অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥" (ঐ মঃ ২০।২৫২)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী:—ভগবানের ত্রিবিধা শক্তি—(১) চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি, (৩) মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি, (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২; ২।৯।৩৩)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ:—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই চারিটি শক্তিমদ্ ব্রহ্মের শক্তি (গোঃ ভাঃ ১।১।১); শ্রীহরির স্বাভাবিকী তিন শক্তি,—(১) 'পরা' স্বরূপশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি, (২) 'অপরা' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি,' (৩) 'অবিদ্যা' বা কর্ম্ম বা মায়াখ্যশক্তি; পরাশক্তি এক হইয়াও 'সম্বিৎ' বা 'জ্ঞান'শক্তি, 'সন্ধিনী' বা 'বল'শক্তি, 'হ্লাদিনী' বা 'ক্রিয়া'-শক্তি নামে প্রকাশিত; পরাখ্যশক্তিবিশিষ্টরূপে শ্রীহরি জগতের 'নিমিত্ত কারণ' এবং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য ও অবিদ্যাখ্য-শক্তিবিশিষ্টরূপে 'উপাদানকারণ' (গোঃ ভাঃ ১।৫ ২৬, বেঃ সূঃ ২।৯-১০)।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের শক্তিতত্ত্ব-বিচার

বৃহদ্ভাগবতামৃতে:—যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব-ধর্ম্মহেতু শ্রীবিষ্ণু আদি অবতার হইতে উত্তরোত্তর মহাবিষ্ণু আদি নানা-সংজ্ঞা সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার নিত্যপ্রিয়া সান্দ্র-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহা মহালক্ষ্মীরও অবতারভেদে নানা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে—সেই মহালক্ষ্মী সর্ব্বদাই তৎপরা হইয়া ভগবদ্-বক্ষঃস্থলেই বাস করেন। তাঁহার অবতার সকলও সর্গাদিস্থিত শ্রীবিষ্ণু আদির প্রিয়ারূপে সমীপেই বাস করিয়া থাকেন। এইস্থলে কৃষ্ণের অবতারবৃন্দের যেরূপ ভগবত্তা তারতম্য, সেইরূপ মহালক্ষ্মীর অবতার

সকলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সেই মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিসকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বসম্পৎ অর্থাৎ লোকপালাদি-বিভূতিরও অধীশ্বরী এবং অনিমাদি সিদ্ধিমতী, সেই ঐশ্বর্য্যপ্রদা দেবীই মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তগণের উপক্ষণীয়া নহেন।

যে লক্ষ্মী চঞ্চলা অর্থাৎ দুর্ব্বাসাদির অভিশাপে ইতস্ততঃ তিরোহিত ও আবির্ভূত হয়েন, সেই লক্ষ্মী হইতে অর্ব্বাচীন নবীন ভক্তগণও ভগবানের অধিকতর প্রিয়, কিন্তু সেই চঞ্চলা লক্ষ্মীও ভগবৎপরিগৃহীতা বলিয়া তাঁহার বক্ষস্থলেই অবস্থান করেন এবং অমৃতমথনাদি কালে শ্রুত হইয়া থাকেন। ভগবৎপরা ও ভগবৎ প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার বক্ষঃস্থলে পরম-স্থিরতর-ভাবে বাস করিয়া থাকেন এবং ভগবানেরই ন্যায় ভক্তসকল-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আরাধিত হইয়া থাকেন। তিনি কোন-ক্রমেই উপেক্ষণীয়া হইতে পারেন না।

মহালক্ষ্মী যেরূপ ভগবানের প্রিয়া, ধরণীদেবীও তদ্রূপ ভগবানের প্রিয়া এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহা। এইরূপ শিবদুর্গাদিও ভৈরবচামুণ্ডাদি দেবতাগণকেও ভগবানের শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

ভগবচ্ছক্তি কোনস্থলে মহাবিভূতি শব্দেতে কোনস্থলে বা যোগমায়া শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি সান্দ্র সচ্চিদানন্দ বিলাসের বৈভবস্বরূপা, নিত্যা, সত্যা, অনাদি, অনন্তা, অনির্ব্বচনীয়স্বরূপা অর্থাৎ দুর্ব্বিতর্ক্যা। সেই শক্তিই ভগবদ্ভজনানন্দের বৈচিত্রী অর্থাৎ নানা মধুরাশ্চর্য্য-প্রকারের আবির্ভাবয়িত্রী। সেই শক্তি তাদৃশ ভক্তিরও বিবিধ রসবিশেষের আবির্ভাবন করিয়া সর্ব্বদাই নব-নব মধুর-মধুর ভজনানন্দ বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই শক্তি, অদ্বিতীয় এবং পরব্রহ্মরূপ সেই ভগবানের বিবিধরূপসমূহের এবং তত্ত্বতঃ একত্ব অনেকত্বাদির, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির, বিচিত্রলীলা-প্রকারাদির সর্ব্বদা সত্যতা আবির্ভাবন করিয়া থাকেন।

সেই শক্তি প্রভাবেই শ্রীশেষ-গরুড়াদি ভক্তবৃন্দের, শ্রাবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তির, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের, কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদাচরিত সকলেরও সেই সেই বিশেষ বৈচিত্রী সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ-ভক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধ সেবকগণই সেই শক্তি ও শক্তির চেষ্টা অবগত হইতে পারেন। শুষ্ক-দুস্তর্ক-গুণে যাঁহাদের মানস কলুষিত হইয়াছে তাহারা সেই শক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

উক্ত প্রকারা সেই মহাশক্তি "পরা ও অপরা"-এই শক্তিদ্বয় মধ্যে পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ স্তুতিতে যে অপরা নাম্নী শক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, উহা জড়রূপা। পরা-নাম্নী-শক্তি বাক্য ও মনের অগোচরা, কারণ এই পরাশক্তি জাতি, গুণ, ক্রিয়াদিরূপ বিশেষণ রহিতা ও পরব্রহ্ম-স্বরূপা, কিন্তু এই পরাশক্তিই সর্ব্বভাসকত্ব বলে জ্ঞানী এবং জ্ঞান এই উভয়কে বাহ্য ঘটপটাদির ন্যায় প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এবং ইঁহারই তর্ক-বিতর্ক-সামর্থ্যের অনধিকৃত অসাধারণ মহত্ত্ববলেই কেবল-জ্ঞাননিষ্ঠ-জ্ঞানিগণের জ্ঞান সঙ্কোচিত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ-ভক্তি-ভাগ্‌গণই চিত্তদ্বারা উঁহাকে অবগত হইতে পারেন। ঐ শক্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপভূতা বলিয়াই জানিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরেরই ন্যায় উঁহাতে নিত্যত্বাদি ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, এই জন্যই তাঁহাকে "ঈশ্বরী" এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই শক্তিই ঈশ্বরাদির নানাবিধ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত শ্লোকে যে 'পরা' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ "চিদ্বিলাসরূপা"। পৌরাণিক সকল ইহাকে প্রকৃতি বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন, কারণ এই শক্তিই ভগবানের স্বাভাবিকী অর্থাৎ সহজা।

সেই পরাখ্য শক্তির তৎকৃত অর্থের অর্থাৎ কার্য্যের ভেদে বহুবিধ অংশ (ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, ভক্তি, ভক্ত-ভজনাদি বিষয়ক রস, ভাব ও রূপাদিভেদেও উক্ত শক্তির বহুবিধ ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদি ভেদেও তত্তৎ কারণরূপা শক্তির বিবিধ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই পরাশরাদি ইঁহার বহুত্ব বর্ণন করিয়াছেন।

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভূতানমচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। যতোঽতোব্রহ্মণস্তাস্তু স্বর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥" শ্রীধরস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মণিমন্ত্রাদির শক্তিসকল অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর অর্থাৎ কার্য্যের অন্যথানুপপত্তিরূপ প্রমাণের প্রমেয়স্বরূপ। অথবা অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্নাভিন্নত্বাদিরূপ বিকল্পসমূহদ্বারা যাহার স্বরূপ নিশ্চিত হইতে পারে না, কেবল অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারাই প্রমিত হইয়া থাকে। জড়েতেও যেরূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুরও অগ্নির দাহকত্ব শক্তির ন্যায় সর্গাদির হেতুভূতা ভাবশক্তি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসকল বর্ত্তমান আছে। শ্রুতি যথা— অগ্নির উষ্ণতা শক্তির ন্যায় সমস্ত ভাবেরই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরশক্তি আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সেই শক্তিসমুদয়, স্বরূপ হইতে অভিন্ন। মণিমন্ত্রাদি-প্রভাবে অগ্নির উষ্ণতাদি বিহত হইয়া যায় কিন্তু তাঁহার (ব্রহ্মের) শক্তিসমূদয় কোন প্রকারেই বিহত হইবার যোগ্য নহে, অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিত্য ও নিরঙ্কুশ। তথাচ শ্রুতিঃ—"সদা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ ত্রিগুণময়ী মায়া, চিদ্বিলাসরূপা সেই শক্তির ছায়া। মায়াই মিথ্যারূপ প্রপঞ্চের অর্থাৎ কার্য্যকারণের জননী। কারণ মায়া মিথ্যাভূতা এবং মিথ্যা-ভ্রান্তিরূপতমঃস্বরূপা। উক্ত মায়া অনিরূপ্যা অর্থাৎ "এইরূপ" এই প্রকারে যাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা বলিয়া যাহাকে আত্মা বলা যায়। এই মায়াই জীবের সংসারকারিণী॥

যে মূর্ত্তিমতী মায়া অষ্টম আবরণের অধিষ্ঠাত্রী (অধিকারিণী)। কার্য্যস্বরূপ বিকারের অসংযোগ তাহাকে প্রকৃতিও বলা যায়, কারণ প্রকৃতি বিকৃতির প্রতিযোগিণী। যাহাকে অতিক্রম করিলেই মুক্তি ও ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মিথ্যা এই বিশ্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে।

শক্তি দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা স্থির ও সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, কর্দ্দম ও সৌভরি আদির তপোযোগ-জনিত বিমান ও অট্টালিকাদি। যোগীশ্বর সকলও যাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তপস্যাদি সমগ্র সৎকর্ম্মের একমাত্র ফলপ্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণের সেই শক্তি দ্বারা যাহা জনিত হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই নিত্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত, যথা—পশুপক্ষিকীটাদি। প্রাণিমধ্যে মনুষ্যগণই হিতাহিত-বিবেক-বিশিষ্ট। সেই মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ সদাচারবান্ এবং বিচারবান হইয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে বহুলোকই অর্থ-কামপরায়ণ; ধর্ম্মপর হয়েন না। যদি কেহ ধর্ম্মপর হয়েন তাহারা যশোলিপ্সাদি-হেতুই ধর্ম্মাচরণ করেন। লোকমধ্যে অল্প লোকই স্বর্গপ্রাপকধর্ম্মে রত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অল্প লোকই নিষ্কাম-ধর্ম্মে রত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কেহ রাগশূন্য অর্থাৎ অন্তর্বৈরাগ্য-যুক্ত মুমুক্ষু হইয়া থাকেন। তথাপি কামত্যাগেই পরম-মহাফল উৎপন্ন হয়। যাহাদের বৈরাগ্যযুক্ত কর্ম্মকারিত্ব, তাঁহাদের অন্তরে রাগের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হংসাখ্য অর্থাৎ যোগাভ্যাসনিষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরমহংস অর্থাৎ প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত। তন্মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান হইয়া প্রারব্ধভোগ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সিদ্ধ-মুক্তগণ মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তিপর হইয়া ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। তাঁহারাই মহাশয় অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি-গম্ভীরাভিপ্রায়। ভগবদনুগ্রহ বলেই মোক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন।

অর্থ-কাম-মোক্ষ ও ভক্ত্যাদির সাধনসকলের উত্তরোত্তর অল্পতা, তজ্জ্ঞাপকশাস্ত্রসকলের এবং বচনসকলের অল্পতা জানিতে হইবে। ফলকথা ভক্তিশাস্ত্র পরমগোপ্য ও স্বল্পতর, তন্মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ প্রেমভর শাস্ত্রের ও ভক্তের পরম দুর্ল্লভত্ব জানিতে হইবে।

যে সকল ভক্ত মুক্তি-সুখকে তুচ্ছ জানিয়া সেবা সুখকে বহুমানন করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন তাঁহারা

প্রধানতঃ পঞ্চবিধ। যথা—জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুরভক্ত। সকলেই ভক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ফলগত তারতম্য দেখা যায়।

(১) জ্ঞানভক্ত :—ভগবান্ ও ভক্তিমহিমাদিজ্ঞানসহকৃত সেবাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শব্দের অর্থ, যথা—শ্রীভরতরাজা প্রভৃতি। ২) শুদ্ধভক্ত—কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা অসংস্পৃষ্টা। ভক্তিমাত্রকামী শ্রীঅম্বরীষাদি রাজগণ। (৩) প্রেমভক্ত—সপ্রেমভক্তিযুক্ত শ্রীহনুমানাদি। (৪) প্রেমপরভক্ত—ভক্তিতে আসক্তিশূন্য, প্রেমৈক-তাৎপর্য্যযুক্ত, সৌহৃদ্যাদিশৃঙ্খলে আবদ্ধ যুধিষ্ঠিরাদি। (৫) প্রেমাতুরভক্ত—প্রেমবিহ্বল, সৌহৃদ্যাদিসম্বন্ধোৎকৃষ্ট উদ্ধবাদি যাদবগণ।

ভক্তি-তারতম্য-বিচারে শ্রীব্রহ্মাদি অপেক্ষা শ্রীশিব, তদপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদ, তদপেক্ষা শ্রীহনুমান, তদপেক্ষা পাণ্ডবগণ, তদপেক্ষা যাদবগণ, তদপেক্ষা শ্রীউদ্ধব, তদপেক্ষা শ্রীব্রজবাসীগণ, তন্মধ্যে মধুররসাশ্রিতা ব্রজদেবীগণ, সর্ব্বোপরি শ্রীরাধা।

প্রেমাতুর শ্রীউদ্ধব বারম্বার মস্তকদ্বারা ভূমিস্পর্শ-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নন্দব্রজরমণীগণের পদরেণু বারম্বার "আসামহো চরণরেণুজুষামহং" ইত্যাদি শ্লোকে বন্দনা করেন।

যিনি হরিপ্রিয়া বলিয়া খ্যাতা সেই শ্রীরুক্মিণী দেবীও গোপীগণের সৌভাগ্যগন্ধও লাভ করিতে পারেন না। "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ ইত্যাদি" শ্লোকে 'শ্রী' শব্দে রুক্মিণীই উদ্দিষ্টা। অতএব লক্ষ্মী হইতেও রুক্মিণী শ্রেষ্ঠা সুতরাং গোপীগণের মাহাত্ম্য লক্ষ্মী হইতেও অধিকাধিক। সেই শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের আশায় পিত্রাদিদেয়ত্ব এবং লজ্জাদিরূপ কুলীনকন্যার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভগবৎপ্রযুক্ত নর্ম্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মৃততুল্য হইয়াছিলেন। স্বর্গদেবীর ন্যায় নারীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা কালিন্দী সত্যভামাদি সপ্তমহিষী এবং রোহিণী প্রভৃতি যে অন্যান্যা মহিষী, ইঁহাদের কি কথা? মহিষী শিরোমণি রুক্মিণীও যে গোপীমাহাত্ম্যে পরাজিতা হইয়াছেন, অন্যান্য সকলে যে পরাভূতা হইবেন, ইহাতে বক্তব্য কি?

কৌরবেন্দ্র পুরনারীগণের বর্ণনা :—"শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ নিশ্চয়ই জন্মান্তরে ব্রতস্নানাদি ও ভগবদর্চ্চন করিয়াছিলেন। সেই মহিষীগণ বারম্বার অধরামৃত পান করিতেছেন ইত্যাদি," পরমসাধ্বী কুলনারী সকলের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি হইতেও গোপীগণের পরমোৎকর্ষও বর্ণিত হইয়াছে। কারণ মহিষীগণ অনায়াসেই পান করিতে পারেন, কিন্তু গোপীগণ সেই অধরামৃতের স্মরণমাত্রেই প্রেমভরে মোহিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি নন্দযশোদাদির ভাবদ্বারাই শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি প্রায়ই শ্রীগোপীসদৃশভাব দ্বারাই সর্ব্বথা মনোরথ পূরণ হয় বলিয়া ফল বিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই গোপীদের উৎকর্ষবিশেষ বর্ণিত হইল।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর উক্তিতেও—"গোপীগণ ইহলোকে ও পরলোকের সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষা-রহিত ও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদিরূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাস সকল দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা উত্তমোত্তম বহুবিধ সাধন দ্বারা সাধ্য ও চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা চিন্তনীয় শ্রীকৃষ্ণে অসাধারণ প্রেমলাভ করিয়া উৎকৃষ্ট সাধনের ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদি-ব্যগ্রচিত্তা; আমরা পতিভাবে গৌরবান্বিত হইয়াই তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক এবং উৎকৃষ্ট হওয়াই উচিত; উক্ত ভাবও আমাদিগের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু প্রশংসনীয়ই; কারণ, উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনাধীনত্বরূপমাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামা-প্রতি বাক্য :—"তুমি ইতিপূর্ব্বে রুক্মিণীর পারিজাত প্রাপ্তিতে যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ ব্রজবাসীদিগকে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণয়পাত্র দেখিয়া তদ্রূপ মান করিয়াছ। আমি যে ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী, তাহা তুমি কি জান না?

তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসীগণ আপনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই এখনই আমি তাহাই করিব। ব্রহ্মার প্রামাণিক বাক্য—"আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ, অতএব আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী'' ইহা কখনই মিথ্যা নহে।

যদিও আমি তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে যাই ও বাস করি, তথাপি তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য লাভ হইবে না, ইহাই আমার ধরণা। তাঁহারা আমাকে দর্শনমাত্র প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিহ্বল ও মোহিত হইয়া দেহদৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তদবস্থায় আপনাকেও অনুসন্ধান করেন না, অন্যের কি কথা!

আমাকে দেখিলেও তাঁহাদের মদ্বিরহজন্য দুঃখের শান্তি হয় না; কারণঃ, আমার বিচ্ছেদচিন্তায় আকুলচিত্ত ব্রজবাসিদিগের সুখের নিমিত্ত আমি যে কিছু মধুর বিহারাদির অনুষ্ঠান করি, তৎসমুই তাঁহাদিগের ঐ দুঃখকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া তুলে। আমি তাঁহাদিগের অদৃশ্য হইলে, তাঁহারা কখন প্রদীপ্ত বিরহানলে বিহ্বল হয়েন, কখন মৃতবৎ অবস্থান করেন, কখন উন্মাদাভিভূত হইয়া বিবিধ মধুরভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন।

তাঁহারা আমার বর্ণসদৃশ তিমিরপুঞ্জাদি যাহা কিছু অবলোকন করেন, তাহাকেই মদ্‌বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অতএব আমার ব্রজে অবস্থান ও অনবস্থান উভয়ই সমান দেখিয়া তথায় গমন করিতেছি না। তবে তোমাদিগকে বিবাহ করিবার কারন,—পূর্ব্বে মথুরায় অবস্থানকালে গোপীদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইলে, আমার বিবাহের ইচ্ছাই ছিল না।

রুক্মিণী আমাকে না পাইলে প্রানত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, এই বিজ্ঞাপন করিয়া, আর্ত্তিপত্র প্রেরন করেন। সেকারন এবং জরাসন্ধাদি দুষ্ট রাজকুলের দর্প চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি। এই রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া আমার গোপীগণের স্মৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শোকার্ত্ত ও ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলাম। তখন মৎপ্রাপ্তিকামনায় কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা অষ্টোত্তরশতাধিকষোড়শসহস্র গোপাঙ্গনার সহিত তোমাদের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়া মনকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য, আমি এইস্থানে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি। আমার সেই সকল মহাসুখ ও মহামহিমা আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজোচিত ব্রজস্থানেই গমন করিয়াছে। আমি সেই সেই মহামোহন লোকগণের সঙ্গে চিত্রাতিচিত্র রুচির বিহার-সমূহদ্বারা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া রাত্রিদিবস জানিতে পারি নাই।

আমি ব্রজে বাল্যক্রীড়াকৌতুকসংস্কারেই প্রধান প্রধান দৈত্যের বধসাধন করিয়াছি, বামকরে গোবর্দ্ধন গিরিবর ধারন করিয়াছি। আমি ব্রজে এরূপ সন্তোষার্ণবে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দন করিলে তাঁহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণ দুঃখজনক বোধ করিয়া দেবকার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমি ব্রজে অপূর্ব্বরূপ, বেশ ও বংশীরবামৃত দ্বারা ব্রজবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, অখিল বিশ্বসংসারকেই প্রেমে মত্ত ও বিমোহিত করিয়াছিলাম। সেই আমি এখন আপনার জ্ঞাতি এই যাদবগণকেও পরিহাস, ক্রীড়া ও উৎসবাদি দ্বারাও সেই ভাব প্রাপ্ত করাইতে পারি না। এখানে তোমার ন্যায় মানিনীর মানভঞ্জন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় প্রিয় মুরলীকে ত্যাগ করিয়াছি।"

গোপসকল স্ব স্ব দেহ, দৈহিক এমনকি আত্মা পর্য্যন্তও কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। নিজ আচারবিচারেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহ পর উভয়কালেরই নৈরপেক্ষ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্য সেই গোপগণ স্ব স্ব ভার্য্যাদিগকেও কৃষ্ণপ্রিয়াবোধে প্রণাম করিতেন। পরমভগবতী অর্থাৎ মহালক্ষ্মী এবং রুক্মিণী-আদি হইতেও শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাদি ভগবৎপ্রেয়সীবর্গ, পতিপুত্রাদি লোকসকল, ধর্ম্মসকল এমনকি লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশুকোক্তিঃ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অশ্রুকণ্ঠে দোহনে, অবহননে, মথনে, উপলেপনে,

হিন্দোলে, সেচনে, মার্জ্জনাদিতে শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়া থাকেন। এইরূপে যাঁহাদের চিত্ত উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গমন করিয়াছে সেই ব্রজাঙ্গনাগণই ধন্যা।

রাসক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্হিত হইলে গোপীদিগের আর্ত্তনাদে পুনঃ আবির্ভূত হইয়া গোপীগণের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দানান্তে বলিয়াছিলেন। হে গোপি! আমি দেবগণের আয়ুঃপরিমাণকালেও যাঁহারা নিরবদ্যসংযুক্ অর্থাৎ সর্ব্বনৈরপেক্ষা, কাপট্যাদি-দোষস্পর্শ-রাহিত্য নির্ম্মল-প্রেমবিশেষরূপে নির্দ্দোষসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকারে অসমর্থ। কারণ তোমরা দুর্জ্জয় গেহ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা আমার এই ঋণ পরিশোধ হউক। আমি তোমাদিগের নিকট চিরঋণী রহিলাম।

শ্রীউদ্ধব-প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য :—হে উদ্ধব! তুমি ব্রজে গমন করিয়া গোপী-সকলের আমার বিয়োগ-জনিত যে আধি, তাহা নিজচাতুর্য্যদ্বারা উপশমিত না করিয়া আমার সন্দেশ অর্থাৎ বাচিক দ্বারাই উপশমিত করিবে। নন্দ-যশোদা অপেক্ষা গোপী সকলেরই বিয়োগাধি প্রবল। সেই গোপীসকল আমাতেই মনপ্রাণ অর্পন করিয়াছেন। যাঁহারা আমার জন্য লোকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সুখেতে বর্দ্ধিত করিয়া থাকি। সংসারের মধ্যে প্রিয়—পতি-পুত্রাদি, তদপেক্ষা—দেহ, তদপেক্ষা—প্রাণ, তদপেক্ষা—ধর্ম্ম, তদপেক্ষা—প্রেমফলা ভগবদ্ভক্তি, এই সকল প্রিয়তমের মধ্যে আমি তাঁহাদের পক্ষে প্রিয়তম, এতাদৃশ আমি দূরস্থ হইলে গোকুলাঙ্গনাগণ আমাকে স্মরণপূর্ব্বক উৎকণ্ঠাবিহ্বল হইয়া বারম্বার মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই বল্লভীগণ আমাতেই আত্মা সমর্পন করিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহারা এই বিরহতাপে দগ্ধ হয়েন নাই। আমি তাঁহাদের আত্মা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছি। তাঁহারা আমার প্রত্যাগমন সন্দেশ অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিয়াই আছেন। তাঁহারা বিগাঢ় অনুরাগহেতু বিয়োগজনিত তীব্র মনোব্যাথা-যুক্ত হইয়া অন্য কোন সুখকর পদার্থ অবলোকন করেন নাই।

আমি বৃন্দাবনে অবস্থান করিলে সেই গোপাঙ্গনাগন তাঁহাদের প্রিয়তম-স্বরূপ আমার সহিত সেই রাত্রি-সকলকে ক্ষণকালের তুল্য গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিচ্ছেদে ক্ষণপরিমাণ কালও কল্পতুল্য জ্ঞান করিতেছেন। ইহাই প্রগাঢ়তম প্রেমের লক্ষণ।

যেরূপ সমাধিপ্রবিষ্ট মুনিসকল এবং সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট নদীসকল স্বীয় নাম-রূপ অবগত হইতে পারে না তদ্রূপ সেই ব্রজাঙ্গনাগণ আমার প্রতি নিত্য-বদ্ধবুদ্ধি হইয়া পতিপুত্রাদি আত্মা অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ বা ক্ষেত্রজ্ঞ, অবগত হইতে পারেন না। তজ্জন্যই তাঁহারা ইহলোকে বা পরলোকের অনুসন্ধান করেন না।

সেই গোপীসকলের অভীষ্টসিদ্ধ্যাদির মাহাত্ম্য কি বর্ণনা করিব? তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া পুলিন্দী প্রভৃতি বন্যনারীগণও পরম দুর্লভ গতি লাভ করিয়াছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞানরহিত হইয়াও তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে জারভাবে (উপপতি-ভাবে) ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব ব্রজে গমন করায় তাঁহাদের বিরহ শান্তি না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইল। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধব বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন, এতাদৃশ গম্ভীর প্রেম কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি প্রণাম করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—"এই গোপ-বধূগণ ব্রজে মহালক্ষ্মী-স্বরূপা। ইহারাই পৃথিবীমধ্যে সফল-জন্মা। কারণ সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীগোবিন্দে ইঁহাদের ভাব রূঢ় হইয়াছে। সেই ইঁহারা অনিন্দ্যপুরুষে অতীব-প্রেমবতী। ইঁহাদের সঙ্গ-প্রাপ্তি-বিষয়ে আমার কোন যোগ্যতা নাই। কেবল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরম-করুণাবলেই সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ইঁহারা স্ত্রীলোক, নির্জ্জনতর শ্রীবৃন্দাবনে (বনচরী) বাস করিয়া বিরহবৈকল্যে ইতস্ততঃ পরম দুর্গমে ভ্রমণ করিয়াও শ্রীনন্দব্রজের মহালক্ষ্মী-স্বরূপ, তাদৃশ রমণীগণ কোথায়? আর নিয়ত নগরবাসে পরমসুখী বৃন্দাবন-ভ্রমণে অশক্ত প্রেম সম্পত্তির অভাব-যুক্ত আমাদের মত লোক সকলই বা কোথায়? অতএব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং

প্রাদুর্ভূত প্রেম-বিশেষ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আমি বিবেচনা করি, উপযুক্ত ঔষধরাজের ন্যায় পরমস্বতন্ত্র ঈশ্বর অল্পমাত্র ভজনশীল অজ্ঞানীকেও শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাকেন।

রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা কৃষ্ণকণ্ঠ গ্রহণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসাদ লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন নাই। পদ্মগন্ধযুক্ত অপ্সরাগণও তাঁহা প্রাপ্ত হয়েন নাই, অন্য নারীর কথা কি বর্ণনা করিব?

এই বৃন্দাবনে গোপীসকলের চরণরেণু সেবন করে, এতাদৃশ তৃণগুল্মাদির মধ্যে কোন রূপে জন্মলাভ করিতে প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, গোপীগণ স্বজন, পতিপুত্রাদি এবং বেদানুমোদিত সদাচার যাহা শ্রুতি সকলের দুর্লভ পদার্থ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও মুকুন্দের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন।

"যে গোপীগণ রাসক্রীড়ায় লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও যে গেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক আত্মায় অর্চ্চিত সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে গোপিকাদের মুখনিঃসৃত উচ্চ-হরিকথা-গীত, অথবা যাঁহাদের মাহাত্ম্য-সম্বলিত হরিকথা-গীত ভুবনত্রয় পবিত্র করিয়া থাকে, আমি সেই নন্দ-ব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু বারম্বার বন্দনা করি।"

মক্ষিকা যেরূপ নিজ মুখে মেরুকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ গোপীদিগের কোন একজনেরও মহিমা এই মুখে বর্ণনা করা অসম্ভব। অহো! শ্রীশুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদির নাম সকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতিবিস্তৃত, সর্ব্ববিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানন্দশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাদিগের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া, তিনি কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে গ্রহণ করিতে পারেন না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধাদির নাম উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীরূপ প্রভুর শক্তিতত্ত্ব বর্ণন। (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)—শ্রীভক্তামৃত

মুকুন্দের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক, তদীয় ভক্তবর্গের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক, নতুবা দুস্তর অপরাধ হয়। যথা পদ্মপুরাণে—"শ্রীহরির সেবার পর মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, উপরিচর বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদাদি ভক্তগণের সেবা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য, অন্যথায় ঘোরতর অপরাধ হয়। তদ্রূপ হরিভক্তি সুধোদয়—"যাঁহারা গোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চন না করে, সেই সকল দাম্ভিক ব্যক্তি বিষ্ণুর অনুগ্রহভাজন নহে।" পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"হে দেবি! সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তদীয় ভক্তগণের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।" "যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চনা করে না, সে ভাগবত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবে না, কেবল দাম্ভিক অর্থাৎ ছলধর্ম্ম-যুক্ত বা 'বিষ্ণুবঞ্চক' বলিয়া সংজ্ঞিত হইবে।" আদি পুরাণেও—"হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত কিন্তু আমার ভক্তের পূজা করে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমার ভক্ত নহে; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভাঃ ১১।১৯।২১—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

প্রহ্লাদঃ—মার্কণ্ডেয়াদি-ভক্তগণের মধ্যেও প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু স্কন্দ-ভাগবতাদি পুরাণে তাঁহার মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা স্কন্দপুরাণে রুদ্রবাক্য—শুদ্ধভক্তই তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, আমি জানিতে পারি নাই। সকল হরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ অতি মহত্তম।" ভাঃ ৭।৯।২৬—"হে পরমেশ্বর! তমোবহুল অসুরকুল হইতে রজোগুণজাত আমিই বা কোথায়, আর তোমার কৃপাই বা কোথায়? যেহেতু যে পদ্মকর-

প্রসাদ কখনও ব্রহ্মা, শিব, এমন কি রমাদেবীর মস্তকেও অর্পিত হয় নাই, তাহা আজ আমার মস্তকে অর্পিত হইল ! (ভাঃ ৭।১০।২১) শ্রীনৃসিংহদেবের উক্তি—"তোমার অনুগত ব্যক্তিগণই আমার ভক্ত তুমি আমার সকল ভক্তগণের মধ্যে উপমাস্থল অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" (প্রহ্লাদ প্রতি)।

পাণ্ডবগণ ঃ—এতাদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ যথা—(ভাঃ ৭।১০।৪৮-৫০ ও ৭।১৫।৭৫-৭৭) যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদ-বাক্য—"অহো ! নরলোকে তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান্, কারন তোমাদিগের গৃহে মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করিতেছেন জানিয়া জগৎ-পবিত্রকারী মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদিগের গৃহে আগমন করিতেছেন। যাহা হইতে মহদ্‌গণের অন্বেষণীয়, বিশুদ্ধ মোক্ষানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, সেই পরমব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলেয় আত্মা, পূজ্য, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা। শিব-ব্রহ্মাদিও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না, সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ মৌন অর্থাৎ ধ্যান, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি ও উপশম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমদ্বারা পূজিত হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

শ্রীস্বামিপাদ দ্বারা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে—"অহো ! যিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াছেন, সেই প্রহ্লাদের কি সৌভাগ্য !" এইরূপে বিষাদগ্রস্ত রাজাকে 'যূয়ং' ইত্যাদি তিন শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন। এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থও শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম বাস করিতেছেন না, তাঁহার দর্শনার্থ মুনিগণ যাইতেছেন না। আর পরমব্রহ্ম প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান নহেন, পরমব্রহ্ম স্বয়ংও প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই ; অতএব হে পাণ্ডবগণ ! প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমরাই অতিশয় ভাগ্যবান্।" ইহাই নারদের অভিপ্রায়।

যাদবগণ ঃ—পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা :—সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে অবস্থানে মমতাতিশয়-নিবন্ধন কতিপয় যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। যথা—(ভাঃ ১০।৮২।২৮,৩০) ভীষ্ম-দ্রোণাদির উক্তি—"হে ভোজরাজ উগ্রসেন ! আপনারাই ইহ জগতে মানবগণমধ্যে সার্থকজন্মা, কারণ আপনারা যোগিগণেরও দুর্ল্লভ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদের সর্ব্বদা দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, প্রেমালাপ, শয়ন, উপবেশন, ভোজন, বিবাহসম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। (প্রবৃত্তিমার্গীয় মানবগণের স্বর্গাপবর্গের প্রতি বিতৃষ্ণা-কারী ভক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিষ্পাপচরিত্র আপনাদের গৃহে বর্ত্তমান। (সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই সার্থকজন্মা)। সেই হেতু কৃষ্ণৈকগত যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান ও ভোজনাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মসত্তা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।

শ্রীউদ্ধব ঃ—যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার অদ্ভুত মহিমা শ্রুত হয়, সেই শ্রীমান্ উদ্ধব সকল যাদব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যথা ভাঃ ১১।১৪।১৫—"হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম—পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী, এমন কি আমার নিজ-বিগ্রহও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে।" অতএব (শ্রীকৃষ্ণোক্তি)—"হে উদ্ধব ! ভাগবতগণের মধ্যে তুমিই আমি অর্থাৎ আমি উদ্ধবস্বরূপ।" বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীউদ্ধবের সর্ব্বোত্তমা ভক্তি। যথা ভাঃ ৩।২।২—"যে সময়ে উদ্ধবের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তিনি প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ মাতৃদেবী-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পূজায় ব্যাপৃত থাকায়, ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।" ভাঃ ৩।৪।৩১ শ্রীভগবদ্বচন—"প্রাকৃত গুণ যাঁহাকে কোনরূপ পীড়া প্রদানে সমর্থ হয় না, সেই প্রভু উদ্ধব কোন অংশেই আমাপেক্ষা ন্যূন নহেন। উহার অর্থ 'যদগুণৈঃ'—যে উদ্ধবের গুনসমূহে, আমি প্রভু হইয়াও, 'ন অর্দ্দিতঃ'—যাচিত হই নাই। অথবা 'যৎ'—যেহেতু, উদ্ধব 'গুণৈঃ'—সত্ত্বাদি গুণ-কর্ত্তৃক, 'ন অর্দ্দিতঃ' পীড়িত হন নাই, অর্থাৎ তিনি গুণাতীত। তাঁহার কারণ, তিনি 'প্রভুঃ' অর্থাৎ ভক্তিরসাস্বাদে সমর্থ।

ব্রজগোপীগণ :—উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজগোপীগন শ্রেষ্ঠা। এতাদৃশ উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী। যেহেতু, এই উদ্ধবও ইহাদিগের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—ভাঃ ১০।৪৭।৫৮উদ্ধবোক্তি—"কেবল এই নন্দব্রজস্থিত গোপীগণই দেহ-ধারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করিয়াছেন। যেহেতু শৌনকাদি মুমুক্ষু, নারদাদি মুক্ত এবং কৃষ্ণসঙ্গী আমরা (ভক্তগণ) যে ভাব বাঞ্ছা করিয়া থাকি অথচ প্রাপ্ত হই না, অখিলাত্মা গোবিন্দে ইহাদের সেই অধিরূঢ় মহাভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কথারসিকগণের পক্ষে ব্রহ্মজন্মসমূহের অর্থাৎ বিপ্রসম্বন্ধীয় শৌক্র, সাবিত্র, যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্মেই অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মেই বা কি প্রয়োজন? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম, অথবা যাহাদিগের অনন্ত-কথায় অনুরাগ নাই, তাহাদিগের চতুর্ম্মুখ জন্ম হইলেই বা কি হইবে?"

শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণেও ভৃগ্বাদির প্রতি শ্রীব্রহ্ম-বাক্য :—"আমি পুরাকালে নন্দব্রজস্থিত গোপীগণের চরণ-রেণু লাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদিগের পদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।"

ভৃগ্বাদি বাক্য—"আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও যদি বৈষ্ণবগণের পদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নারদাদি বহু বৈষ্ণব বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদিগের চরণরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যে গোপীগণের পদরেণু গ্রহণ করিতেছেন ইহাতে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। হে প্রভো! ইহার কারণ বলুন।"

শ্রীব্রহ্মার বাক্য—"হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীদিগকে সামান্যা স্ত্রী বলিয়া মনে করিও না। তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রহ্মা—আমরা কখনই তাঁহাদিগের সমান হইতে পারি না।"

আদিপুরাণেও শ্রীঅর্জুনের বাক্য—"হে প্রভো! ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ কোন্ ভক্ত আপনার মর্ম্ম জানেন, কোন্ ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুল প্রেম?"

শ্রীভগবানের বাক্য—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী দেবী এবং আমার আত্মস্বরূপও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে, গোপীগন আমার যাদৃশ প্রিয়তম। হে পরন্তপ! মুনিগন, যোগীগণ বা রুদ্রাদি দেবগণও আমাকে সেইরূপ জানিতে পারেন না, যেরূপ গোপীগন আমাকে জানে। আমি তপঃসমূহ, বেদসমূহ, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) আচারসমূহ এবং বিদ্যাদ্বারা বশীভূত নহি। আমি কেবল প্রেমদ্বারা বশীভূত; তাঁহার প্রমাণ গোপীগণ অর্থাৎ আমি কেবল গোপীগণের প্রেমে বশীভূত। ভূতলে আমার কত কত না ভক্ত ও অনুরক্ত আছেন, কিন্তু গোপীগণ আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তম।

হে পার্থ! গোপিকাগনই মাত্র আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা ও আমার মনোগতভাব জানে; সেই সকলের মর্ম্ম অন্য কেহ অবগত নহে। হে পার্থ! যে গোপীগন তাহাদের নিজাঙ্গ ও আমার জ্ঞানে সম্যগ্‌রূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক নিগূঢ় প্রেমভাজন আমার আর কেহ নাই।" শ্রীউদ্ধব যে গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য বাঞ্ছা করেন এবং তাঁহাদের পদরেণুসিক্ত তৃণজন্ম যাজ্ঞা করেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাহাই (ভাঃ ১০।৪৭।৬১ বর্ণিত হইয়াছে—"যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিসমূহের অন্বেষনীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো! আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি-স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

অতএব কৃষ্ণোপাসক জনগন অগ্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া প্রসাদী পুষ্পাদিদ্বারা ব্রজসুভ্রূগণের অর্থাৎ গোপীগণের অবশ্যই সেবা করিবেন।

শ্রীরাধা :—সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সে ক্ষেত্রেও সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা অতিবরীয়সী; তাঁহার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পুরাণ-আগমাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে—শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সকল গোপীগণমধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত

বল্লভা। আদিপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"হে পার্থ! যে স্থানে বৃন্দাবন অবস্থিত, ত্রৈলোক্য মধ্যে সেই পৃথিবী ধন্যা, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম অবতীর্ণ হওয়ায় পৃথিবী ধন্যা। তন্মধ্যে সেই শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকা সকল ধন্যা, আবার তাঁহাদিগের মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধা-নাম্নী গোপী ধন্যতমা।

সত্ত্বগুণী কর্ম্মিগণ (কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ) অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত চিদনুশীলনকারী জ্ঞানিগণ ভগবানের ব্রহ্মাখ্য সামান্যাবির্ভাবসাম্মুখ্যাৎ) শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞান-বিমুক্ত একান্ত অপ্রাকৃত শ্রীসনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তাদৃশ সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা শ্রীনারদাদি একান্ত প্রেমনিষ্ঠভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর শ্রীকুণ্ড শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন? অন্যান্য ভক্তসেবিগণের (সাধকভক্তগণের) কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের (শ্রীনারদাদি) পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, ভক্তিপূর্ব্বক এই রাধাকুণ্ডে একবারমাত্র স্নান করিলেও সেই কুণ্ড তাহা অনায়াসে প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন-পরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয়গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিতের ভজন-চাতুরী॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—মধুরা, নবীন-বয়সযুক্তা, চঞ্চল-নেত্রা, উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, রমণীয়-বাগ্-বিশিষ্টা, নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, চতুরা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যযুক্তা, গাম্ভীর্য্যময়ী, সুবিলাসযুক্তা, পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী তৃষ্ণাযুক্তা), গোকুলপ্রেমবসতির আশ্রয়, জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দিপ্ত যশোযুক্তা, গুরুলোকে অর্পিত-গুরুস্নেহবতী, সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

পুনঃ—তিনি মহাভাবস্বরূপা তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই। গোপালোত্তর তাপনীতে তিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া বিখ্যাতা। ঋক্-পরিশিষ্টেও— শ্রীরাধার সহিত মাধব ও মাধবের সহিত শ্রীরাধা। পাদ্মেও— শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান, সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি:—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন-খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্র, পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তুরি-তিলকে সুশোভিত। তোমার ভ্রূযুগল-দ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিল-কুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়ন-যুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে। তিল-কুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক-পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজি সুশোভিত। রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণ-ভূষণ, তোমার চিবুক কস্তুরী-বিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত। তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদ ভূষণে ভূষিত, এবং মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীল-মণিময় বলয় দ্বারা সুশোভিত। তোমার কর-পদ্মস্থ অঙ্গুলিসকল রত্নাঙ্গুরীয়-দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত। তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার মধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া

বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে। তোমার বিশাল কটিতটে মণিময় কিঙ্কিনী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ-কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় কৌটার শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুরযুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্মদ্বারা নীরাজিত। তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি। অয়ি শ্রীমতী! সমুদিত মহাভাবমাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাব ভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্যকারিণী। সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মে নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্মনখপ্রান্তে বিরাজিত। তুমি গোকুল-বাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরীস্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্য-কলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ-স্বরূপ। তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য-বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুমুদের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকাস্বরূপ। তোমার অন্তঃকরণরূপ মহাহ্রদ অপার-করুণা-প্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি! তোমার মানান্তে চাটুবচন-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব? শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুমদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিকভাবের উদয়হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্তদ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব। হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশ-পাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে? হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বুলঅর্পন করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? হে শ্রীমতী! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর। হে বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন তৎপরে আমি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন।

অন্যত্র :—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর, ত্বদীয় মুখমণ্ডল কোটী চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিতা। তুমি যাবতীয় গোপিকা-গণের শিরোভূষণ মল্লিকা-কুসুম-স্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার অঙ্গ সুশোভিত, যাবতীয় সুচতুরা গোপীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা, এবং অশেষ গুনগৌরবে সুশোভিত, তুমি অতিপ্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিতা। তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, ত্বদীয় অতিসুন্দর অধর-বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ-স্বরূপ। হে শ্রীমতী! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যমুনাকুলে লুণ্ঠিতকলেবরে তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ

কর। হে কৃপাময়ি! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না। যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত।

শ্রীরাধার প্রিয়সখী ও মঞ্জরী (সিঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ একদা শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সখীগণের মধ্যে তোমার অধিক প্রিয় কে? তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন,—বিশখা আমার শিক্ষাগুরুর, প্রেমকল্পতরুর সমস্ত তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, ললিতার সহিত আমার দেহমাত্র ভেদ। এই দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। চম্পকলতিকাদি যত সখীগণ আমার প্রাণাধিকা। অনঙ্গ-মঞ্জরী প্রাণের বহিন, তাহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। ছয় মঞ্জরীও আমার অত্যন্ত প্রিয়তমা; তন্মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সেবাগুণে অতুলনীয়া। কস্তুরিমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, লীলামঞ্জরী, শ্যামমঞ্জরী, শ্বেতমঞ্জরী, ইত্যাদি সকলে আমার প্রাণাধিকা। ইঁহাদের গুণের সীমা অনন্তদেবও জানেন না। ইঁহারা যখন তোমার সেবা করেন তখন আমার হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। অন্য কান্তা লইয়া তুমি বিহার করিলে তোমাম সুখের অপূর্ণতা জন্য আমার মনে অসোয়াস্তি জন্য না চাহিলেও মান আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি মান করিলেও তোমার দাসী। তুমি গুণময় আমার দোষ গ্রহণ করিবে না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— তোমার নাম গুণে যাঁহাদের বিশ্বাস—আমি নিশ্চয় তাঁহাদের দাস। আমাকে ভক্তি আর্ত্তি না করিলেও তোমার চরণে ভক্তি ও আর্ত্তি দেখিলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট বশীভূত ও বিক্রীত হইয়া থাকি। শ্রীরাধা-নাম যিনি বারবার কীর্ত্তন করেন, তিনি অন্য ভজন না করিলেও আমাকে লাভ করিবেনই। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

প্রণাম মন্ত্র :—কারুণ্য—কল্পলতিকে! ললিতে! নমস্তে। রাধা-সমান-গুণ-চাতুরিকে! বিশাখে। ত্বাং নৌমি চম্পকলতেহচ্যুত-চিত্ত-চৌরে! বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি! চিত্রলেখে॥ ১॥

শ্রীরঙ্গদেবি! দায়িতে! প্রণয়াঙ্গ-রঙ্গে! তুভ্যং নমোহস্তু সুখদে! দয়িতে! সুদেবি! বিদ্যাবিনোদ-সদনেহপি চ তুঙ্গবিদ্যে! পূর্ণেন্দুগণ্ড-নখরে! সুমুখীন্দুলেখে॥ ২॥

রাধানুজে! মম নমোহস্তু অনঙ্গদেবি! তুভ্যং সদা মধুমতি! প্রিয়তা-মরন্দে! সৌহার্দ্দ সখ্য-বিমলে! বিমলে। নমস্তে শ্রীশ্যামলে! পরমসৌহৃদপাত্র-রাধে॥ ৩॥

হে পালিকে। প্রণয়-পালিনি। মে নমস্তে শ্রীমঙ্গলে! পরম মঙ্গল-সীমরূপে। ধন্যে! ব্রজেন্দ্র-তনয়-প্রিয়তা-সুসম্পন্ নৌমীশ-চন্দ্র-রুচিরে নন্নু তারকে! ত্বাম্॥ ৪॥

বিজ্ঞপ্তি—শ্রীরাধিকা-প্রণয়-নির্ঝর সিক্ত-চিত্ত-বৃত্তি-প্রসূন-পরিমোদিত-মাধবা! হে! প্রেমানুরাগ গুরবো ললিতাদয়ো মাংস্বাঙ্ঘ্রজরেণু—সদৃশী মপি ভাবয়ন্তু।।

রূপমঞ্জরী প্রভৃতির প্রণাম :—তাম্বুলার্পণ—পাদমার্দ্দন—পয়োদানাভিসারাদিভি-বৃন্দারণ্য-মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যা স্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ। প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ কেলীভূমির্ষিরূপমঞ্জরী মুখ্যাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে। নিবেদন যথাঃ—শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রসকথা-চাতুরী-চিত্রদক্ষাঃ সেবা-সন্তর্পিতেশাঃ স্বস্মরত-বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ। সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থ-সিদ্ধা নিজগণ করুণ্য-পূর্ণ-মাধ্বীকসারা নর্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরায়া।

নিবেদন সর্ব্বপ্রতি :—হে প্রেম-সম্পদতুল্য ব্রজনব্যযুনোঃ প্রাণাধিকাঃ প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ।

যুষ্মাক মেব চরণাজ্জ রজোঽভিষেকং সাক্ষাদবাপ্য সফলোহস্তু মমৈব মূর্দ্ধা॥ পৌর্ণমাসী রাধেশ-কেলি-প্রভুতা-বিনোদ-বিন্যাস-বিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্। কৃপালুতাত্থাখিল-বিশ্ববন্দ্যাং শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥ শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃশ্চরণারবিন্দং বন্দে সদাভক্তি-বিতান-হেতুম্। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাব্ধি-তরঙ্গ-মগ্নং যস্যা মনঃ সর্ব্ব-নিষেবিতায়াঃ।

ললিতাষ্টক (শ্রীরূপ)

শ্রীরাধামাধবের চরণ-সম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃদ্য-রসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী, অপ্রগল্‌ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার বেশরচনা-ব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেই অশেষ শ্রীঙ্গনোচিত গুণরাশিযুক্তা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ উদ্ধত নৃত্যে অতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের আবরণ এবং কুচপট্টের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতা দেবিকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ 'হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর'— এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই সমূহ গুণান্বিতা ললিতা, ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরীপর বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি—"তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রণয়ী" ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি পশুপাল-রাজমহিষীর (যশোদাদেবীর) বাৎসল্যরসের বসতিস্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং শ্রীরাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবন-স্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন-ভবনে যে কোন যুবতীকে দেখিয়া, বৃষভানু-নন্দিনী রাধার স্বপক্ষ-জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণ-গ্রাম সম্পন্না ; ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন-ক্রিয়া—তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকলগুণের আশ্রয়া ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

বিশাখা

বিষ্ণু জলস্বরূপা যে বিশাখার বক্ষে প্রীতিসহকারে নিত্য নিমজ্জিত হন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনার স্তব করি। বিশাখাকে যমুনাবপু বিচারে যমুনা-স্তুতিতে বিশাখার স্তুতি হয়। ইহা বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু স্তবমালায়—

যিনি নিজভ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে, পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করেন এবং স্বকীয় জলমাধুর্য্যদ্বারা অশেষজনের চিত্তহারিণী, সেই পদ্মের বন্ধু সূর্য্যদেবের কন্যা আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

মনোহারিণী বারিধারা দ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডবকানন মণ্ডিত করিয়াছেন এবং যাঁহার ধবলবর্ণ পদ্ম-শ্রেণীতে খঞ্জনাদি পক্ষিগণ পরমসুখে নৃত্যসুখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা, স্নানাভিলাষি ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই অরবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

যিনি অম্বুকনস্পৃষ্ট প্রাণিদিগের সমূহ দুষ্কর্ম্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসূত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষী জনগণের মঙ্গলকারিণী, সেই রবিসুতা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপ বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলি-

সমূহ যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তিপটলদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্যতনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৪॥

মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেম পরায়ণ বৈষ্ণবজনগণের যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বীয় তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দন তৎপরা, সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৫॥

অতিরমনীয় উভয়তীরস্থ হম্বাধ্বনিকারি-গোবৎসগণ-দ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্বপুষ্প শ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি অতিশয় আমোদিত এবং নন্দনন্দনের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকর নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৬॥

আনন্দিত মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিন চঞ্চুচরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবকে যিনি প্রতিশব্দিত, এবং দেব, সিদ্ধ, কিন্নরগণও হরিভক্তিতে মোহিতচিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীরণ দ্বারা যিনি জনগণের জন্মবন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৭॥

চিদ্বিলাস (ব্রহ্মবিদ্যা) রূপ বারিপ্রবাহদ্বারা যিনি ভূ-র্ভুবঃ-স্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্ত্তিতা অর্থাৎ উচ্চারিতা হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্ পাপরাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিণী এবং জলক্রীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৮॥

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বিরচিত শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রং

কোন এক দাসী, আত্মেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে পতিত হইয়া শ্রীরাধা-পাদপদ্মকেই একমাত্র আশ্রয়করতঃ অতিকাতরে শ্রীরাধিকার মুখপদ্ম দর্শনার্থ, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিয়া এই বক্ষ্যমান নামগুলি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা—১ রাধা, ২ গান্ধর্ব্বিকা, ৩ গোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা, ৪ গান্ধর্ব্বা-রাধিকা, ৫ চন্দ্রকান্তি, ৬ মাধবসঙ্গিনী, ৭ দামোদরাদ্বৈতসখী, ৮ কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী, ৯ মুকুন্দদয়িতাবৃন্দধম্মিল্ল মণি-মঞ্জরী, ১০ ভাস্করোপাসিকা, ১১ বার্ষভানবী, ১২ বৃষভানুজা, ১৩ অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা, ১৪ শ্রীদামবরজা, ১৫ উত্তমা, ১৬ কীর্ত্তিদাকন্যকা, ১৭ বিশাখাসবয়া, ১৮ প্রেষ্ঠবিশাখা জীবিতাধিকা, ১৯ মাতৃস্নেহপীযূষ পুত্রিকা, ২০ প্রাণাদ্বিতীয়া ললিতা, ২১ বৃন্দাবনবিহারিণী, ২২ ললিতাপ্রাণলক্ষৈকরক্ষা, ২৩ বৃন্দাবনেশ্বরী, ২৪ যশোদার কৃষ্ণতুল্য স্নেহাস্পদ, ২৫ ব্রজ গো-গোপ-গোপালী জীবমাত্রৈক জীবন, ২৬ স্নেহলাভীররাজেন্দ্রা, ২৭ বৎসলাচ্যুতাপূর্ব্ব'জা, ২৮ গোবিন্দ-প্রণয়াধারসুরভীসেবনোৎসুকা, ২৯ ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেম গমনেৎকণ্ঠিমানসা, ৩০ স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টধনিষ্ঠাধ্যেয়দর্শনা, ৩১ গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদিপ্রকাশিকা, ৩২ আয়ুর্বর্দ্ধকরাদ্ধান্না, ৩৩ রোহিণীঘ্রাতমস্তকা, ৩৪ সুবলন্যস্ত-সারূপ্যা, ৩৫ সুবলপ্রীতিতোষিতা, ৩৬ মুখরাদৃক্ সুধানপ্ত্রী, ৩৭ জটিলা দৃষ্টিভীষিতা, ৩৮ মধুমঙ্গলনর্ম্মোক্তিজনিত-স্মিতচন্দ্রিকা, ৩৯ পৌর্ণমাসীবহিঃ খেলৎ প্রাণপঞ্জরসারিকা, ৪০ স্বগণাদ্বৈত জীবাতু, ৪১ স্বীয়াহঙ্কার বর্দ্ধিনী, ৪২ স্বগণোপেন্দ্র-পাদাব্জস্পর্শলম্ভনহর্ষিনী (নিজ সখীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিয়া যাঁহার নিরতিশয় হর্ষ হয়), ৪৩ স্বীয় বৃন্দাবনোদ্যানপালিকীকৃতবৃন্দকা, ৪৪ জ্ঞাতবৃন্দাটবী সর্ব্বলতাতরুমৃগদ্বিজা, ৪৫ ঈষচ্চন্দন সংঘৃষ্ট নকাশ্মীরদেহভাঃ, ৪৬ জবাপুষ্প প্রভাহারি পট্টচীনারুণম্বরা, ৪৭ চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃতভূতলা, ৪৮ হরি-চিত্তচমৎকারি চারু নূপুর নিঃস্বনা, ৪৯ কৃষ্ণশ্রান্তিহরশ্রোতিপীঠবল্গিতঘণ্টিকা, ৫০ কৃষ্ণসর্ব্বস্ব পীনোদ্যৎ কুচান্মণিমালিকা, ৫১ নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খ চুড়াচারু ভুজদ্বয়া, ৫২ স্যমন্তকমণিভ্রাজন্মণিবন্ধাতিবন্ধুরা, ৫৩ সুবর্ণ দর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি মুখমণ্ডলা, ৫৪ পক্ক দাড়িমবীজাভদন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা, ৫৫ অব্জরাগাদি সৃষ্টাব্জকলিকা

কর্ণভূষণা, ৫৬ সৌভাগ্য কজ্জলাঙ্কাক্ত নেত্রনিন্দিত খঞ্জনা, ৫৭ সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত নাসিকা তিলপুষ্পিকা, ৫৮ সুচারু নবকস্তুরি তিলকাঞ্চিত ভালকা, ৫৯ দিব্যবেণী বিনির্দ্ধূত কেকিপিঞ্ছবরস্তুতি, ৬০ নেত্রান্ত শর-বিধ্বংসীকৃত চানূরজিদ্ধৃতি, ৬১ স্ফুরৎকৈশোরতারুণ্য সন্ধিবন্ধুরবিগ্রহা, ৬২ মাধবোল্লাসকোন্মত্ত ৬৩ পিকোরুমধুরস্বরা, ৬৪ প্রণায়ুতশতপ্রেষ্ঠ মাধবোৎকীর্ত্তিলম্পটা, ৬৫ কৃষ্ণাপাঙ্গ তরঙ্গোদ্যৎস্মিতপীযূষবুদ্বুদা, ৬৬ পুঞ্জীভূতজগল্লজ্জা বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা, ৬৭ করুণাবিদ্রদ্দেহা, ৬৮ মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা, ৬৯ জগদ্গুণবতীবর্গ-গীয়মানগুণোচ্চয়া, ৭০ শচ্যাদিসুভগাবৃন্দবন্দ্যমানোরুসৌভগা, ৭১ বীণাবাদনসঙ্গীত রাসলাস্যবিশারদা, ৭২ নারদপ্রমুখোদ্গীতজগদানন্দি সদ্যশা, ৭৩ গোবর্দ্ধনগুহাগেহগৃহিণী, ৭৪ কুঞ্জমণ্ডনা, ৭৫ চণ্ডাংশুনন্দনী-(যমুনা) বদ্ধভগিনীভাববিভ্রমা, ৭৬ দিব্যকুন্দলতানর্ম্ম সখ্যদাম বিভূষিতা, ৭৭ গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি শৃঙ্গাররসপণ্ডিতা, ৭৮ গিরীন্দ্রধরবক্ষ শ্রী, ৭৯ শঙ্খচূড়ারিজীবনং, ৮০ গোকুলেন্দ্র সুতপ্রেম কামভূপেন্দ্রপত্তনং, ৮১ বৃষবিধ্বংস-নর্ম্মোক্তি স্বনির্ম্মিতসরোবরা, ৮২ নিজকুণ্ড জলক্রীড়াজিত সঙ্কর্ষণানুজা, ৮৩ সুরমর্দ্দনমত্তেভ বিহারামৃতদীর্ঘিকা, ৮৪ গিরীন্দ্রধরপারিন্দ্র (সিংহ) রতিযুদ্ধোরুসিংহিকা, ৮৫ স্বতনুসৌরভেনোন্মত্তী কৃতমোহনমাধবা, ৮৬ দোর্ম্মূলোচ্চালন (বাহুমূলের) ক্রীড়াব্যাকুলীকৃতকেশবা, ৮৭ নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জ কৢপ্তকেলিকলোদ্যমা, ৮৮ দিব্য-মল্লিকুলোল্লাসি শয্যাকল্পিত বিগ্রহা, ৮৯ কৃষ্ণবামভুজান্যস্ত চারুদক্ষিণগণ্ডকা, ৯০ সব্যবাহু লতাবদ্ধ কৃষ্ণদক্ষিণ-সদ্ভুজা, ৯১ কৃষ্ণদক্ষিণ চারুরুশ্লিষ্ট বামোরু রম্ভিকা, ৯২ গিরিন্দ্রধর দৃগ্বক্ষোমর্দ্দি সুস্তন পর্ব্বতা, ৯৩ গোবিন্দাধর পীযূষ-বাসিতাধরপল্লবা, ৯৪ সুধাসঞ্চয় চারুক্তি শীতলীকৃত মাধবা, ৯৫ গোবিন্দোদ্গীর্ণ তাম্বূলরাগরজ্যৎ কপোলিকা, ৯৬ কৃষ্ণসম্ভোগ সফলীকৃত মন্মথসম্ভবা, ৯৭ গোবিন্দমার্জ্জিতোদ্দামরতিপ্রস্বিন্নসম্মুখা, ৯৮ বিশাখাবীজিত ক্রীড়াশ্রান্তি নিদ্রালুবিগ্রহা, ৯৯ গোবিন্দচরণ ন্যস্ত কায়মানসজীবনা, ১০০ স্বপ্রাণার্ব্বুদ নির্মঞ্ছ্য হরিপদরজঃকণা।

১০১ অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ শপ্যমানাত্মলোচনা, ১০২ নিত্যনূতন গোবিন্দবক্ত্র শুভ্রাংশুদর্শনা, ১০৩ নিঃসীম হরিমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদ্যেক ভোগিনী, ১০৪ সাপত্ন্যধাম মুরলীমাত্র ভাগ্যকটাক্ষিণী, ১০৫ গাঢ়বুদ্ধিবলক্রীড়াজিত বংশী-বিকর্ষিণী, ১০৬ নর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী, ১০৭ ব্রজচন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম বিশ্রাম বিধুশালিকা, ১০৮ কৃষ্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদিরাধেত্যক্ষরযুগ্মকা॥ শ্রীরাধিকার এই অষ্টোত্তরশত সংখ্যক উজ্জ্বল ও শ্রীরাধার প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ মনোহর ও ইন্দ্রিয় রসায়ন নামাবলীরূপ স্তোত্র। যিনি পরম প্রীতিসহকারে ও কাতরচিত্তে অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাকে দর্শন করেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ বিরচিত
প্রেমাম্ভোজ মকরন্দাখ্য স্তবরাজঃ

মহাভাবস্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তারত্নদ্বারা যাঁহার শরীর অতিপবিত্র হইয়াছে এবং সখীগণের প্রণয়রূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি দ্বারা যাঁহার সুন্দর কান্তি হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতারূপ অমৃত তরঙ্গ, মধ্যাহ্নে তারুণ্য অর্থাৎ যৌবন রূপ অমৃত-ধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তি রূপ অমৃতের বন্যা দ্বারা যে রাধিকা স্নান করত ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত করিতেছেন।

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র দ্বারাই যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত, তথা শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরীদ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে।

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদগদ, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টী উত্তম রত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কার রচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ সমূহই যাঁহার পুষ্পমালাস্বরূপ এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ সদ্গন্ধকেই যিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিরূপে ব্যবহার করিতেছেন।

প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ সম্বদ্ধ কেশপাশ, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল এবং কৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ ॥

অনুরাগ রূপ তাম্বূল রক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল, উপহাসবাক্য বলাই যাঁহার হেতু, তাদৃশ মধুর হাস্যরূপ কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন ॥

সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুর মধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরূপ চঞ্চল তরল (হার মধ্যস্থিত মণি) দ্বারা শোভা পাইতেছেন। সপ্রণয় ক্রোধ-সম্ভূত রক্তিমারূপ সচ্চোলী-বন্ধনে অর্থাৎ কাঁচুলীদ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম মুখ ও হৃদয়ের শোষণ-কারিণী যশঃশ্রী অর্থাৎ যশঃ সম্পত্তিই যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী (বীণা রব) হইয়াছে। মধ্যতা অর্থাৎ যৌবনরূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলারূপ করপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন, এবং যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্তা স্ত্রী তথা যিনি শৃঙ্গাররসদ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥

অতএব আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে—"এই সুদুঃখিত ব্যক্তিকে স্বকীয়-দাস্যরূপ অমৃত দান করিয়া জীবিত করুন॥ হে গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমি এই আশ্রিত দুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না॥"

মনঃ শিক্ষায় :—হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাকেই ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয়-সৌন্দর্য্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্যচালনার দ্বারা পরাভূত করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকারশক্তিদ্বারা দূরে ক্ষেপণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা সহচরী ॥

অন্যত্র :—লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্যবিন্দুও লাভ করিতে সমর্থা নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শনযোগ্য চক্ষুদান না কর, তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি? হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃত সাগররূপ আশা সমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টেসৃষ্টে কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই ॥

এবং স্বনিয়মদর্শকে :—শ্রীনারদাদি মুনিগণ-কর্ত্তৃকও এবং সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র-কর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-প্রধানা প্রিয়তমা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত শ্রীরাধাকে অনাদর পূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দম্ভভরে একল শ্রীগোবিন্দকে ভজন করে, আমি তাহার শুদ্ধসান্নিধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্যও গমন করিব না—ইহাই আমার ব্রত ॥

এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনি 'শ্রীরাধা'—এই মুখ্য বা উজ্জ্বল নামদ্বারা সকল মানবকে প্রেমাপ্লুতকারিণী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজনা করেন, আহা! প্রত্যহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত অতীব আনন্দের সহিত নিত্যকাল পান ও মস্তকে ধারণ করি ॥

শ্রীবিশাখা-প্রতি :—ভাব, নাম ও গুণাদির একতা প্রযুক্ত যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা-স্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী, সেই বিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ অন্যত্র :—হে সুমুখি বিশাখে! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্কা-প্রযুক্তা তুমি ইঁহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইঁহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥

শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ সম্বন্ধে—(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

বৈকুণ্ঠে পঞ্চ-প্রকার ভক্ত নিত্য বর্ত্তমান—জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্ত। মুক্তিতে তুচ্ছ-বুদ্ধির সহিত ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি-মহিমাদি জ্ঞানমিশ্র নববিধ সেবা-ভক্তিবিশিষ্ট ভরতাদিই জ্ঞান-

ভক্ত। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যশূন্য কেবলভক্তিকাম অম্বরীষাদিই শুদ্ধভক্ত। প্রীতির সহিত সেবামাত্র-বাসনা-যুক্ত শ্রীহনুমানাদিই প্রেম-ভক্ত। ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ প্রেমোৎপাদিত তদ্দর্শনোৎকণ্ঠ নর্ম্মসখ্য সৌহৃদাদি-শৃঙ্খলবদ্ধ অর্জ্জুনাদিই প্রেমপর ভক্ত। সর্ব্বদা প্রেমসম্পত্তিবিহ্বল বিচিত্র-প্রেম-সম্বন্ধাকৃষ্টাশয় শ্রীউদ্ধবাদিই প্রেমাতুরভক্ত।

"বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের নিত্য-মাতা-পিতার সম্ভাবনা নাই, কেন না, তাহা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য-বিরুদ্ধ; অথচ নন্দ-যশোদাদির প্রেমাতুর গতি মনে করিলে ভক্তগণের শরীর শিহরিয়া উঠে।"

রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি শ্রীকৃষ্ণের অবিচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধ-ব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যসেবাগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন।

চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে সর্ব্বদা এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা-মায়া-ভাবগতা নয়।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

পৃথক্ হইয়াও বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্; পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদাত্মক স্বভাব।

নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটী ভাবের উদয় হয়, স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাবসকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-মাত্র; অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও আনন্ত্য-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।

শক্তি পরাধীনা, এ প্রযুক্ত শ্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্যভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ একই পরম-তত্ত্ব।

ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি, ছায়া-প্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তি-ক্রমে জৈবজগৎ। মায়া-শক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি কিংবা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধ।

শক্তির বিশেষরূপ বিক্রম ত্রিবিধ—সন্ধিনী-বিক্রম, সম্বিদ্-বিক্রম ও হ্লাদিনী-বিক্রম। সন্ধিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা। শরীরসত্তা, শেষসত্তা, কালসত্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণসত্তা প্রভৃতি সমুদয় সত্তাই সন্ধিনী-প্রকটিত। সম্বিদ্-বিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ জ্ঞানের ভাব। হ্লাদিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত রস। সত্তা ও সম্বন্ধ-ভাব-সকলের শেষ প্রয়োজনই 'রস'। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তিকে বেদে—'শবল' নামে অভিহিত করেন।

সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদিত হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধারসত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎ-প্রভাব, জীব-প্রভাব ও অচিৎ-প্রভাব। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-তত্ত্বগত। শক্তির প্রভাবানুসারে ভাবসকলের ভিন্ন-ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎ-প্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী ভাবগত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ; তাঁহার অভিধা-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণাদি নাম; রূপ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর, সন্ধিনী ও রূপ-সত্তার মিশ্রভাব হইতে শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সী; সন্ধিনীশক্তি হইতে সমস্ত সম্বন্ধের উদয় হয়; সদংশ-স্বরূপ সন্ধিনীই সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাকার স্বরূপা।

সম্বিদ্‌ভাবগতা পরা শক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-রূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনী-নির্ম্মিত সত্ত্বসকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়। ভাবসকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না। অতএব সম্বিৎ-কর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎপ্রভাবগত সম্বিৎ-কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য-বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রস ও ঐসকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্যসমুদায় সম্বিৎকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ-ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবগত সম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনা-মাত্র। বিশেষ-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন। তৎকালে জীবগত সম্বিৎ-কর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে।

চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তি যখন হ্লাদিনীভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ-বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন। সেই হ্লাদিনী সর্ব্বোর্দ্ধ-ভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকা-সত্তাগত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণবিনোদিনী শ্রীরাধা-মহাভাবস্বরূপা হয়েন, সেই হ্লাদিনীর রসপোষিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, তাঁহারাই শ্রীরাধিকার অষ্টসখী। জীবগত হ্লাদিনী শক্তি যখন জীবসত্তায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণ-কৃপাবলে যদি চিদ্গত হ্লাদিনীর-কার্য্য কিয়ৎ-পরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবসকল নিত্যানন্দ-পরায়ণ হইয়া উঠেন এবং জীবসত্তাতেই বিমল ভাবের নিত্যস্থিতি ঘটে।

হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকা সেই হ্লাদিনী-সার-ভাব। হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা ব্যতীত জীব প্রেমরূপ-প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্‌বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদ-পূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন।

তিন শক্তির প্রভাব-দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণিভাবের উদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দের অনুশীলন হইতেছে।

জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে; তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়; জীবশক্তিতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গযোগ-গত সমাধি-সুখ বা কৈবল্য সুখও তাহার কার্য্য-বিশেষ।

মায়া-শক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীরদ্বয়, বদ্ধজীবের স্বর্গাদিলোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, রূপ, গুণ ও কার্য্য—সমস্তই তদুদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদায় উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বিশেষ রূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্বপুঃ জীবশরীর এবং এতদুভয়ের অবস্থান-ভাবরূপ চিন্ময়-দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

যে শক্তি চিদচিৎ উভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম—তটস্থা। স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই যোগনিদ্রা। চিচ্ছক্তির অন্যনাম—যোগমায়া। তিনিই শ্রীকৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন, যাহা দেখিয়া

জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টৃগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্য-প্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন।

কাম গায়ত্রী—সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে একটি বেদতন্ত্রমন্ত্র-বিশেষ এবং শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই কামবীজ।

বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া 'কামগায়ত্রী' হন। নিত্যসিদ্ধাগণ সম্বন্ধে যে মায়া-কল্পিত ব্রজ-ব্যাপার, তাহা নির্দ্দোষ। কেন না, সে মায়া জড়-মায়া নয়। যোগমায়া চিচ্ছক্তি এই ব্রজ-ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত সালোক্য লাভ করত ঐ সকল উপনিষৎ, গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়াভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন।

চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা', তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী, শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতিঅস্ত্রধারিনী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী; এই সকল আকারবিশিষ্টা দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে—কারাগৃহ; তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হ'ন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ-ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপালাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয়-আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন।

জগতে মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী'-নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি। মায়া তাঁহারই ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—অর্থাৎ নিষ্কপট-কৃপা ও সকপট-কৃপা। যে-স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন, সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যে-স্থলে সকপট কৃপা, সে-স্থলে জড়ীয় অনিত্যসুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যে-স্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ, সে-স্থলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন, তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ।

ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী, ছায়া-দুর্গা তাঁহারই দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।

যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌর-স্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদি লীলা হইয়া থাকে; ইহা স্বাধীন চিদ্বিজ্ঞান-তত্ত্ব—মায়াধীন-চিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয়। চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি।

শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শক্তি দুই ন'ন, একই শক্তি চিৎস্বরূপে শ্রীরাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ-অবস্থায় চিচ্ছক্তি এবং সগুণ-অবস্থায় জড়শক্তি।

ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর অগ্নি-সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলই ভগবানের ঈক্ষণ-জনিত নিয়ম বলিতে হইবে।

আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ-গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতৃ-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধি-মাত্র ; অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

সেই তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি-প্রযুক্ত সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয় সমঞ্জসরূপে বর্ত্তমান।

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য বিরোধ-ভঞ্জিকা একটি শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলেই তাঁহাকে পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতাও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্য ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন-আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিরন্তর নিযুক্ত আছে।

ব্রহ্মসংহিতার ৩৭ শ্লোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকৃত প্রকাশিনী-বৃত্তি—শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনী-শক্তি-কর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণ-রূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার-রস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয় ; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায়ব্যূহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই গোলোক-রতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি-প্রকটিতরূপিণী কলা-সকলের সহিত ; সেই চতুঃষষ্টিকলা। এই চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোকধামে নিত্য-প্রকট এবং জড়জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়া-দ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্ত লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রাকাশান্তর হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরগণকেও সেই-সেই-ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট লীলা ; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত-লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সকল লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রকট হইয়া থকে। এই সকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই। এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণ—সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব-গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা—যোগ-মায়া-কৃতা ; মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না ; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া ; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয় ? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ, অতএব সকল-তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-কল্পিত অর্থ রচনা করতঃ পক্ষ-বিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি, প্রপঞ্চান্তর্গত-প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিজ্জগতে

প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র সুদুর্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান
হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায়
সেই গোলোকলীলা দেখিতে পা'ন। সেই অধিকারীদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না
হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির
তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুশূন্য, তন্মধ্যে কেহ-কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ,
এবং কেহ কেহ বা—ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকট-লীলা
দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকট-লীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ-শূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয়
হয়। অতএব অধিকারী-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোকে
যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলেও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক জড়জগতে
প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকটবিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের
অধিকারানুসারেই তাহা কিছু-কিছু-পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা,
ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তু-নিষ্ঠ
নয়। যিনি যতদূর তত্ত্বদোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত
হইয়াছে, তাহা—মলশূন্য; কেবল তদালোচক-ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারক্রমে
মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়
মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই-সেই-বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও
স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত
ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পারকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-
শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার-ভাবটি—যোগমায়া-কৃত,
সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধতত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপসিদ্ধান্ত শ্রীজীব-
গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং"—এই ব্যাখ্যা-দ্বারা তিনি
স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়াকৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে।
তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোকে ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত-লীলায়
যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই
'পতি', এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া-রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন
করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই, সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই;
আবার তদ্রূপ স্বীয় স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপতীত্বও নাই। তথায়
স্বকীয় ও পারকীয়,—এই উভয়বিধ ভাবের পৃথক্-পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-
জগতে বিবাহ-বিধি বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্যমণ্ডল-রূপ ধর্ম্ম—
যোগমায়া-দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পারকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া-
কর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলায়
তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পারকীয়-রসই সর্ব্বরসের নির্য্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে

তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই—এরূপ নয়। অবতারী-কৃষ্ণ তাহা কোন-আকারে গোলোকে এবং কোন-আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্ব-রূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। 'আত্মারামোহপ্যরীরমৎ', 'আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ', 'রেমে ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রবচন-দ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই শ্রীকৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মী-রূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া-বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্য-রস-পর্য্যন্তই রসের সুন্দর-গতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে, এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকারপূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি-লীলা করেন। গোলোকে—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান মাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্য্যের গতি এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র; যথা—"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমন—নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এই মাত্র ভেদ।

বৎসল-রসে নন্দ যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু-স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয়, এবং শৃঙ্গার-রসে সেই-সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব—না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলেন যে, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।" এইজন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—'পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ ইতি।' শ্রীজীব তাঁহার টীকায় "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়ত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্ সত্তা-যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই-স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং "রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং" ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিক-চক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ;—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পারকীয়-সার যে স্বকীয় নিবৃত্তি এবং স্বকীয় সার যে পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবহবিধি-শূন্য রমণ, তদুভয়ে এক-রস হইয়া উভয়-বৈচিত্র্যের আধার-রূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর শ্রীগোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াদ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ

করেন, তাহা চিচ্ছক্তি-কৃত পরম-সত্য, সুতরাং পরদারত্ব-রূপ প্রতীতিও যথাযৎ সত্য? তদুত্তর এই যে,—রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা, তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীব-গোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়-বাদ ও পরকীয়-বাদ লইয়া বৃথা জড় বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বর পূর্ণ। যিনি শ্রীজীব-গোস্বামীর টীকা-সমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা-সকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই, তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" এই রাস পঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাতাদি চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামি-পাদদিগের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—"ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্বিশেষ-দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারিপ্রকার বিশেষ-গত বিচিত্রতা-দ্বারা সুন্দর, এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভক্ত-দিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত, এবং এই গোকুল-রসে যাহা-যাহা দেখা যাইতেছে সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহ-দ্বার, কুঞ্জ ও গাভি প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই।" বিচিত্র-ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্-পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই-সেই স্ফূর্ত্তির কোন্-কোন্ অংশ—মায়িক, ও কোন্-কোন অংশ—শুদ্ধ, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তি-চক্ষু প্রেমাঞ্জন-দ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ-স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি চেষ্টায় অনুভূতি-লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া-প্রতীতি-শূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতি-দুর্ল্লভ। তাহা গোকুল লীলায় বর্ণিত আছে. তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগভক্তগণ সাধন করিবেন; এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-বৈধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীবপাদ উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহন করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা-দ্বারা মতান্তর-স্থাপনে যত্ন করিলে অপরাধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গোপীগণ মধুররসের আশ্রয়রূপ আলম্বন। স্বকীয়া ও পারকীয়া-ভেদে তাঁহারা দ্বিবিধ। ব্রজে স্বকীয়ার পরিচয় অস্পষ্ট। ব্রজে পারকীয়া কৃষ্ণবল্লভাগণের বিশেষ পরিচয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ব্রজবাসিনী ললনাগণ প্রায়ই পারকীয়া, কেননা পারকীয়া ব্যতীত মধুর রসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পুরবনিতাদিগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজললনাদিগের রস অকুণ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণকে অধিক সুখ বিধান করে। শৃঙ্গার-রসজ্ঞ রুদ্র বলেন, স্ত্রীলোকের বামতা ও দুর্ল্লভত্ব নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কন্দর্পের পরম

আয়ুধস্বরূপ। বিষ্ণুগুপ্তও তাহাই বলিয়াছেন। পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণভোগ লালসা করেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্‌গুণ বৈভব দ্বারা প্রেমসৌন্দর্য্যভরে ভূষিতা হন। রমাদি শক্তির রসমাধুর্য্যের সেরূপ বৃদ্ধি হয় না। সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে ব্রজসুন্দরীগণ তিন প্রকার। সাধনপরাগণ যৌথিকী ও অযৌথিকীভেদে দ্বিবিধা। যূথসংযুক্তা-বশতঃ মুনিগণ ও উপনিষদগণ ব্রজে গোপী হইয়া যৌথিকী।

যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজাভীষ্ট সাধনে যত্ন করেন, তাহারাই লব্ধভাব হইয়া ব্রজে গোপী-জন্মগ্রহণ করেন। সূক্ষ্মদর্শী মহোপনিষদগণ গোপীজন্মে সাধনপরা হইয়াছিলেন। যে সকল দেবী ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণসেবার জন্য ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বর্গে কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ হইলে যে সকল দেবী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ব্রজে দেবী বলিয়া বলা যায়। শ্রীরাধার প্রাণসখীর মধ্যে তাহারা গণ্য হইয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া কামগায়ত্রী হন। নিত্যসিদ্ধাগণ সম্বন্ধে যে মায়াকল্পিত ব্রজব্যাপার তাহা নির্দ্দোষ। কেননা সে মায়া জড়মায়া ন'ন। যোগমায়া চিচ্ছক্তিই এই ব্রজব্যাপার কৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্য-সিদ্ধাগণের সহিত সালোক্যলাভ করতঃ ঐ সকল উপনিষৎ, গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়াভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী যাঁহাদের মধ্যে মুখ্য সেই নিত্যপ্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিদগ্ধাদি গুণের আশ্রয়। সচ্চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত করেন, তখন তাহাতে পৃথক্‌কৃত হ্লাদিনী-প্রতিভা ভাবিত শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন, তাঁহাদের সহিত নিজরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ-দ্বারা যে চতুঃষষ্ঠীকলা উদিত হয়, সে সকলের সহিত অখিলাত্মভূত কৃষ্ণ নিত্য গোলোকধামে লীলা করেন। স্কন্দ-পুরাণে ও প্রহ্লাদসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর নামান্তর সোমাভা। শ্রীরাধিকার নামান্তর গান্ধর্ব্বা। খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুমকুমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোকপ্রসিদ্ধ। এই সমস্ত গোপীগণ যূথেশ্বরী। যূথও শত শত। ব্রজাঙ্গনাসকল যূথে যূথে লক্ষ সংখ্যা। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইঁহারা অতিশয় প্রোঢ়রূপে কীর্ত্তিত। যূথেশ্বরীগণ মধ্যে শ্রীরাধা প্রভৃতি অষ্ট গোপী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত প্রধানা। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা যূথাধিপত্যে বিশেষ যোগ্য হইলেও শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময় ভাবে মুগ্ধ হইয়া বিশাখা ও ললিতা শ্রীরাধার অনুগত সখী এবং পদ্মা ও শৈব্যা চন্দ্রাবলীর অনুগত হইয়া রহিলেন—এরূপ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বযূথেশ্বরীর প্রধানা। তাঁহার যূথের অনেকেই ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বিশাখার গণ। বহু ভাগ্যক্রমে শ্রীমতী ললিতার যূথে প্রবেশ লাভ হয়।

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা, সুতরাং সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা। তাপনীশ্রুতি ও ঋক্‌পরিশিষ্টে শ্রীরাধামাধবের উজ্জ্বলতা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীশক্তির সারভাব। শ্রীরাধা সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা। ষোলপ্রকার শৃঙ্গারে দেদীপ্যমানা এবং দ্বাদশপ্রকার অলঙ্কারে শোভিতা। তাঁহার স্বরূপের শোভা এত যে, শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাঁহার কাছে লাগে না সুকুঞ্চিত কেশ চঞ্চল মুখকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে অপূর্ব্ব কুচদ্বয়, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় শোভিত, করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই বলিয়া তাঁহাকে সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা বলা যায়। স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা নীলবসন, কটিতটে নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দন-লেপন, কেশমধ্যে পুষ্প-বিন্যাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বূল, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু, কজ্জলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলক্তরাগ, ললাটে তিলক এই ষোলটী শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা। চূড়ায়—অপূর্ব্বমণি, কর্ণে—স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে—কাঞ্চী, গলে—সুবর্ণ-পদক, কর্ণোর্দ্ধছিদ্রে—স্বর্ণশালাকা, করে- বলয়, কণ্ঠে—কণ্ঠভূষা ; অঙ্গুরিতে—অঙ্গুরি, গলে—তারা হার, ভুজে—অঙ্গদ,

চরণে—রত্ননূপুর এবং পদাঙ্গুলিগুলিতে—অঙ্গুরী এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গে শোভা পায়। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্যগুণবিশিষ্টা। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান।

বরাহসংহিতা, জোতিঃশাস্ত্রে, কাশীখণ্ড, মৎস্য ও গরুড়াদিপুরাণে সৌভাগ্যরেখাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। যথা—(১) বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যবরেখা, ২ তাহার তলে চক্র, ৩ মধ্যমার তলে কমল, ৪ কমল তলে ধ্বজা, ৫ পতাকা, ৬ মধ্যমার দক্ষিন হইতে আগত মধ্যচরন মধ্যে উর্দ্ধরেখা, ৭ কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। পুনরায় ১ দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ। পার্ষ্ণিতে মৎস্য, ৩ কনিষ্ঠার তলে বেদী, ৪ মৎস্যোপরি রথ, ৫ শৈল, ৬ কুণ্ডল, ৬ গদা, ৮ শক্তিচিহ্ন।

বাম করে ১ তর্জ্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্যন্ত পরমায়ুরেখা। ২ তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ মধ্যদেশগত অন্যরেখা। ৩ অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বক্রগতিতে মধ্য-রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগগত অন্য রেখা। অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্ত্তরূপ পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন। একত্রে ৮ হইল। ৯ অনামিকাতলে কুঞ্জর। ১০ পরমায়ুরেখাতলে বাজী। ১১ মধ্য-রেখাতলে বৃষ। ১২ কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। ১৩ ব্যজন। ১৪ শ্রীবৃক্ষ। ১৫ যূপ। ১৬ বাণ। ১৭ তোমর। ১৮ মালা। দক্ষিন হস্তে বাম হস্তের ন্যায় পরমায়ুরেখাদি ত্রয়। অঙ্গুলীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটী। ৯ তর্জ্জনীতলে চামর। ১০ কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। ১১ প্রাসাদ। ২২ দুন্দুভি। ১৩ বজ্র। ১৪ শকটযুক্ত। ১৫ কোদণ্ড। ১৬ অসি। ১৭ ভৃঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত। দক্ষিন চরণে অষ্ট। বাম করে অষ্টাদশ। দক্ষিণ করে সপ্তদশ একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগ্য রেখা।

জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে এসব গুন আছে। দেব প্রভৃতিতে কিছু কিছু অধিক পরিমানে। শ্রীরাধিকায় সমস্ত পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার সমস্ত গুনই অপ্রাকৃত। গৌরী প্রভৃতিতে এসব গুনের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই। শ্রীরাধিকাতে সর্ব্ব-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা বর্ত্তমান।

শ্রীরাধা-নাম মাহাত্ম্য—

'রা' শব্দোচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ ও প্রফুল্ল হন, 'ধা' উচ্চারণে সসম্ভ্রমে পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

'রা' শব্দোচ্চারণে মাত্র ভক্ত সুদুর্ল্লভামুক্তি লাভ করেন এবং 'ধা' উচ্চারণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রধাবিত হন।

যাঁহার 'রাধা রাধাই' কথন, স্মরণ, ধর্ম্ম, নিষ্ঠা এবং জল্পনা সেই মহাভাগ্যবান ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহচরীত্ব লাভ করেন॥

"রাধ" ধাতু হইতেই উৎপত্তি, সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ আরাধনা করেন,—তিনি রাধা।

"রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নাম কারণঞ্চ দর্শিতং॥"

গোপালতাপনীশ্রুতির উত্তর ভাগে—যিনি গান্ধর্ব্বা নামে বিবৃত তিনিই রাধা। ঋক্‌পরিশিষ্টে "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"

রেকোহি কোটী জন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভং আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥ 'ধ'কারো আয়ুর্ব্বৃদ্ধিঞ্চ 'আ'কারো ভববন্ধনং। শ্রবন স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যন্তে ন সংশয়॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)।

রাধা নামের অন্ত্যাক্ষর'র' উচ্চারনে জীবের কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয়। 'আ'কার উচ্চারনে গর্ভযন্ত্রনা, মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। 'ধ'কার উচ্চারনে জীবের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, 'আ' উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। শ্রীরাধানাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে জীবের অশেষ অকল্যাণ বিনষ্ট হয়। সন্দেহ নাই॥

জীব রাধানামের 'র'কারোচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিশ্চলা-ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্ববাঞ্ছিত, সদানন্দময়, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের প্রীতিপ্রাপ্ত হ'ন। 'ধ'কার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য্য ও সারূপ্য লাভ করিয়া তত্তুল্যকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন। 'আ'কার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রীহরিতে দানশক্তি, যোগশক্তি, যোগমতি ও নিরন্তর হরিস্মৃতি লাভ হয়।

'রা' দানবাচক এবং 'ধা' নির্ব্বাণরূপ পরমানন্দ। যিনি পরমানন্দ প্রদান করেন তিনিই রাধা॥

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশ—

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ যাঁ'র একমাত্র সেবক হইবার আশা পোষণ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যাঁ'র নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, ভগবানের সেই সর্ব্বস্ববস্তু আমাদের সকল অহঙ্কার বিনাশ ক'রে তাঁর পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন। যিনি সকল প্রাণীকে ভগবানের নানাপ্রকার প্রসাদ সংগ্রহ ক'রে দিবার জন্য সর্ব্বদা বদান্যবরা, সেই মহাবদান্য-স্বরূপিণী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূ'তা—প্রকটিতা হউন। তাঁর আবির্ভাব আমাদের আরাধ্য ব্যাপার হউক।

গোবিন্দবস্তু সকল-পৃথিবীকে পালন করেন। সেই গোবিন্দ যাঁকে সর্ব্বস্ব বিচার ক'রে থাকেন, সেই বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থের উপলব্ধি হয় না। 'স্ব' শব্দে—নিজ, 'স্ব' শব্দে—ধন; যিনি গোবিন্দের নিজ আর ধন, গোবিন্দের সকল ধন তিনি—যে ধনে গোবিন্দ ধনী। সেইবস্তু গোবিন্দের সর্ব্বস্ববস্তু। তিনি যদি আমাদের আরাধ্য বিষয় হ'ন, তা'হ'লে আরাধনা কি জিনিষ বুঝ্‌তে পারব।

ভগবদ্বস্তুকে ভজনীয় বস্তু ব'লে সকল শাস্ত্র তারস্বরে গান করেন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তু আরাধ্য শব্দ-বাচ্য হ'তে পারে না। আমাদের তাৎকালিক অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সেই বস্তুর অনুসন্ধান-রহিত হ'য়ে তা'র প্রেমা হ'তে বঞ্চিত হই। সেইকালে অনর্থ এসে সেই বস্তুকে অন্য বস্তু ব'লে ভ্রান্তি করায়। আমাদের প্রয়োজন যে অর্থ, তদ্বিপরীত বিষয়ই অনর্থ। আমাদের মনোঽভীষ্ট প্রাপ্য অর্থ বা সিদ্ধির যদি সেবা না করি—সেবা বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করি, তা'হ'লে আমরা নিজের অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেব্যের পরিবর্ত্তে আর কিছুকে সেবা করে বসব।

ভগবৎ প্রেমাই যে একমাত্র আরাধ্য, একথা সুষ্ঠুভাবে লাভ করি যাঁ'হ'তে, তাঁ'র গণে গণিত হ'বার প্রবল আশায় জীবিত থাক্‌ব, নতুবা হাজার বার মরে যাওয়াই ভাল।

"আশাভরৈ ও হা নাথ গোকুলসুধাকর"—বিলাপকুসুমাঞ্জলীর (শ্রীলদাসগোস্বামীর) ভক্তগণের যে একমাত্র অভিলষনীয় আশা, সেই অমৃতসিন্ধুময়ী আশা কোন্ সময়ে ফলবতী হ'বে এই আশায় জীবনধারণ করাটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি না হওয়ায় সেই আশা পূর্ণতা লাভ করছে না—আশার সফলতা হচ্ছে না। সেই আশা যদি পূর্ণ না হয়, গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আবির্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত না হয়, তবে আমরা বঞ্চিত।

ভগবানের ধাম—ভগবদ্বস্তু, সমস্তই যাঁ'র কৃপায় লাভ ঘটে, তাঁ'র সেবায় বঞ্চিত হ'লে, তাঁ'র পরিচয় না পেলে, শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক পাঠ কালে তাঁ'র সন্ধান না পেলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠই ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তাঁ'র পরিচয়ে পরিচিত হয়ে শ্রীগৌরসুন্দর যে উন্নত-উজ্জ্বলরসের কথা বলেছেন এবং ভাগবতের-সেবা কত রকমে কর্‌তে পারা যায়—অবিমিশ্র সেবা কিরূপভাবে কর্‌তে পারা যায়, সেই কথা যখন বলেছেন, তখনই আমরা 'উজ্জ্বল রস' ব'লে একটা ব্যাপার বুঝ্‌তে পারি। ব্যতিরেক ভাবে অনুজ্জ্বলরসের ব্যাপার ক্ষীণপ্রভ-রসের অনুপাদেয়তাও জানতে পারা যায়।

ভগবান্‌কে সুষ্ঠুভাবে সেবা ক'রে যিনি ভগবানেরও সেব্যবস্তু হ'য়েছেন, তাঁর পাদপদ্মের যাঁ'রা স্তাবক,

তাঁ'রাই আ'মাদিগকে তাঁ'র সেবায় অধিকার দিতে পারেন। সেবা করবার বুদ্ধি ও শক্তি তাঁ'র আনুগত্যে তাঁ'র প্রিয়জনের সঙ্গে লাভ হয়—তাঁ'র সেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় বলে উপলব্ধি হয়। সেই বস্তুটী যখন ভগবানের সর্ব্বস্ব ব'লে আমরা মহাজনের উপদেশাবলী হ'তে সংগ্রহ করতে পারি, তখন আরাধনা-কার্য্যের সুষ্ঠুতা একমাত্র তাঁ'তেই আছে জেনে তাঁ'র সেবায় অগ্রসর হই। তাঁ'র দাস্যে নিযুক্ত হ'লে পরম মঙ্গল আমাদের অধিকারের মধ্যে আ'সবে। কোন অজ্ঞাত সুকৃতিক্রমে যদি পরমমঙ্গলের আকরস্বরূপা বৃষভানু-নন্দিনীর গণস্থ কাহারও সঙ্গে আমাদের তাঁ'র অকৃত্রিম কথা শুনবার সত্য সত্য সৌভাগ্যলাভ হয়, তা'হলে চরম মঙ্গল পথের যাত্রার প্রেরণা লাভ হ'তে পারে।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নন্দ-নন্দনের সর্ব্বস্ব, তা'র সেবা এবং তাঁর অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দ-সেবায় অধিকার লাভ হয় না। প্রথমে শ্রীমতী রাধিকার পরিচয় পেতে হলে তাঁ'র নামের পরিচয়ের আবশ্যক। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁ'র নামটি দেখিতে পাই না, তাঁ'র রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার কথার আলোচনা পাই। গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের নাম বাদে আর সকল কথা যেন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই। নামটি যেন বলা হচ্ছে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবান্ বলছেন—আমি বলছি, তুমি শ্রবণ কর ; গ্রহণ কর। আমার জ্ঞান পরম-গোপনীয় বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান, রহস্য-সহিত জ্ঞান—পরমগুহ্য। রহস্য—রহসি স্থিতঃ বাইরের-দিকের বিচারে সেগুলি ধর্‌তে পারা যায় না—রহস্যাঙ্গ ধর্‌তে পারা যায় না। আত্মবিৎএর চরণাশ্রয় করা—একান্ত প্রয়োজন। আমি যে প্রকার, আমার রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা—সাধারণ ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে যে অপ্রাকৃত রসময়ী লীলা তা' আমার কৃপাশক্তিব্যতীত লাভ হয় না। তাহা কেবল চেতন-বিজ্ঞানময়ী সেই পরমগুহ্যজ্ঞান একমাত্র ভগবৎ-কৃপায় লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা জগতের নিকট উদ্ঘাটন ক'রেছেন। যাঁকে নিয়ে সেই রহস্য—অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট, কর্ম্মি, জ্ঞানী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী ও যোগীর নিকট প্রভৃতি ভগবদ্‌বিমুখের নিকট অপ্রকাশ্য বলিয়া সেই রহস্য গোপনীয়। আমাদের কর্ত্তব্য রহস্যবিদের শরণাপন্ন হওয়া। 'রাধাপদপঙ্কজ ভকতকি আশা'। শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্টবস্তু একমাত্র শ্রীরাধাপদ সেবা— শ্রীরাধাপদ দাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদা ধারয়ন্। কর্হিস্যাং তদনুগ্রহেন পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ॥ শ্রীজয়দেবও তাঁর অষ্টপদীর মধ্যে বলেছেন—কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

রাসস্থলীতে গোপীসকল উপস্থিত, গোপীনাথ রাসক্রীড়ায় প্রমত্ত। বার্ষভানবী রাসস্থলিতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌ছেন, অসংখ্য গোপীমণ্ডলী নৃত্যে ভগবানের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত। তা'তে বৃষভানুজার মনে ধিক্কার হচ্ছে— "আমার কৃষ্ণ আজ অপরের করায়ত্ত! আমার অনুগত জনগণ আজ সম্ভোগলীলায় ব্যস্ত।" সুতরাং তাঁ'দের সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভভাবের সংবর্দ্ধনের জন্য শ্রীবার্ষভানবীদেবী অন্যত্র চ'লে গেলেন। তাঁ'র আরও অভিমানের কারণ—'আমি কি কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি কৃষ্ণের চলিতে পারে? ষোড়শসহস্র সেবিকা যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজপরিজন-প্রীতি স্বজন-তাড়ন, ভৎর্সন, ভয়—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতেছেন। ইঁহারাই ত' তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন? যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বু'ঝব যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ শ্রেষ্ঠা সেবিকা।' শ্রীমতী চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব—যাঁহার জন্য রাস, যিনি না হইলে রাসোৎসব আরম্ভই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাস বন্ধ হইবে না কেন? শ্রীগোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই আরাধনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকা বিনা অন্যসমস্ত গোপী একত্র মিলিয়াও কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ রসোপকরণ স্বরূপা। এই কারণে শ্রীজয়দেব বলিয়াছেন,—"কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপা রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।" রাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের যে নিপুণতা দেখা যায়, তা' ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা-পরা-চিত্তবৃত্তির অনুসারিণী নহে। গোপীসকল শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ হইলেও কৃষ্ণসর্ব্বস্ব শ্রীমতী শ্রীরাধিকার অনুগতাভিমানী কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম আনন্দ বিধান করতে পারেন না।

গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আনুগত্য রহিত যে সম্ভোগের বিচার,—তা' আমাদের গ্রহণীয় নয়. ইহা প্রকাশ করিবার জন্য—"তত্যাজ ব্রজসুন্দরী :"—রাসে নিযুক্ত গোপীসকলকে পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে অনুসন্ধান করতে ছুট্‌লেন। সকল গোপীর প্রেমের বন্ধন ক্ষীণা, দুর্ব্বলা ও অরক্ষণীয়া। বার্ষভানবীর শৃঙ্খলের বড় বেশী জোর, তা' বড় শক্ত। তখন সেই গোপীসকল বৃষভানুনন্দিনীর অধিরূঢ় মহাভাবাশ্রিতা হ'য়ে—মোহন-মাদনাদি ভাবযুক্তা হ'য়ে কৃষ্ণান্বেষণে ছুট্‌লেন—তাহা সকলেই বুঝতে পারলেন—গোবিন্দসর্ব্বস্ব বার্ষভানবীর চরণাশ্রয়-ব্যতীত মধুররস সমগ্র পুষ্টিলাভ করতে পারে না। বিভিন্ন গোপী যে-সকল ভাবান্বিত হ'য়ে সেবা করেন, তাঁহাদের সকল ভাব যুগপৎ শ্রীবার্ষভানবীতে এবং উহাদের পরিপূর্ণতাও একমাত্র তাঁ'তেই থাকায় প্রোষিত ভর্ত্তৃকাদি কোন কোন একটী ভাবযুক্ত গোপীসকলকে পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণভাবান্বিতা বার্ষভানবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ চ'লে গেলেন—সর্ব্বাকর্ষক বস্তুকে আকর্ষণ ক'রে যে বস্তু তাঁর অনুসন্ধানে চলে গেলেন। গোপীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ, অংশিনীর আংশিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায়—সম্পূর্ণা রাধিকার সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকে বন্ধন করতে না পারায় সকলের আকর্ষক বস্তু কৃষ্ণকে শ্রীরাধিকা রাসস্থলী হ'তে ল'য়ে গেলেন। যাঁদের আত্মবৃত্তিতে মধুরারতি উদিত হয়েছে তাঁরাই একথা বুঝ্‌তে পারেন।

মুরলী-মাধুরী-আকৃষ্টা গোপীসকল কৃষ্ণাকৃষ্ট হয়ে রাসস্থলীতে যোগদান করেন; আবার মধুরারতির পূর্ণবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী যখন সেবা কর্‌বার অভিলাষী হন্‌, তখন আমার সেব্যবস্তু নন্দনন্দন-গোপীনাথ-রাধারমণ সকল গোপীর সাধারণ আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীবার্ষভানবীর আকর্ষণের বস্তু হন—আকর্ষক বস্তু আকৃষ্ট হয়ে' পড়েন। সুতরাং শ্রীরাধিকার পদবী যখন মুক্তজীব আলোচনা করবার অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি বুঝ্‌তে পারেন—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্যপ্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বোতোভাবে শ্রেষ্ঠা ও প্রিয়তমা। উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ পর্য্যন্ত যাঁদের পদরেণু প্রার্থী, সেই গোপীসকল যাঁর আনুগত্যলাভ ক'রে কৃতার্থম্মন্য হন, সেই বার্ষভানবীর ক্রীড়াভূমি ও সরোবর রাধাকুণ্ডই মধুরা রতিতে আকৃষ্ট. শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের অবগাহনের আশ্রয়। তাঁরা সেই কুণ্ডে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর অবগাহন ক'রে সেই সরোবরের অধিবাসী হন্‌। শব্যা, চন্দ্রার অনুগতাগণ যেখানে যাবার অধিকার পান না, এমন যে কুণ্ডতীর, সেখানে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর বাস ও অবগাহন সাধারণ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির লাভ হয় না। যেকালে শ্রীবার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বয়োবৃদ্ধির কৌমার্য্য ও বয়ো-ধর্ম্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়, সেইকালে তাঁ'র আনুগত্যের মহিমা বুঝ্‌তে পারি।

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষষ্ঠীসহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্পবিজিত অপ্রাকৃত মনোমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ-লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া গোপীর আনুগত্যে বহুবৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপীদেহ-লাভ করেন। গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের থলি নহে, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুটমণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃতবিচার-যুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য বা গৌরব-সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন, তাহাতে গোপীজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্যচিদানন্দময়ী

গোপী-তনু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা তুঙ্গবিদ্যাদেবী তাঁহার 'শ্রীরাধার সহুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে বলিয়াছেন,—কোন সময়ে যে শ্রীমতী রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চালন-ফলে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণ-গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-সুদুর্ল্লভ সেই শ্রীনন্দনন্দন পর্য্যন্ত আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্রক, চিত্রক যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসলরসের রসিক—শ্রীনন্দ-যশোদা যে রসের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি প্রেষ্ঠগণ ও যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুর-রসের রসিক গোপিকাবর্গ-মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা—সর্ব্বোত্তমা, রূপে-গুণে-সৌভাগ্যে-প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

বৃন্দাবনের যে দিকেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানেই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহের স্ফূর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীরাধাময় হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভাগবত-পাঠকগণের ভজনের জন্য নাম জা'নবার আবশ্যকতা আছে। নামের দ্বারাই ভজন হয়, লীলার দ্বারা প্রথম হইতেই ভজন হয় না। আমাদের নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ-বিচার উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পাঠের অধিকার নাই। কেবল বহির্জগতের শব্দসিদ্ধি যাঁদের হয়েছে—যে-কাল পর্য্যন্ত তাঁ'দের আচার আত্মবিৎএর আচরণের সঙ্গে পৃথক্ থাকে, তাবৎকাল ভগবানের রাসলীলার কথা তাঁ'দের প্রাপ্য বিষয় নয়। এই-জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নামভজনের কথা বল্লেন। তারকব্রহ্ম নামের সহিত যে 'হরে' শব্দ দেখ্‌তে পাই, তাঁর বিদ্বদ্রূঢ়ি না পাওয়া পর্য্যন্ত অসুবিধা ঘটে। 'রাম' শব্দ বিচার কর্‌তে গিয়ে অনেক সময় ঐতিহ্য ঘাড়ে চেপে বসে। অনেক সময় রূপকবাদ, অধ্যাত্মবাদ, পরমেশ্বরে মনুষ্যারোপকল্পনাবাদ বুদ্ধি-শুদ্ধি নষ্ট ক'রে ফেলে। যাঁ'দের রহস্যজ্ঞানের অভাব আছে, তাঁ'দের শ্রীরাধাগোবিন্দ-দর্শনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যবনিকা এসে পড়ে। মহামন্ত্রে যে 'হরে' শব্দের প্রয়োগ—তা' 'হরা' শব্দের সম্বোধনাত্মক—বার্ষভানবীর উদ্দেশক। মহামন্ত্রে যে 'রাম'-শব্দের প্রয়োগ, তা' রাধিকারমণ রামের সম্বোধনাত্মক পদ। যাঁ'দের মধুরারতিতে প্রবেশাধিকার হয় নাই—যাঁ'দের রহস্যজ্ঞান-লাভ হয় নাই, তাঁ'রা 'হরে' পদটীকে 'হরি' শব্দের সম্বোধনের পদমাত্র বিচার করেন। কেহ বা 'রাম' শব্দে আত্মারাম বিচার-মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন। অবশ্য মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা অধিকার ও রস বিচারে মহাজনগণ বহু প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেবল পুরুষোত্তমের বিচার বল্লে তাঁর অর্দ্ধপরিচয়মাত্র দেওয়া হয়। অপরার্দ্ধের কথা না বল্‌লে সেই শব্দগুলি আমাদিগকে বঞ্চনা করে। পুরুষোত্তম-যুগলের ধারণা হ'তে বঞ্চিত হয়ে—শক্তিমান্ ও শক্তি যে অভেদ, সেই বিচার পরিত্যাগ করে—পুরুষোত্তমের বিচার যেটুকু হ'য়েছে, সেটুকুও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ক্লীবব্রহ্মের বিচারে পর্য্যবসিত হয়।

রাধাগোবিন্দের বিচারে পরিপূর্ণতমতা। কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-বিচারে আনুগত্যধর্ম্ম বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরসে পর্য্যবসিত—উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা তাঁ'রা আলোচনা করেন না। রাধারমণ, রাধানাথ প্রভৃতি মুখ্য শব্দ-সমূহ যে পূর্ণতা সম্পাদন করেন, তা' কখনই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' শব্দে স্থাপন কর্‌তে পারে না। সে সকল ব্যক্তি সাধনভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে ভাবভক্তির রাজ্যে প্রেমভক্তির অনুসন্ধান করেন, তাঁ'রা প্রেমভক্তির উন্নতশিখরে যে বার্ষভানবীর প্রেম, তা' অন্য কোথাও লভ্য জান্‌তে পারেন। সেই বার্ষভানবীর

আনুগত্য ব্যতীত জীবের ক্ষীণ অধিকার লাভ হয়। আমরা যখন দেবীধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম ক'রে—পরব্যোমের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিচার অতিক্রম ক'রে, এমন কি, গোলোকের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্যাদি পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে আমাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপে শ্রীরাধারমণের কথা জানতে পারি, তখন আমাদের অধিকার এত উন্নত হয় যে, আমরা ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যাই—আমাদের সেবাপরাকাষ্ঠা উদিত হয়। তা'কে **Realisation** বা অনুভূতিমাত্র বলা যায় না। জ্ঞানীর ভাষায় অপরোক্ষানুভূতিমাত্রও নহে। সেই জিনিষটী মোহন-মাদনের ব্যাপার-বিশেষ। তাঁ'কে উদ্ঘূর্ণা বলে—চিত্রজল্প বলে—মহাভাব বলে। স্থূল শরীরে অবস্থান-কালে তা' প্রচুর-পরিমাণে বাধা দেয়—সূক্ষ্মশরীরের অনুভূতি বাধা দেয়। আত্মবৃত্তিতে বার্ষভানবীর অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত আনুগত্য ব্যতীত সে জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় না।

জ্ঞানিযোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য, কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপস-কুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। এইজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন,—ভক্তগণ, বুঝি তাঁহাদের মতই কর্ম্মই করেন, তাঁহাদের মতই ঘণ্টা নাড়েন, ঈশ্বর-পূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কর্ম্মীর ভালমন্দ-বিচার—চক্ষু-কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু ভক্তের সেবা—অধোক্ষজসম্বন্ধিনী অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। সর্ব্ব-প্রকার ভক্তগণ-মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজ-গোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আবার শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। সেই শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়।

এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, স্মৃত্যুক্ত তুচ্ছ কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি—সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরমচমৎকার-মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব! অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য লাভ ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার অবস্থায় পরম-প্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের এইরূপ স্তব করিয়াছেন—"প্রেমবিভাবিত সমাধিচক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ হয়। অনর্থমুক্ত প্রেমিক ভক্তগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন।" সুতরাং যে-সকল পরম সুকৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার দাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,—তাঁহারাই অষ্টকাল শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য—ধন্যাতিধন্য। আমরা তাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর চরণরেণু মস্তকে ধারণ ক'রে লৌল্যময়ী প্রার্থনায় বল্‌ছি—

হা দেবি, কাকুভরগদ্গদয়াদ্য বাচা যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা গান্ধর্ব্বিকে তবগণে গণনাং বিধেহি॥

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানাপ্রকার বস্তু বিদ্যমান আছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সকল শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের আশ্রয়তত্ত্ব। আবার সেই ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয় সেই স্বরূপটী যে কত বড় তাহা মানবজ্ঞানের অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য

ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগত লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই ভুবন-মোহন মদনমোহনও যাঁহাতে মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষাদ্বারা কাহাকেও বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড় জগতে যে প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত রহিয়াছে, উচ্চাবচভাব রহিয়াছে, পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রকার ভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী ভুবনমোহনমনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিনী, কৃষ্ণাকর্ষিণী, কৃষ্ণকান্তাগণের অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব সমষ্টির ভাষাতে বোঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই, যাহা সেব্য বস্তুকে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণনা করিতে সেব্যই সমর্থ। তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন,—তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, যিনি বৃষভানুসুতা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন গুরু বা গৌরদাসগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু"—রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে শ্রীমতীর কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন। পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচলিত হইয়াছিল, আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য ও সুদর্শনাচারীকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে সেবাপ্রণালীর কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীমতীর স্বরূপ তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক লীলায় যাঁহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ লীলা-কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়াতটে নৈশ-বিহারের কথা যাহা নিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তমগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরিমার উৎকর্ষ তারতম্যবিচারে তাহা হইতে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈতবিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় তরুতলে অপূর্ব্ব-নবনবায়মান বিহার-কথা শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক সুষ্ঠুবর্ণনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা মাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কিপ্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কাহারও সেই সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না।

বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু—শ্রীরূপ কথিত—

"দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদি" শ্লোক-নির্দ্দিষ্ট লীলাপরাকাষ্ঠার কথা গৌড়ীয় মধুর-রসসেবী গৌরজন ব্যতীত অন্যের লভ্য নহে।

—একথা নিয়মানন্দ সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই। শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত পদবী সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল সেবানিরত নিজজন ব্যতীত এ সকল কথা কেহ জানিতে পারেন না। যে দিন সমগ্র বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছনীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না সেইদিন এই সকল কথা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার কথা এদেশের ভাষাতে বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া'-শব্দ বলিলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের

ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এই জন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বুঝিবার ও শুনিবার অধিকারী বড় বিরল—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। অক্ষজবাদিগণ ভেদপরতাক্রমে বিচার করিয়া যাহা পান, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই অবস্থিত ছিলেন। শ্রীগোপাল-চম্পু-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি গ্রন্থে তিনি বিচার-প্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীজীবপাদে শ্রীরূপপ্রবর্ত্তিত পারকীয় বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

শ্রীজীবপাদ আচার্য্য। তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, সেই সকল লোক মহা অসুবিধায় পড়িতে পারে—এইজন্য শ্রীজীবপাদ ঐরূপ বিচার দেখাইয়াছেন।

যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা কঠোর তপস্যা ও বৃহদ্ব্রতধর্ম্মযাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ পরম চমৎ-কারিতাময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারীজনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পুর বৈধ-বিবাহ পারকীয় ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে।

পারকীয়-রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্যবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রাকৃত-বিচার পরিপূর্ণ মস্তিষ্কগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা জাররতা ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক। শ্রীবার্ষভানবী হইতে সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। উহা যাবতীয় নীতির মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মে আবদ্ধ। "যাঁ'র পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপতি। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী বৃষভানুনন্দিনী; সুতরাং তিনি নিত্য কান্তা। বৈকুণ্ঠাদিতে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। তথাকার হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এজড়-জগতে ভূত কাল বা ভাবী কালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয় না, তদ্রূপ নহে। তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বিষয় এবং অনন্তকোটী জীবাত্মাই তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিছু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুত্বে এক ও শক্তিত্বে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজবাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়ের স্থান নাই। 'সাহিত্য-দর্পণ-'নামক অলঙ্কার শাস্ত্রে এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি কাব্যপ্রকাশ বা ভরত মুনিও বলিতে অসমর্থ। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অনন্ত কোটী জীবাত্মা আশ্রয়তত্ত্বে বিরাজিত থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব পাঁচটি। মধুর রসে—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যে—নন্দ-যশোদা, সখ্যে—সুবলাদি, দাস্যে—রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, শান্তরসে—গো,বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিত্তত্ত্ব গো,বেত্র, বিষাণ, বেণু, কদম্ব বৃক্ষের ছায়া, যমুনা সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারা এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্য বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া "শুষ্করুটী, চানা ভক্ষন, এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস" প্রভৃতি "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগে"র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রচার করিয়াছেন।

আমরা যে রাজ্যে ও যে স্থানে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে অংশিনী তত্ত্বের কথা আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না। বৃষভানুনন্দিনী 'আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু'। যে বস্তুতে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ, বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই; যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস অধিকার করিয়া বর্ত্তমানা—শ্রীরাধিকা। তিনি সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণ সেবার জন্য পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। এইরূপ কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র পর্য্যন্ত কথা নয়, যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লোল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ংরূপ-ভগবানের স্বয়ংরূপিণী। শ্রীল রূপগোস্বামী যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় নারীকুলের মূল আকর। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ বর্ণনে পাই—"কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ"। সহস্র সহস্র গোপীর পতি, যুথেশ্বরী সমূহ, মূল অষ্টসখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকা বৃষভানুনন্দিনীর সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখী আট প্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকার দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আট দিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী যুগপৎ অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে রসের রসিক, যে রতির বিষয়, কৃষ্ণ যাহা যাহা চান, সেই ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমগ্না। নিত্য আশ্রয়জাতীয় শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে আশ্রয় করিলে প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষয়ের (শ্রীকৃষ্ণের) সন্ধান পাওয়া যাইবে। দার্শনিক ভাষায় বিষয় ও আশ্রয়কে শক্তিমান ও শক্তি, আলঙ্কারিকের ভাষায়—বিষয় ও আশ্রয়, ভক্তের ভাষায়—সেব্য ও সেবক বলিয়া উক্ত হয়। বৃষভানুনন্দিনীর চরণাশ্রয় বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় জিনিষ, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর বিষয় স্বকীয়ভাবে প্রদর্শন করতে বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের-উপাসনাতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। "পারকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥" ** "গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥" (চৈ চঃ ম ৪৩৮)। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে শ্রীবিল্বমঙ্গল মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই। এমনকি জয়দেবের গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীভার্ষভানবী জগন্মাতা। যাবতীয় দেবদেবীর জননী; তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির ও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রধানা শক্তি। শক্তিমদ্বস্তু বলিতে যাহা বুঝায়, শক্তি বলিতেও তাহাতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তিনি বলদেবাদিরও পূজ্যা। অনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত। এমনকি অষ্টসখীতেও যে-সকল ভাবের পূর্ণতা নাই একমাত্র শ্রীমতী রাধিকাতেই সর্ব্বভাবের ও রসের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিতগণ পরমধন্য। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই

চরম মঙ্গললাভ হইবে। শ্রীরাধার পাল্যদাসীগণে বিচার অনুসরণ করিতে হইবে। 'অনুকরণ' করিতে হইবে না; 'সখীভেকী' হইলে মঙ্গল হইবে না। পুরুষ-শরীরকে স্ত্রীদেহ সাজাইলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবা পাওয়া যাইবে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভজন রহস্যের—"রাধাপদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।" ভজনগীতিটী আলোচ্য।

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো" শ্লোকে সেবক-পাত্র-সমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হইয়াছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয়, প্রভৃতি বিচারে সেব্যপাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয় বিচার, সংশয়-বিচার হইতে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ Masked অবস্থা হইতে ক্রমশঃ আরোহবাদে পরমার্থ-ভূমিকায় পারকীয় বিচার পর্য্যন্ত আরোহন করা যায়। (যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন করিয়া ত্রিগুণের কোষ, অচিৎসগুণের কোষ ছিন্ন করিয়া নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ-কোষ-বিচার ছিন্ন করিয়া ক্লীবব্রহ্মবিচারের কোষ, তাহা ছিন্ন করিয়া পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্ব্যূহাত্মক বাসুদেব-বিচারের কোষ, তাহা অতিক্রম করিয়া মিথুন বিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া স্বকীয়-বিলাসের কোষ এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া পারকীয় বিচারের কোষ।) Immanent হইতে Transcendentএর বিচার অথবা অবরোহ বিচারে অপ্রাকৃত হইতে অন্তর্য্যামিত্ব বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ ত্বগাবরণের অভ্যন্তরে ছোব্ড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ্ঠ, তদভ্যন্তরে আর একটী সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে শস্য এবং জল—রাধাকুণ্ডে অবগাহন। যদি রাধাকুণ্ড-তীরের কোন এজেন্ট জগতে আসিয়া আমার নিকট শ্রৌত পরম্পরায় সেই দেশের কথা বলেন এবং এবং আমি কোষ-সমূহ ছিন্ন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠদূতের কৃপারজ্জু ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকি, তবেই ঐরূপ আরোহবাদ স্বীকৃত হইতে পারে, নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐরূপ ছিন্ন করিতে করিতে আরোহন করিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত-সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হইয়া যাইতে হইবে। অথবা আর এক বিচারে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয়-বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া স্বকীয়, মিথুন, পুরুষ, ক্লীবব্রহ্ম, নির্গুণ, সগুন, অজ্ঞেয় বা সংশয় বিচার। এখানে Transcendent হইতে Phenomena এবং তদভ্যন্তরে Immanent। ক্লীবব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ বিচার অসম্যক্, পুরুষ বিচারও আংশিক। পুরুষমাত্রবাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের অভাব থাকায় অর্দ্ধপরিচয়মাত্র—পূর্ণ নহে। সুতরাং কেবল বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার। তাহা উন্নত হইয়া মিথুন-বিচারে পূর্ণতা। মিথুন-সমৃদ্ধিতে এক-পত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নহে, উহা মধুর-রতি নামে পরিচিত হইতে পারে না, তাহা দাসরসের বিচার মাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থা শক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশবিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নবদুর্ব্বাদল শ্যামকান্তিভূজ দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পুরুষ শরীরে এক পত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর রতিতে সেবা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই বহুবল্লভ-কৃষ্ণকান্তা-গোপীজন্ম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। সীতার অনুগত হইয়া যে রামচন্দ্রের সেবা, তাহাও দাস বা দাসীত্ব-বিচারে সেবা। রুক্মিণীশের সেবায় স্বয়ংরূপের যে স্বকীয়তা, উহাও সর্ব্বচিন্ময় অঙ্গ দ্বারা কান্তের সেবা নহে। দেবী জানকীর—সাধ্বীর পতি-সেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা—প্রকাশ-সেবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নী-ব্রতধর রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয় বিচারেও কোটীকান্তাবিলাসী; দ্বারকায় স্বকীয় বিচারে মর্য্যাদা-নীতি বর্ত্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছাচারিতার নিকট তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার জড়দর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্য্যন্ত বুঝেন, ইহার পরের কথা বুঝিতে পারেন না। স্বকীয়-মিথুনে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে বহু আশ্রয়ের বিচার থাকিলেও এবং তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র মধুর হইলেও উহাও একপ্রকার দাস্য-রসেরই অন্যতম। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া মহিষীবৃন্দের অনুচরীবৃন্দ স্বকীয়ানুগত্যে স্বদরিদ্রতামুখে

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সেবা করিতে পারেন। কেবল স্বকীয় বিচারে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্যপ্রবল স্বকীয়-রসে রাস-রসোৎসবের মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। যে স্থানে আত্মার অনুরাগ আর্য্যধর্ম্মের অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই অনুরাগ পারকীয়-বিচার ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয়-মিথুনেই চিদ্‌বিলাসসেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রীও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হইয়াছে, পুরুষবাদে তাহা নাই। প্রাঙ্‌মিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পারকীয়-মিথুনে 'ইদং'এর বিচারটুকু মাত্র নহে, পূর্ণতম 'সঃ' এর বিচার—"রসো বৈ সঃ"—পূর্ণতম সবিশেষ—স্বেচ্ছাচারী সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—সুন্দরতম সবিশেষ। 'মিথুন' বলিতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা প্রাকৃত দাম্পত্য নহে। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত 'মিথুন' বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের জঘন্য ভণ্ড পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় লাম্পট্য আমাদের আলোচ্য নহে। পরিচ্ছিন্ন-অনুপাদেয়-প্রাকৃত-ভাবহীন—অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে নিম্বার্কদলের কেহ কেহ —"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥"—প্রভৃতি শ্লোক রচনা করিয়া যুগলভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও তাঁহারা প্রকারান্তরে শ্রীরুক্মিণীশ স্বকীয়-মিথুন পর্য্যন্তই ধারণা করিতে পারেন; শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীরাধাকুণ্ড স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট; স্বরূপ-রূপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে। মনুষ্যহৃদয়ের অরিষ্টাসুর বধ হইলেই তাঁহার কুণ্ডস্নানের যোগ্যতা হয়—শুদ্ধজীব তখন শ্রীরাধাদাস্য করিতে পারেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—কামনামূলক চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রতীক অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর। তাহা আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোত।

॥ সমাপ্ত ॥

ভজন সন্দর্ভের দ্বিতীয় খেদ্যোর

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক সূচী

(১)

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক সূচী

বর্ণানু ক্রমিক শ্লোক সূচী

ভজন সন্দর্ভের দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৫	নিধিক	নিধিকে	৭৫	১	পোষাণ	পাষাণ
৩	১৭	বিজ্ঞরূপ	যজ্ঞরূপ	৭৬	৩৫	প্রাক্যট	প্রাকট্য
৯	১১	পাতঞ্জুল	পাতঞ্জল	৮১	২৪	ভগবক্তা	ভগবত্তা
১৫	১৩	পুরুক্ষে	পুরুষে	৯৬	২	এতবিম্ব	এবম্বিধ
১৬	২৭	দদাশিব	সদাশিব	৯৭	১৮	নিস্তজ	নিস্তেজ
২৬	৩	শুদ্ধ সত্তমূর্ত্তি	শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি	৯৯	২৬	লইলে	হইলে
৩২	২০	বহিয়া	বলিয়া	১০০	২২	দোহোৎপত্তি	দেহোৎপত্তি
৪৮	২৭	মূর্ত্তু'	মূর্ত্তি	১০২	১৩	বিবালে	বিবাহে
৪৯	৬	গুণের	গুণের	১০২	২৭	স্বাশ ; স্বাশের,	স্বাংশ, স্বাংশের
৪৯	৯	নিত্তা	নিত্য	১০৪	৩৩	শুক পত্র	শুকপক্ষ
৫২	৪	নষ্ঠ	নিষ্ঠ	১১০	১৪	ক্ষণকেই	ক্ষণেকেই
৬৩	৭	বহু	বাহু	১১৫	১০	হ'নু	হ'ন
৬৫	২২	লেকে	লোকে	১২১	১	গয়া	গিয়া
৬৮	২৯	বৈকুণ্ঠ	বৈকুণ্ঠে	১২২	২০	আবিকৃত	আবিষ্কৃত
৬৮	৩৪	অধকন্তু	অধিকন্তু	১২৩	১	বসুদেব	বাসুদেব

ভজন সন্দর্ভ দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৩	৮	সুতরংদ্রত্সুস্রেত্রে	সুতরাংদ্রষ্টৃসূত্রে
১২৫		পূজন	পূজক
১২৫	১৪	কানই	কারই
১২৫	২৫	বৃদ্বি	বৃদ্ধি
১২৬	২১	পতিপাদ্য	প্রতিপাদ্য
১২৮	১৭	চক্রণী	চক্রিণী
১৩১	১	কাস্তিতে	কান্তিতে
১৩৮	২৩	পত্রাদি	পাত্রাদি
১৪১	৮	কত্যায়ণী	কাত্যায়ণী
১৪৩	২৮	স্থঃ	শঃ
১৪৩	২৯	শঃ	স্থঃ
১৪৪	৩২	তাহকে	তাহাকে
১৪৭	২৮	কৃষ্ণে	কৃষ্ণ
১৭০	১৮	শ্রাবণ	শ্রবণ
১৫২	৫	উদ্ববাদি	উদ্ধবাদি
১৫৩	৫	ধবণা	ধারণা
১৬০	৭	প্রয়তমা	প্রিয়তমা
১৭০	১১	অভিামন	অভিমান
১৭১	১২	গোলোকাতাদি	গোলোকাদি
১৭৩	২৯	মৃত্যুঞ্চ	মৃত্যুঞ্চ
১৭৮	১৬	নিজেন্দ্রি-প্রীতি	নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি
বোধিনী	১৪	সকার	সকাতর
বিষয় জ্ঞাপনী	৩	অচর্য্য	আচার্য্য